নজরুল ইসলাম

ইসলামী কবিতা

নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা

আবদুল মুকীত চৌধুরী
সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা
আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৩৮
ইফাবা প্রকাশনা : ১৬১১/৩
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২৮.৯১৪৪১
ISBN : 984-06-0442-2
প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮২
চতুর্থ সংস্করণ
জুন ২০০৫
আষাঢ় ১৪১২
জমাদিউল আউয়াল ১৪২৬
মহাপরিচালক
এ. জেড. এম. শামসুল আলম
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮
প্রচ্ছদ
আবদুল বারক আলভী
মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য : ১০৮.০০ টাকা মাত্র

NAZRUL ISLAM : ISLAMI KABITA (Islamic Poems of Kazi Nazrul Islam) : Compiled and edited by Abdul Muqit Chowdhury and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 April 2005

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Taka 108.00 ; US $: 4.00

www.pathagar.com

সূচী

জাগরণ/১-১২৪
[ইসলামী জাগরণমূলক সাধারণ কবিতামালা]
কাব্য-আমপারা/১২৫-২০০
[আমপারা-কাব্যানুবাদ]
মরু-ভাস্কর/২০১-২৯০
[অসমাপ্ত নবী-জীবনী-কাব্য]
চিরঞ্জীব/২৯১-৩৭০
[মুসলিম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব/কাব্য-আলেখ্য]
বাংলাদেশে নজরুল ঃ বিদায়ী সালাম/৩৭১-৩৯৬
নজরুল জীবনপঞ্জী/৩৯৭-৪০২
গ্রন্থিত কবিতার প্রথম চরণ/৪০৩-৪০৬
অভিমত/৪০৭-৪১৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলা কাব্য-জগতের মহানায়ক কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁকে নতুনভাবে কোনও পরিচয় দানের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ, স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের হিন্দু, মুসলমান এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য অনুসরণে নজরুল অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে নজরুলের অবদান সার্বজনীন এবং প্রভাববিস্তারী কর্মকাণ্ড। নজরুল-মানসের এই অসামান্য মানবতার উৎস-সন্ধানী যে কোনও নিরপেক্ষ গবেষক দেখতে পাবেন এর মূলে রয়েছে ইসলামের সত্যসুন্দর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ, যার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ছিল শৈশব থেকেই এবং যে পরিচয় নজরুলের সাহিত্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। এ জন্যই নজরুলকে বুঝতে হলে প্রয়োজন তাঁর ইসলামী ধারার সৃষ্টিসমূহের মূল্যায়ন।

নজরুলের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ধারার সৃষ্টিকর্মে অনেকেই এগিয়ে আসেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে তো বটেই, এমন কি আধুনিক যুগে অনেকেই গদ্য ও কাব্য উভয় শাখাতেই সার্থক অবদান রেখেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় বলতে হয় - 'নজরুলের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখকরা ছিল কোণঠাসা, অপাঙক্তেয়, দুর্বল, অসন্তুষ্ট, defensive minority, নজরুলের আবির্ভাব একদিনে করে তুললো তাদের আত্মবিশ্বাসী অভিজাত aggressive minority ; নজরুল ইসলাম একদিন বিনা নোটিশে 'আল্লাহু আকবার' তকবীরের হায়দরী হাঁক মেরে ঝড়ের বেগে এসে বাংলা-সাহিত্যের দুর্গ জয় করে বসলেন। মুসলিম-বাংলার ভাঙা কিল্লায় নিশান উড়িয়ে দিলেন। একদিনে দূর করে দিলেন মুসলিম-বাংলার ভাষা ও ভাবের হীনমন্যতা।'

ভাবে, ভাষায় এমন কি শব্দ চয়নে নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্য ও গানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করলেন এক মহাবিপ্লব, যা জন্ম দিল এক নয়া রেনেসাঁর। বাংলায় নব জাগরণের যে ধারায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়, তার মূলে নজরুলের অবদান রীতিমত ঐতিহাসিক। তাই সঙ্গত কারণেই নজরুলকে বাংলাদেশের জনগণ তাদের জাতীয় কবি বলে গ্রহণ করেছে। জাতীয় অগ্রযাত্রায় তাঁকে অগ্রদূতের ভূমিকায় বরণ করেছে। তাই বার বার, পুনর্বার, চিরকাল নজরুলের ইসলামী কবিতা ও গানের পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন জাতীয় জীবনে সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনেই অপরিহার্য।

সেই বিবেচনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি জনাব আবদুল মুকীত চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে গ্রন্থিত 'নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা' গ্রন্থটি প্রকাশ করে এক মহান জাতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করেছে। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। এরপর আরো দু'টি সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর 'নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা' গ্রন্থের এবার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটি পূর্বের মতোই সুধী মহলে সমাদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ্ হাফেজ।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

যৌবনে নজরুল

সৌজন্যে ঃ কাফেলা, কলকাতা

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

৩য় সংস্করণ

১৯৮৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপনের প্রাক-মুহূর্তে 'নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এতে প্রাপ্তিযোগ্যতার ভিত্তিতে কবির মূল রচনার যথাসম্ভব অনুসরণ ও বানানের ভুল-ত্রুটি পরিহার করে ছাপার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরেও সম্ভাব্য কোন ভুলের জন্য আমি সুধী পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ভুল দেখিয়ে দিলে তা পরবর্তীতে যথাসম্মানে সংশোধনের চেষ্টা করবো।

বিপুল চাহিদার কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়। গ্রন্থটি দীর্ঘদিন ধরে বাজারে নেই। পাঠকদের কাছে যেমন, আমার কাছেও তা ছিল এক বড় অভাব। যা হোক, শেষ পর্যন্ত বর্তমান প্রকাশনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদের সানুগ্রহ নির্দেশনায় এর প্রকাশের ব্যবস্থা সম্পন্ন হচ্ছে, এটা আনন্দের কথা। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কর্তৃপক্ষের প্রতি।

'নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা'র অংশ বিশেষ মূলানুগ করতে আমাকে নজরুলের গ্রন্থের প্রথম দিকের সংস্করণ দিয়ে সহযোগিতা দান করেছেন অগ্রজপ্রতিম গীতিকার কবি সৈয়দ শামসুল হুদা, প্রিয়ভাজন কবি শামসুল করিম কয়েস, নজরুল গবেষক মোহাম্মদ ইমরানুল বারী ও ঢাকাস্থ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা শ্রদ্ধেয় চাচা আবদুল লতিফ চৌধুরী।

গ্রন্থটির শুদ্ধি সংশোধন ও মুদ্রণাদেশে প্রীতিকর সহযোগিতা দান করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সুদক্ষ প্রুফ রীডার মোহাম্মদ মোকসেদ। আমার মেয়ে বুশরা জান্নাত চৌধুরী ও ছেলে আহমদ শান-ই-ইলাহী চৌধুরীর সহযোগিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

কবির জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যকর্মের ব্যাপক প্রকাশনা ও প্রচার-প্রসার কামনা করছি।

www.pathagar.com

ভূমিকা

এক

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য জগৎ এখনো অনেকটা অনাবিষ্কৃত—তাঁর সৃষ্টি সম্ভার সংগ্রহের সার্বিক ব্যবস্থাপনা আজো বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি। সে সম্ভাবনা এখনো বাস্তবায়ন সাপেক্ষ! তবু, বলা যায়, একজন কবি-শিল্পীর নিখাদ ভালবাসার পলিমাটিতে একটা জাতি তথা মানুষের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রকে ফুল-ফসলে এত সমৃদ্ধ ও শোভিত করার ইতিহাস বিরল।

নজরুলের জন্ম বাঙালী মুসলিম সমাজে। এবং তা একজন কবির কাব্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'তাঁর' নিজের ভাষায়—দৈব'। শুদ্ধ শিল্পী-সত্তা সৃষ্টির কল্যাণ চিন্তার প্রতীক। সেখানে জাতি বিচার হয় না। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অবস্থান তাই মানব-সমাজের শাশ্বত সম্পদ হিসেবে। সকল কালের শ্রেষ্ঠ মনীষার দানকে এভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বিষয়টির এক পিঠ। অন্যদিকে রয়েছে কবি-শিল্পীর স্থানিক ও স্ব-সামাজিক পরিচয়। সেটাও তাঁরা মুক্ত কণ্ঠে শুধু স্বীকারই করেন না, সেখানে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ডাকে তাঁরা সাড়াও দেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এবং মানব-সমাজের সে জনাংশকে উত্তরণের পর্যায়ে টেনে নিতে জীবন-পণ সাধনায় নিমগ্ন হন। বিশ্ব মানব সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালন তাতে ক্ষুণ্ন হয় না বরং স্ব-সমাজের জাগরণ অন্বেষাকে তাঁরা বৃহত্তর মানবিক কল্যাণের অংশ হিসেবেই দেখেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, সমষ্টিগত এককে একটি দেহরূপী মানব সমাজের অংগমালা তার জাতি-সম্প্রদায়গুলো। এর কোন অংগকে অথর্ব রাখা সুন্দর সমাজ-দেহের স্বাপ্নিকের দৃষ্টিতে নিছক বোকামী এবং ক্ষেত্র বিশেষে হীনমন্যতা। পৌরুষের দীপ্ত উচ্চারণ যাঁদের কণ্ঠে, তাঁরা ঋজুভাষী। তাঁরা ঘরের বাইরের সবার কল্যাণের জন্যই কাজ করেন, সমৃদ্ধি ও শান্তির আলোক-শিখাকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে সক্রিয় হন।

উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা নজরুলকে বিচার করতে পারি। নজরুলের দান সকল মানুষের জন্য। এটা আমাদের গর্ব যে, তিনি আমাদের ঘরের সন্তান। সব মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকের মতই তিনি স্ব-জাতি মুসলমানদের জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভেবেছেন। বিশেষ করে বাঙালী মুসলিম সমাজের জন্য তাঁর অনুভূতি অপরিমেয়। বিশ্ব-কল্যাণ উৎসবের বিরামহীন কাজের মাঝে মাঝে মুসলিম সমাজকে জাগানো, তাদের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সক্রিয় করে

www.pathagar.com

তোলা, আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার সর্বস্বতার পঙ্কে নিমজ্জিত এ সমাজকে ইসলামের মহান মানবিক মূল্যবোধে উত্তীর্ণ করে সংগ্রামী জীবন-তৃষ্ণায় উদ্দীপ্ত করা—এ স্বপ্ন দেখা ও কর্মধারায় কখনো তাঁর বিরতি ছিলো না।

আপন পরিচয়ের উৎস নিয়ে কোনো মানসিক অসুস্থতা মহৎ শিল্প-স্রষ্টার জীবনে থাকে না, নজরুলও তার ব্যতিক্রম নন। এ জন্যই তিনি নিজের বিনীত পরিচয়ে 'খাদেমুল ইসলাম নজ্‌রুল ইস্‌লাম' লিখতে পেরেছেন।

ইসলামের বিশ্বপ্রেমিক মানবতাবাদী চিন্তাধারাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর সৃষ্টির এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে ইসলামভিত্তিক লেখা। নজরুল ইসলামের ইসলাম-সম্পর্কিত, ইসলাম-কেন্দ্রিক বা প্রেরণামূলক ইসলামী বিষয়-কেন্দ্রিক কাব্যের একটি সংকলন তৈরির প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। সে প্রেক্ষিতেই এ সংকলনের কাজ হাতে নেয়া হয়। নজরুলের সাহিত্যের একটি মুখ্য অংশে যে ইসলামী আদর্শের চরিত্র চিত্রিত বা প্রতিফলিত হয়েছে, সেই ইসলামী আদর্শদীপ্ত, ইতিপূর্বে প্রকাশিত ও সংগৃহীত কাব্য-সাহিত্যের এটি একটি গ্রন্থনা। বলা বাহুল্য, সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের যে আদর্শ ও বাস্তব দৃষ্টান্ত ইসলাম বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছে, সে দর্শন কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর আদর্শ শুধু নয়, তা বিশ্বমানবের। নজরুলের ইসলামী কবিতা যে সেই ভাব-কল্পনায় সমৃদ্ধ, তা প্রশ্নাতীত। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে একই চেতনা-নিঃসৃত আমার সম্পাদিত আর একখানি সংকলন 'নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী গান' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামী দর্শনের দৃষ্টিতে মানব জাতি এক আদমের সন্তান এবং সেজন্য এক পরিবারসদৃশ। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের আসন ধূলিসাৎ করে এক স্রষ্টার প্রভুত্বের আওতায় বিশ্বমানবের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তি, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষ্য। সেই আদর্শের বাণী যে কবি পেশ করেছেন, তিনি সেই সার্বজনীন মানবধর্মের বাণী প্রচারক সর্বমানুষের কবি। নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, 'কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি ক ইসলাম/সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।' এ বাণী সর্বকালীন সত্য। সুতরাং সেই বক্তব্য-সম্পৃক্ত বাণী যে সকল মানুষের জন্য, তা জিজ্ঞাসার উর্ধ্বে।

'ইসলামের ইতিহাস' বলতে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথার্থ অর্থে ইসলামের আদর্শনিষ্ঠ ইতিহাস পাই না, পাই মুসলিম নামধারী কিছু স্বেচ্ছাচারী শাসকের ইতিহাস। কেননা মুসলিম নামধেয় শাসকের ইতিহাস অধিকাংশ সময়

www.pathagar.com

কুরআন সুন্নাহ্‌ভিত্তিক শাসনের ইতিহাস নয়। অন্তত হযরত আবুবকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা)-এর সময়ের কুরআন ও সুন্নাহ্‌ভিত্তিক শাসনের ধারাকে পরবর্তী মুসলিম রাজতন্ত্রের শাসন বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া পালন করেনি।

সংকলনটির পরিচিতি-পর্বে আমরা প্রথমেই দু'টি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। তা' হল ঃ ইসলামী সাহিত্য কি ? এবং বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামী-সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা কি না ?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে কয়েকটি উপ-প্রশ্ন এসে যায়। ইসলামী সাহিত্য কি ইসলাম ধর্মীয় সাহিত্য অথবা ইসলাম-আদর্শ নিয়ন্ত্রিত বা অনুপ্রাণিত সাহিত্য ?

এ আদর্শের পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ প্রতিফলিত সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্য বলা যেতে পারে। অবশ্য ইসলামী সাহিত্য বলতে একটা ব্যাপক সাংস্কৃতিক রূপকেও চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে 'ইসলামী শিল্পকলা' সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। রাজতন্ত্রের শাসনামলেও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোয় যেসব স্থাপত্য শিল্প, লিপি-শিল্প বা চিত্র-শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো আজ বিশ্বে ইসলামী শিল্প বলে পরিচয় লাভ করেছে। দেখা গেছে, প্রধানত মুসলমানদের বিরচিত শিল্প ও সাহিত্য বিশ্বে ইসলামী শিল্প-সাহিত্য নামে সাধারণভাবে পরিচিত। এর একটি মাত্র কারণ হয়ত এই যে, ঐ শিল্প-সাহিত্যে কোন-না-কোনভাবে ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপের প্রতিফলন ঘটেছে। তবু আমরা বলব, কথাটা বিশুদ্ধ অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বলা যেতে পারে, এটা 'মুসলিম শিল্প-সাহিত্য' এই সংজ্ঞায় চিহ্নিত হ'লে যুক্তিসংগত হ'ত।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধে এই ধরনের একটি কথা বলেছিলেন যে, বিশ্ব কাব্য সাহিত্যের একটি 'মুসলমানী ঢঙ' আছে। এই 'মুসলমানী' শব্দটি ইসলামের ঠিক সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। আমরা ধর্মান্তরিত আরবী ও ইরানীদের সাহিত্যকে মুসলিম রচিত সাহিত্য বলতে পারি, সে হিসেবে সেটা মুসলিম সাহিত্যের ঐতিহ্যও, কিন্তু তার সবটাই খাঁটি ইসলামী সাহিত্য নয়। বস্তুত মুসলমান সাহিত্যিক অথবা কবি দ্বারা লিখিত হলেই কোন সাহিত্য বা কাব্য বিশেষ ইসলামী সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলিম-বিরচিত সাহিত্যকে মুসলিম বাংলা সাহিত্য বলা হয়েছে ; কোথাও ইসলামী সাহিত্য বলা হয়নি। ডক্টর মুহম্মদ

www.pathagar.com

শহীদুল্লাহ্ ইসলামী সাহিত্য বলা যায়, এমন কাব্যকে 'ধর্মীয় কাব্য' বলেছেন। তিনি কবি যয়নুদ্দীন বিরচিত 'রসুল বিজয়', বুরহানুল্লাহ্‌র 'নবীনামা', আবদুন নবীর 'আমীর হামজা' এবং হায়াত মাহমুদের 'হিতজ্ঞানবাণী', 'জঙ্গনামা', 'কেয়ামতনামা'কে 'ধর্ম-সাহিত্য' বলেছেন। বস্তুত এসব যে ইসলামী ধর্ম-সাহিত্য, তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মীয় ভাবোদ্বোধনের এই সাহিত্যের সবকটিই প্রকৃত সাহিত্য বা শিল্প-রসোত্তীর্ণ কি না, সেটা প্রশ্ন-সীমায় আসতে পারে। তবে সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত হ'য়ে এগুলো আমাদের এই সংবাদ দিচ্ছে যে, নজরুল ইসলামের আগে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য অথবা ইসলামী আদর্শ প্রণোদিত সাহিত্য রচিত হয়েছিল।

তা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে মীর মোশাররফ হোসেন 'বিষাদ সিন্ধু' রচনা করে এবং কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' কাব্যের মাধ্যমে মুসলমানের ভাবজগতে উদ্দীপনা সঞ্চারে সাহায্যও করেছিলেন। কিন্তু রচনার সীমিত শিল্পগুণের জন্য হোক অথবা সামাজিক চেতনার সঙ্গে বৃহত্তর সাযুজ্য নির্মাণের বিপুল ক্ষমতার অভাবের জন্য হোক, মুসলিম জন-জীবনে তা জোয়ারধর্মী প্রাণশক্তি সৃষ্টিতে সমর্থ হয়নি। নজরুল ইসলামই প্রথম বাঙালী মুসলমানের ভাবজীবনকে তার আকাঙ্ক্ষিত চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তোলেন। মুসলিম জনগণের বিপন্ন অস্তিত্বে সহসা বসন্তের হাওয়ার সঞ্চার হয়, তাদের ঊষর ধূসর সাংস্কৃতিক জীবনে শুরু হয় প্রাণপ্রবাহ। কয়েকটি ঘটনার সংঘাত মহান এ কবির সৃষ্টিকে অবিলম্বিত করেছিল। পৃথিবীর সব বৃহৎ ঘটনার মূলে যে সৃষ্টি-মুহূর্ত কাজ করে, তাতে সন্দেহ নেই। আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ পুরুষকে সব সময়ই দেখা যায় বিপন্ন জাতির সংকটকালে জন্মগ্রহণ করতে। বাঙালী তথা বিশ্ব মুসলিমের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিল্প-জীবনের এমনি সংকটকালে ও উত্তরণ প্রেক্ষাপটে নজরুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

উপমহাদেশের জনগণ তখন বৃটিশ শাসিত। তারা এই শাসন-শোষণের শৃঙ্খল ভাঙার প্রয়াস পাচ্ছিল। আর এ সাথে সমগ্র মুসলিম বিশ্বও চাচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে মুক্তি। মুসলিম জাতি তার মুমূর্ষু অস্তিত্বের পুনরুদ্ধারে জীবনপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। আরব-ইরান-তুরস্ক-মরক্কো প্রভৃতি মুসলিম দেশে 'জাগো' 'জাগো'-এই জাগরণবাণী উত্থিত হয়েছিল। সেই আযানের আহ্বানে ভারতীয় মুসলমানরাও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে যখন উত্থান-পর্বে আলোড়িত, তখনই নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। তুর্কীদের হাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরাজয় দেখে আবেগস্পন্দিত ভাষায় নজরুল কামাল-প্রশস্তি

www.pathagar.com

লেখেন। আনোয়ার পাশাকেও ঐ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য অভিনন্দন জানান তিনি এবং মুসলমানের আত্মবিস্মৃত সত্তাকে ঘা মেরে বলেন ঃ

আনোয়ার! আনোয়ার!
যে বলে সে মুসলিম জিভ ধরে টানো তার!
বেইমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার!
আনোয়ার! ধিক্কার!
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার—
তলওয়ারে শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার!
যারা ছিল দুর্দম আজ তারা দিকদার!

[আনোয়ার]

মহানবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে তারেকের স্পেন বিজয় পর্যন্ত মুসলমানরা বিশ্ব ইতিহাসে এক সোনালী সময়ের সূচনা করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবৈষম্য বিলোপের ক্ষেত্রে, সাম্যের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠায়, সুবিচারের উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টিতে, অনাচার-অত্যাচার উৎসাদনে, ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা মানবিকতার প্রশিক্ষণে, শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য-দর্শন সৃষ্টি ও আধুনিকীকরণে—তথা সামগ্রিকভাবে সভ্যতার প্রসারে মুসলমানরা যে শক্তি, জ্ঞান, বীরত্ব, মেধা, প্রেম ও মনীষার পরিচয় দিয়েছিল, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। প্রকৃত অর্থে তারা নতুন করে সভ্যতার বিস্ময়কর ইমারত নির্মাণ করেছিল। এই গৌরবময় উত্তরাধিকার যে জাতির, মধ্যযুগে দেখা গেলো তারাই নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে এক মুমূর্ষু জাতিতে পরিণত হয়েছে।

একদিন যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রোমান-রাজকে পরাজিত করে, ক্রুসেডের লড়াইয়ে ইউরোপের রাজশক্তিকে পর্যুদস্ত করে অন্যায়কারী ও অত্যাচারী শক্তির কাছে ভীতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাকেই দেখা গেল তারই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকারী ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামনে মাথা নত করে দাঁড়াতে।

উপমহাদেশে মুসলমান তার রাজশক্তি হারাল। বাংলার মুসলিম নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর ময়দানে ক্লাইভের হাতে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে পরাজিত হলেন এবং পৃথিবীর সকল মুসলিম রাজ্য শাসন ক্ষমতা হারিয়ে পদদলিত শক্তিতে পরিণত হল। প্রতিকূল পরিবেশে আত্মবিস্মৃত মুসলমান ঐক্যের

www.pathagar.com

চেতনা হারাল, তাদের তওহীদে বিশ্বাস হল দোদুল্যমান, তারা হয়ে উঠল স্বার্থপর, অনুকরণকারী, পরভৃত, পরমুখাপেক্ষী, আত্মকলহে জর্জরিত ঐতিহ্য-বিস্মৃত জাতি।

মুসলমানের সমস্ত পরাজয়ের মূলে ছিল বিশ্বাসের শিথিলতা, ত্যাগের পরিবর্তে ভোগ, কৃচ্ছ্রতার পরিবর্তে বিলাসিতা, সাহসের পরিবর্তে ভীরুতা, সমষ্টিগত চিন্তার পরিবর্তে ব্যক্তি চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিমুখতা, শোষণ—এক কথায় কুরআন ও সুন্নাহ্, ইসলামী আদর্শ তথা তওহীদী চেতনা থেকে বিচ্যুতি ও পতন।

বেদনার্ত দৃষ্টিতে নজরুল এসব দেখেছিলেন এবং তন্দ্রালু জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁর মসিকে অসিতে পরিণত করেছিলেন। এই জাগিয়ে তোলার পথে তিনি স্বদেশী-বিদেশী সকল শোষক, সকল মুসলিম-স্বার্থবিরুদ্ধবাদী সংস্কারাসক্ত রক্ষণশীল শক্তি, সকল কর্মবিমুখ বিজ্ঞানবিমুখ শক্তির বিরুদ্ধে বজ্রের আওয়াজ সম্পৃক্ত শব্দ ও ভাষায় তীক্ষ্ণ আঘাত দিয়ে তওহীদী পৌরুষকে জাগাতে ও তাদের আত্মসচেতন করতে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর এই অনুপ্রাণিত কাব্যভাষার কবিতা এই সংকলনে গ্রথিত হ'ল। অবশ্য সত্য, ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সৎসাহিত্য অবদান সৃষ্টিতে সক্ষম, তা ব্যাপকতর দৃষ্টিকোণে ইসলামী মূল্যবোধেরই আহ্বান বৈ কিছু নয়। সে হিসাবে তা'ও ইসলামী সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে।

এ সংকলনে তেমন কবিতাকেই নির্বাচন করা হয়েছে, যা কোন-না-কোনভাবে ইসলামী সংস্কৃতি, শিল্প, সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনা তথা ইসলামী ভাবাদর্শকে প্রদীপ্ত ভাষায় উপস্থাপিত করেছে। এ সংকলনটির চারটি ভাগ রয়েছে, যথাক্রমে ঃ জাগরণ, কাব্য-আমপারা, মরু-ভাস্কর ও চিরঞ্জীব। এতে নজরুলের মুসলিম জাগরণমূলক বিচিত্র ভাবকল্পনাকে বুঝতে সুবিধা হবে বলে আমাদের ধারণা। উল্লেখ্য, এই সব অংশের পৃথক পৃথক ভূমিকা সংশ্লিষ্ট বিভাগে দেয়া হয়েছে।

নজরুল শুধু আবেগবাহিত কাব্য সৃষ্টি করলেন না, মুসলমান কবিরা আরবী-ফারসী তথা বিদেশী শব্দ-সমৃদ্ধ যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য যা সচেতনভাবে বর্জন করেছিল, তিনি তাকে অপূর্ব কারিগরী দক্ষতায় পুনর্বাসিত করলেন।

এই গ্রন্থ-সংকলিত কবিতা নজরুল যে সব পর্যায়ে লিখেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর পূর্বাপর সজাগ দৃষ্টি

www.pathagar.com

আমরা লক্ষ্য করব। দেখা যাবে, তিনি তাঁর সাহিত্য-জীবনের উন্মেষকালে যেমন ইসলামী চেতনা উজ্জীবনমূলক কবিতা লিখেছেন, তেমনি তাঁর সাহিত্য-জীবনের মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নেও সেই আদর্শের দীপ জ্বালাতে ভোলেন নি। ১৩২৮ বাংলা/১৯২০ ইংরেজীতে লেখা তাঁর 'কোরবানী' 'খেয়াপারের তরণী' ও 'মোহর্‌রম' এবং ১৩২৮ সালে 'রণভেরী'তে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন ঃ

ক. চড়েছে খুন আজ খুনিয়ারার
মুসলিমে সারা দুনিয়াটার।
'জুল্‌ফেকার খুলবে তার
দু'ধারী ধার শেরে খোদার, রক্তে-পূত-বদন!
খুনে আজকে রুধবো মন!
ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন।
[কোরবানী]

খ. পুণ্যপথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্ম্মেরি বর্ম্মে সুরক্ষিত দিল সাফ!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও ;
কান্ডারী আহ্‌মদ, তরীভরা পাথেয়। [খেয়াপারের তরণী]

গ. বেজেছে নাকাড়া হাঁকে নকীবের তুর্য,
হুঁশিয়ার ইসলাম ডুবে তব সূর্য্য!
জাগো ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক। [মোহর্‌রম]

ঘ. ওরে আয়!
ঐ মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়—
ওরে আয়!
ঐ ইসলাম ডুবে যায়!
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি' খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়গান শোন্ গায়!
... ...
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা,
মরি জালিমের দাংগায়। [রণভেরী]

www.pathagar.com

দীর্ঘ-পনেরো বিশ বছর পর তাঁর লেখা কবিতায় সে সুর অন্যরূপে প্রকাশ পেলেও তার গভীরের ঐক্য দৃষ্টি এড়ায় না। সেখানেও তাই তাঁকে বলতে শুনি ঃ

ক. জয় হোক, জয় হোক, আল্লার জয় হোক
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক!

[জয় হোক! জয় হোক!]

খ. অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হ'তে ওরে
আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন ক'রে ?
ভাঙ্গিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ ?

[আজাদ]

গ. হে নবযুগের নৌসেনা, রণতরীর নৌজোয়ান!
আল্লারে নিবেদন করে দাও আল্লার দেওয়া প্রাণ!
পলাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না মৃত্যুর হাত হ'তে,
মরিতে হয়ত মরব আমরা এক আল্লার পথে!

[ডুবিবে না আশাতরী]

ঘ. জয়ে পরাজয়ে সমান শান্তি রহিব আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমার জয় হবে!
লাঞ্ছিত হ'লে বাঞ্ছিত হক পরলোকে আল্লার,
রণভূমে যদি হত হই মোরা হব চির-প্রিয় তাঁর!

[ভয় করিও না, হে মানবাত্মা]

তাঁর অক্লান্ত সেবার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ জাতীয় অস্তিত্ব তাঁর সামনে বিনীত-শ্রদ্ধামুখর। আমাদের অগ্রযাত্রার পথে তাঁর দিক-নির্দেশ পাথেয়। আমাদের জাতিসত্তার অণু-পরমাণুতে ছড়ানো তাঁর বাণী তাঁকে 'জাতীয় কবি'র মর্যাদায় আসীন করেছে। এবং এও সত্য, তিনি সকলের—সব মানুষের, কারণ এখানেও তিনি 'মানবতা' 'শান্তি' 'সাম্যে'র বিজয় কামনা করেছেন।

দুই

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা ও গানে ঈমান, আকীদা ও ইসলামী মূল্যবোধকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর 'কাব্য-আমপারা' কুরআনুল করীমের একটি পারার বাংলা কাব্যানুবাদ। এ সাথে এতে রয়েছে 'শানে নুযূল' অধ্যায় ও

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক টীকা-ভাষ্য। 'মরু-ভাস্কর' কাব্যগ্রন্থে নবী-জীবনের ধারাবাহিক বর্ণনা [অসমাপ্ত] ছন্দিত হয়েছে। এভাবে তাঁর দুটি গ্রন্থে কুরআন শরীফের অংশ বিশেষ ও মহানবীর সীরাত বাংলা কাব্যরূপ পেয়েছে।

'নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা'য় অন্তর্ভুক্ত অন্য দুটি গ্রন্থ 'জাগরণ' ও 'চিরঞ্জীব'-এর কবিতামালার অবয়ব জুড়েও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধ উচ্চকিত হয়েছে।

'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' কবিতায় নাস্তিকতা ও কুফরীর স্বরূপ তুলে ধরেছেন কবি। এ সাথে ইসলামী সাম্যের বিজয় ঘোষণা করে বলেছেন, 'আমরা বলিব সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।' পৌরুষহীন 'দাসের জীবন' অবিশ্বাসীর কাছে অপমানকর নয়—'নিত্য মৃত্যু ভীত ওরা।' অন্যদিকে, জিহাদ ও শাহাদতের ব্যাপারে কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা তো জীবিত....' [বাকারা ঃ ১৫৪] 'বলো, আমার সালাত, আমার ইবাদত'[কুরবানী ও হজ্জ], আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌রই উদ্দেশে।' [আন'আম ঃ ১৬২] 'যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং তাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আর তারাই সফলকাম।' [তওবা ঃ ২০] এখানে সব মু'মিনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবির ঘোষণা, 'আমরা শহীদী দর্জা চাই।'

কবির বিশ্বাস, কুফরীর অন্ধকার একদিন বিদূরিত হবে—'তাড়াবে ওদের দেশ হতে মেরে আল্লার অনাগত সেনা।' কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, '...বস্তুত মিথ্যা অপসৃত হবেই।' (বনী ইসরাইল ঃ ৮১) এ কবিতায় কবির কল্যাণী উপসংহার ঃ 'মোরা ফুল ছুঁড়ে মারিব ওদের, বলিব—আল্লাহ জিন্দাবাদ!'

মানুষের পরম পাওয়া স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য। আখিরাতের দূরযাত্রায় দুনিয়ায় মুসলমান এ অন্বেষায় জীবন অতিবাহিত করে। 'আল্লা পরম প্রিয়তম মোর' কবিতায় কবির কথা, 'তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোন চাওয়া পাওয়া নাই।'

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, 'আল্লাহ থেকে সাহায্য ও বিজয় অত্যাসন্ন—আর মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন।' (সাফ্‌ফ ঃ ১৩) 'মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।' (রূম ঃ ৪৭) '...আল্লাহ্‌র দলই তো বিজয়ী হবে।' (মায়িদা ঃ ৫৬) নজরুল বলছেন 'চিরনির্ভয়' কবিতায়, 'আমি পেয়ে আল্লার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভয়/আল্লা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয়।'

www.pathagar.com

'আমি আল্লার সৈনিক, মোর কোনো বাধা ভয় নাই/তাঁহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে যাই।'

ইসলাম স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ উপহার—কোন বিশেষ গোষ্ঠী, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের জন্য এর আবির্ভাব ঘটেনি; কোন কালের আওতায় তা সীমাবদ্ধ নয়। তওহীদ এসেছে মানব জাতিকে আল্লাহর রবুবিয়াতের ছায়ায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একাত্ম করার লক্ষ্যে। পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছে, 'বল, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।' 'হে মানুষ। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক নর ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে-পরস্পরের পরিচিতির জন্য।' (হুজুরাত ঃ ১৩) '...পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না....।' (বাকারা ঃ ১১) নজরুল বলেছেন, 'জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারের এ ভেদজ্ঞান, / অভেদ 'আহাদ' মন্ত্রে টুটিবে সকলে হইবে এক সমান।'

মানব জাতি বার বার বিভ্রান্তির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে তওহীদের বাণী ভুলে। নজরুল এ পতন-কাহিনী বলছেন এভাবে, 'এই 'তৌহীদ'—একত্ববাদ বারেবারে ভুলে এই মানব, / হানাহানি করে, ইহারাই হয় পাতাল-তলের ঘোর দানব।' কবির তবু প্রত্যয়, 'তাঁরই শক্তিতে শক্তি লভিয়া হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাধীন / মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, হইবে আজাদ, চির স্বাধীন।' কারণ কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই সফলকাম।' (নূর ঃ ৫২) 'যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে ও তাঁর উপর অবিচল থাকে, তাদেরকে তিনি তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন।' (নিসা ঃ ১৭৫) 'আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।' (আল-ইমরান ঃ ১৫০)

আল্লাহর ইচ্ছা, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ-অসাম্য থাকবে না। কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।' (যারিয়াত ঃ ১৯) এ 'হক'-বোধ সামাজিক সাম্যের নিয়ামক। '... এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে.... এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।' (বাকারা ঃ ১৭৭) 'তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয়। যারা কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে, তারাই সফলকাম।' (হাশর ঃ ৯)'... যে অর্থ জমা করে ও তা বারবার গণনা করে, সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে, কখনো না, সে অবশ্যই

www.pathagar.com

হুতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।' (হুমাযা ২-৪) '....যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে...।' (হাশর ঃ.৭)

কবি বলছেন, 'আল্লার দেওয়া পৃথিবীর ধন-ধান্যে সকলের সম অধিকার' [জয় হোক! জয় হোক!] 'এ টাকা তোমার রবে না বন্ধু জানি,/ এ লোভ তোমারে নরকে লইবে টানি।' [আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও] 'ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে,/ তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পিয়ালাতে,/ দিয়া ভোগ কর, বীর দেদার।' 'বুক খালি করে আপনারে আজ দাও জাকাত,/ করো না হিসাবী আজি হিসাবের অঙ্কপাত।' 'ইসলাম বলে সকলের তরে মোরা সবাই।' [ঈদ মোবারক]

কালাম পাকে ইরশাদ হয়েছে '...আর আল্লাহ্‌র বাণীই সবার উপরে।' (তওবা ঃ ৪০) কবির উক্তি, 'নির্যাতিত ধরা মধুর সুন্দর প্রেমময় হোক।' / 'জয় হোক, আল্লার জয় হোক।' 'দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ঘটাবে না...' (আ'রাফ ঃ ৫৬) 'নতুন চাঁদ' কবিতায় কবি বলছেন, 'মহামিলনের জয় গানে। / শান্তি শান্তি জয় গানে।'

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,...'ফিতনা হত্যার চেয়েও জঘন্য' (বাকারা ঃ ১৯১)। এ পাপে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের কোন প্রশ্ন নেই—পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টিতে যেই ইন্ধন যোগায় সে জঘন্যতম। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় কবি এদের সম্পর্কে বলছেন, 'হউক হিন্দু, হোক খ্রীশ্চান, হোক সে মুসলমান, / ক্ষমা নাই তার, যে আনে তাঁহার ধরায় অকল্যাণ।' অন্যপক্ষে, মুসলিম জীবন-দর্শনের বিশ্বজনীন আত্মীয়তার বিষয়টি কবি 'একি আল্লার কৃপা নয়?' কবিতায় তুলে ধরছেন এভাবে, 'তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,/ মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আল্লাহ্‌র ফরমান।'

আল্লাহ্‌র মহান নামের যিকির মানুষকে পরিশুদ্ধ করে, তার রূহের কলুষ-কালিমা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। 'আসমাউল হুসনা [উত্তম নামসমূহ] আল্লাহ্‌রই, তোমরা তাঁকে সে সব নামেই ডাকবে।' (আ'রাফ ঃ ১৮০) 'কবির প্রশস্তি'তে নজরুল বলছেন, 'কত ভেদজ্ঞান, কলহ ঈর্ষা, লোভ ও অহংকার,/ সব দূর করে দেবে পবিত্র নামের মহিমা তাঁর।'

'তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না...' (আল-ইমরান ঃ ১০২) নজরুলের 'আজাদ' কবিতায় 'কোথা সে আজাদ ? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান / আল্লাহ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?' মুসলমান তার সোনালী অতীতের আত্মিক শক্তি হারিয়েছে। নজরুল বলছেন, 'তিলে তিলে মরে মানুষের মত মরিতে পারে না

www.pathagar.com

তবু?/ আল্লাহ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু।' পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তারা (কাফিররা) তাঁর [আল্লাহ্‌র] পরিবর্তে অপরকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছে...।' (ফুরকান ঃ ৩) 'তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা.করে?' (মায়িদা ঃ ৫০) 'তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগূত (আল্লাহ-দ্রোহী শক্তি)।' (বাকারা ঃ ২৫৭)

মুসলিম জাতির আবির্ভাব ঘটেছিল মানব সমাজের ভারসাম্য রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের জন্য। 'এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি...।' (বাকারা ঃ ১৪৩) নিজে দাস হওয়া তো নয়ই, অন্যেরেও দাস না করাই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।' (আল ইমরান ঃ ১১০) কিন্তু কোথায় সে বিশ্বপ্রেমিক কল্যাণী শক্তি? নজরুলের জিজ্ঞাসা ঃ 'অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হতে ওরে, / আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম ভুলিলি কেমন করে? ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ / এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ।' মানুষের যে অধিকার দিতে এসেছিল ইসলাম, নজরুলের 'আজাদ' কবিতায় তা রূপায়িত হয়েছে, 'মানুষেরে দিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার। / ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায়, যারা কোরবান তার।'

'যদি সে সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম।' (আ'রাফ ঃ ৯৬) নজরুল 'নিত্য প্রবল হও' কবিতায় বলছেন, 'যে মাথা নোয়ায়ে সিজদা করেছ এক প্রভু আল্লারে,/ নত করিও না সে মাথা কখনো কোনো ভয় কোনো মারে।' এবং 'বিশ্বাস ও আশা' কবিতায় বলছেন, 'পূর্ণ পরম বিশ্বাসী হও, যাহা চাও পাবে তাই,/ তাহারে ছুঁয়ো না, সেই মরিয়াছে, বিশ্বাস যার নাই।'

মুসলমান হবে ধৈর্যশীল। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' নজরুল বলছেন, 'ধৈর্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুসলিম নয় কভু,/ বিশ্বে কারেও করে নাক ভয় আল্লাহ যার প্রভু।'

পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছে, "ভয় ও ক্ষুধার দ্বারা, শস্যহানি ও প্রাণ হানির দ্বারা আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো। এবং ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দিন....।" 'ডুবিবে না আশাতরী' কবিতায় নজরুল বলছেন 'হয়ত

www.pathagar.com

প্রভুর পরীক্ষা ইহা ভয় দেখাইয়া তিনি। / ভয় করিবেন দূর আমাদের, জ্ঞাতা একক যিনি।' আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, মানুষ তার সমস্ত প্রচেষ্টা তথা জীবনটাই তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করবে—কুরবানী দেবে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানীদানের নির্দেশের প্রেক্ষাপটে কুরআনুল করীমের বক্তব্যের কাব্যরূপ দিয়েছেন কবি, 'হে নবযুগের নৌ সেনা, রণতরীর নৌজোয়ান! / আল্লারে নিবেদন করে দাও আল্লার দেওয়া প্রাণ।' 'বকরীদ' কবিতায় বলছেন, 'এরা আল্লার সৈনিক, এরা 'জবীহুল্লার' সাথী,/ এদেরি আত্মত্যাগে যুগে যুগে জ্বালায় আশার বাতি।' 'কোরবানী' কবিতায় বলছেন, 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্য-গ্রহ শক্তির উদ্‌বোধন।' পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি অবশ্যই আপনাকে কাওসার দান করেছি... (কাওসার ঃ ১)।' নজরুলের কথা, 'থেমে যাবে এই দুর্যোগ ঘন প্রলয় তুফান ঝড়,/ 'কওসর' অমৃত পাবে কর আল্লাতে নির্ভর।' এবং অবিশ্বাসীদের শুনিয়ে দিচ্ছেন, '... বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো, / তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।'

কবির স্বপ্ন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। ইসলামের একাত্মতার আহবান কবির চেতনায় বাজ্ময়। 'সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মিটাও মিটাও সাধ, / তোমারি এ বাণী—দেখিব তোমার কৃপার পূর্ণ চাঁদ।' ইসলামের সত্য কোন জাগতিক শক্তির ঔদ্ধত্যের সামনে মাথা নত করতে পারে না ; বরং এ ক্ষেত্রে শাহাদতই শ্রেয়। 'মোহররম' কবিতায় বীর্যবান এ জাতির পৌরুষ-দীপ্ত বুকের স্পন্দন শুনি, 'হাঁকে বীর শির দেগা নাহি দেগা আমামা।' কারবালার প্রান্তরে সেদিন খিলাফত তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার উপর যে আক্রমণ ও বিপর্যয় ঘটেছিলো, মুসলিম বিশ্ব আজো তার মর্মবিদারী জের টানছে। 'মুসলিম তোরা আজ 'জয়নাল আবেদীন',/ 'ওয়া হোসেনা' 'ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন!' কিন্তু এ মাতম তো জাতির বিজয় নির্ধারক নয়। কবি তাই বলছেন, 'ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা,/ —ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।' ডাকছেন চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য, 'জাগো ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক, / শহীদের দিনে সব লালে লাল হয়ে যাক্।' আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' মোহররম (২য়) কবিতায় ঃ 'ঐক্য যে ইসলামের লক্ষ্য এরা তাহা দেয় ভেঙে' এবং 'আল্লার কাছে ভায়ে ভায়ে পুনঃ মিলন ভিক্ষা চাও।'

কালাম পাকে রয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি সালাম (দরূদ) পাঠ করেন।' 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' কবিতায় মহানবীর আবির্ভাবে

www.pathagar.com

বিশ্ব-লোকের অন্তরের আকুতি বাঙ্ময় করেছেন কবি, 'পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।'

'ইন্না আনযালনাহু ফি লাইলাতিল কাদ্‌র্'— 'নিশ্চয় আমি কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি।'—'মাহে রমযান' এসেছে যখন, আসিবে 'শবে কদর', /নামিবে তাঁহার রহমত এই ধূলির ধরার পর।'

বর্তমান বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থা মানবসৃষ্ট বিভিন্ন মতবাদের আওতায় পড়ে বিপর্যস্ত, বিড়ম্বিত। শোষণ ও মানবিক অধিকার হরণের পাঁয়তারা চল্‌ছে সর্বত্র। মুসলিম দুনিয়াও এ বৈষম্যমূলক শোষণ-সর্বস্ব মতবাদ ও ব্যবস্থার শিকার। কবির কাছে এটা চরম আফসোসের ব্যাপার। কারণ মুসলমানদের উত্থান ঘটেছিল জুলুম-বঞ্চনার চির অবসান ঘটানোর জন্য। 'কৃষকের ঈদ' কবিতায় কবি প্রশ্ন করছেন, 'জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে নি নিঁদ /মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?' দীনী নেতৃত্ব যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের প্রতি কবির জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হয়েছে, 'নিঙাড়ি' কোরান হাদিস ও ফেকা, এই মৃতদের বুকে / অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বল বুকে।' মুসলমান জড় প্রকৃতির বা নির্জীব হতে পারে না। 'শক্তি পেলো না জীবনে যে জন, সে নহে মুসলমান।' কবি যথার্থ ইমামকে খুঁজছেন, 'কোথা সে শক্তি-সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার / আবে জম্‌জম্ শক্তি উৎস বাহিরায় অনিবার?'

কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিয়ো না, তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে...।' (আন'আম ঃ ১০৮) নজরুল 'গোঁড়ামি ধর্ম নয়' কবিতায় বলছেন, 'কোনো ওলি কোনো দরবেশ যোগী কোন পয়গম্বর/ অন্য ধর্মে দেয় নি ক গালি,—কে রাখে তার খবর।'

আমরা জানি, 'আলিমগণ নবীগণের ওয়ারীস বা নায়েব।' 'মৌলবী সাহেব' কবিতায় কবি বলেন, 'ওয়ালেদেরই মতন বুজর্গ মক্তবের ঐ মৌলভী সাহেব/ তাই উঁহারে কিতাবে কয় হজরত রসুলের নায়েব।'

দরিদ্র, অভাবগ্রস্তদের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মুসলমানদের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন পাক থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। এ দায়িত্বে যাঁরা অগ্রবর্তী ভূমিকা নেন, তাঁদের কল্যাণ লাভের বিষয়টিও কালাম-ই-ইলাহীতে উক্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

নজরুল 'মহাত্মা মোহসিন' কবিতায় মোহসিনের দানশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নিম্নোক্ত কাব্যভাষায়, 'তুমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিরে দিয়ে আল্লাহ্‌র নিয়ামত/ তাঁহার দানের সম্মান রাখিয়াছো ওগো হজরত।'

ইসলাম নারী জাতিকে মুক্তি দিয়েছে সমস্ত শৃঙ্খল কারাগার থেকে। নারীর যথার্থ অধিকার সবই স্বীকৃত হয়েছে ইসলামে। পাক কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ ও তোমরা তাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ।' নজরুল বলছেন, 'বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস/নারী নয় দাসী বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারো মাস।'

খুলাফা-ই-রাশেদীনের জীবনে ইসলাম বাস্তব রূপ লাভ করেছে। হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বল উদাহরণ। নজরুল 'উমর ফারুক' কবিতায় আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, 'কোরান এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়েছে প্রাণ, / তুমি রূপ—তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।' বলেছেন, 'আজ বুঝি কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর/ মোর পরে যদি নবী হত কেউ, হত সে এক উমর।' খিলাফতের শাসন-ধারার বাস্তব সাম্য নিয়ে তাঁর কাব্য, 'অর্ধ পৃথিবী করেছো শাসন ধূলার তখ্‌তে বসি।' কিন্তু মুসলিম জাহানের আজকের করুণ বাস্তবতা—গণ-মানুষের কাতারে শামিল সে শাসক আজ আর নেই!

হযরত খালেদ (রা) বিশ্ব ইতিহাসে সেই বিরল বীর ব্যক্তিত্ব, যিনি 'সাইফুল্লাহ্' বা 'আল্লাহ্‌র তলোয়ার' খেতাবে ভূষিত। তাঁর অসম সাহস, রণকৌশল ও শৌর্য-বীর্যের পাশাপাশি খিলাফত তথা সত্যের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ও খলীফার প্রতি তাঁর অপূর্ব বিনয় ইতিহাসের এক অম্লান নযীর। মুসলিম দুনিয়া আজ সেই অনন্য সেনানায়কের সংগ্রামের ছায়া থেকে বঞ্চিত, তারা আগ্রাসী শক্তির দাপটে অস্থির, শোষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত। এ পরিবেশে 'খালেদ' কবিতায় কবির মর্মবিদারী আকুতি ঃ 'খালেদ! খালেদ! ভাঙিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম,/ মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম।' কিন্তু এ আর্তনাদের উর্ধ্বে একটি সত্য আজ অত্যন্ত স্পষ্ট ঃ শতো প্রতিকূলতার প্রাচীর ডিঙিয়ে হাজারো শত্রুতার বেড়াজাল অতিক্রম করে মুসলিম জনতার সংগ্রামী কাফেলা আজ বলিষ্ঠ শপথে দুর্বার বন্যার মত অগ্রসর হচ্ছে। আজ প্রয়োজন যথার্থ নেতৃত্বের—সংগ্রামী ইমামের, 'বাহিরিয়া এস, হে রণ ইমাম জমায়ত আজ ভারী। / আরব, ইরান, তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি।'

www.pathagar.com

তিন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ভূতপূর্ব মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম-এর উদ্যোগ কবি-কর্মের জাতীয় ভিত্তিক এ কাজটির সম্পাদন সম্ভব করেছে। এ জন্য তিনি শুধু আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন নন, নজরুল-অনুরাগী গোটা পাঠক সমাজেরও। এর সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জনাব এম. এ. সোবহান, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর-এর প্রতিও জানাচ্ছি শ্রদ্ধা।

বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ও কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী, কলকাতার হরফ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী নজরুল বিশেষজ্ঞ জনাব আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত 'নজরুল-রচনা সম্ভার' এবং ঢাকা ও কলকাতার অন্যান্য নজরুল কাব্য-সংগ্রহ অবলম্বনে এ গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে। এঁদের সবার প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এ গ্রন্থ সম্পাদনা কাজে আমি যাঁদের উপদেশ-পরামর্শ নিয়ে কাজ করেছি, তাঁরা হলেন—নজরুল ইসলামের স্নেহভাজন কবি সূফী জুলফিকার হায়দার, মরহুম সাহিত্যিক-সাংবাদিক মুজীবুর রহমান খাঁ, নজরুল একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক কবি তালিম হোসেন ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, নজরুল একাডেমী লাইব্রেরীর নজরুল রচনাবলী এবং বিশেষভাবে জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। সম্পাদনা কাজে তাঁর বিজ্ঞ মতামত বিশেষ সহায়ক হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আলোকে নজরুল-কাব্য বিচারে কুরআন শরীফের আয়াতের অনুবাদ যথার্থ উপস্থাপন-প্রচেষ্টায় আমাকে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, জনাব আবুল খায়ের আহমদ আলী, জনাব মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, জনাব রুহুল আমীন, গীতিকার কবি নুরুল ইসলাম মানিক ও জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী। তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ গ্রন্থের মুদ্রণ সমাপ্তি-মুহূর্তে 'কাব্য-আমপারা' প্রথম সংস্করণের (১৯৩৩ ইংরেজি) একটি কপি দিয়ে এ সংকলনটির 'কাব্য-আমপারা' অংশে ছাপার ভুল-ত্রুটি পুনরায় দেখার সুযোগ করে দিয়ে নজরুল গবেষক জনাব বুলবুল ইসলাম আমাকে ঋণী করেছেন। এর সাথে মিলিয়ে আমরা বর্তমান সংস্করণে এ বইয়ে কাব্য-আমপারা অংশে একটি 'ছাড়' ভুল আবিষ্কার করেছি। পৃষ্ঠা ২৪৩-এ দ্বিতীয়

www.pathagar.com

লাইনে ছাপা হয়েছে, 'পুনর্জীবন লাভের কথা ভাবিয়া'; তা হবে ঃ "পুনর্জীবন লাভের কথা এই সুরায় প্রকটিত হইয়াছে। কেয়ামত ও পুনর্জীবন লাভের কথা ভাবিয়া।" এ সংশোধনী প্রচেষ্টায় আমাকে সাহায্য করেছেন জনাব মসউদ-উশ-শহীদ। কাব্য আমপারা এই সংস্করণের সৌজন্যেই 'সূরা ফাতিহা'র কবির মূল পাণ্ডুলিপির ছবি দেয়া সম্ভব হলো। এ ছাড়া কবির আরো দুটি ছবি জনাব বুলবুল ইসলামের সৌজন্যে পেয়েছি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

বাংলাদেশের মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত এ সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এটি একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হয়ে ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সংগ্রাম ও শান্তি-বাণীর মাহাত্ম্য উপলব্ধির ভিত্তিতে সবাইকে মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করুক—এই কামনা করি। 'খাদেমুল ইসলাম' বিশেষণটির যথার্থতা কবি প্রতিপন্ন করেছেন তাঁর ভাষা ও বাণীতে। ইসলামের এই বিনীত 'খাদেম'-এর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।

আবদুল মুকীত চৌধুরী

www.pathagar.com

জাগরণ

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলামের জাগরণমূলক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে রয়েছে দূরস্থিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে তাঁর সমসাময়িককাল পর্যন্ত প্রসারিত একটি বপর্যন্ত জাতীয় জীবন-চিত্র ও পট পরিবর্তনের সূচনাপর্ব।

মুমূর্ষু মুসলিম সমাজকে উদ্দীপ্ত করার জন্য তার জাতীয় চেতনাকে উদ্বোধিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন নজরুল ইসলাম। তাই জাগরণমূলক ইসলামী কবিতা লেখায় হাত দেন তিনি। সৃষ্টি করেন 'শাত-ইল-আরব', 'কোরবানী', 'রণভেরী', 'খেয়া-পারের তরণী', 'মোহর্‌রম' প্রভৃতি অমর কবিতা।

এই উদ্দীপনা-সঞ্চারী জাগরণী কবিতামালা জাতির শিরায় সঞ্জীবনী শক্তি দান করে। বিস্মৃত-ঐতিহ্য জাতি সহসা নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে এক দুর্বার নবীন শক্তিতে পরিণত হয়। তার হারানো শক্তি, সাহস, সংস্কৃতি ও পৌরুষদীপ্ত মর্যাদাবোধ ফিরে আসে।

স্পষ্টভাবে ইসলামী জীবন ও আদর্শভিত্তিক বিশুদ্ধ জাগরণমূলক কবিতা বলে চিহ্নিত করা যায়, এমন কবিতামালাকে 'জাগরণ'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হলো। জাগরণমূলক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ 'চিরঞ্জীব'-এ পৃথকভাবে পেশ করা হলো।

এ কাব্যের সাম্প্রতিক আবেদন বিচারে এটা দ্রষ্টব্য যে, মুসলমানের জাগরণ ও মুক্তি সংগ্রামের তথা বিশ্ব-মুসলিম সংহতি ও 'অর্পিত' জাগতিক নেতৃত্বদানের সুবর্ণ-সময়ের শেষ পর্যায় আজো দৃশ্যমান নয়। আসন্ন সে দিনটির পরেও জাতির সার্বিক সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির সংগ্রামে জাতীয় এ কাব্যের প্রয়োজন ফুরোবার নয়। চিরন্তনতার স্পর্শে যে শিল্প সজীব, মানবিকতার মননে যে কবিতা প্রাণরস পেয়েছে, বিশ্বপ্রেমিক আবেদনে যার উচ্চারণ শপথ-তুল্য, সে কবিতা শুধু মুসলমানের নয়, সকল মানুষের চিরদিনের সঞ্চয়–চিরপথের পাথেয়।

সম্পাদক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১.	এক আল্লাহ্ "জিন্দাবাদ"	৪
২.	আল্লা পরম প্রিয়তম মোর	৬
৩.	চির-নির্ভয়	৯
৪.	মহা-সমর	১২
৫.	জয় হোক! জয় হোক!	১৬
৬.	আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও [ফি সাবিলিল্লাহ]	১৮
৭.	একি আল্লাহর কৃপা নয়	২২
৮.	কবির প্রশস্তি	২৪
৯.	নতুন চাঁদ	২৫
১০.	আজাদ	৩০
১১.	নিত্য প্রবল হও	৩৪
১২.	বিশ্বাস ও আশা	৩৮
১৩.	ভয় করিও না হে মানবাত্মা	৪০
১৪.	ডুবিবে না আশাতরী	৪২
১৫.	আর কত দিন	৪৪
১৬.	আজান	৪৭
১৭.	প্রভু, আর কত দিন?	৫০
১৮.	মোহর্‌রম	৫২
১৯.	মোহর্‌রম	৫৫
২০.	ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্ [আবির্ভাব]	৫৮
২১.	ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্ [তিরোভাব]	৬২
২২.	কেন জাগাইলি তোরা?	৬৭
২৩.	কৃষকের ঈদ	৬৯
২৪.	ঈদ-মোবারক	৭১
২৫.	জাকাত লইতে এসেছে ডাকাত চাঁদ	৭৪
২৬.	ঈদের চাঁদ	৭৬
২৭.	সর্বহারা	৭৮
২৮.	বকরীদ্	৭৯
২৯.	কোরবানী	৮১
৩০.	শহীদী ঈদ	৮৪
৩১.	শাত্-ইল্-আরব	৮৮
৩২.	রণ-ভেরী	৯০
৩৩.	মোবারকবাদ	৯৫
৩৪.	মোবারকবাদ	৯৬
৩৫.	নকীব	৯৮
৩৬.	বার্ষিক সওগাত	৯৯
৩৭.	খেয়া-পারের তরণী	১০০
৩৮.	সুব্‌হ্ উম্মেদ [পূর্বাশা]	১০২
৩৯.	গোঁড়ামী ধর্ম্ম নয়	১০৬
৪০.	জীবনে যাহারা বাঁচিল না	১০৮
৪১.	মৌলবী সাহেব	১১৬
৪২.	আগুনের ফুল্‌কী ছুটে	১১৭
৪৩.	সাধনা	১২০
৪৪.	তৌবা	১২১
৪৫.	বোধন	১২৩

www.pathagar.com

এক আল্লাহ্ "জিন্দাবাদ"

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ ;
আমরা বলিব, "সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ।"
উহারা চাহুক সঙ্কীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ।

উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদী দর্জা চাই ;
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই।
ওরা মরিবে না, যুদ্ধ বাঁধিলে লুকাইবে ওরা কচু-বনে,
দন্তনখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে।

ওরা নির্জীব, জিভ নাড়ে তবু শুধু স্বার্থ ও লোভবশে,
ওরা 'জ্বিন' প্রেত, যক্ষ, উহারা লালসার পাঁকে মুখ ঘষে।
মোরা বাঙলার নবযৌবন, মৃত্যুর সাথে সঞ্চরি,
উহাদের ভাবি মাছি, পিপীলিকা, মারি না ক তাই দয়া করি।

মানুষের অনাগত কল্যাণে উহারা চির-অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসীরাই শয়তানী চেলা ভ্রান্ত-দ্রষ্টা ভুল-ভাষী।
ওরা বলে, হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি।
মোরা বলি, হবে আস্তিক, হবে আল্লা-মানুষে জানাজানি।

উহারা চাহুক অশান্তি, মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাঁহার,
ভূতেরা চাহুক গোর ও শ্মশান, আমরা চাহিব গুল্-বাহার।
আজি পশ্চিম পৃথিবীতে তাঁর ভীষণ শাস্তি হেরি মানব
ফিরিবে ভোগের পথ হ'তে ভয়ে, চাহিবে শান্তি সাম্য সব।

হুতুমপ্যাঁচারা কহিছে কোটরে, হইবে না আর সূর্য্যোদয়,
কাকে তার টাকে ঠোক্‌রাইবে না, হোক তার নখ চঞ্চু ক্ষয়।
বিশ্বাসী কভু বলে না এ কথা, তারা আলো চায় চাহে জ্যোতিঃ,
তারা চাহে না ক এ উৎপীড়ন এই অশান্তি দুর্গতি।

তারা বলে, যদি প্রার্থনা মোরা করি তাঁর কাছে এক সাথে,
নিত্য ঈদের আনন্দ তিনি দিবেন ধূলির দুনিয়াতে।
সাত আসমান হ'তে তারা সাত-রঙা রামধনু আনিতে চায়,
আল্লা নিত্য মহাদানী প্রভু, যে যাহা চায়, সে তাহা পায়!

www.pathagar.com

যারা অশান্তি দুর্গতি চাহে, তারা তাই পাবে, দেখো রে ভাই,
উহারা চলুক উহাদের পথে, আমাদের পথে আমরা যাই!
ওরা চাহে রাক্ষসের রাজ্য, মোরা আল্লার রাজ্য চাই,
দ্বন্দ্ব-বিহীন আনন্দ-লীলা এই পৃথিবীতে হবে সদাই।

মোদের অভাব রবে না কিছুই, নিত্যপূর্ণ প্রভু মোদের,
শকুন শিবার মত কাড়াকাড়ি করে শব লয়ে—শখ ওদের!
আল্লা রক্ষা করুন মোদেরে, ও পথে যেন না যাই কভু,
নিত্য পরম-সুন্দর এক আল্লাহ্ আমাদের প্রভু।

পৃথিবীতে যত মন্দ আছে, তা ভালো হোক, ভালো হোক ভালো ;
এই বিদ্বেষ-আঁধার দুনিয়া তাঁর প্রেমে আলো হোক, আলো।
সব মালিন্য দূর হয়ে যাক সব মানুষের মন হ'তে,
তাঁহার আলোক প্রতিভাত হোক এই ঘরে ঘরে পথে পথে।

দাঙ্গা বাঁধায়ে লুট করে যারা, তারা লোভী, তারা গুণ্ডাদল,
তারা দেখিবে না আল্লার পথ চিরনির্ভয় সুনির্ম্মল।
ওরা নিশিদিন মন্দ চায়, ওরা নিশিদিন দ্বন্দ্ব চায়,
ভূতেরা শ্রীহীন ছন্দ চায়, গলিত শবের গন্ধ চায়!

তাড়াবে ওদের দেশ হতে মেরে আল্লার অনাগত সেনা,
এরাই বৈশ্য, ফসল শস্য লুটে খায়, ওরা চির-চেনা।
ওরা মাকড়সা, ওদের ঘরের ঘেরোয়াতে কভু যেয়ো না কেউ,
পোড়ো ঘরে থাকে জাল পেতে, ওরা দেখেনি প্রাণের সাগর-ঢেউ।

বিশ্বাস কর এক আল্লাতে প্রতি নিঃশ্বাসে দিনে রাতে,
হবে "দুল্‌দুল্"-আসওয়ার পাবে আল্লার তলোয়ার হাতে।
আলস্য আর জড়তায় যারা ঘুমাইতে চাহে রাত্রিদিন,
তাহারা চাহে না চাঁদ ও সূর্য্য, তারা জড় জীব গ্লানি-মলিন।

নিত্য সজীব যৌবন যার, এস এস সেই নৌ-জোয়ান,
সর্ব্বক্লৈব্য করিয়াছে দূর তোমাদেরই চির-আত্মদান!
ওরা কাদা ছুঁড়ে বাধা দেবে ভাবে—ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ,
মোরা ফুল ছুঁড়ে মারিব ওদের, বলিব—"আল্লাহ্ জিন্দাবাদ।"

www.pathagar.com

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর

আল্লা পরম প্রিয়তম মোর, আল্লা ত দূরে নয়,
নিত্য আমারে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়!
পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরম পতি,
মোর ধ্যান-জ্ঞান তনু-মন-প্রাণ, আমার পরম গতি।

প্রভু বলি কভু প্রণত হইয়া ধূলায় লুটায়ে পড়ি,
কভু স্বামী ব'লে কেঁদে প্রেমে গ'লে তাঁরে চুম্বন করি!
তাঁর উদ্দেশে চুম্বন যায় নিরুদ্দেশের পথে,
কাঁদে মোর বুকে ফিরে এসে যেন সাত আসমান হ'তে।
তাঁরি সাধ পুরাইতে বলি, "আমি তাঁহার নিত্যদাস।"
দাস হয়ে করি তাঁর সাথে কত হাস্য ও পরিহাস।

রূপ আছে কি না জানি না, কেবল মধুর পরশ পাই,
এই দুই আঁখি দিয়া সে অরূপে কেমনে দেখিতে চাই!
অন্ধ বধূ কি বুঝিতে পারে না পতির সোহাগ তার?
দেখিব তাঁহার স্বরূপ, কাটিলে আঁখির অন্ধকার!
কেমনে বলিব ভয় করে কি না তাঁরে,
যাঁহার বিপুল সৃষ্টির সীমা আজিও জ্ঞানের পারে।
দিনে ভয় লাগে, গভীর নিশীথে চলে যায় সব ভয়,
কোন্ সে রসের বাসরে লইয়া কত কী যে কথা কয়!
কিছু বুঝি তার, কিছু বুঝি না' ক, শুধু কাঁদি আর কাঁদি ;
কথা ভুলে যাই, শুধু সাধ যায় বুকে লয়ে তা'রে বাঁধি!
সে প্রেম কোথায় পাওয়া যায় তাহা আমি কি বলিতে পারি?
চাতকী কি জানে কোথা হতে আসে তৃষ্ণার মেঘ-বারি?

কোনো প্রেমিকা ও প্রেয়সীর প্রেমে নাই সে প্রেমের স্বাদ,
সে প্রেমের স্বাদ জানে একা মোর আল্লার আহ্লাদ!
তাঁরে নিয়ে খেলি, কভু মোরে ফেলি যেন দূরে চ'লে যায়,
সাজানো বাসর ভাঙি অভিমানে ফেলে দি' পথ-ধূলায়!
বিরহের নদী ফোঁপাইয়া ওঠে বিপুল বন্যা-বেগে,
দিন গুণে কত দিন যায় হায়, কত নিশি যায় জেগে!
চমকিয়া হেরি কখন অশ্রু-ধৌত বক্ষে মম,
হাসিতেছে মোর দিনের বন্ধু, নিশীথের প্রিয়তম!

www.pathagar.com

আমি কেঁদে বলি, "তুমি কত বড়, কত সে মহিমময়,
মোর কাছে আস,—শাস্ত্রবিদেরা যদি কলঙ্কী কয়!
নিত্য পরম পবিত্র তুমি, চির প্রিয়তম বঁধু,
কেন কালি মাখ পবিত্র নামে, মোরে দিয়ে এত মধু!
মোরে ভালবাস বলে তব নামে এত কলঙ্ক রটে,
পথে ঘাটে লোকে কয়, যাহা রটে, কিছু ত সত্য বটে!"

তুমি বল, "মোর প্রেমের পরশ-মানিক পরশে যারে,
আর তারে কেউ চিনিতে পারে না, সোনা ব'লে ডাকে তারে।
তাহার অতীত, তার স্বধর্ম মুহূর্তে মুছে যায়,
তবু নিন্দুক হিংসায় জ্ব'লে নিন্দা করে তাহায়!"
"সে কি কাঁদে", কহে শাস্ত্রবিদেরা। মোর প্রেম বলে, "জানি,
আমার চক্ষে বক্ষে দেখেছি না-দেখা চোখের পানি।

তাঁর রোদনের বাণী শুনিয়াছি বিরহ-মেঘলা রাতে,
ঝড় উঠিয়াছে আকাশে তাঁহার প্রেমিকের বেদনাতে!"
আমি বলি, "এত কৃপাময়, এত ক্ষমা-সুন্দর তুমি,
মানুষের বুকে কেন তবে এই অভাবের মরুভূমি?"
প্রভুজী বলেন, "মোর সাথে ভাব করিতে চাহে না কেউ,
'আড়ি' ক'রে আছে মোর সাথে, তাই এত অভাবের ঢেউ।

ভিখারীর মত নিত্য ওদের দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাকি,
'আমারে বাহিরে রেখো না' বলিয়া কত কেঁদে কেঁদে ডাকি!
আমারে তাহারা ভাবে, আমি অতি ভয়াল ভয়ঙ্কর;
আমি উহাদের ঘর দিই, হায়, আমারে দেয় না ঘর!
আমার চেয়ে কি পরমাত্মীয় মানুষের কেহ আছে!
আমি কাঁদি, হায়, পর ভেবে মোরে ডাকে না তাদের কাছে।

ভয় ক'রে মোরে হইয়াছে ভীরু, যে চায় যা' তারে দিই,
জড়ায়ে ধরিতে চায় যে আমারে, তারে বুকে তুলে নিই।
সব মালিন্য, সব অভিশাপ, সব পাপ তাপ তার
আমার পরশে ধুয়ে যায়, আর করি না তার বিচার।
প্রতি জীব হ'তে পারে মোর প্রিয়, শুধু মোরে যদি চায়,
আমারে পাইলে এই নর-নারী চির-পূর্ণতা পায়।"

www.pathagar.com

জাগরণ

হেরিনু-চন্দ্র-কিরণে তাঁহার স্নিগ্ধ মমতা ঝরে,
তাঁহারি প্রগাঢ় প্রেম-প্রীতি আছে ফিরোজা আকাশ ভ'রে।
তাঁহারি প্রেমের আবছায়া এই ধরণীর ভালবাসা,
তাঁহারি পরম মায়া যে জাগায় তাঁহারে পাওয়ার আশা।
নিত্য মধুর সুন্দর সে যে নিত্য ভিক্ষা চায়,
তাঁহারি মতন সুন্দর যেন করি মোরা আপনায়।

অসুন্দরের ছায়া পড়ে তাঁর সুন্দর সৃষ্টিতে,
তাই তাঁর সাথে মিলন হ'ল না কভু শুভ-দৃষ্টিতে।
আমরা কর্ম্ম করি আমাদের স্বকল্যাণের লাগি',
তিনি যে কর্ম্মে নিয়োগ করেন, সেথা হ'তে ভয়ে ভাগি!
মোরা অজ্ঞান, তাই তিনি চান, তাঁরি নির্দেশে চলি;
তাঁহার আদেশ তাঁরি পবিত্র গ্রন্থে গেছেন বলি।
সে কথা শুনি না, পথ চলি মোরা আপন অহঙ্কারে,
তাই এত দুখ পাই, এত মার খাই মোরা সংসারে।
চলে না তাঁহার সুনির্দিষ্ট নির্ভয় পথে যারা,
অন্ধকারের গহ্বরে প'ড়ে মার খেয়ে মরে তারা।

তাঁর সাথে যোগ নাই যার, সেই করে নিতি অভিযোগ;
তাঁর দেওয়া অমৃত ত্যাগ ক'রে বিষ করে তারা ভোগ।
ভিক্ষা করিয়া তাঁর কৃপা কেহ ফেরেনি শূন্য হাতে,
যারা চাহে নাই, তারাই তাঁহারে নিন্দে অবজ্ঞাতে।
কার করুণায় পৃথিবীতে এত ফসল ও ফুল হাসে,
বর্ষার মেঘে নদ-নদী-স্রোতে কার কৃপা নেমে আসে?
কার শক্তিতে জ্ঞান পায় এত ; পায় যশ সম্মান,
এ জীবন পেল কোথা হ'তে, তার পেল না আজিও জ্ঞান।

তাঁরি নাম লয়ে বলি, "বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।"
তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালবেসো ব'লে আমি চ'লে যাই,
তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই।

আর বলিব না। তাঁরে ভালবেসে ফিরে এসে মোরে বলো,
কি হারাইয়া কি পাইয়াছ তুমি, কি দশা তোমার হ'লো!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চির-নির্ভয়

আমি পেয়ে আল্লার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভয়,
আল্লা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয়!
কোনো বন্ধন বাধা নাই তার কোনো অভিযান-পথে,
যত বাধা আসে তার কোটি গুণ শক্তি ঊর্ধ্ব হ'তে
আল্লার সেই বান্দার বুকে স্রোত-সম নেমে আসে!
হাতে তার সংহারী-তলোয়ার নেচে ওঠে উল্লাসে!

অবিশ্বাসীরা শোন শোন সবে জন্ম-কাহিনী মোর
আমার জন্ম-ক্ষণে উঠেছিল ঝঞ্ঝা-তুফান ঘোর!
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙ্গেছিল গৃহ-দ্বার,
ইসরাফিলের বজ্র-বিষাণ বেজেছিল অনিবার!
'আল্লাহু আকবর'-ধ্বনি শুনি' প্রথম জনমি' আমি,
আল্লাহ্ নাম শুনিয়া আমার রোদন গেছিল থামি।
সেই পবিত্র ধ্বনি রণরণি উঠেছে এ ধমনীতে
প্রতি মুহূর্তে চেতন ও অচেতন আমার এ চিতে।
জন্মক্ষণের সেই ঝড় মোরে টেনে এনে গৃহ হ'তে
লইয়া ফিরেছে কত অনন্ত অজানা অদেখা পথে!
কত গিরি কত অরণ্য কত সাগর মরুর পারে
জন্মক্ষণের বিষাণ আজান শুনিয়াছি বারে বারে।
কত দারিদ্র্য অভাব দুঃখ আঘাত দিল সে পথ,
তবু পাইয়াছি আল্লার অহেতুক কৃপা-রহমত!

নিত্য যুদ্ধ করেছি বাধার সাথে চির-নির্ভীক,
মোর পরিচয় আমি জানি, আমি আজন্ম-সৈনিক!
কোন ভয় মোরে ফিরাতে পারেনি মোর 'আগে চলা' থেকে,
কে যেন স্বপ্নে জাগরণে মোর নাম ধ'রে গেছে ডেকে।

পিছু-ডাকে সাড়া দিইনি কখনো, দেখিনি পিছন পানে ;
শুনিতাম কার মহা-আহ্বানে কাহার প্রেমের টানে

www.pathagar.com

কেবলই অগ্রপথে চলিয়াছি ; কে যেন রে অনুরাগে
কেবলই কহিত, "হেথা নয়, ওরে আগে চল আরো আগে!"
যত বিদ্রোহী বিপ্লবী ছিল মোর প্রিয়তম সখা,
এদেরই বক্ষে আশ্রয় পেত এই চির-পলাতকা।
নিতি হাহাকার উঠিত এ বুকে, কাহার মহা-বিরহ
অসহ নিবিড় বেদনা কেন যে জাগাইত অহরহ।
সে কি আল্লাহ্ ? পরম পূর্ণ আমার পরম স্বামী ?
সে কি মোর চির-চাওয়া পূর্ণতা ? সে কি আমি ? সে কি আমি ?

দ্বন্দ্ব বাঁধিত তাঁহাতে আমাতে, কত যে মন্দ ভালো
কভু নিত মোরে ভীষণ তিমিরে, কভু দিত জ্যোতি আলো।
কক্ষ-চ্যুত গ্রহ ধূমকেতু -সম চলিয়াছি ছুটে,
যেতে যেতে কত ভুল-কণ্টক ফুল উঠিয়াছে ফুটে।
কত অপরাধ পাপ করিয়াছি, স্মৃতি হ'তে তাহা আজ
চির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতীত ভেবে কি কাজ ?
অতীতের মলিনতায় রুদ্ধ করেনি আমার পথ,
নিত্য নূতন গতিবেগে চলে আমার তৃষার রথ।
যে নদীতে স্রোত-প্রবাহ মরেনি, সাগরের তৃষা যার,
কোন মালিন্য করিতে পারে না অশুদ্ধ জল তার।

পুত্র মরিল, লুটায়ে কাঁদিনু। প্রথম পুত্রশোক!
সেই মুহূর্তে হেনার সুবাস আনিল চন্দ্রালোক।
ভুলিনু পুত্রশোক, ডুবে গেল সেই সুরভিতে মন ;
বন্ধুরা দেখে কহিল, "পিতা, না পাষাণ এ অচেতন ?"
যে যায় আমার সম্মুখ হতে চিরতরে সে হারায়,
সেই মোর সাথী প্রবল গতিতে যে আমার সাথে ধায়।
আত্মা আমার চিরদিন কেঁদে কয়—"দেরী হয়ে গেল ;
পূর্ণের সাথে শুভদৃষ্টির লগ্ন যে হয়ে এল!"

আগে চলি অনুরাগে, সহসা কে পিছু হতে মোরে টানে ?
এ কি শয়তান, এ কি অজ্ঞান ? -কি জানি.....কে জানে!
কোথা হতে আসে অশান্তি নির্যাতন উপদ্রব,
দেয়ালির আলো দেখে যেন ছুটে আসে পতঙ্গ সব!

www.pathagar.com

আজন্ম-সৈনিক আমি মোর নাহি ক মৃত্যু-ভয় ;
মানি না ক আমি বাধা ও বিঘ্ন মানি না ক পরাজয়!
মোর আরাধ্য মোর চির-চাওয়া পরম শক্তিমান,
মোরে বাধা দেবে কোন্ সে রুদ্র নরকের শয়তান ?

সহসা দেখিনু সম্মুখে যেন অসীম নীলাম্বরে
বিপুল বিরাট জ্যোতির্ধনুক উঠেছে আকাশ ভ'রে।
সেই ধনুকের আমি যেন তীর, ধনুকের ছিলা ধ'রে,
শয়তান যেন টানিতেছে মোরে আঁধারের গহ্বরে।
পরম প্রবল আল্লার তেজ কোথা হতে যেন এলো,
বহিতে লাগিল প্রলয়ঙ্কর ঝড় যেন এলোমেলো!

জন্মক্ষণের সাথী ঝড় এল বিষাণের আহ্বান,
"আল্লাহু আকবর" বলি আমি ধনুকে মারিনু টান।
শয়তান শিরে মারিলাম লাথি, ছুঁড়িলাম আমি তীর ;
সেই তীর যেন স্পর্শ করিল মোর আল্লার নীড়!
চেয়ে দেখি একি পরম বিলাস! এ যে আল্লাহ্ মোর ;
কোথা শয়তান ? এ যে আনন্দ-রস-মধু-ঘনঘোর!
অপ্রাকৃত সে মাধুরী তাহার, ভাষায় বলা না যায় ;
সেই জানে যারে জানান, যে এক কণা সে-অমৃত পায়।

আমি আল্লার সৈনিক, মোর কোনো বাধা-ভয় নাই,
তাঁহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে যাই।
তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া,
'জেহাদ' 'জেহাদ', 'বিপ্লব', 'বিদ্রোহ' মোর গান গাওয়া!
পুরাতন আর জীর্ণ সংস্কারের আবর্জ্জনা
দগ্ধ করিয়া চলি আমি উন্মাদ চির-উন্মনা।
কোনো আসমান কোনো গ্রহ-তারা কোনো আবরণ মোরে
কোনো শৃঙ্খল কোনো কারাগার রাখিতে নারিবে ধ'রে।
পরম নিত্য পরম পূর্ণ টানে মোরে নিশিদিন,
আমি তাই অপরাজেয় সর্ব্বভয় ও মৃত্যুহীন!

দৈনিক 'নবযুগ'
৯ই মার্চ ১৯৪২

www.pathagar.com

মহা সমর

তৌহীদ আর বহুত্ববাদে বেঁধেছে আজিকে মহা-সমর,
'লা-শরীক' এক হবে জয়ী....কহিছে 'আল্লাহু-আকবর'।
জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে অন্ধকারের এ ভেদ-জ্ঞান,
অভেদ 'আহাদ'-মন্ত্রে টুটিবে, সকলে হইবে এক সমান।
এক সূর্য্যের মাঝে রহে দেখ অনন্ত রং—তবু তারা
পরম শুভ্র এক রঙ্গে হয় একাকার, হয় রং-হারা।

ক্ষুদ্র মহৎ ছোট বড় জ্ঞান যতদিন রবে এই ধরার,
ততদিন রবে এই হানাহানি, এ মহা-সমর অবিদ্যার।
যতদিন রবে এই অবিদ্যা—ততদিন রবে লোভ-অসুর,
কামনা-বাসনা অতৃপ্তি রবে, এ মহা-সমর হবে না দূর!
লোভ-বাসনার অসুরে অসুরে নিত্য হইবে হানাহানি,
কেহ পরাজিত হবে না ইহারা, সন্ধি করিবে—তাঁর বাণী।

সারা ভুবনের সকল অসুরে করিয়া দিব্য জ্যোতির্ম্ময়,
পরম শান্তি আনিবেন যিনি, হতেছে তাঁহার অভ্যুদয়!
এই অজ্ঞান-রাতের আঁধারে হানাহানি আজ করে যারা,
সূর্য্য উঠিলে চিনিতে পারিবে, জানিতে পারিবে দিনে তারা।
অজ্ঞান বশে লোভে ও মায়ায় পরমাত্মীয়ে হেনেছে মার,
যে হাতে মেরেছে, সেই হাত দিয়ে ধরিবে আহত চরণে তার।

সকল রঙ্গের খেলার ঊর্ধ্বে পরম-জ্যোতি আল্লারে,
দেখেনি যে জন, বুঝিবে না এই আল্লার খেলা সংসারে।
তিনি আদি কবি, সৃষ্টি জুড়িয়া কবিতা লেখেন দিবস-রাত,
লিখিতে লিখিতে হন আনমনা, সৃষ্টিতে হয় ছন্দ-পাত।
এই অসুরের দল দেখ যত, ছন্দ-পতন সংসারের,
সুন্দর এই সৃষ্টিতে তাঁর এরাই দৈত্য এরা কাফের।

ছন্দ-পতন হয় যে কাব্যে—কবিরা যেমন নির্ব্বিকার,
সে পংক্তি কেটে অন্য পংক্তি আনন্দে মাতি লেখে আবার।
তেমনি পরম আদি কবি তিনি— নিরাসক্ত ও 'আল্-আহাদ্'
'মনসুখ্' করি' দেন অসুরের, আনেন জগতে সাম্যবাদ।
সুন্দর হয় সৃষ্টি তখন 'পরমা-শ্রী'তে পূর্ণ হয়,
কে বুঝিবে সেই 'আহাদে'র খেলা, যে চির পরম অমৃতময়!

www.pathagar.com

যুগে যুগে হয় সৃষ্টিতে তাঁর ছন্দ-পতন, তিনি আবার,
সৃষ্টি ভরিয়া স্বচ্ছন্দতা আনেন ; তারেই বলি বিচার।
এই 'তৌহীদ্'—একত্ববাদ বারে বারে ভুলে এই মানব,
হানাহানি করে, ইহারাই হয় পাতাল-তলের ঘোর দানব।

ইহারাই 'জ্বিন', এরাই অসুর, এরাই শত্রু জান্নাতের,
যুগে যুগে আসি' পয়গম্বর, সংহার করে এই কাফের।
সারা বিশ্বের সম্পদ ঐশ্বর্য লুটিয়া এই অসুর—
নির্ম্মাণ করে স্বর্ণ-লঙ্কা, ঘৃণ্য লোকের পাতাল-পুর।

এদেরই সংস্কারের লাগিয়া ঐশী শক্তি আসে নেমে,
কখনো করেন সংহার তিনি, কখনো গলান মহা-প্রেমে।
আগেও এসেছে আজিও আসিবে তাঁরই ইচ্ছায় "মুজাদ্দাদ্"
সংহার করি' এই ভেদ-জ্ঞানে—শেখাবেন তিনি এক 'আহাদ্ !'
কার মাঝে তাঁর সেই চিন্ময় শক্তির হবে মহা-প্রকাশ,
কে বলিবে ভাই ? সূর্য্য কখন উঠিবে জানে সে মহা-আকাশ!

এই জানিয়াছি, এই দেখিয়াছি, এই শুনিতেছি রাত্রি-দিন,
আসিছেন তিনি —তৌহীদের মহা-জ্যোতি লয়ে 'আল্-আমীন্'।
পীড়িত মানব-আত্মা এমনি মুনাজাত করি তাঁর কাছে—
তাঁর শক্তিতে শক্তিমানেরে চিরদিন দুনিয়ায় যাচে!

বিশ্বাস কর অবিশ্বাসীরা, রহমত তাঁর আসিছে ঐ—
ভয় করিবে না মানুষ কারেও, অদ্বৈত সে আল্লা বৈ।
তাঁরই শক্তিতে শক্তি লভিয়া, হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাধীন,
মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, হইবে আজাদ, চির-স্বাধীন!
অসুরে অসুরে বাঁধায় সমর, ঊর্দ্ধে আল্লা নির্ব্বিকার,
দেখিছেন খেলা ; তিমির-অন্ধ! দেখ্ রে তাঁহার দেখ্ বিচার!
আপনা আপনি হানাহানি করি' মরিবে অসুর সৈন্য দল,
বাঁচিয়া যাহারা রহিবে, দেখিবে—বিষবৃক্ষে কি ফলেছে ফল!

তখন তাহারা চাহিবে শান্তি— অসুর-শক্তি চাবে না আর,
চাহিবে দিব্য শক্তি তাঁহার—পরমাশ্রয় যাচিবে তাঁর!
সেই দিন এই মহা-সমরের অবসান হবে, শোন্ মানব,
সেই দিন এই ধূলির ধরায় আসিবে পরম মহোৎসব!

যুদ্ধ-সংখ্যা 'সওগাত'
অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চ বেশে কবি)

www.pathagar.com

জয় হোক! জয় হোক!

জয় হোক, জয় হোক, আল্লার জয় হোক!
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক!
সত্যের জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক!
সর্ব্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্ব্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি
হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!

দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক-দুখ,
দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক!
মৃত্যু-বিজয়ী হোক অমৃত লভুক
ভয়-ভীত দুর্ব্বল নির্ভয় হোক!
জয় হোক! জয় হোক!

রবে না এ শৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার,
বন্ধন কারাগার হবে হবে চুরমার,
পার হবে বাধার গিরি-মরু-পারাবার ;
অসৎ, অবিদ্যা, লোভী ও ভোগী লয় হোক!
জয় হোক! জয় হোক!

যৌবন জয়ী হোক, জড়তা ও জরা যাক,
প্রতি নিঃশ্বাসে "পাব" বিশ্বাস বেঁচে থাক!
"পাব না" বলে যারা, জ্যান্তে মরা তারা,
আঁধারের জীব তারা ভয়ে দ্বার খোলে না,
পাষাণ পিণ্ড তারা নিশ্চল চলে না।
জীবন যাদের আছে তারাই মানুষ,
তাদেরই সাথে শুধু পরিচয় হোক।
জয় হোক, জয় হোক!
জাগে না ভিতরে যার প্রবল তেজ,
কে কাটিবে হায় তার ভিতরের লেজ ?
অসম্ভবের পথে যে বীর চলে
আসমানে শির তার, পৃথিবী টলে
তাহার চরণ-তলে। অসাধ্য তার
আয়ত্ত হয় সাধনার।

www.pathagar.com

ঝঞ্ঝার গতি-বেগ তাহার সাথী
কোটি গ্রহ-তারা তার পথের বাতি।
না-দেখা বিপুল শক্তিতে আপনার
মানব পুনরায় অসংশয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!

পরাজয় মানে না সে আছে যার যৌবন,
যুদ্ধ করে সে করিয়া পরাণ-পণ,
যাহা চায় তাহা যদি নাহি পায় তবু সে
রণ-ক্ষেত্রে মরে, পলায় না কভু সে!
অসুর-নির্জ্জিত মানবতা ক্লৈব্য
পুনঃ দুর্জয় যৌবন-ময় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!

আল্লার দেওয়া পৃথিবীর ধন-ধান্যে
সকলের সম অধিকার ;
রবি শশী আলো দেয়, বৃষ্টি ঝরে—
সমান সব ঘরে, ইহাই নিয়ম আল্লার!
এক করে সঞ্চিত, বহু হয় বঞ্চিত—
জাগো লাঞ্ছিত জনগণ সবে—সংঘবদ্ধ হও!
আপনার অধিকার জোর ক'রে কেড়ে লও!
নহিলে আল্লার আদেশ না মানিবে,
পরকালে দোজখের অগ্নিতে জ্বলিবে ;
দুনিয়াতে আবার সর্ব্বভ্রাতৃত্ব সমন্বয় হোক!
জয় হোক, জয় হোক!

রবে না দারিদ্র্য, রবে না অসাম্য,
সমান অন্ন পাবে নাগরিক গ্রাম্য,
রবে না বাদশা রাজা জমিদার মহাজন,
কারো বাড়ী উৎসব কারো বাড়ী অনশন,
কারো অট্টালিকা কারো খড়-হীন ছাদ,
রবে না এ ভেদ, সব ভেদ হবে বরবাদ!
নির্য্যাতিত ধরা মধুর সুন্দর প্রেমময় হোক!
জয় হোক, আল্লার জয় হোক!

সাম্যের জয় হোক! শান্তির জয় হোক!
সত্যের জয় হোক! জয় হোক! জয় হোক!

দৈনিক 'নবযুগ'
২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪১

www.pathagar.com

আল্লাহর রাহে ভিক্ষা দাও

("ফি সাবিলিল্লাহ")

মোর পরম ভিক্ষু আল্লার নামে চাই
ভিক্ষা দাও গো মাতা পিতা বোন ভাই,
দাও ভিখারীরে ভিক্ষা দাও।

মোর পরম ডাকাত ঘরের দুয়ার খুলি
হরিয়া আমার সর্বস্ব সে দিয়াছে ভিক্ষাঝুলি,
তার মহাদান সেই ঝুলি কাঁধে তুলি,
এসেছি ভিখারী, হে ধনী, ফিরিয়া চাও
আল্লার নামে ভিক্ষা দাও।

হে ধনিক, তাঁর পাইয়াছ বহু দান,
রত্ন মানিক ভোগ যশ সম্মান,
তব প্রাসাদের চারিদিকে ভিখারীরা
প্রসাদ মেগেছে ক্ষুধার অন্ন, চায়নি তোমার হীরা।
বলো, বলো, সেই নিরন্নদের মুখে
অন্ন দিয়াছ ? কেঁদেছ তাদের দুখে ?
লজ্জা ঢাকিয়া নগ্ন দেহের তার
মুক্তি পেয়েছে তোমার মুক্তি-হার ?

তব আত্মার আত্মীয় যারা, তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায়
কাঙ্গালের বেশে কাঁদে তব দরজায়-
তাড়ায় তাদেরে, গাল দিয়ে দরওয়ান,
তুমিও মানুষ, কাঁদে না তোমার প্রাণ ?
হীরা মানিকের পাষাণ পরিয়া তুমি কি পাষাণ হ'লে?
তোমার আত্মা কাঁদে না তোমার দুয়ারে মানুষ ম'লে?

পাওনি শান্তি, আনন্দ-প্রেম—জানি আমি তাহা জানি,
তোমার অর্থ ঢাকিয়া রেখেছে তোমার চোখের পানি।

www.pathagar.com

কাঙ্গালিনী মার বুকে ক্ষুধাতুর শিশু
তোমার দুয়ারে কাঁদে শোন ঐ শোন।
ভিক্ষা দাও না, রাশি রাশি হীরা-মণি
তুলে রাখ আর গোণ।

এ টাকা তোমার রবে না বন্ধু জানি,
এ লোভ তোমারে নরকে লইবে টানি'।
"আর্শ" আসন টলিয়াছে আল্লার
শুনি ক্ষুধিতের কাঙ্গালের হাহাকার।
তাই সে পরম-ভিক্ষু ভিক্ষা চায়
ভিখারীর মারফতে তব দরজায়।
ক্ষমা পাবে তুমি, আজিও সময় আছে,
ভিক্ষা না দিলে পুড়িবে অগ্নি-আঁচে।
মৃত্যুর আর দেরী নাই তব—ফিরে চাও ফিরে চাও,
পরম ভিক্ষু মোর আল্লাহর নামে—
দরিদ্র উপবাসীরে ভিক্ষা দাও!

ওগো জ্ঞানী, ওগো শিল্পী, লেখক, কবি,
তোমরা দেখেছ ঊর্ধ্বের শশী রবি!
তোমরা তাঁহার সুন্দর সৃষ্টিরে
রেখেছ ধরিয়া রসায়িত মন ঘিরে।
তোমাদের এই জ্ঞানের প্রদীপ-মালা
করে না ক কেন কাঙ্গালের ঘর আলা ?
এত জ্ঞান এত শক্তি বিলাস সে কি ?
আলো তার দূর কুটিরে যায় না কোন্ সে শিলায় ঠেকি'?

যাহারা বুদ্ধিজীবী, সৈনিক হবে না তাহারা কভু,
তারা কল্যাণ আনেনি কখনো, তারা বুদ্ধির প্রভু।
তাহাদের রস দেবার তরে কি লেখনী করিছ ক্ষয় ?
শতকরা নিরানব্বই জন তারা তব কেহ নয় ?
এই দরিদ্র ভিখারীরা আজ অসহায় গৃহহারা
"আলো দাও" বলে কাঁদিছে দুয়ারে—ভিক্ষা পাবে না তারা ?

www.pathagar.com

অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারের ইহারা বদ্ধ জীব,
উৎপীড়কের পীড়নে পীড়িত দলিত বদ্-নসীব!
তোমাদের আছে বিপুল শক্তি, কৃপণ হইয়া তবে
কেন সহ মানুষের অপমান, মানুষ কি দাস রবে ?
আমার পিছনে পীড়িত আত্মা অগণন জনগণ
অসহ জুলুম যন্ত্রণা পেয়ে করিতেছে ক্রন্দন।
পরম ভিক্ষু আদেশ দিলেন, ভিক্ষা চাহিতে, তাই
এই অগণন জনগণ তরে আসিয়াছি দ্বারে, ভাই!
ভোলো ভয়, দূর করো কৃপণতা, পাষাণে প্রাণ জাগাও,
ভিখারীর ঝুলি পূর্ণ হইবে, তোমরা ভিক্ষা দাও।
তোমরা কি দলপতি, তোমরা কি নেতা ?
শুনেছি, তোমরা কল্যাণকামী মহান উদারচেতা।
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিব চরম আত্মদান,
চাহিব তোমার অভিনন্দন, মালা যশ খ্যাতি, প্রাণ।
চাহিব তোমার গোপন ইচ্ছা আত্ম-প্রতিষ্ঠার,
চাহিব ভিক্ষা তোমার সর্ব্ব লোভ ও অহঙ্কার।
পরম ভিক্ষু পাঠায়েছে মোরে দাও সে ভিক্ষা দাও।
আপনার সব লোভ ও তৃষ্ণা তাঁহারে বিলায়ে দাও!
তিনি নিরভাব, পূর্ণ! ভিক্ষা চাহেন, এ তাঁর সাধ,
শালুক ফুটায়ে যেমন তাহারি প্রেম-প্রীতি চায় চাঁদ।
যশ খ্যাতি আর অহঙ্কারের লোভ তারে দিলে ভিখ্,
ফিরে পাবে তাঁর মহাদান, হবে মহা-নেতা নির্ভীক!
নিজেরা আত্মত্যাগ ক'রে মহাত্যাগের পথ দেখাও!
ভিক্ষা চাহে এ ভিখারী, ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও।

তুমি কে? তুমি মদোন্মত্ত মানবের যৌবন,
তুমি বারিদের ধারাজল, মহা-গিরির প্রস্রবণ।
তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ, তুমি ছন্দ মূর্ত্তিমান,
তুমিই পূর্ণ প্রাণের প্রকাশ, রুদ্রের অভিযান!
যুগে যুগে তুমি অকল্যাণেরে করিয়াছ সংহার,
তুমি বৈরাগী, বক্ষের প্রিয়া ত্যজি' ধর তলোয়ার!

www.pathagar.com

জরাজীর্ণের যুক্তি শোন না, গতি শুধু সম্মুখে,
মৃত্যুরে প্রিয় বন্ধুর সম জড়াইয়া ধর বুকে।
তোমরাই বীর সন্তান যুগে যুগে এই পৃথিবীর,
হাসিয়া তোমরা ফুলের মতন লুটায়েছ নিজ শির।
দেহেরে ভেবেছ ঢেলার মতন, প্রাণ নিয়ে কর খেলা,
তোমারই রক্তে যুগে যুগে আসে অরুণ-উদয়-বেলা।
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে আঁখি ভ'রে ওঠে জলে,
তোমরা যে পথে চলো, কেঁদে আমি লুটাই সে পথতলে।
তোমাদেরই প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে এসেছি ভিখারী আমি,
ভিক্ষা চাহিতে পাঠাল সর্ব্ব-জাতির পরম স্বামী।
তোমরা শহীদ, তোমরা অমর, নিতি আনন্দধামে
তোমরা খেলিবে, তোমাদের তরে তাঁর কৃপা নিতি নামে!
তোমরাই আশা-ভরসা জাতির, স্বদেশের সেনাদল,
তোমরা চলিলে, আনন্দে ধরা কেঁপে ওঠে টলমল।
তোমরা প্রবাহ, তোমরা শক্তি, তোমরা জীবনধারা,
তোমাদেরই স্রোত যুগে যুগে ভাঙে সব বন্ধন-কারা।

তুষার হইয়া কেন আছ আজও, আগুন উঠেছে জ্বলে
দিক-দিগন্ত কাঁপাইয়া, ছুটে এসো সবে দলে দলে।
তোমরা জাগিলে ঘুচে যাবে সব ক্লৈব্য ও অবসাদ,
পরম-ভিক্ষু এক আল্লার পুরিবে সেদিন সাধ!
আর কেহ ভিখ্ দিক্ বা না দিক্ তোমরা ভিক্ষা দাও,
সাম্য শান্তি আসিবে না, যদি তোমরা ফিরে না চাও!
নহি নেতা রাজনৈতিক, প্রেম-ভিক্ষা আমার নীতি,
পৃথিবী স্বর্গ, পৃথিবীতে ফের জাগুক স্বর্গ-প্রীতি।
অসম্ভবেরে সম্ভব করা জাগো নব-যৌবন!
ভিক্ষা দাও গো, এ ধরা হউক আল্লার গুল্‌শন্!

www.pathagar.com

একি আল্লার কৃপা নয়?

একি আল্লার কৃপা নয়?
একি তার সাহায্য নয়?
যেথা ছিল শুধু পরাজয় ভয়, সেখানে পাইলে জয়।
রক্তের স্রোত বহাতে যাহারা এসেছিল এই দেশে,
ধরেছে তাদের টুঁটি টিপে আজ তাঁর অভিশাপ এসে।
আল্লার আশ্রয় চেয়ে আল্লার শক্তিতে আজ
তোমরা পেয়েছ আশ্রয় আর তারা পাইতেছে লাজ।
লোভ আর ভোগ চাহে যারা, নাই তাদের ধর্ম্ম জাতি,
তাহাদের শুধু এক নাম আছে, রাক্ষস ব'লে খ্যাতি।
হউক হিন্দু, হোক ক্রীশ্চান, হোক সে মুসলমান,
ক্ষমা নাই তার, যে আনে তাঁহার ধরায় অকল্যাণ।
জুলুম যে করে শক্তি পাইয়া দানব সে, সে অসুর,
আল্লার মার পড়ে তারে করে দুনিয়া হইতে দূর।
তাহাদেরই তরে দোজখে নরকে ভীষণ অগ্নি জ্বলে,
দলিছে যাহারা তাঁহার সৃষ্টি মানুষেরে পদতলে।
সকল জাতির সব মানুষের এক আল্লাহ সেই,
তাঁর সৃষ্টির বিচার করার কারো অধিকার নেই।
আমরা নিত্য চেষ্টা করিব চলিতে তাঁহারি পথে,
করিব না ভয়, আসুক আঘাত শত শত দিক হ'তে।

নির্যাতিতের আল্লাহ্ তিনি, কোনো জাতি নাই তাঁর,
যুগে যুগে মারে উৎপীড়কেরে তাঁহার প্রবল মার।
তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আল্লার ফরমান।

দূর করো লোভ, ক্ষুদ্র অহঙ্কার,
ফেলিয়া দিও না, পাইয়াছ হাতে আল্লার তলোয়ার।
দূর করে দাও সন্দেহ, দুর্ব্বলের অবিশ্বাস,
সমুখে জাগুক পরম সত্য আল্লার উল্লাস।

www.pathagar.com

খানিক পেয়েছ, মানিক পাওনি, দেরি নাই, তাও পাবে,
তার জ্যোতি চির-অভয়ের পথে নিত্য লইয়া যাবে।
চারিদিক হতে ঘিরিয়া আসিছে হের অগ্নির ঢেউ,
যারা তাঁর পথে রহিবে, তাদের মারিবে না কভু কেউ।
শুধু তাহারাই রক্ষা পাইবে! সাবধান, সাবধান!
মহাযুদ্ধের রূপে আসিয়াছে তাঁর শেষ ফরমান!
তাঁর শক্তিতে জয়ী হবে, ল'য়ে আল্লার নাম, জাগো।
ঘুমায়ো না আর, যতটুকু পার শুধু তাঁর কাজে লাগো।
অন্তরে তব উঠুক ঝলসি' আল্লার তলোয়ার,
ভিতরের ভয় ঘুচিলে আসিবে এই হাতে আরবার।
কোনো ব্যক্তির করিও না পূজা, এক তাঁর পূজা কর,
রাজনীতি নয় মুক্তির পথ, এক তাঁর পথ ধর!
মানুষের লোভ বাড়ায়ে দিও না, তার জয়ধ্বনি করে,
মানুষেরে ত্রাতা ভাবিলে অমনি আল্লাহ্ যান সরে।
তিনিই সর্ব্বকল্যাণদাতা, সর্ব্ববিপদত্রাতা,
তিনি দিশা দেন সহজ পথের, তিনিই সর্ব্বজ্ঞাতা।

—তাঁর দেওয়া কৃপা শক্তির চেয়ে, ভাই,
মানবের জ্ঞানে দানব মারার কোনো সে শক্তি নাই।
চুক্তিতে আর যুক্তিতে কভু মানুষ বদ্ধ হয় ?
তিনি প্রেম দিলে ত্রিভুবন হয় সাম্য শান্তিময়!
আমি বুঝি না ক কোনো সে "ইজম" কোনোরূপ রাজনীতি,
আমি শুধু জানি আমি শুধু মানি, এক আল্লার প্রীতি!
ভেদ্-বিভেদের কথা বলে যারা, তারা শয়তানী চেলা,
আর বেশী দিন নাই, শেষ হয়ে এসেছে তাদের খেলা!
থাকি কি না থাকি এই দুনিয়ায়, তোমরা থাকিয়া দেখো,
সেদিন সিজদা করো আল্লারে, কাঁদিয়া তাঁহারে ডেকো!
সেদিন সত্য হয় যদি তাঁর এই বান্দার কথা,
ঘুচে যাবে মোর চিরজনমের সকল দুঃখ-ব্যথা।
মানুষ আবার তাঁর প্রেমে নেয়ে চিরপবিত্র হোক।
জ্বিনের দুনিয়া লভুক আবার জান্নাতের আলোক।

www.pathagar.com

কবির প্রশস্তি

আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর।
আল্লার কাছ থেকে এল আজ রহমত, কওসর।
আল্লার যারা আশ্রিত, আজ তা'দেরই হইল জয়,
ইহা আল্লার ইচ্ছার জয়, আমাদের জয় নয়।
আজিকার জয়, জানিও, পূর্ণ জয়ের প্রথম ধাপ,
আজও আমাদের মাঝে আছে কত বন্ধন অভিশাপ,
কত ভেদজ্ঞান, কলহ, ঈর্ষা, লোভ ও অহংকার
সব দূর করে দেবে পবিত্র নামের মহিমা তাঁর।
তোমরাই হবে নূতন পথিক তাঁর তীর্থের পথে।
তোমাদেরই পদচিহ্ন ধরিয়া না-দেখা আকাশ হতে
আসিতেছে নবযুগের যাত্রী তরুণ নৌজোয়ান,
আর দেরী নাই, দেখে যাবে পৃথিবীর দুখ অবসান।

নবযুগ
৮ই পৌষ ১৩৪৮
২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪১

www.pathagar.com

নতুন চাঁদ

দেখেছি তৃতীয় আস্‌মানে চিদাকাশে
চির-পথ-চাওয়া মোর নতুন চাঁদ হাসে।
দেহ ও মনের রোজা আমার
'এফতার' ক'রে গেরেফ্‌তার
করিব, তৃষিত বক্ষে মোর ঐ চাঁদে,
সহিতে পারি না বিরহ ওর, মন কাঁদে।
জুড়াব এবার জুড়াব গো,
খুশীর পায়রা উড়াব গো
নামিবে ও চাঁদ মোর হৃদয়— আস্‌মানে,
মত্ত হইব আনন্দের রস পানে।
বদলাবে তকদীর আমার,
ঘুচিবে সর্ব্ব অন্ধকার,
পরিব ললাটে, চুমু দেবো, বাঁধ্‌ব তায়
আল্লাহ্‌ নামের রজ্‌জুতে দিল্‌-কোঠায়।
সাম্যের রাহে আল্লাহের
মুয়াজ্‌জিনেরা ডাকিবে ফের,
পরমোৎসব হবে সেদিন ময়দানে
সাত আস্‌মানে দোল খাবে জয়-গানে,
এক আল্লার জয়-গানে,
মহামিলনের জয়গানে
"শান্তি" "শান্তি" জয়-গানে।
এক ঘরে হেথা দশ প্রাচীর,
হিংসা -ক্লৈব্য-বদ্ধ নীড়
ভেঙ্গে যাবে, মন রেঙ্গে যাবে এক রঙ্গে।
এক আকাশের তলে রব এক সঙ্গে।
চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ!
অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ
বাঁধিবে সকলে এক সাথে গলে গলে
মিলিয়া চলিবে তাঁর পথে দলে দলে।

www.pathagar.com

রবে না ধর্ম্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ,
রবে না লোভ, রবে না ক্ষোভ অহঙ্কার,
প্রলয়-পয়োধি এক নায়ে হইব পার।
একের লীলা এ, দু'জন নাই
তাঁহারি সৃষ্টি সবাই ভাই,
কত নামে ডাকি—সর্ব্বনাম এক তিনি,
তাঁরে চিনি নাকো, নিজেরে তাই নাহি চিনি।
আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঝরে এক সমান
সকলের মাঠে শস্য দেয় ফুল ফোটায়,
সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা করুণা পায়।
প্রলয়ের রূপ ধ'রে যাবে
তাঁর ক্রোধ নেমে আসে ভবে,
সব ধর্ম্মের সব মানব মরে তখন,
থাকে না হিন্দু- মুসলমানের আস্ফালন।
এককে মারিলে রহে না দুই,
এস সবে সেই এককে ছুঁই,
এক সে স্রষ্টা সব-কিছুর সব জাতির।
আসিছে তাঁহারি চন্দ্রালোক এক বাতির!
মরিছে যাহারা— তাহারা নয়,
আসিছে—যাহারা বাঁচিয়া রয়,
নিত্য অভেদ উদার-প্রাণ নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
আস্‌মানে চাঁদ দেয় আজান নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
মৃত্যুকে তারা করে না ভয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
তাহারা বুদ্ধি-বদ্ধ নয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
কাপুরুষ তার্কিক যারা
কেবল বিচার করে তারা,
অগ্রে চলে না ক্লীব ভীরু, ভয় দেখায়,
যারা আগে চলে, পিছে তাদের টানিতে চায়!

www.pathagar.com

প্রাণ-প্রবাহের শত্রু সব,
ধূর্ত্ত যুক্তি-শৃগাল-রব
দুই কূলে করে, তবু চলে নৌজোয়ান, নৌজোয়ান,
মহাবন্যার তরঙ্গ সম সম্মুখে দলে দলে
তবু চলে নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
জাগাবে জোয়ার নতুন চাঁদ
এদের বক্ষে; ভাঙিবে বাঁধ
জরায় জীর্ণ মড়া ঘাটের বিলাসীদের
মানিবে না এরা হট্টগোল মণ্ডুকের!
সত্য বলিতে নিত্য ভয়
যুক্তি-গর্ত্তে লুকায়ে রয়
ইহারা তাদের দলের নয়—নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
এরা জীবন্ত মুক্ত-ভয় নৌজোয়ান
ভীরু ইঁদুরের কিচি-মিচি
শোনে না কো এরা মিছিমিছি,
এরা শুধু বলে, "চল আগে নৌজোয়ান!"
অসম্ভবের অভিযানে এরা চলে,
না চ'লেই ভীরু ভয়ে লুকায় অঞ্চলে!
এরা অকারণ দুর্নিবার প্রাণের ঢেউ,
তবু ছুটে চলে যদিও দেখেনি সাগর কেউ।

জানে পারাবার, জানে অসীম,
এরাই শক্তি মহামহিম,
এরা উদ্দাম যৌবন বেগ দুরন্ত
মুক্তপক্ষ নির্ভর এরা উড়ন্ত।
নাই ইহাদের অবিশ্বাস
যা আনে জগতে সর্ব্বনাশ
প্রতি নিঃশ্বাসে এরা কহে— "মোরা অমর!"
তনুমনে নাই সন্দেহের বিসর্গ অনুস্বর।
হাতের লাট্টু এদের প্রাণ
গুল্‌তির গুলি এদের প্রাণ

www.pathagar.com

বেপরোয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে দিকে দিকে,
এদের বুদ্ধি চিক্‌মিকায় না ঘেরা চিকে!
তিন্তিড়ি গাছে জোনাকি দল
চাঁদের নিন্দা করে কেবল,
পুচ্ছের আলো উচ্ছের ঝোপে জ্বালায়ে কয়--
"মোরা আলো দেবো, চন্দ্রের দেশে ভীষণ ভয়!"
পাহাড়ে চড়িয়া নীচে পড়ে— নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
অজগর খোঁজে গহ্বরে—নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
চড়িয়া সিংহে ধরে কেশর—নৌজোয়ান!
বাহন তাহার তুফান ঝড়—নৌজোয়ান!
শির পেতে বলে - 'বজ্র আয়!'
দৈত্য-চর্ম্ম-পাদুকা পায়,
অগ্নি-গিরিরে ধ'রে নাড়ায়— নৌজোয়ান!
দলে দলে তারা খুঁজে বেড়ায়
ভূমিকম্পের ঘর কোথায়—
নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
বিলাস এদের দারিদ্র্য
গতি ইহাদের বিচিত্র,
দেখেনিক জ্ঞান-বিলাসীরা এদের পথ
শুনিলেও কাঁপে বলি-যূপের ছাগের বৎ!
এরাই দেখিবে নতুন চাঁদ জ্যোতিষ্মান,
ইহাদের নাই দেহ ও মন, কেবল প্রাণ!
নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
এদেরই পথ দেখাতে ঐ
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না-খই
আকাশ-খোলায় ফুটিছে! ভীরুরা যাস্‌নে কেউ,
যাদের পিছনে লেগেছে বুদ্ধি-ভয়ের ফেউ!
মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে ঐ পথে
লঙ্ঘিতে হবে কত সমুদ্র পর্ব্বতে!
বিলাসীরা থাক চুপ ক'রে
রূপ দেখে খেয়ো টুপ্ ক'রে

www.pathagar.com

যাত্রী অরুণ-তীর্থের পথে নৌজোয়ান!
পথ দেখায় যে, সে শুধু কয়— "জীবন দান
জীবন দান, নৌজোয়ান!"

জীবনে না ক'রে নিষ্ঠিবন।
মৃত্যুর বুকে সঞ্চরণ
করে যারা, তারা নবযুগের নৌজোয়ান।
তাহাদের পথে এস না কেউ ভীরু, আল্লার না-ফরমান।
ওরা দুর্জ্জয় ভয়-হারা
ওদের ভ্রান্ত কয় কারা ?
এই মর্ত্ত্যের ভোগের গর্ত্তে যারা মরে ?
অমৃত আনিতে যায়— তারে অনাদর করে ?
এক আল্লার সৃষ্টিতে
এক আল্লার দৃষ্টিতে
দেখিবে সবারে দুনিয়াতে নৌজোয়ান!
তলোয়ার তার বক্ষে লুকানো
নববধূ সম শয্যাতে—
নৌজোয়ান!
নৌজোয়ান!

দৈনিক নবযুগ
৫ই নভেম্বর ১৯৪১

www.pathagar.com

আজাদ

কোথা সে আজাদ ? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান ?
আল্লাহ্ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ ?
কোথা সে 'আরিফ', কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর ?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি' কাঁপে ত্রিভুবন থরথর!
কে পিয়েছে সে তৌহিদ-সুধা পরমামৃত হায় ?
যাহারে হেরিয়া পরাণ পরম শান্তিতে ডুবে যায়!
আছে সে কোরান-মজীদ আজিও পরম শক্তিভরা,
ওরে দুর্ভাগা, এক কণা তার পেয়েছিস্ কেউ তোরা ?
সেই সে নামাজ রোজা আছে আজও, আজো সে কলমা আছে,
আজো উথলায় আব-জম্‌জম্ কাবা-শরীফের কাছে।

নামাজ পড়িয়া, রোজা রেখে আর কলমা পড়িয়া সবে
কেন হ'তেছিস দলে দলে তোরা কতল্-গাহেতে জবে' ?
সব আছে, তবু শবের মতন ভাগাড়ে পড়িয়া কেন ?
ভেবেছ কি কেউ কৌমের পীর, নেতা, কেন হয় হেন ?

আজিও তেমনি জামায়েত হয় ঈদ্‌গাহে মসজিদে,
ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি ঢুলে আসে নিঁদে!
যেন দলে দলে কলের পুতুল শক্তি শৌর্য্যহীন,
নাহিক ইমাম, বলিতে হইবে-ইহারা মুসলেমিন!
পরম পূর্ণ শক্তি-উৎস হইতে জনম লয়ে
কেমন করিয়া শক্তি হারাল এ জাতি ? কোন্ সে ভয়ে
তিলে তিলে মরে, মানুষের মত মরিতে পারে না তবু ?
আল্লাহ্ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু!
খুঁজিয়া দেখিনু, মুসলিম নাই, কেবল কাফের ভরা,—
কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতি জরা।

অজ্ঞান-অন্ধকার যাহারে রেখেছে আবৃত করি,
নিত্য সূর্য্য জ্বলে, তবু যার পোহাল না বিভাবরী!
আল্লাহ আর তাহার মাঝারে কোনো আবরণ নাই,
এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই—দেখেছ তাহারে ভাই ?

www.pathagar.com

আল্লার সাথে নিত্য-যুক্ত পরম শক্তিধর,
এই মুসলিম-কবরস্তানে পেয়েছে তার খবর ?
চায়না ক যশ, চায়না ক মান, নিত্য নিরভিমান,
নিরহঙ্কার আসক্তি-হীন—সত্য যাহার প্রাণ,
জমায় না যে বিত্ত নিত্য মুসাফির গৃহহীন,
আসমান যার ছত্র ধরেছে, পাদুকা যার জমীন,
দিনে আর রাতে চেরাগ যাহার চন্দ্র সূর্য্য তারা,
আহার যাহার আল্লার নাম—প্রেমের অশ্রুধারা ?

•

যার পানে চায়—সেই যেন পায় তখনি অমৃতবারি,
যারে ডাকে—সে অমনি তাহার সাথে চলে সব ছাড়ি' ?
অনন্ত জনগণ মাঝে পারে শক্তি সঞ্চারিতে,
যাহারে স্পর্শ করে সে অমনি ভ'রে ওঠে অমৃতে।
সেই সে পূর্ণ মুসলমান সে পূর্ণ শক্তিধর,
'উম্মি' হয়েও জয় করিতে সে পারে এই চরাচর।
যে দিকে তাকাই দেখি যে কেবলি অন্ধ বদ্ধ জীব,
ভোগোন্মত্ত, পংগু, খঞ্জ, আতুর- বদ-নসীব।
কাগজে লিখিয়া সভায় কাঁদিয়া গুম্ফ শ্মশ্রু ছিঁড়ে
আছে কেউ নেতা, ল'বে ইহাদের অমৃত-সাগর-তীরে ?
আসে অনন্ত শক্তি নিয়ত যে মূল-শক্তি হ'তে
সেখান হইতে শক্তি আনিয়া ভাসা'তে শক্তি স্রোতে—
কোন্ তপস্বী করিছে সাধনা ? বন্ধু বৃথা এ শ্রম,
নিজে যার ভ্রম ভাঙেনি সেই কি ভাঙবে জাতির ভ্রম ?
দোজখের পথে, ধ্বংসের পথে চলিয়াছে সারা জাতি,
শূন্য দু'হাত 'পাইয়াছি' বলে তবু করে মাতামাতি!
সে দিন এমনি মাতালের সাথে পথে মোর হ'ল দেখা
শুধানু "কি পেলে?" সে বলে, "দেখ না, কপালে রয়েছে লেখা?"
কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
বাদশাহ হ'তে পারিত যে হায়, পেয়েছে সে জমিদারী!
দলে দলে আসে কারও বুকে, কারও পেটে, কারও হাতে লেখা,
আজাদীর চিন—অর্থাৎ কি না চাকুরীর মসী-লেখা!

www.pathagar.com

কাঁদিয়া কহিনু,—ওরে বে-নসীব, হতভাগ্যের দল,
মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল ?
অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হ'তে, ওরে
আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে ?
ভাঙ্গিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ ?
হায় গণ-নেতা ভোটের ভিখারী নিজের স্বার্থ তরে
জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছ খরিদ করে!
সারা জাতি সারা রাতি জেগে আছে যাহাদের পানে চেয়ে,
যে তরুণ দল আসিছে বাহিরে জ্ঞানের মানিক পেয়ে—
তাহাদের ধ'রে গোলাম করিয়া ভরিতেছ কার ঝুলি ?
চা-বাগানের আড়কাঠি যেন চালান করিছ কুলি!
উহারা তরুণ, জানে না উহারা, কেন লভিল এ জ্ঞান,
তপস্যা করি' জাগা'বে উহারা ভারত-গোরস্তান!
ওদের আলোকে আলোকিত হবে অন্ধকার এ দেশ,
ওদেরই শৌর্য্যে ত্যাগে মহিমায় ঘুচিবে দীনের ক্লেশ।

তুমি চাকরীর কশাই-খানায় ঘুরিছ তাদের লয়ে,
তুমি কি জান না, ওখানে যে যায়—সে যায় জবেহ্ হয়ে ?
দেখিতেছ না কি শিক্ষিত এই বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা,
মানুষ যে হ'ত, চাকুরী করিয়া হয়েছে সে আজ মশা।
ভিক্ষা করিয়া মরুক উহারা, ক্ষুধায় তৃষায় জ্ব'লে—
সমবেত হোক ধ্বংস-নেশায় মুক্ত আকাশ-তলে!
আগুন যে বুকে আছে—তাতে আরও দুখ-ঘৃতাহুতি দাও,
বিপুল শক্তি লয়ে ওরা হোক জালিম পানে উধাও!
যে ইস্পাতে তরবারি হয়, আঁশ-বঁটি কর তারে।
অন্ধ, খঞ্জ, জরাগ্রস্ত নিজেরা অন্ধকারে
ঘুরিয়া মরিছ, তাই কি চাহিছ সবাই অন্ধ হোক ?
কৌম জাতির প্রাণ বেচে তুমি হইতেছ বড় লোক!

আজাদ-আত্মা! আজাদ-আত্মা! সাড়া দাও, দাও সাড়া!
এই গোলামীর জিঞ্জীর ধরে ভীম বেগে দাও নাড়া!

www.pathagar.com

হে চির-অরুণ তরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারনি আজো ?
ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিন্দাবাদের বাহন সাজো!
জরারে পৃষ্ঠে বহিয়া বহিয়া জীবন যাবে কি তব,
জীবন ভরিয়া রোজা রাখি' ঈদ আনিবে না অভিনব ?
ঘরে ঘরে তব লাঞ্ছিতা মাতা ভগ্নিরা চেয়ে আছে,
ওদের লজ্জা-বারণ শক্তি আছে তোমাদেরই কাছে।
ঘরে ঘরে মরে কচি ছেলে মেয়ে দুধ নাহি পেয়ে, হায়,
তোমরা তাদের বাঁচাবে না আজ বিলাইয়া আপনায় ?
আজ মুখ ফুটে, দল বেঁধে বল, বল ধনীদের কাছে,
ওদের বিত্তে এই দরিদ্র দীনের হিস্‌সা আছে।
ক্ষুধার অন্নে নাই অধিকার, সঞ্চিত যার রয়,
সেই সম্পদে ক্ষুধিতের অধিকার আছে নিশ্চয়!
মানুষেরে দিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার
ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায়, যারা কোরবান তার—
তাহাদেরই আজ আসিয়াছে ডাক—বেহেশত্ পার হ'তে,
আনন্দ লুট হবে দুনিয়ায় মহা-ধ্বংসের পথে—
প্রস্তুত হও আসিছেন তিনি অভয় শক্তি লয়ে—
আল্লাহ্ থেকে আবে-কওসর নবীন বার্তা বয়ে।
অন্তরে আর বাহিরে নিত্য আজাদ মুক্ত যারা—
নব-জেহাদের নির্ভীক দুর্ব্বার সেনা হবে তারা,
আমাদেরই আনা নিয়ামত পেয়ে খাবে আর দেবে গালি,
জেহাদের রণে নওশা সাজিয়া মোরা দিব হাত-তালি!
বলিব বন্ধু, মিটেছে কি ক্ষুধা, পেয়েছ কি কওসর ?
বেহেশ্‌তে হবে তকবীর ধ্বনি, আল্লাহু আকবর!
জান্নাত হ'তে দেখিব মোদের গোরস্তানের 'পর
প্রেমে-আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নূতন ঘর।

দৈনিক আজাদ
১৩৪৭

www.pathagar.com

নিত্য প্রবল হও

অন্তরে আর বাহিরে সমান নিত্য প্রবল হও!
যত দুর্দ্দিন ঘিরে আসে, তত অটল হইয়া রও!
যত পরাজয়-ভয় আসে, তত দুর্জ্জয় হয়ে উঠো,
মৃত্যুর ভয়ে শিথিল যেন না হয় তলোয়ার-মুঠো।
সত্যের তরে দৈত্যের সাথে ক'রে যাও সংগ্রাম,
রণক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম।
এই আল্লার হুকুম — ধরায় নিত্য প্রবল রবে,
প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।
ভালোবাসেন না আল্লা অবিশ্বাসী ও দুর্ব্বলেরে
"শেরে-খোদা" সেই হয়, যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে।
ধৈর্য্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুসলিম নয় কভু,
বিশ্বে কারেও করে না ক ভয় আল্লাহ যার প্রভু;
নিন্দাবাদের মাঝে "আল্লাহ-জিন্দাবাদ"-এর ধ্বনি
বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায় কোনো ভয় নাহি গণি'।
আল্লা পরম সত্য, ভয় সে ভ্রান্তির কারসাজি,
প্রচণ্ড হয় তত পৌরুষ, যত দেখে দাগাবাজি!
ভুলে কি গিয়াছ অসম সাহস নির্ভীক আরবীর ?
পারস্য আর রোম সম্রাটে কাটিয়াছে যারা শির!
কতজন ছিল সেনা তাহাদের ? অস্ত্র কি ছিল হাতে ?
তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক আল্লাতে!
জয়-পরাজয় সমান গণিয়া করেছিল শুধু রণ,
তাদের দাপটে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবীর প্রাঙ্গণ!
তারা দুনিয়ার বাদশাহী করেছিল ভিক্ষুক হ'য়ে,
তারা পরাজিত হয়নি কখনো ক্ষণিকের পরাজয়ে!
হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তারা অসত্য সাথে রণ!
তারা জেনেছিল, দুনিয়ায় তারা আল্লার সৈনিক,
অর্জ্জন করেছিল স্বাধীনতা, নেয়নি মাগিয়া ভিখ্!

www.pathagar.com

জয়ী হতে হলে মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ হইতে হয়,
শত্রু-সৈন্য দেখে কাঁপে ভয়ে, সে ত সেনাপতি নয় !
শত্রু-সৈন্য যত দেখে তত রণ-তৃষা তার বাড়ে,
দাবানল-সম তেজ জ্বলে ওঠে শিরায় শিরায় হাড়ে !
তলোয়ারে তার তত তেজ ফোটে যত সে আঘাত খায়,
তত বধ করে শত্রুর সেনা, রসদ যত ফুরায়।
নিরাশ হয়ো না! নিরাশা ও অদৃষ্টবাদীরা যত
যুদ্ধ না ক'রে হয়ে আছে কেউ আহত ও কেউ হত !
যে মাথা নোয়ায়ে সিজদা করেছ এক প্রভু আল্লারে,
নত করিও না সে মাথা কখনো কোনো ভয় কোনো মারে ।
আল্লার নামে নিবেদিত শির নোয়ায় সাধ্য কার ?
আল্লা সে শির বুকে তুলে নেন, কাটে যদি তলোয়ার ।
ভীরু মানবেরে প্রবল করিতে চাহেন যে দুনিয়াতে
তারেই ইমাম নেতা বলি আমি, প্রেম মোর তারি সাথে।
আড়ষ্ট নরে বলিষ্ঠ করে যাঁর কথা যাঁর কাজ,
তাঁরি তরে সেনা সংগ্রহ করি, গড়ি তাঁরি শির-তাজ !
গরীবের ঈদ আসিবে বলিয়া যে আত্মা রোজা রাখে,
পরমাত্মার পরমাত্মীয় বলে আমি মানি তাকে ।
অকল্যাণের দূত যারা, যারা মানুষের দুশ্‌মন্‌,
তাদের সংগে যে দুরন্তেরা করিবে ভীষণ রণ—
মোর আল্লার আদেশে তাদেরে ডাক দিই জমায়তে,
অচেতন ছিল যাহারা, তারাও আসিছে তীর্থ-পথে ।
আমি তক্‌বীর-ধ্বনি করি শুধু কর্ম-বধির কানে,
সত্যের যারা সৈনিক তারা জমা হবে ময়দানে !
অনাগত "নবযুগ"-সূর্য্যের তূর্য্য বাজায়ে যাই,
মৃত্যু বা কারাগারের আমার কোন ভয় দ্বিধা নাই।
একা "নবযুগ"-মিনারে দাঁড়ায়ে কাঁদিয়া সকলে ডাকি,
দম্মার হাঁস না আসে, আসিবে মুক্ত-পক্ষ পাখী ।
এ পথে ভীষণ বাজ-পাখী আর নিঠুর ব্যাধের ভীতি,
আলোক-পিয়াসী পাখীরা তবুও আসিছে গাহিয়া গীতি ।

www.pathagar.com

মৃত্যু-ভয়াক্রান্ত আজিকে বাঙলার নর-নারী,
তাদেরে অভয় দিতেই আমরা ধরিয়াছি তরবারি।
আমরা শুনেছি ভীত আত্মার সকরুণ ফর্‌য়্যাদ,
আমরা তাদেরে রক্ষা করিব, এ যে আল্লার সাধ।
আমরা হুকুম-বর্দ্দার তাঁর পাইয়াছি ফর্‌মান্‌,
ভীত নর-নারী তরে অকাতরে দানিব মোদের প্রাণ।
বাজাই বিষাণ উড়াই নিশান ঈশান-কোণের মেঘে,
প্রেম-বৃষ্টি ও বজ্র-প্রহারে আত্মা উঠিবে জেগে!
রাজনীতি করে তৈরী মোদের কুচ্‌কাওয়াজের পথ,
এই পথ দিয়ে আসিবে দেখিও আবার বিজয়-রথ।
প্রবল হওয়ার সাধ ও সাধনা যাহাদের প্রাণে আছে,
তাদেরি দুয়ারে হানা দিই আমি, আসি তাহাদেরই কাছে।
সঙ্ঘ-বদ্ধ হতেছে তাহারা বঙ্গ-ভূমির কোলে,
আমি দেখিয়াছি পূর্ণচন্দ্র তাদেরই ঊর্দ্ধে দোলে।

www.pathagar.com

বিশ্বাস ও আশা

বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে
নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যান্তে সে মরিয়াছে।
শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ইমান লয়েছে কেড়ে,
পরাণ গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে।

থাকুক অভাব দারিদ্র্য ঋণ রোগ শোক লাঞ্ছনা,
যুদ্ধ না ক'রে তাহাদের সাথে নিরাশায় মরিও না।
ভিতরে শত্রু ভয়ের ভ্রান্তি মিথ্যা ও অহেতুক
নিরাশায় হয় পরাজয় যার তাহার নিত্য দুখ।

"হয়ত কী হবে" এই ভেবে যারা ঘরে ব'সে কাঁপে ভয়ে,
জীবনের রণে নিত্য তারাই আছে পরাজিত হয়ে।
তারাই বন্দী হয়ে আছে গ্লানি অধীনতা কারাগারে ;
তারাই নিত্য জ্বালায় পিত্ত অসহায় অবিচারে !

এরা অকারণ ভয়ে ভীত, এরা দুর্ব্বল নির্ব্বোধ,
ইহাদের দেখে দুঃখের চেয়ে জাগে মনে বেশী ক্রোধ।
এরা নির্ব্বোধ, না ক'রে কিছুই জিভ মেলে প'ড়ে আছে,
গোরস্তানেও ফুল ফোটে, ফুল ফোটে না এ মরা গাছে।

এদের মুক্তি অদৃষ্টবাদ, ব'সে ব'সে ভাবে একা,
'এ মোর নিয়তি' বদ্‌লানো নাহি যায় কপালের লেখা!
পৌরুষ এরা মানে না, নিজেরে দেয় শুধু ধিক্কার,
দুর্ভাগ্যের সাথে নাহি লড়ে মেনেছে ইহারা হার।

এরা জড়, এরা ব্যাধিগ্রস্ত, মিশো না এদের সাথে,
মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট আবর্জ্জনা এরা দুনিয়াতে।
এদের ভিতরে ব্যাধি, ইহাদের দশদিক তমোময়,
চোখ বুঁজে থাকে, আলো দেখিয়াও বলে, 'ইহা আলো নয়।'

প্রবল অটল বিশ্বাস যার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে,
যৌবন আর জীবনের ঢেউ কল-তরঙ্গে আসে,
মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত শস্যে কুসুমে ফলে,
কোনো বাধা তার রুধে না ক পথ, কেবল সুমুখে চলে।

www.pathagar.com

চির-নির্ভয়, পরাজয় তার জয়ের স্বর্গ-সিঁড়ি,
আশার আলোক দেখে তত, যত আসে দুর্দ্দিন ঘিরি'।
সেই পাইয়াছে পরম আশার আলো, যেয়ো তারি কাছে,
তাহারি নিকটে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয়-কবচ আছে ।

যারা বৃহতের কল্পনা করে, মহৎ স্বপ্ন দেখে,
তারাই মহৎ কল্যাণ এই ধরায় এনেছে ডেকে ।
অসম্ভবের অভিযান-পথ তারাই দেখায় নরে,
সর্ব্বসৃষ্টি ফেরেশ্‌তারেও তারা বশীভূত করে ।

আত্মা থাকিতে দেহে যারা সহে আত্ম-নির্য্যাতন,
নির্য্যাতকেরে বধিতে যাহারা করে না পরাণ-পণ,
তাহারা বদ্ধ জীব পশু সম, তাহারা মানুষ নয়,
তাদেরই নিরাশা মানুষের আশা ভরসা করিছে লয় ।

হাত-পা পাইয়া কর্ম্ম করে না কুর্ম্ম-ধর্ম্মী হয়ে,
রহে কাদা-জলে মুখ লুকাইয়া আঁধার বিবরে ভয়ে,
তাহারা মানব-ধর্ম্ম ত্যজিয়া জড়ের ধর্ম্ম লয়,
তাহারা গোরস্তান শ্মশানের, আমাদের কেহ নয় ।

আমি বলি, শোনো মানুষ ! পূর্ণ হওয়ার সাধনা করো,
দেখিবে তাহারি প্রতাপে বিশ্ব কাঁপিতেছে থরোথরো !
ইহা আল্লার বাণী যে, মানুষ যাহা চায় তাহা পায়,
এই মানুষের হাত পা চক্ষু আল্লার হয়ে যায় !

চাওয়া যদি হয় বৃহৎ, বৃহৎ সাধনাও তার হয়,
তাহারি দুয়ারে প্রতীক্ষা করে নিত্য সর্ব্বজয় ।
অধৈর্য নাহি আসে কোনো মহাবিপদে সে সেনানীর,
অটল শান্ত সমাহিত সেই অগ্রনায়ক বীর ।

নিরানন্দের মাঝে আল্লার আনন্দ সেই আনে,
চাঁদের মতন তার প্রেম জনগণ-সমুদ্রে টানে ।
অসম সাহস বুকে তার আসে অভয় সঙ্গ ক'রে,
নিত্য জয়ের পথে চলো সেই পথিকের হাত ধ'রে।

পূর্ণ পরম বিশ্বাসী হও, যাহা চাও পাবে তাই ;
তাহারে ছুঁয়ো না, সেই মরিয়াছে, বিশ্বাস যার নাই !

www.pathagar.com

ভয় করিও না, হে মানবাত্মা

তখ্‌তে তখ্‌তে দুনিয়ায় আজি কমবখ্‌তের মেলা,
শক্তি-মাতাল দৈত্যরা সেথা করে মাতলামী খেলা ।
ভয় করিও না, হে মানবাত্মা, ভাঙিয়া পড়ো না দুখে,
পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বুকে ।
তখ্‌তে তাহার কালি পড়িয়াছে অবিচারে আর পাপে,
তলোয়ারে তার মরিচা ধরেছে নির্য্যাতিতের শাপে ।
ঘন গৈরিকে আকাশ রাঙায়ে বৈশাখী ঝড় আসে,
ভাবে লোভান্ধ মানব, তাহার গোধূলি-লগন হাসে ।
যে আগুন ছড়ায়েছে এ বিশ্বে, তারি দাহ ফিরে এসে
ভীম দাবানল-রূপে জ্বলিতেছে তাহাদেরি দেশে দেশে ।

সত্যপথের তীর্থ-পথিক ! ভয় নাহি, নাহি ভয়,
শান্তি যাদের লক্ষ্য, তাদের নাই নাই পরাজয় !
অশান্তি-কামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝে মাঝে,
অবশেষে চির-লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে !
পথের ঊর্ধ্বে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জ্জনা,
তাই বলে, তারা ঊর্ধ্বে উঠেছে—কেহ কভু ভাবিও না !
ঊর্ধ্বে যাদের গতি, তাহাদের পথে হয় ওরা বাধা,
পিচ্ছিল করে পথ, তাই ব'লে জয়ী হয় না ক' কাদা ।

জয়ে পরাজয়ে সমান শান্ত রহিব আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমার জয় হবে !
লাঞ্ছিত হলে বাঞ্ছিত হব পরলোকে আল্লার,
রণভূমে যদি হত হই মোরা হব চির-প্রিয় তাঁর !
হয়ত কখনো জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোরা তবু,
বুঝিব মোদের পরীক্ষা করে মোদের পরম প্রভু!
বিদ্বেষ লয়ে ডাকিলে কি কভু পথভ্রান্ত ফিরে ?
ভালোবাসা দিয়ে তাদেরে ডাকিতে হয় বক্ষের নীড়ে !
সজ্ঞানে যারা করে নিপীড়ন, মানুষের অধিকার
কেড়ে নিতে চায়, তাহাদেরি তরে আল্লার তলোয়ার ।

www.pathagar.com

অজ্ঞান যারা ভুল পথে চলে, মারিও না তাহাদেরে,
ভালোবাসা পেলে ভ্রান্ত মানুষ সত্যের পথে ফেরে ।
সকল জাতির সকল মানুষে এক তার নামে ডাকো,
বুকে রাখো তাঁর ভক্তি ও প্রেম, হাতে তলোয়ার রাখো ।
সর্ব্ববিশ্ব প্রসন্ন হয় তিনি প্রসন্ন হ'লে,
সত্যপথের সর্ব্বশত্রু ছাই হয়ে যায় জ্ব'লে ।
আমাদেরও মাঝে যার বুকে আছে লুকাইয়া প্রলোভন,
তারেও কঠিন সাজা দিতে হবে, আল্লার প্রয়োজন !

আগে চলো আগে চলো দুর্জ্জয় নব অভিযান-সেনা,
আমাদের গতি-প্রবাহ কাহারো কোনো বাধা মানিবে না ।
বিশ্বাস আর ধৈর্য্য হউক আমাদের চির-সাথী,
নিত্য জ্বলিবে আমাদের পথে সূর্য্য-চাঁদের বাতি ।
ভয় নাহি, নাহি ভয় ।
মিথ্যা হইবে ক্ষয় !
সত্য লভিবে জয় !
ভক্তে দেখায় রক্তচক্ষু যারা, তার হবে লয় !
বলো, এ পৃথিবী মানুষের, ইহা কাহারো তখ্‌ত নয় !

পুণ্য তখ্‌তে বসিয়া যে করে তখ্‌তের অপমান,
রাজার রাজা যে, তাঁর হুকুমেই যায় তার গর্দ্দান !
ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব, ভাই, হয়ে এল ঐ শেষ,
বিশ্বের যিনি সম্রাট তারি হইবে সর্ব্বদেশ !
রক্তচক্ষু রক্ষ যক্ষ, সাবধান ! সাবধান !
ভুল বুঝাইয়া, বুঝেছ ভুলা'বে আল্লার ফর্‌মান্ ?
এক আল্লারে ভয় করি মোরা কারেও করি না ভয়,
মোদের পথের দিশারী এক সে সর্ব্বশক্তিময় ।
সাক্ষী থাকিবে আকাশ পৃথিবী, রবি শশী গ্রহ তারা,
কাহারা সত্য পথের পথিক, পথভ্রষ্ট কারা !
ভয় নাহি, নাহি ভয় !
মিথ্যা হইবে ক্ষয় !
সত্য লভিবে জয় !

www.pathagar.com

ডুবিবে না আশাতরী

তুমি ভাসাইলে আশা-তরী, প্রভু, দুর্দ্দিন ঘন ঝড়ে,
তত বার ঝড় থেমে যায়, তরী যত বার ট'লে পড়ে !
তুমি যে তরীর কাণ্ডারী তার ডুবিবার ভয় নাই;
তোমার আদেশে সে তরীর দাঁড় বাহি, গুন টেনে যাই !
আসে বিরুদ্ধ শক্তি ভীষণ প্রলয়-তুফান লয়ে,
কাঁপে তরণীর যাত্রীরা কেহ নিরাশায় কেহ ভয়ে !
নদীজল কাঁপে টলমল যেন আহত ফণীর ফণা,
দমকে অশনি চমকে দামিনী-ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা !
অন্ধ যামিনী, দেখিতে পাই না কাণ্ডারী তুমি কোথা ?
তোমার জ্যোতিতে অগ্রপথের দূর করো অন্ধতা !
তোমার আলোরে আবৃত করে ভয়াল তিমির রাতি,
দূর করো ভয়, হে চির অভয়, জ্বালায়ে আশার বাতি !

হে নব যুগের নব অভিযান-সেনাদল, শোনো সবে,
তোমরা টলিলে তুফানে তরণী আরো চঞ্চল হবে ।
এ তরীর কাণ্ডারী আল্লাহ্ সর্ব্বশক্তিমান,
বিশ্বাস রাখো তাঁর শক্তিতে, এ তাঁহার অভিযান ।
ভয় যার মনে যুদ্ধ না ক'রে তার পরাজয় হয়,
ভয় যার নাই মরিয়াও সেই শহীদের হয় জয় ।
অগ্রপথের সেনারা করে না পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
জয়ী হয় তারা জীবনে, অথবা মৃত্যু করে বরণ !
জীবন মৃত্যু সমান তাদের, ঘুম জাগরণ সম,
এক আল্লাহ ইহাদের প্রভু, বন্ধু ও প্রিয়তম ।
আল্লার নামে অভিযান করি, আমাদের ভয় কোথা,
দুবার মরে না মানুষ, তবুও কেন এ দুর্ব্বলতা ।
ডুবে যদি তরী, বাঁচি কিবা মরি, আল্লা মোদের সাথী,
যেখানেই উঠি তাঁর আশ্রয় পাব মোরা দিবারাতি !
মোদের ভরসা একমাত্র সে নিত্য পরম প্রভু,
দুলুক তরণী, আমাদের মন নাহি দোলে যেন কভু ।
পাব কূল মোরা পাব আশ্রয়—রাখো বিশ্বাস রাখো,
তাঁর কাছে করো শক্তি ভিক্ষা তাঁরে প্রাণ দিয়া ডাকো !

www.pathagar.com

পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থির করো প্রাণমন,
দূর হবে সব বাধা ও বিঘ্ন, আসিবে প্রভঞ্জন !
হয়ত প্রভুর পরীক্ষা ইহা ভয় দেখাইয়া তিনি
ভয় করিবেন দূর আমাদের, জ্ঞাতা একক যিনি !
পার হইতেছি মোরা নিরাশা ও অবিশ্বাসের নদী
ডুবিবে তরণী যদি ভয় পাই অধৈর্য আসে যদি !

হে নবযুগের নৌসেনা, রণতরীর নৌজোয়ান !
আল্লারে নিবেদন করে দাও আল্লার দেওয়া প্রাণ ।
পলাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না মৃত্যুর হাত হ'তে,
মরিতে হয় ত মরিব আমরা এক আল্লার পথে ।
পৃথিবীর চেয়ে সুন্দরতর কত যে জগৎ আছে,
সে জগৎ দেখে যাব আনন্দধামে আল্লার কাছে ।
আমাদের কিবা ভয়—
আমাদের চির চাওয়া পাওয়া এক আল্লাহ প্রেমময় !

তাঁর প্রেমে মোরা উন্মাদ, তাঁর তেজ হাতে তলোয়ার,
মোদের লক্ষ্য চির পূর্ণতা নিত্য সংগ তাঁর ।
দুলুক মোদের রণতরী, যেন মনতরী নাহি দোলে,
যেখানেই যাই মোরা জানি ঠাঁই পাব পাব তাঁর কোলে ।
থেমে যাবে এই দুর্য্যোগ ঘন প্রলয় তুফান ঝড়,
'কওসর'-অমৃত পাব, কর আল্লাতে নির্ভর!
মোদের অপূর্ণতা ও অভাব পূরণ করিবে সে,
অসম্ভবের অভিযান-পথে সৈন্য করেছে যে !

তাঁরি নাম লয়ে বলি, বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো ।
তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালবেসে, ব'লে আমি চ'লে যাই,
তারে যে পেয়েছে দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই।
আর বলিব না । তারে ভালবেসে ফিরে এসে মোরে বলো,
কি হারাইয়া কি পাইয়াছ তুমি, কি দশা তোমার হ'লো !

www.pathagar.com

আর কত দিন ?

আমার দিলের নিঁদ-মহলায় আর কতদিন, সাকী,
শরাব পিয়ায়ে জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম আসিবে নাকি ?
অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা পর্দ্দা-পানে,
গ্রহতারা মোর সেহেলীরা নিশি জাগে তার সন্ধানে ।
চাঁদের চেরাগ ক্ষয় হয়ে এল ভোরের দর-দালানে,
পাতার জাফরি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে গুলিস্তানে ।
রবাবের সুরে অভাব তাহার বৃথাই ভুলিতে চাই,
মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে 'আশ্‌নাই' ।
শিরাজী পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দেশা ।
আমি ছিনু পথ-ভিখারিণী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে ?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তস্‌বীর,
'তস্‌বী'তে জপি যত তাঁর নাম তত ঝরে আঁখি-নীর ।
'তশবীহি' রূপ এই যদি তাঁর, 'তন্‌জিহি' কিবা হয় ;
নামে যাঁর এত মধু ঝরে, তাঁর রূপ কত মধুময় ।
কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খু'লে
মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতিঃ দুলে উঠে কুতূহলে ।
ঘুম-নাহি-আসা নিঝ্‌ঝুম নিশি-পবনের নিশ্বাসে
ফিরদৌস-আলা হ'তে যেন লালা ফুলের সুরভি আসে।
চামেলি যুঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভ'রে ।
শিষ দেয় দধিয়াল বুলবুলি, চমকিয়া উঠি আমি,
ইঙ্গিতে বুঝি কামিনী-কুঞ্জে ডাকিলেন মোর স্বামী ।
নহরের পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রু-জলে,
তসবীর তাঁর জড়াইয়া ধরি বক্ষের অঞ্চলে ।
সাকী গো ! শরাব দাও, যদি মোর খারাব করিলে দীন,
'আল-ওদুদে'র পিয়ালার দৌর্ চলুক বিরাম-হীন ।

www.pathagar.com

গেল জাতি কুল শরম ভরম যদি এসে এই পথে
চালাও শিরাজী, যেন নাহি জাগি আর এ বে-খুদী হ'তে
দূর গিরি হ'তে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ-ই-তুরধারী ?
আমারি মত কি ওরি ডাকে মুসা হ'ল মরু-পথচারী ?
উহারি পরম রূপ দেখে ঈসা হ'ল না কি সংসারী ?
মদিনা-মোহন আহ্‌মদ ওরি লাগি কি চির-ভিখারী ?
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হ'ল যাহার কাবা দেউলে,
কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি কালি দিল কুলে,
কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে, সাকী, মোরে মজাইলি,
প্রেম-নহরের কওসর ব'লে আমারে জহর দিলি ?

জান সাকী, কাল মাটির পৃথিবী এসেছিল মোর কাছে,
আমি শুধালাম, মোর প্রিয়তম সে কি পৃথিবীতে আছে ?
'খাক' বলিল, না, জানি না ত আমি, 'আব' বুঝি তাহা জানে,
জলেরে পুছিনু, তুমি কি দেখেছ মোর বঁধু কোন্‌খানে ?
আমার বুকের তস্‌বীর দেখে জল করে টলমল,
জল বলে, আমি এরই লাগি কাঁদি গলিয়া হয়েছি জল ।
আগুন হয়ত তেজ দিয়া এরে বক্ষে রেখেছে ঘিরে,
সূর্য্যের ঘরে প্রবেশিনু আমি তেজ আবরণ ছিঁড়ে ।
হেরিনু সূর্য্য সাত-ঘোড়া নিয়ে সাত আসমানে ছুটে,
সহসা বঁধুর তস্‌বীর হেরে আমার বক্ষ-পুটে ।
বলিল, কোথায় দেখেছ ইহারে, হইয়াছে পরিচয় ?
ইহারই প্রেমের আগুনে জ্বলিয়া তনু হল মোর ক্ষয় ।
যুগযুগান্ত গেল কত তবু মিটিল না এই জ্বালা
ইহারই প্রেমের জ্বালা মোর বুকে জ্বলে হয় তেজোমালা ।
যেতে যেতে পথে দেখিনু বাতাস দীরঘ নি'শাস ফেলি'
খুঁজিতেছে কা'রে আকাশ জুড়িয়া নীল অঞ্চল মেলি' ।
মোর বুকে দেখে তস্‌বীর এল ছুটিয়া ঝড়ের বেগে,
বলে—অনন্ত কাল ছুটে ফিরি দিকে দিকে এরি লেগে ।
খুঁজিয়া স্থূল সূক্ষ্ম জগতে পাইনি ইহার দিশা,
তুমি কোথা পেলে আমার প্রিয়ের এই তস্‌বীর-শিশা ?

www.pathagar.com

হাসিয়া উঠিনু, ব্যোম-পথে সেথা কেবল শব্দ ওঠে
অলখ-বাণীর পারাবারে যেন শত শতদল ফোটে ।
আমি কহিলাম, দেখেছ ইহারে, হে অলক্ষ্য বাণী ?
বাণীর সাগর কত অনন্ত, হ'ল যেন কানাকানি !
"নাহি জানি নাহি জানি" ব'লে ওঠে অনন্ত ক্রন্দন,
বলে, হে বন্ধু, অজানিলে টুটিত বাণীর এ বন্ধন । ...
জ্যোতির মোতির মালা গলে দিয়া সহসা স্বর্ণরথে
কে যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পলাল অলখ-পথে ।

'ও কি জৈতুনী রওগন, ওরই পারে তালপাই-বনে
আমার পরম-একাকী বন্ধু খেলে কি গো নিরজনে ?"
শুধানু তাহারে ; নিষ্ঠুর মোর দিল না কো উত্তর ।
জাগিয়া দেখিনু, অঙ্গ আবেশে কাঁপিতেছে থরথর । ...

জোহ্‌রা সেতারা উঠেছে কি পুবে ? জেগে উঠেছে কি পাখী ?
সুরার সুরাহি ভেঙ্গে ফেল সাকী, আর নিশি নাই বাকী ।
আসিবে এবার আমার পরম বন্ধুর বোর্‌রাক
ঐ শোনো পুব-তোরণে তাহার রঙীন নীরব ডাক !

www.pathagar.com

কাজী নজরুল ইসলাম ও মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহার, ১৯২৬

সৌজন্য ঃ সেলিনা বাহার জামান

www.pathagar.com

আজান

অকাজের সে-কাজের মাঝে ডুবে যখন থাকি,
ভাবি না ক' কি যে ছিলুম, আবার হবই বা কি !
শুধু মোহ চোখের কালোয় মায়ারই জাল বুনে,
কাঁচা বুকের 'খুন' পিয়ে নেয় বিষাক্ত কাম-ঘুণে ।
বুঝেও বুঝি না ক' এ যে এক এক পা ক'রে
পলে পলে গোরের দিকেই যাচ্ছি ক্রমে স'রে ।
শুনি তখন আজানের কি বজ্র-গভীর স্বর—
'আল্লাহু আকবর'—'আল্লাহু আকবর' !

বুঝি আর সে নাই-বা বুঝি, তবু প্রাণের মাঝে
চঞ্চল সে গুমরে মরে কী আকুলতা যে !
অবুঝ হিয়ায় উদাস-করা কি জানে এ ডাক,
প্রাণের মাঝে ফাঁকা বেদন খায় শুধু ঘুরপাক !
কি সে বেদন প্রাণই জানে, কইতে কিছু নারি,—
তবু বিয়োগ-ব্যথায় কিসের মন হয় হায় ভারী !
ছেড়ে যেতে হবে রে হায় এ-বিশ্ব সুন্দর—
'আল্লাহু আক্‌বর' — ঐ শোনো — 'আল্লাহু আকবর'

ওগো পাগল-উদাস-করা পবিত্র আহ্বান !
কেমন ক'রে ভক্তি-ক্ষীরে ডুবিয়ে দাও জান্ !
বক্ষে কি সে পাগল-ঝোরার উজান বয়ে যায়,
ভোর-বেলাকার আবছায়া আর সাঁঝের ম্লানিমায় ;
দুপুর-বেলার রোদ আর বৈকালের পুরবী
রাতের ডাকে ছড়াও বিশ্বে কতই সুরভি !
মাটির মানুষ প্রভুর কাজে পাছে করি হেলা,
তাই তো তুমি ডেকে ডেকে জাগাও পাঁচই বেলা ।

তোমার ডাকে একটি বেলা না দিলে যে সায়,
বক্ষ বিঁধে অনুতাপের তীক্ষ্ণ ছুরিকায় !

www.pathagar.com

তুমি আছ 'ইসলাম' তাই তেমনি আজো জেগে,
ডুবে নি ক' অবহেলার ঘোর ঝাপ্‌টা লেগে ।
ওগো পূত ! ওগো গভীর ! ওগো উদাস ডাক !
ওগো আজান তোমার বিষাণ বিশ্বে বেজে যাক—
যতদিন না ইসরাফিলের প্রলয়-বিষাণ বাজে,
এম্‌নি ক'রে ব্যাকুল স্বরে দীন-দুনিয়ার মাঝে ।

'সাধনা'
৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩২৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রভু, আর কত দিন ?

প্রভু, আর কত দিন
তোমার প্রথম বেহেশ্‌ত্‌ পৃথিবী রহিবে গ্লানি-মলিন ?
ধরার অঙ্ক পাপ-কলঙ্ক-পঙ্ক-লিপ্ত করি'
বরাহ মহিষ অসুর দানব ফিরিতেছে সঞ্চরি'!
অত্যাচারীর মার খেয়ে মরে তব দুর্বল জীব,
যত খুন খায় তত বেড়ে যায় লোভী ও ভোগীর জিভ!
তোমার সত্য-পথ-ভ্রষ্ট হয়েছে মানুষ ভয়ে,
আত্মা আত্মহত্যা করেছে অপমানে পরাজয়ে !
মনুষ্যত্ব মুমূর্ষু আজ, ক্লৈব্য কাপুরুষতা
পঙ্গু পাষাণ করেছে জীবন !—দৈন্য পরবশতা
হীন প্রবৃত্তি, চাম্‌চিকা-সম জীবনের পোড়া ঘরে
বাঁধিয়াছে বাসা ! আশার আলোক জ্বলে না ক অন্তরে ।
প্রভু, আলো দাও, আলো !
ঘুচুক ভয়ের ভ্রান্তি, জড়তা, ঘন নিরাশার কালো !

প্রভু, আর কত দিন
ধূর্তের কাছে বিশ্বাস সরলতা রবে দীন হীন ?
স্বার্থান্বেষী চতুরের কাছে "সবর্‌" ধৈর্য্য আর,
ওগো কাঙালের পরম বন্ধু, কত দিন খাবে মার ?
যত মার খায় তত তারা জপে নিত্য তোমার নাম,
আশ্রয় শুধু যাচে প্রভু, তব, চায় না জপের দাম ।
আশ্রয় দাও পূর্ণ পরম আশ্রয়দাতা স্বামী,
আশ্রয়হীনে রক্ষিতে তব শক্তি আসুক নামি' ।
শুনিয়াছি, তুমি নহ জালিমের, উৎপীড়কের নহ,
নির্য্যাতিত ও অসহায় যথা, তার দ্বারে জাগি' রহ ;
ডাকিনি বলিয়া অভিমানে বুঝি লও নাই প্রতিশোধ,
আপনার হাতে করেছি আপন ঘরের দুয়ার রোধ ।
আর ভয় নাই, প্রভু, দ্বার খুলিয়াছি,
আঁধারে মরেছি তিলে তিলে, যদি আঁধারে আসিয়া বাঁচি !
তুমি কৃপা করো, ক্ষমা-সুন্দর, অপরাধ ক্ষমা করো,
আশ্রয় দাও দুর্ব্বলে, উৎপীড়কেরে সংহারো !

www.pathagar.com

অন্ধ বধির পথভ্রান্তে দেখাও তোমার পথ,
আমাদের ঘিরে থাকুক নিত্য তোমার অভয়-রথ !
পশ্চিমে তব শান্তি নেমেছে, পূর্ব্বে নামিল কই ?
হে চির-অভেদ ! আমরা কি তবে তোমার সৃষ্ট নই !
যে শান্তি দাও পশ্চিমে, পুবে সে ভয় দাওনি প্রভু ;
বিশ্বাস আর তব নাম লয়ে বেঁচে আছি মোরা তবু ।
সব কেড়ে নিক অত্যাচারীরা, প্রভু গো, দাও অভয়,
বিশ্বাস আর ধৈর্য্য ও তব নাম যেন সাথী রয় ।
এই বিশ্বাসে, তোমার নামের মহিমায় ফিরে পাব
শান্তি, সাম্য ; তব দাস মোরা তব কাছে ফিরে যাব ।
প্রেম, আনন্দ, মাধুরী ও রস পাব এই দুনিয়াতে ;
তোমার বিরহে কাঁদিব আমরা জাগিয়া নিশীথ রাতে ।
বল প্রেমময়, বল হে পরম সুন্দর, বল প্রভু ,
অন্ধ জীবের এই প্রার্থনা মিথ্যা হবে না কভু ।

তুমি বল দাও, তুমি আশা দাও, পরম শক্তিমান !
বহু দুখ সহিয়াছি, এইবারে দাও চির-কল্যাণ।
সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মিটাও মিটাও সাধ,
তোমারি এ বাণী—দেখিব তোমার কৃপার পূর্ণ চাঁদ !
প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও নিত্য মোদের 'পর,
পূর্ণ হউক তোমার প্রসাদে আমাদের কুঁড়েঘর ।
আমরা কাঙাল, আমরা গরীব, ভিক্ষুক, "মিস্‌কিন্‌",
ভোগীদের দিন অন্ত হউক, আসুক মোদের দিন ।
তুমিই শক্তি, ভক্তি ও প্রেম, জ্ঞান আনন্দ দাও,
কবুল কর এ প্রার্থনা, প্রভু, কৃপা কর, ফিরে চাও !
এক সে তোমারি ধ্যান-তপস্যা আরাধনা হোক স্বামী,
নির্ভয় হোক মানুষ, গাহুক তব নাম দিবাযামী ।
ঊর্ধ্ব হইতে কে বলে "আমেন", "তথাস্তু" বলো, বলো,
চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়, দেহ কাঁপে টলোমলো !
সত্য হউক সত্য হউক ঊর্ধ্বের এই বাণী,
দরিদ্রে দান করিতে করুণা আসিছেন মহাদানী ।

www.pathagar.com

মোহর্‌রম

নীল সিয়া আস্‌মান, লালে লাল দুনিয়া,—
"আম্মা ! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া ।"
কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে !
রুদ্র মাতম ওঠে দুনিয়া-দামেশকে—
"জয়নালে পরালো এ খুনিয়ারা বেশ কে ?"
"হায় হায় হোসেনা", ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়,
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো পঞ্জায় !
উন্মাদ দুলদুল ছুটে ফেরে মদিনায়,
আলি-জাদা হোসেনের দেখা হেথা যদি পায় !
মা ফাতিমা আসমানে কাঁদে খুলি' কেশপাশ,
বেটাদের লাশ নিয়ে বধূদের শ্বেত বাস ।
রণে যায় কাসিম ঐ দু'ঘড়ির নওশা,
মেহেদীর রঙটুকু মুছে গেল সহসা
'হায় হায়' কাঁদে বায় পুরবী ও দখিনা
"কঙ্কন পঁইচি খুলে ফেল, সকীনা !"
কাঁদে কে রে কোলে ক'রে কাসিমের কাটা-শির ?
খান খান্ খুন হ'য়ে ক্ষরে বুক-ফাটা নীর ।
কেঁদে গেছে থামি' হেথা মৃত্যু ও রুদ্র,
বিশ্বের ব্যথা যেন বালিকা এ ক্ষুদ্র !
গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা,
"আম্মা গো, পানি দাও, ফেটে গেল ছাতি, মা !"
নিয়ে তৃষা সাহারার দুনিয়ার হাহাকার,
কারবালা-প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার !
দুই হাত কাটা তবু শের-নর আব্বাস,
পানি আনে মুখে, হাঁকে দুশমনও 'সাব্বাস্'।
দ্রিম্ দ্রিম্ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর, "শির দেগা, নেহি দেগা আমামা !"
কলিজা কাবাব-সম ভুনে মরু-রোদ্দুর,
খাঁ খাঁ করে কারবালা, নাই পানি খর্জ্জুর !
মা'র স্তনে দুধ নাই, বাচ্চারা তড়পায়,
জিভ চুষে' কচি জান থাকে কিরে ধড়টায় ?

www.pathagar.com

দাউ দাউ জ্বলে শিরে কারবালা-ভাস্কর,
কাঁদে বানু—"পানি দাও, মরে জাদু আস্‌গর !"
পেলো না তো পানি শিশু পিয়ে গেলো কাঁচা খুন,
ডাকে মাতা, —"পানি দেবো ফিরে আয় বাছা শুন !"

পুত্রহীনার আর বিধবার কাঁদনে
ছিঁড়ে আনে মর্ম্মের বত্রিশ বাঁধনে ।
তাম্বুতে শয্যায় কাঁদে একা জয়নাল,
"দাদা, তেরি ঘর কিয়া বরবাদ পয়মাল্ !

হাইদরী হাঁক হাঁকি' দুলদুল্-আসওয়ার
শম্‌শের চম্‌কায় দুশমনে ত্রাসবার ।
খ'সে পড়ে হাত হ'তে শত্রুর তরবার,
ভাসে চোখে কিয়ামতে আল্লার দরবার ।
নিঃশেষ দুশমন, ওকে রণ-শ্রান্ত
ফোরাতের নীরে নেমে' মোছে আঁখি-প্রান্ত !
কোথা বাবা আস্‌গর ? শোকে বুক ঝাঁঝরা,
পানি দেখে হোসেনের ফেটে যায় পাঁজরা !
ধুঁকে ম'লো, আহা, তবু পানি এক কাৎরা
দেয় নি রে বাছাদের মুখে কম্‌জাতরা !
অঞ্জলি হ'তে পানি প'ড়ে গেল ঝর্‌ঝর্,
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জ্জর !
হলকুমে হানে তেগ ও কে ব'সে ছাতিতে ?
আফ্‌তাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে ।
আস্‌মান ভ'রে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে !
বেটাদের লোহু-রাঙা পিরহান হাতে, আহ্—
'আরশে'র পায়া ধ'রে কাঁদে মাতা ফাতেমা,
"এয় খোদা, বদ্‌লাতে বেটাদের রক্তের
মার্জ্জনা করো গোনা পাপী কমবখ্‌তের !"
কত মোহর্‌রম এলো, গেল চ'লে বহু কাল—
ভুলি নি গো আজো সেই শহীদের লোহু লাল !
মুস্‌লিম তোরা আজ 'জয়নাল আবেদীন',
'ওয়া হোসেনা—ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন !

www.pathagar.com

ফিরে এলো আজ্ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,—
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না ।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুস্‌লিম কারো শির,—
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা !
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য্য,
হুঁশিয়ার ইস্‌লাম, ডুবে তব সূর্য্য !
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হ'য়ে যাক্ ।
নওশার সাজ নাও খুন-খচা আস্তীন,
ময়দানে লুটাতে রে লাশ এই খাস্ দিন !
হাসানের মত পিব পিয়ালা সে জহরের,
হোসেনের মত নিব বুকে ছুরি কহরের ;
আস্‌গর সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর জান্ !
সকীনার শ্বেত বাস দেবো মাতা-কন্যায়,
কাসিমের মত দেবো জান্ রুধি' অন্যায় ।
মোহর্‌রম ! কারবালা ! কাঁদো "হায় হোসেনা !"
দেখো মরু-সূর্য্য এ খুন যেন শোষে না !

কুঞ্জিকা ঃ আম্মা—মা । মাতম— হাহা ক্রন্দন । লা'ল— জাদু । দুনিয়া-দামেশকে— দামেশ্‌ক-রূপ দুনিয়ায় । এজিদ— হোসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা । দলদুল— ইমাম হোসেনের ঘোড়ার নাম । কাসিম— ইমাম হাসানের পুত্র, ইমাম হোসেনের জামাতা, সকীনার স্বামী । নওশা— বর । সীমার— হোসেনের হত্যাকারী । ফাতিমা— এখানে ইমাম হোসেনের ছোট মেয়ে । আমামা— শিরস্ত্রাণ । বানু— আসগরের মাতা । আসগর— ইমাম হোসেনের শিশু পুত্র । বরবাদ—নষ্ট । পয়মাল— ধ্বংস । জয়নাল— ইমাম হোসেনের পুত্র । দুলদুল আসওয়ার— দুলদুল ঘোড়ার সওয়ার ইমাম হোসেন । কমজাত্‌রা— নীচমনাগণ । এক কাৎরা— এক বিন্দু । হলকুম—কণ্ঠ । তেগ— তরবারি । আফতাব— সূর্য্য । মর্সিয়া— শোক-গীতি । শমশের— তরবারি । জহর— বিষ । কমবখ্‌ত— হতভাগ্য । কহর—অভিশাপ । দাদ—প্রতিশোধ । নকীব— তূর্য্যবাদক ।

মোসলেম ভারত
১৩২৭

www.pathagar.com

মোহর্‌রম

ওরে বাঙ্‌লার মুসলিম, তোরা কাঁদ্‌ !
এনেছে এজিদী বিদ্বেষ পুনঃ মোহর্‌রমের চাঁদ ।
এক ধর্ম্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সর্ব্বনেশে
তখ্‌তের লোভে এসেছে এজিদ কমবখ্‌তের বেশে!
এসেছে "সীমার", এসেছে "কুফা"র বিশ্বাসঘাতকতা,
ত্যাগের ধর্ম্মে এসেছে লোভের প্রবল নির্ম্মমতা,
মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিষাদ,
কাঁদে আসমান জমিন, কাঁদিছে মোহর্‌রমের চাঁদ ।
একদিকে মাতা ফাতেমার বীর দুলাল হোসেনী সেনা,
আর দিকে যত তখ্‌ত-বিলাসী লোভী এজিদের কেনা ।
মাঝে বহিতেছে শান্তিপ্রবাহ পুণ্য ফোরাত নদী,
শান্তিবারির তৃষাতুর মোরা, ওরা থাকে তাহা রোধি ।
একদিকে ইসলামী ইমামের সিপাহী শান্তিব্রতী,
আর একদিকে স্বার্থান্বেষী হিংসুক ক্রোধমতি !
এই দুনিয়ার মৃত্তিকা ছিল তখ্‌ত যে খলিফার,
ভেঙ্গে দিয়েছিল স্বর্ণ সিংহাসনের যে অধিকার,
মদগর্ব্বী ও ভোগী বর্ব্বর এজিদী-ধর্ম্মী যত.
যুগে যুগে সেই সাম্য ধর্ম্মে করিতে চেয়েছে হত ।
এই ধূর্ত্ত ও ভোগীরাই তলোয়ারে বেঁধে কোরআন,
"আলী"র সেনারে করেছে সদাই বিব্রত পেরেশান ।
এই এজিদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায়
হাসান হোসেনে গালি দিতে যেত মক্কা ও মদিনায় ।
এরাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা লোভে মস্‌জিদে মস্‌জিদে
বক্তৃতা দিয়ে জাগাত ঈর্ষা হায় স্বজাতির হৃদে ।
ঐক্য যে ইসলামের লক্ষ্য, এরা তাহা দেয় ভেঙে ।
ফোরাত নদীর কূল যুগে যুগে রক্তে উঠেছে রেঙে
এই ভোগীদের জুলুমে । ইহারা এজিদী মুসলমান্‌,
এরা ইসলামী সাম্যবাদেরে করিয়াছে খান খান !
এক বিন্দুও প্রেম-অমৃত নাই ইহাদের বুকে,
শিশু আস্‌গরে তীর হেনে হাসে পিশাচের মত সুখে ।

www.pathagar.com

আপনার সুখ ভোগ ও বিলাস ছাড়া জানে না ক কিছু,
একজন বড় হ'তে চায়, ক'রে লক্ষ জনেরে নীচু ।

আজন্ম রহি' শ্বেতমর্ম্মর-প্রাসাদে মদবিলাসী,
তখ্‌ত্ টলিলে বলে, "দরিদ্রে মোরা বড় ভালবাসি ।"
দরিদ্রে ভালোবেসে যার ভুঁড়ি ফেঁপে হল ধামা ঝুড়ি,
শীতের দিনেও চর্ব্বি গলিয়া পড়ে চাপকান ফুঁড়ি,
যাদের চরণ পরশ করেনি কখনো ধরার ধূলি,
যাহারা মানুষে করেছে ভৃত্য মুটে মজুর ও কুলি,
অকল্যাণের দূত যারা আজ ভূত সেজে পথে পথে
মৃত্যুর ভয়ে ফিরিতেছে নেমে সোনার প্রাসাদ হ'তে ।
সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের সাম্যবাদ
যুগে যুগে এই অসুর-সেনারা করিয়াছে বরবাদ ।
ফোরাত নদীর স্রোতধারা সম ধনসম্পদ ল'য়ে
দেয় না ক পিয়াসের এক ফোঁটা পানি । নির্ম্মম হ'য়ে
মারে কাটে এরা বে-রহম, এরা টলে না ক কোনো দিন,
এজিদী তখ্‌ত্ টুটেছে বলিয়া ছুটিছে শ্রান্তিহীন ।
আল্লা রসুল মুখে বলে, তার ক্ষমা পায়নিক এরা,
দেখেছে শুষ্ক দামেস্ক শুধু, দেখেনি কাবা ও হেরা ।
শোনেনি ইহারা আল-আরবীর সাম্য প্রেমের বাণী ।

* *

আল্লা ! এরাও মুস্‌লিম, এরা রসুলের উম্মত্,
কেন পায়নি ক প্রেম আর ক্ষমা শান্তি ও রহ্‌মত ?
ভুল পথে নিতে চায় অন্যেরে, ভুল পথে চলে, তবু
এরা মোর ভাই, এদেরে জ্ঞান ও প্রেম ক্ষমা দাও, প্রভু ।
লোভ ও অহঙ্কার ইহাদেরে করিয়াছে অজ্ঞান,
সাম্য মৈত্রী মানে না, তবুও এরা যে মুসলমান ।
এদের ভুলের, মিথ্যা মোহের করি শুধু প্রতিবাদ,
ইহাদেরই প্রেমে কাঁদি আমি, কেন এরা হ'ল জল্লাদ ?
আমাদের মাঝে যত দ্বন্দ্ব ও মন্দ হউক ভালো,
আল্লা ! আবার জ্বালাও প্রেমের শান্ত মধুর আলো !

ভালোবাসাহীন এই পৃথিবীরে আর ভালো লাগে না কো,
আমার পরম প্রেমময় প্রভু প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখো ।

www.pathagar.com

খলিফা হইয়া মুসলিম দুনিয়ার বাদশাহী করে ।
ভৃত্যে চড়ায়ে উটের পৃষ্ঠে নিজে চলে রশি ধ'রে ।
খোদার সৃষ্ট মানুষেরে ভালো বাসিতে পারে না যারা,
জানি না কেমনে জনগণ নেতা হতে চায় হায় তারা ।
ত্যাগ করে না ক ক্ষুধিতের তরে সঞ্চিত সম্পদ,
নওয়াব বাদশা জমিদার হ'য়ে চায় প্রতিষ্ঠা-মদ ।
ভোগের নওয়াব আমীর ইহারা, ত্যাগের আমীর কই ?
মোহর্রমের বিষাদ-মলিন চাঁদ পানে চেয়ে রই!
মা ফাতেমা'! কোন্ জান্নাতে আছ ? দুনিয়ার পানে চাহ,
প্রার্থনা করো, দূর হোক ভায়ে ভায়ে বিদ্বেষ দাহ ।
আমাদের মাঝে যার লোভ আছে, তাহা দূর হয়ে যাক
যাহারা ভ্রান্ত, আসুক তাদের সত্যপথের ডাক ।
ফোরাতের পানি ধরার মরুতে শান্তিধারার মত ।
— না, না, তোমারি মাতৃস্নেহ-রূপ বহে অবিরত ।
সেই পবিত্র স্নেহবন্যার দুই কূলে ভায়ে ভায়ে—
হানিহানি করে! তুমি কাঁদিতেছ কোন্ জান্নাত-ছায়ে ?
ফোরাতের পানি রক্তিম হ'ল, মাগো বিদ্বেষ-বিষে,
কারা তীর হানে কাবার শান্তি-মিনারের কার্নিশে ?
তুমি দাও মাগো ফিরদৌস হতে দুটি ফোঁটা আঁখিবারি,
তব স্নেহবিগলিত অশ্রু, মা, সর্ব্বতৃষ্ণাহারী!
তুমি নবীজীর নন্দিনী, নন্দন-আনন্দ দাও,
আল্লার কাছে ভায়ে ভায়ে পুনঃ মিলন-ভিক্ষা চাও ।
"সীমার" "এজিদ" সকলের তরে কেয়ামতে ক্ষমা চাবে,
আজ দুনিয়ায় ভায়ে ভায়ে কি মা, রবে দুশ্‌মনী ভাবে ?
দূর হোক এই ভাবের অভাব, ভায়ে ভায়ে এই আড়ি,
সকলের ঘরে যাক আরবের খেজুর রসের হাঁড়ি ।
অখণ্ড এক চাঁদ আজ বুঝি দু'খণ্ড হয়ে যায়,
শরীকি আনিল, হায় যারা মানে লা-শরীক আল্লায়!
কারবালা যেন নাহি আসে আর মোহর্রমের চাঁদে,
তাজিয়া মিছিলে একি কাজিয়ার খেলা, দেখে প্রাণ কাঁদে ।
শান্তি, শান্তি, আল্লা শান্তি দাও!
সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত তুমি, নাও তব প্রেম পথে নাও!

www.pathagar.com

ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্

[আবির্ভাব]

নাই তা - জ
তাই লা - জ ?
ওরে মুসলিম, খর্জ্জুর-শীষে তোরা সাজ!
ক'রে তস্‌লিম হর কুর্নিশে শোর্ আ-ওয়াজ
শোন্ কোন্ মুঝ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা-মাঝ!
উরজ্ য়্যামেন্ নজ্‌দ হেজাজ্ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান্ তিহারান—স্মরি' কাহার বিরাট নাম,
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম!"
চলে আঞ্জাম
দোলে তাঞ্জাম,
খোলে হুর-পরী মরি ফির্‌দৌসের হাম্মাম্!
টলে কাঁখের কলসে কওসর্ ভর্, হাতে 'আব-জম্-জম্-জাম্'!
শোন্ দামাম কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম!"

[২]

মস- তান!
ব্যস্ থাম!
দেখ মশগুল্ আজি শিস্তান্ বোস্তান্,
তেগ্, গর্দ্দানে ধরি দারোয়ান্ রোস্তাম্!
বাজে কাহারবা বাজা, গুল্‌জার গুল্‌শান
গুল্‌ফাম!
দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে বাগে-বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীতে রে লাগে আগ,
মরু সাহারা গোবীতে সব্‌জার জাগে দাগ!

www.pathagar.com

নূরে কুর্শির
পুরে 'তুর'-শির,
দূরে ঘূর্ণির তালে সুর বুনে হুরী ফুর্তির,
ঝুরে সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীষে ইরানী দুরানী তুর্কীর!
আজ বেদুইন তা'র ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া
ছুঁড়ে ফেলে বল্লম
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম্!"

। ৩ ।

'সাবে ঈন্'
তাবে ঈন্
হ'য়ে চিল্লায় জোর "ওই ওই নাবে দ্বীন!"
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত মানাত'-এর ওয়ারেশীন।
রোয়ে "ওজ্জা হোবল্" ইবলিস্ খারেজিন,—
কাঁপে জীন্!
জেদ্দার পুবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্ব্বত,
তারি মাঝে কাবা আল্লার ঘর দুলে আজ হর্ ওক্ত্
ঘন উথলে অদূরে 'জম-জম্' শরবৎ!
পানি কওসর,
মণি জওহর্
আনি' 'জিবরাইল' আজ্ হরদম দানে গওহর,
টানি' 'মালিক-উল্-মৌত' জিঞ্জীর বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর।
হানি' বরষা সহসা 'মিকাইল' করে উষর আরবে ভিঙা,
বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন "ইসরাফিল"-এর শিঙা!

। ৪ ।

জঞ্ঞ- জাল্
কঙ্ - কাল
ভেদি'— ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পঞ্জার
ছেদি',— মরুভূমে একি শক্তির সঞ্চার!
বেদী — পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার
ওঙ্কার!

www.pathagar.com

শঙ্কারে করি' লঙ্কার পার কা'র ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার ?
ভুমা- নন্দেরে সব টুটেছে অহংকার!
মর- মর্ম্মরে
নর - ধর্ম্ম রে
বড় কর্ম্মরে দিল ঈমানের জোর্ বর্ম্ম রে,
ভর্ দিল্‌জান্ — পেয়ে শান্তি নিখিল ফিরদৌসের হর্ম্ম্য রে!
রণে তাই ত বিশ্ব-বয়তুল্লাতে মন্ত্র ও জয়নাদ —
"ওয়ে মার্‌হাবা ওয়ে মার্‌হাবা এয়্ সর্‌ওয়ারে কায়েনাত!"

। ৫ ।

শর্ - ওয়ান
দর্ - ওয়ান
আজি বান্দা যে ফেরাউন শাদ্দাদ্ নমরুদ মারোয়ান ;
তাজি বোর্‌রাক হাঁকে আস্‌মানে পরওয়ান,—
ও যে বিশ্বের চির সাচ্চারই বোর্‌হান
'কোর্-আন'!
"কোন্ যাদুমণি এলি ওরে"বলি' রোয়ে মাতা আমিনায়,
খোদার হাবিবে বুকে চাপি', আহা, বেঁচে' আজ স্বামী নাই!
দূরে আব্‌দুল্লাহ্‌র রূহ্ কাঁদে, "ওরে আমিনারে গমি নাই —
দেখ সতী তব কোলে কোন চাঁদ, সব ভর-পুর 'কমি' নাই!"
"এয় ফর্‌জন্দ" —
হায় হর্‌দম
ধায় দাদা মোত্‌লেব্ কাঁদি',—গায়ে ধূলা কর্দ্দম!
"ভাই। কোথা তুই ?" বলি' বাচ্চারে কোলে কাঁদিছে হাম্‌জা দুর্দ্দম!
ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হ'তে জোর-শোর আসে, ভাসে কালাম'-
"এয় শামসোজ্জোহা বদরোদ্দোজা কমরোজ্জমাঁ সালাম!"

কুঞ্জিকা ঃ তাজ — মুকুট। তস্‌লিম— সালাম, প্রণাম। শোর- আওয়াজ— বিরাট বিপুল ধ্বনি। মুঝদা — খোশখবর, সুসংবাদ। হেরা— আরবের হেরা নামক পর্ব্বত। এই গিরি-গুহায় হযরত মোহাম্মদ (সা) সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। উরজ্, য়্যামেন, নজদে, হেজাজ, তাহামা—আরবের পাঁচটি প্রদেশের নাম। ইরাক — মেসোপটেমিয়া প্রদেশ। শাম— সিরিয়া প্রদেশ। মেসের — মিসর দেশ। ওমান — আরবের একটি ছোট রাজ্য। সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম — আরবী

www.pathagar.com

ভাষায় উচ্চারিত 'দরূদ' বা শান্তিবাণী। মুসলমান মাত্রেরই হজরতের নামের শেষে এই 'দরূদ' পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ইহার অর্থ -'তাঁহার উপর খোদার শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হউক।'

আঞ্জাম — আয়োজন। তাঞ্জাম— সওয়ারী। ফিরদৌস — স্বর্গ। হাম্মাম — স্নানাগার। কওসর — অমৃত। ভর — ভরা, পূর্ণ। হুর-পরী— অপ্সরী-কিন্নরী। আব্-জম্-জম— মক্কার 'জমজম' নামক কূপের পবিত্র পানি। জাম— পেয়ালা। দামাম — দামামা। তামাম — সমস্ত। সামান — সাজ-সরঞ্জাম।

মস্তান — মস্তানা পাগলা। ব্যস্ থাম — ব্যস, থামো। শিস্তান- বোস্তান— শিস্তানের ফুল-বাগিচা। তেগ — তলোয়ার। গর্দ্দানে —স্কন্ধে। রোস্তাম — পারস্যের জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর। কাহার্‌বা — তালের নাম। গুল্‌জার্ — মাত্। গুলশান — পুষ্প-বাটিকা। গুলফাম — গোলাবী রঙ্গীন। আরবী দরিয়া — আরব সাগর। খুশীতে বাগে বাগ্— আহ্লাদে আটখানা। নীলা — নীলবর্ণ জলবিশিষ্ট। লোহিতের — লোহিত সমুদ্রের। খুন-জোশীতে—রক্ত উত্তেজনায়। আগ—আগুন। সাহারা গোবী — দুই বিশাল মরুভূমির নাম। সব্‌জার —হরিতের। নূরে — জ্যোতিতে। কুর্শি — খোদার সিংহাসনের আসন। তূর— আরবের তূর নামক পর্ব্বত। সুর্খীর — লালিমার। লালী—অরুণিমা। ইরানী — পারস্যের অধিবাসী। দুরানী—কাবুলী। তুর্কী —তুরস্কের অধিবাসী। "সাবেঈন"— আরবের মূর্ত্তিপূজকগণ। তাবেঈন— আজ্ঞাবহ। চিল্লায়— চীৎকার করে। দ্বীন— সত্যধর্ম। 'লাত্-মানাত'— আরবের মূর্তিপূজকগণের ঠাকুরদের নাম। ওয়ারেশীন— উত্তরাধিকারিগণ, (এখানে) ঐ মূর্ত্তিসমূহের দলবল।

'ওজ্জা হোবল'—আরব মূর্ত্তিপূজারীদের দুই প্রধান প্রতিমা। ইবলিস—শয়তান। খারেজিন— এক বদমায়েশ সম্প্রদায়। জীন—দৈত্য। জেদ্দা—জেদ্দা বন্দর। মদিনা—শহর ('মদিনা' নামক শহর নয়)। কাবা—মক্কার বিশ্ববিখ্যাত মসজিদ। হর ওক্ত—সর্ব্বদা। হরদম্—সদাসর্ব্বদা। গওহর—মতি। মালিক-উল-মৌত— একজন ফেরেশতার (আজরাইল) নাম। জীবের জীবন-সংহার এই যমরাজের হাতে। জিঞ্জীর—শৃঙ্খল। মিকাইল—ফেরেশতা। ভিঙা—সরসা। ইস্‌রাফিল—প্রলয়-বিষাণ মুখে এক ফেরেশতা। জঞ্জাল—জঞ্জাল। সরোদ—এক তারের যন্ত্রের নাম।

ঈমান—বিশ্বাস। বিশ্ব-বয়তুল্লাহ্— বিশ্বরূপ 'কাবা' বা আল্লাহর ঘর। ওয়ে—ওগো, বাছা। মারহাবা—সাবাস। সরওয়ারে কায়েনাত—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। "শরওয়ান"—নওশেরওয়ান নামক পারস্যের বিখ্যাত দানশীল বাদশাহ। বান্দা-হুজুরে হাজির গোলাম, বন্দনাকারী। ফেরাউন, শাদ্দাদ, নমরুদ, মারোয়ান— বিখ্যাত খোদাদ্রোহিগণ। তাজি— দ্রুতগামী অশ্ব। বোররাক-উচ্চৈঃশ্রবার মত স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব। আসমান-আকাশ। পরওয়ান-পরোয়ানা। সাচ্চারই— সত্যেরই। বোরহান—প্রমাণ। রোয়ে—কাঁদে। আমিনা—হজরত মোহাম্মদ (সা)-এর জননীর নাম। খোদার হাবিব—আল্লার বন্ধু (হজরতের খেতাব)। আবদুল্লাহ —হজরতের স্বর্গগত পিতা। রূহ—আত্মা। 'গমি'—দুঃখ। গমি নাই—দুঃখ ক'রো না। ভর-পুর—পূর্ণ। 'কমি' নাই— আজ কিছু অপূর্ণ নাই।

মোসলেম ভারত
১৩২৭ অগ্রহায়ণ

www.pathagar.com

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

[তিরোভাব]

এ কি বিস্ময় আজ্‌রাইলেরও জলে ভর-ভর চোখ !
বে-দরদ দিল্ কাঁপে থর-থর যেন জ্বর-জ্বর-শোক ।

জান্-মারা তার পাষাণ-পাঞ্জা বিল্‌কুল ঢিলা আজ,
কব্‌জা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক চুমে নীলা তাজ ।
জিব্‌রাইলের আতশী পাখা সে ভেঙে যেন খান্‌খান্,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান আন্-চান্ !

মিকাইল অবিরল
লোনা দরিয়ার সবি জল
ঢালে কুলমুল্লুকে, ভীম বাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল ।
একি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই ? সেই রবিউল আউওল ?

। ২ ।

ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইস্‌রাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ
কাৎরায় শুধু ! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষানো বাজ !

রসুলের দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন রে আজাজিল শয়তান ?
তারও বুক বেয়ে' আঁসু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান !

জমিন-আস্‌মান জোড়া শির পাঁও তুলি তাজি বোর্‌রাক্,
চিখ্ মেরে' কাঁদে 'আরশে'র পানে চেয়ে, মারে জোর হাঁক !

হুরপরী শোকে হায়
জল- ছল ছল চোখে চায় !

আজ জাহান্নামের বহ্নি-সিন্ধু নিভে গেছে ক্ষরি' জল,
যত ফির্‌দৌসের নার্গিস্-লালা ফেলে আঁসু-পরিমল ।

www.pathagar.com

। ৩ ।

মৃত্তিকা- মাতা কেঁদে মাটি হ'ল বুকে চেপে মরা লাশ,
বেটার জানাজা কাঁধে যেন—তাই বহে ঘন নাভি-শ্বাস
পাতাল-গহরে কাঁদে জিন, পুনঃ ম'লো কি রে সোলেমান ?
বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান !
ফুলপাতা যত খ'সে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,
ধরণীর আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে গেছে শিরা-স্নায়ু !
মক্কা ও মদিনায়
আজ শোকের অবধি নাই ।
যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে !
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম টুটে !

। ৪ ।

নকীবের তুরী ফুৎকারি' আজ বারোয়াঁর সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খান খান ক'রে চোট্ মারে দূরে চাঁদে ?
আবু বকরের দর দর আঁসু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাতা আয়েশার কাঁদনে মূরছে আসমানে তারা ডরে !
শোকে উন্মাদ ঘুরায় উমর ঘূর্ণির বেগে ছোরা,
বলে, "আল্লার আজ ছাল তুলে নেবো মেরে তেগ্, দেগে কোঁড়া ।"
হাঁকে ঘন ঘন বীর—
"হবে জুদা তার তন্ শির,
আজ যে বলিবে নাই বেঁচে হজরত— যে নেবে রে তাঁরে গোরে ।"
আর দারাজ দস্তে তেগ হাতিয়ার বোঁও বোঁও ক'রে ঘোরে ।

। ৫ ।

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মস্‌জিদে মস্‌জিদে ?
মুয়াজ্জিনের হুঁশ্ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে !
বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙ্গে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ী-ছেঁড়া এ কি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপে !

www.pathagar.com

উসমানের আর হুঁশ নাই কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হাইদর ঘায়েল আজি রে বেদনার চোটে ধুঁকে !

আজ ভোঁতা সে দু'ধারী ধার
ঐ আলীর জুল্‌ফিকার !

আহা রসুল-দুলালী আদরিণী মেয়ে মা ফাতেমা ঐ কাঁদে,
"কোথা বাবাজান !" বলি মাথা কুটে কুটে এলো-কেশ নাহি বাঁধে !

। ৬ ।

হাসান-হুসেন তড়পায় যেন জবে-করা কবুতর,
"নানাজান কই !" বলি' খুঁজে' ফেরে কভু বার কভু ঘর ।
নিভে গেছে আজ দিনের দীপালি, খসেছে চন্দ্র-তারা
আঁধিয়ারা হ'য়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-ঝারা !
সাগর-সলিল ফোঁপায়ে উঠে' সে আকাশ ডুবাতে চায়,
শুধু লোনা জল তার আঁসু ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায় !

খোদ খোদা সে নির্ব্বিকার,
আজ টুটেছে আসনও তাঁর !

আজ সখা মহ্‌বুবে বুকে পেতে দুখে কেন যেন কাঁটা বেঁধে,
তারে ছিনিবে কেমনে যার তরে মরে নিখিল সৃষ্টি কেঁদে !

। ৭ ।

বেহেশ্‌ত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধুম-ধাম,
গাহে হুরপরী যত, "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্‌লাম ।"

কাতারে কাতারে করযোড়ে সবে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়,—
ধরিতে না পেরে ধরা-মা'র চোখে দর দর ধারা বয় ।
এসেছে আমিনা আবদুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী ?
আজ জননীর মুখে হারামণি-পাওয়া-হাসা হাসে জগপতি !

"খোদা, একি তব অবিচার !"
ব'লে কাঁদে সুত ধরা-মা'র ।

www.pathagar.com

আজ অমরার আলো আরো ঝলমল, সেথা ফোটে আরও হাসি,
শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এলো অমা-রাশি !

* * *

আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে এ কী ঘন রোল— "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম্ ।"

কুঞ্জিকা ঃ আজরাইল—যমদূত । বে-দরদ—নির্ম্মম । সুরাখ— ঝাঁঝরা । খাক— মাটি । নীলা তাজ— আজরাইলের পাখার নীলবর্ণ তাজ । জিবরাইল— প্রধান ফেরেশ্‌তা ও আলোক বার্ত্তাবহ । আতশী— অগ্নিময় । মিকাইল—একজন ফেরেশতার নাম । কুলমুল্লুকে— সর্ব্বদেশে । ইসরাফিল— প্রলয়-বিষাণধারী ফেরেশ্‌তা । রসুল— প্রেরিত পুরুষ । আজাজিল— শয়তানের নাম । তাজি-বোররাক— বোররাক নামক স্বর্গীয় ঘোড়া । আরশ— খোদার সিংহাসন । ফিরদৌস— বেহেশত বিশেষের নাম । নার্গিস—লালা-ফুলের নাম । তন্—দেহ । দরাজ-দ - বিশাল হাতে । জুল্‌ফিকার— হজরত আলীর তলোয়ার । মহবুব— প্রিয় ।

মোসলেম ভারত
অগ্রহায়ণ ১৩২৮

www.pathagar.com

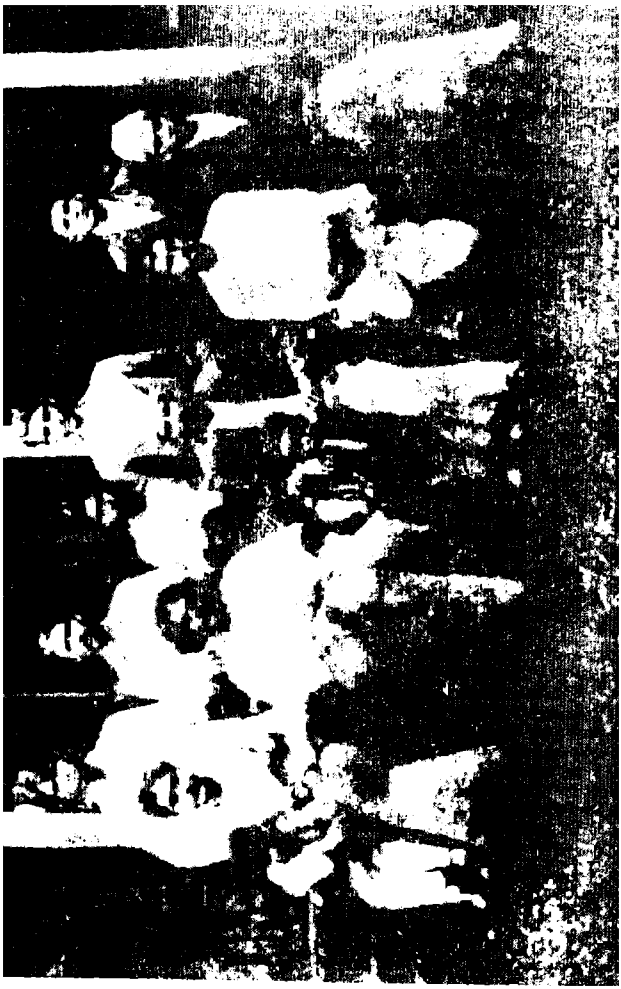

www.pathagar.com

কেন জাগাইলি তোরা ?

কেন ডাক দিলি আমারে অকালে কেন জাগাইলি তোরা ?
এখনো অরুণ হয়নি উদয়, তিমির রাত্রি ঘোরা !
কেন জাগাইলি তোরা ?
যে আশ্বাসের বাণী শুনাইয়া পড়েছিনু ঘুমাইয়া
বনস্পতি হইয়া সে বীজ পড়েনি কি ছড়াইয়া—
দিগ-দিগন্তে প্রসারিত শাখা ? বাঁধেনি সেথায় নীড়,
প্রাণ-চঞ্চল বিহগের দল করেনি সেথায় ভিড় ?
যেখানে ছিল রে যত বন্ধন যত বাধা ভয় ভীতি
সেখানে তোদেরে লইয়া যে আমি আঘাত হেনেছি নিতি ।
ভাঙ্গিতে পারিনি, খুলিতে পারিনি দুয়ার, তবুও জানি—
সেই জড়ত্বভরা কারাগারে ভীষণ আঘাত হানি'
ভিত্তি তাহার টলায়ে দিয়েছি,— আশা ছিল মোর মনে
অনাগত তোরা ভাঙ্গিবি তাহারে সে কোন শুভক্ষণে ।

মহা সমাধির দিক্‌হারা লোকে জানি না কোথায় ছিনু
আমারে খুঁজিতে সহসা সে কোন্ শক্তিরে পরশিনু—
সেই সে পরম শক্তিরে ল'য়ে আসিবার ছিল সাধ—
যে শক্তি লভি' এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাঁদ—
তারি মাঝে কেন ঢাক ঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে
ভাঙ্গাইলি ঘুম ? চাঁদ যে এখনো ওঠেনি নীল আকাশে ।
ওরে তোরা থাম ! শক্তি কাহারো নহে রে ইচ্ছাধীন—
রাত না পোহাতে চীৎকার করি' আনিবি কি তোরা দিন ?
এতদিন মার খেয়েছিস তোরা— তবুও আছিস বেঁচে,
মারের যাতনা ভুলিবি কি তায় ঢাক ঢোল নিয়ে নেচে ?

সূর্য্য-উদয় দেখেছিস কেউ—শান্ত প্রভাত বেলা ?
উদার নীরব উদয় তাহার—নাই মাতামাতি খেলা,
তত শান্ত সে— যত সে তাহার বিপুল অভ্যুদয়,
তত সে পরম মৌনী, যত সে পেয়েছে পরম অভয়

www.pathagar.com

দিকহারা ঐ আকাশের পানে দেখ দেখ্ তোরা চেয়ে,
কেমন শান্ত ধ্রুব হ'য়ে আছে কোটি গ্রহ তারা পেয়ে ।
ঐ আকাশের প্রসাদে যে তোর পা'স বৃষ্টির জল
ঐ আকাশেই ওঠে—ধ্রুবতারা ভাস্কর নির্মল ।
ঐ আকাশেই ঝড় ওঠে—তবু শান্ত সে চিরদিন—
ঐ আকাশের বুক চিরে আসে—বজ্র কুণ্ঠাহীন ।
ঐ আকাশেই তকবীর ওঠে—মহা আজানের ধ্বনি
এ আকাশের পারে বাজে চির অভয়ের খঞ্জনী ।
জানি ওরে মোর প্রিয়তম সখা বন্ধু তরুণ দল
তোদেরই ডাকে যে আসন আমার টলিতেছে টলমল ।
তোদেরই ডাকে যে নামিছে পরম শক্তি, পরম জ্যোতিঃ,
পরমামৃতে পূর্ণ হইবে মহাশূন্যের ক্ষতি ।

'মাহে রমজান' এসেছে যখন, আসিবে 'শবে কদর',
নামিবে তাহার রহমত এই ধূলির ধরার পর ।
এই উপবাসী আত্মা, এই যে উপবাসী জনগণ,
চিরকাল রোজা রাখিবে না—আসে শুভ 'এফতার' ক্ষণ ।
আমি দেখিয়াছি—আসিছে তোদের উৎসব-ঈদ-চাঁদ,—
ওরে উপবাসী ডাক তাঁরে ডাক, তাঁর নাম লয়ে কাঁদ ।
আমি নয় ওরে আমি নয়—'তিনি' যদি চান ওরে তবে
সূর্য্য উঠিবে, আমার সহিত সবার প্রভাত হবে ।

www.pathagar.com

কৃষকের ঈদ

বেলাল ! বেলাল ! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে,
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন্ মরুর গোরস্তানে !
হের ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত কঙ্কাল
কশাইখানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গরুর পাল ?
রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু-সলিলে হায়,
বেলাল ! তোমার কণ্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া যায় !
থালা ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে হের চলিয়াছে ঈদগাহে,
তীর-খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা-শির লুটা'তে খোদার রাহে ।

জীবনে যাদের হর্‌রোজ্ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিঁদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হ'য়ে কি সে শিশু পাঁজরের হাড় ?
আসমান-জোড়া কাল কাফনের আবরণ যেন টুটে
এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে, মৃত শিশুর অধর-পুটে ।
কৃষকের ঈদ ! ঈদগাহে চলে জানাজা পড়িতে তার,
যত তকবীর শোনে, বুকে তার তত ওঠে হাহাকার ।
মরিয়াছে খোকা, কন্যা মরিছে, মৃত্যুবন্যা আসে
এজিদের সেনা ঘুরিছে মক্কা-মসজিদে আশে পাশে ।

কোথায় ইমাম ? কোন্ সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে ?
চারিদিকে তব মুর্দ্দার লাশ, তারি মাঝে চোখে বিঁধে
জরীর পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা,
এই ঈদগাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা ?
নিঙাড়ি' কোরান হাদিস ও ফেকা, এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি ? হাত দিয়ে বল বুকে !
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,
হায় তোতাপাখী ! শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি ?

www.pathagar.com

ফল বহিয়াছ, পাওনিক রস, হায় রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় না ক নুড়ি !
আল্লা-তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্ব্বশক্তিমান ?
শক্তি পেলো না জীবনে যে জন, সে নহে মুসলমান !
ইমান ! ইমান ! বল রাত দিন, ইমান কি এত সোজা ?
ইমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানী বোঝা ?
শোনো মিথ্যুক ! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ইমান,
শক্তিধর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আসমান !
আল্লার নাম লইয়াছ শুধু, বোঝনিক আল্লারে ।
নিজে যে অন্ধ সে কি অন্যেরে আলোকে লইতে পারে ?
নিজে যে স্বাধীন হইল না সে স্বাধীনতা দেবে কাকে ?
মধু দেবে সে কি মানুষে যাহার মধু নাই মৌচাকে ?
কোথা সে শক্তি-সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার
আবে-জমজম শক্তি-উৎস বাহিরায় অনিবার ?
আপনি শক্তি লভেনি যে জন, হায় সে শক্তি-হীন
হয়েছে ইমাম, তাহারি খোৎবা শুনিতেছি নিশিদিন ।
দীন কাঙ্গালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাগিদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুনঃ ঈদ ?
ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি
ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে, কখনো হবে না বাসি ।
সমাধির মাঝে গণিতেছি দিন, আসিবেন তিনি কবে ?
রোজা এফ্‌তার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে ।

সাপ্তাহিক 'কৃষক'
ঈদ সংখ্যা ১৯৪১

www.pathagar.com

ঈদ মোবারক

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো,
বরষের পরে আসিলে ঈদ !
ভুখারীর দ্বারে সওগাত বয়ে রিজওয়ানের,
কণ্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল-বাগের,
সাকীরে "জামের" দিলে তাগিদ !

খুশীর পাপিয়া পিউ পিউ গাহে দিগ্বিদিক,
বধূ-জাগে আজ নিশীথ-বাসরে নির্নিমিখ্ ।
কোথা ফুলদানী, কাঁদিছে ফুল !
সুদূর প্রবাসে ঘুম নাহি আসে কার সখার,
মনে পড়ে শুধু সোঁদা-সোঁদা বাস এলো খোঁপার,
আকুল কবরী উল্‌ঝলুল্ !!

ওগো কা'ল সাঁঝে দ্বিতীয়া চাঁদের ইশারা কোন্
মুজ্‌দা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলী মন !
আশাবরী-সুরে ঝুরে সানাই ।
আতর সুবাসে কাতর হ'ল গো পাথর- দিল্,
দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা—নাই দলিল,
কবুলিয়তের নাই-বালাই ।।

আজিকে এজিদে হাসেনে হোসেনে গলাগলি,
দোজখে ভেশ্‌তে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি,
শিরীঁ ফরহাদে জড়াজড়ি ।
সাপিনীর মত বেঁধেছে লায়লি কায়েসে গো,
বাহুর বন্ধে চোখ বুঁজে বঁধু আয়েসে গো ।
গালে গালে চুমু গড়াগড়ি ।।

দাউ দাউ জ্বলে আজি স্ফূর্তির জাহান্নাম,
শয়তান আজ ভেশ্‌তে বিলায় শরাব-জাম,
দুশ্‌মন দোস্ত্ এক-জামাত !

www.pathagar.com

আজি আরফাত্-ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে,
কোলাকুলি করে বাদশা-ফকীরে ভায়ে ভায়ে,
কা'বা ধ'রে নাচে "লাত্-মানাত" ।।

আজি ইসলামী-ডঙ্কা গরজে ভরি' জাহান,
নাই বড় ছোট—সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ ।
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায় ?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি ; জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ ।।

ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সম-ভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের ।
কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কি রে জ্বলিবে দীপ ?
দু'জনার হবে বুলন্দ-নসিব, লাখে লাখে হবে বদ্‌নসিব ?
এ নহে বিধান ইসলামের ।।

ঈদ্-অল্-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান,
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার !
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পিয়ালাতে,
দিয়া ভোগ কর, বীর, দেদার ।।

বুক খালি ক'রে আপনারে আজ দাও জাকাত,
ক'রো না হিসাবী, আজি হিসাবের অঙ্কপাত !
একদিন কর ভুল হিসাব ।
দিলে দিলে আজ খুন্‌সুড়ি করে দিল্‌লগী,
আজিকে ছায়েলা-লায়েলা-চুমায় লাল যোগী !
জাম্‌শেদ-বেচে চায় শরাব ।।

www.pathagar.com

পথে পথে আজ হাঁকিব, বন্ধু,
ঈদ-মোবারক ! আস্‌সালাম !
ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শির্‌নী ফুল-কালাম !
বিলিয়ে দেওয়ার আজিকে ঈদ ।
আমার দানের অনুরাগে-রাঙা ঈদ্‌গা' রে !
সকলের হাতে দিয়ে দিয়ে আজ আপনারে—
দেহ নয়, দিল হবে শহীদ ।।

কলিকাতা
১৯শে চৈত্র ১৩৩৩

www.pathagar.com

জাকাত লইতে এসেছে ডাকাত চাঁদ

জাকাত লইতে আস্‌মানে এল আবার ডাকাত চাঁদ
গরীব কাঙ্গাল হাত পাত্‌, ধনী রইস মরাই বাঁধ !

ঈদের হেলাল, ওকি বেহেশ্‌তী বেলালের রাঙা হাসি ?
নীল আস্‌মানী মিনারে দাঁড়ায়ে আজান দেয় কি আসি' ?

না, না, ও অতীত জেহাদের রণে আলীর জুল্‌ফিকার
খালেদের মুসা তারেকের তেগ টুটে ছিল কতবার ।

তাহারি একটি টুকরো লাগিয়া আস্‌মানী শার্শিতে
বাঁকিয়া আঁকিয়া রেখেছে শহীদী-স্মৃতি যেন আজো চিতে

এই সে ডাকাত্‌ চাঁদেরে দেখিতে এক মাস রোজা রেখে
পথ চাহিয়াছি উপবাসী থেকে ঐ দুরন্তে ডেকে !

এল দুরন্ত অফুরন্ত এনেছে খুশীর ডালি ।
এইবার বুঝি মুছিয়া যাইবে কালো আকাশের কালি ।

এইবার বুঝি ধূলির ধরায় তুলি বুলাইয়া তার
আনিবে রূপালী বিভব, সোনালী শস্যের সম্ভার ।

উপোসী চিত্তে কোন্‌ রূপসীর লাগিবে এবার ছোঁয়া
কার সুর্মার পরশে হইবে বিলীন চোখের ধোঁয়া ।

চাঁদ নয় ও যে কমলা লেবুর কোয়া তৃষিতের তরে
একটি নিমেষ, তবুও রসনা উঠিবে ও রসে ভ'রে ।

তারপর সেই চির চেনা দুখ শোক দারিদ্র্য ব্যাধি,
উনুনে শূন্য হাঁড়ি, ক্ষুধাতুর ছেলে মেয়ে ওঠে কাঁদি' ।

হাট হতে বাবা ফেরে নাই আর চাল বাড়ন্ত সেথা,
হাঁড়ির পানিতে টগবগ্‌ করে ফোটে জননীর ব্যথা ।

www.pathagar.com

আজ ছেলেমেয়ে কাঁদে না কো, তারা ক্ষুধাতৃষা ভুলিয়াছে
কাল সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদের নিশান যে দুলিয়াছে !

শিরনী পাইবে, ফিরনী খাইবে আনিয়াছে জাম-বাটি,
মনের খুশীর ঈদগাহে পাতিয়াছে কে শীতল পাটি ।

সাজিমাটি দিয়ে ধুয়েছে ছিন্ন-বস্ত্র মা রাত জেগে,
ভিজেছে পিরাণ কাতর চোখের অশ্রু-আতর লেগে !

ছেলেরা হাসিছে, আনন্দ ফোটে ছিন্ন জামার ফাঁকে
চোখ মোছে বাবা ঈদগাহে যেতে দাঁড়ায়ে পথের বাঁকে !

এখো গুড় আর ক্ষুদ মিশাইয়া আম্মা রেঁধেছে ক্ষীর,
দুধের বদলে ঝরেছে সে ক্ষীরে মমতার আঁখি-নীর !

থাক আজ আর বলিব না এই বঞ্চিতদের কথা
আঁখির ঝিনুকে সঞ্চিত থাক্ যত অশ্রুর ব্যথা ।

মেঘের ছিন্ন কাঁথায় শুয়ে যে আজিকে ঈদের চাঁদ
স্বপ্ন হেরিছে লক্ষ টাকার, আমামা পাগড়ি বাঁধ ।

ধনীর মরাই-এ সরাইখানার মাতাল শারাব ঢালে,
আশার জোনাকি জ্বেলেছে খুশীর চেরাগ চাষার চালে ।

জাকাত লইতে ডাকাতি করিতে এসেছে ঈদের চাঁদ ?
এনেছে কি সখা হাতে হিক্‌মতী লুট করিবার ফাঁদ ?

www.pathagar.com

ঈদের চাঁদ

সিঁড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা মজুর ও বিড়ি-ওয়ালা ;
মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে
দিলে হুকুম আল্লাতা'লা ।
দ্বার খোলো সাততলা-বাড়ীওয়ালা, দেখ কারা দান চাহে
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেব ঈদ্‌গাহে !
আনিয়াছে নবযুগের বারতা নতুন ঈদের চাঁদ
শুনেছি খোদার হুকুম, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ভয়ের বাঁধ ।
মৃত্যু মোদের ইমাম-সারথি, নাই মরণের ভয়,
মৃত্যুর সাথে দোস্তী হয়েছে—অভিনব পরিচয় !
যে ইসরাফিল প্রলয়-শিঙ্গা বাজাবেন কেয়ামতে—
তারি ললাটের চাঁদ আসিয়াছে আলো দেখাইতে পথে ।

মৃত্যু মোদের অগ্রনায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
ফিরদৌসের দরজা খুলিব আমরা হয়ে শহীদ ।
আমাদের ঘিরে চলে বাঙলার সেনারা নৌ-জোয়ান,
জানি না, তাহারা হিন্দু কি ক্রীশ্চান কি মুসলমান ।
নির্য্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজলুম্ ভাই—
জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই ।
এক আল্লার সৃষ্ট সবাই, এক সেই বিচারক,
তার সে লীলার বিচার করিবে কোন ধার্ম্মিক বক ?
বকিতে দিব না বকাসুরে আর, ঠাসিয়া ধরিব টুঁটি,
এই ভেদ-জ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন রুটি ।
মোরা শুধু জানি, যার ঘরে ধন-রত্ন জমানো আছে,
ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে ।
এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তাঁর হুকুম,
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষায় মরিব, সহিব এই জুলুম ?
যক্ষের মত লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইয়া যারা
খোদার সৃষ্ট কাঙ্গালে জাকাত দেয় না, মরিবে তারা ।
ইহা আমাদের ক্রোধ নহে, ইহা আল্লার অভিশাপ,
অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে বিপুল পাপ!

www.pathagar.com

তারি ইচ্ছায়—ব্যাঙ্কের দিকে চেয়ো না ঊর্ধ্বে চাহ,
ধরার ললাটে ঘনায় ঘোলাটে প্রলয়ের বারিবাহ।
আল্লার ঋণ শোধ কর, যদি বাঁচিবার থাকে সাধ,
আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেখ আকাশে ঈদের চাঁদ।
তোমারে নাশিতে চাষার কাস্তে কি রূপ ধরেছে, দেখ,
চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ! দেখে মনে রেখো!

প্রজারাই রোজ রোজা রাখিয়াছে আজীবন উপবাসী,
তাহাদেরই তরে এই রহমত, ঈদের চাঁদের হাসি।
শুধু প্রজাদের জমায়েত হবে আজিকার ঈদগাহে,
কাহার সাধ্য, কোন ভোগী রাক্ষস সেথা যেতে চাহে ?
ভেবো না, ভিক্ষা চাহি মোরা, নহে শিক্ষা এ আল্লার,
মোরা প্রতিষ্ঠা করিতে এসেছি আল্লার অধিকার !
এসেছে ঈদের চাঁদ বরাভয় দিতে আমাদের ভয়ে,
আবার খালেদ এসেছে আকাশে বাঁকা তলোয়ার লয়ে!
কঙ্কালে আজ ঝলকে বজ্র, পাষাণের জাগরণ,
লাশে উল্লাসে জেগেছে রুদ্র উদ্ধত যৌবন!
দারিদ্র্য-কারবালা-প্রান্তরে মরিয়াছি নিরবধি,
একটুকু কৃপা করনি, লইয়া টাকার ফোরাত নদী।
কত আস্‌গর মরিয়াছে জানো, এই বাপ মা'র বুকে ?
সকিনা মরেছে, তোমরা দখিনা বাতাস খেয়েছ সুখে!
শহীদ হয়েছে হোসেন, কাসেম, আসগর, আব্বাস,
মানুষ হইয়া আসিয়াছি মোরা তাঁদের দীর্ঘশ্বাস !
তোমরাও ফিরে এসেছ এজিদ সাথে লয়ে প্রেত-সেনা,
সে-বারে ফিরিয়া গিয়াছিলে, জেনো, আজ আর ফিরিবে না।
এক আল্লার সৃষ্টিতে আর রহিবে না কোন ভেদ,
তাঁর দান কৃপা কল্যাণের কেহ হবে না না-উম্মেদ্ !
ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে, খোলো বাক্সের চাবি,
আমাদের নহে, আল্লার দেওয়া ইহা মানুষের দাবী !
বাঁচিবে না আর বেশী দিন রাক্ষস লোভী বর্ব্বর,
টলেছে খোদার আসন টলেছে, আল্লাহু-আকবর!
সাত আসমান বিদারি' আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ,
জালিমে মারিয়া করিবেন মজ্‌লুমের প্রাপ্য শোধ!

www.pathagar.com

সর্ব্বহারা

তব অধরের বক্র হাসির বাঁকা ইঙ্গিতে বুঝি
ঘরে ঘরে তুমি লুট করিবার সঙ্গীরে ফের খুঁজি ?

তুমি আল্লার আদেশ লইয়া বলিছ আকাশে যেন,
ওরে শহীদান, ভোগীরা আজিকে জাকাত দেয় না কেন ?

ভোগিদের উদ্বৃত্ত অন্নে আছে আছে অধিকার
এই পৃথিবীতে ক্ষুধিতের, এ যেন ফরমান আল্লার।

কেড়ে নে ওদের সঞ্চয়, সব বিত্ত লুটিয়া নে,
খোদার আদেশ পালন করিবি, বাধা দেবে তাহে কে ?

কেন ভয়ে তোরা মরিয়া আছিস্ জীর্ণ জরায় হায় ?
হাতের নিকটে পাতের খোরাক, মরিস্ তবু ক্ষুধায়!

হাত বাড়াবার নাই কি সাহস্ হাত কি পঙ্গু তোর ?
ডাকাত এসেছি জাকাত লইতে ওঠ্ ওঠ্ কমজোর।

আমি আল্লার ঈদের চাঁদের আনিয়াছি ফরমান,
সঞ্চিত দৌলত নিয়ে এফতার হবে রমজান!

সবাই খোরাক পাইবে ক্ষুধার আসিবে ঈদের খুশী,
লুট ক'রে নে রে আল্লার দান কেউ হবি না রে দুষী।

www.pathagar.com

বকরীদ্

"শহীদান"দের ঈদ এল বক্‌রীদ্!
অন্তরে চির নৌ-জোয়ান যে, তারি তরে এই ঈদ।
আল্লার রাহে দিতে পারে যারা আপনারে কোরবান,
নির্লোভ নিরহঙ্কার যারা, যাহারা নিরভিমান,
দানব-দৈত্যে কতল করিতে আসে তলোয়ার লয়ে,
ফিরদৌস হ'তে এসেছে যাহারা ধরায় মানুষ হয়ে,
অসুন্দর ও অত্যাচারীরে বিনাশ করিতে যারা
জন্ম লয়েছে চির-নির্ভীক যৌবন-মাতোয়ারা,—
তাহাদেরি শুধু আছে অধিকার ঈদগাহে ময়দানে,
তাহারাই শুধু বক্‌রীদ্ করে জান্ মাল কোরবানে।
বিভূতি "মাজেজা" যাহা পায় সব প্রভু আল্লার রাহে
কোরবানী দিয়ে নির্য্যাতিতেরে মুক্ত করিতে চাহে।
এরাই মানব-জাতির খাদেম, ইহারাই খাক্‌সার,
এরাই লোভীর সাম্রাজ্যেরে ক'রে দেয় মিস্‌মার !
ইহারাই "ফিরদৌস-আলার" প্রেম-ঘন অধিবাসী
তস্‌বী ও তলোয়ার ল'য়ে আসি' অসুরে যায় বিনাশি'।
এরাই শহীদ, প্রাণ লয়ে এরা খেলে ছিনিমিনি খেলা,
ভীরুর বাজারে এরা আনে নিতি নব নওরোজ-মেলা।
প্রাণ-রঙ্গীলা করে ইহারাই ভীতি ম্লান আত্মায়,
আপনার প্রাণ-প্রদীপ নিভায়ে সবার প্রাণ জাগায়।
কল্পবৃক্ষ পবিত্র "জৈতুন্" গাছ যথা থাকে,
এরা সেই আসমান থেকে এসে' সদা তারি ধ্যান রাখে!
এরা আল্লার সৈনিক, এরা "জবীহুল্লা"র সাথী,
এদেরি আত্মত্যাগ যুগে যুগে জ্বালায় আশার বাতি।
ইহারা সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রভু আল্লার রাহে,
ভয় করে না ক কোনো দুনিয়ার কোন সে শাহান্‌শাহে।
এরাই কাবার হজের যাত্রী, এদেরই দস্ত চুমি'
কওসর আনে নিঙাড়িয়া রণক্ষেত্রের মরুভূমি!

www.pathagar.com

"জবীহুল্লা'র দোস্ত্ ইহারা, এদেরি চরণাঘাতে
আব-জম্‌জম্ প্রবাহিত হয় হৃদয়ের মক্কাতে।
ইবরাহিমের কাহিনী শুনেছ ? ইসমাইলের ত্যাগ ?
আল্লারে পাবে মনে কর কোরবানী দিয়ে গরু ছাগ ?
আল্লার নামে, ধর্ম্মের নামে মানব জাতির লাগি'
পুত্রেরে কোরবানী দিতে পারে, আছে কেউ হেন ত্যাগী ?
সেই মুসলিম থাকে যদি কেউ, তস্‌লিম করি তারে;
ঈদগাহে গিয়া তারি সার্থক হয় ডাকা আল্লারে।
অন্তরে ভোগী, বাইরে যে রোগী, মুসলমান সে নয়,
চোগা-চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয় !
লাখো "বখরা"র বদলে সে পার হবে না পুলসেরাত,
সোনার বলদ ধন-সম্পদ্ দিতে পার খুলে হাত ?
কোরান মজিদে আল্লার এই ফরমান্ দেখো প'ড়ে
আল্লার রাহে কোরবানী দাও সোনার বলদ ধ'রে।
ইব্‌রাহিমের মত পুত্রেরে আল্লার রাহে দাও,
নৈলে কখনো মুসলিম নও, মিছে শাফায়ৎ চাও !
নির্য্যাতিতের লাগি' পুত্রেরে দাও না শহীদ হতে,
চাকরীতে দিয়া মিছে কথা কও—"যাও আল্লার পথে !"
বক্‌রীদি চাঁদ করে ফর্‌য়্যাদ, দাও দাও কোরবানী,
আল্লারে পাওয়া যায় না, করিয়া তাঁহার না-ফর্‌মানি !
পিছন হইতে বুকে ছুরি মেরে, গলায় গলায় মেলো,
করো না আত্ম-প্রতারণা আর খেলকা খুলিয়া ফেল !
উমরে, খালেদে, মুসা ও তারেকে বক্‌রীদে মনে কর,
শুধু সাল্‌ওয়ার পরিও না, ধর হাতে তলোয়ার ধর !
কোথায় আমার প্রিয় শহীদান মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ ?
(এস) ঈদের নামাজ পড়িব, আলাদা আমাদের ময়দান !

www.pathagar.com

কোরবানী

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন
দুর্ব্বল ভীরু চুপ রহো, ওহো খাম্‌খা ক্ষুব্ধ মন।
ধ্বনি ওঠে রণি' দূর বাণীর,—
আজিকার এ খুন কোরবানীর
দুম্বা শির রুম্‌-বাসীর
শহীদের শির-সেরা আজি!—রহমান কি রুদ্র নন ?
ব্যস্‌! চুপ খামোশ রোদন!
আজ শোর ওঠে জোর, "খুন দে, জান্‌ দে, শির দে বৎস" শোন্‌।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন !
খঞ্জর মারো গর্দ্দানেই,
পঞ্জরে আজি দর্‌দ্‌ নেই,
মর্দ্দানী'ই পর্দ্দা নেই,
ডর্‌তা নেই আজ খুন-খারাবীতে রক্ত-লুব্ধ মন
খুনে খেলবো খুন-মাতন !
দুনো উন্মাদনাতে সত্য মুক্তি আনতে যুঝ্‌বো রণ।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন !

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন !
চ'ড়েছে খুন আজ খুনিয়ারার
মুসলিমে সারা দুনিয়াটার !
'জুল্‌ফেকার' খুলবে তার
দু'ধারী ধার শেরে-খোদার, রক্তে পূত-বদন !
খুনে আজকে রুধবো মন !
ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন্‌।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন !

www.pathagar.com

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
আস্তানা সিধা রাস্তা নয়,
'আজাদী মেলে না পস্তানো'য়!
দস্তা নয় সে সস্তা নয়!
হত্যা নয় কি মৃত্যুও ? তবে রক্ত-লুব্ধ কোন্
কাঁদে—শক্তি-সুস্থ শোন্ —
"এয় ইব্‌রাহীম্ আজ কোরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্র ধন!"
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
এ তো নহে লোহু তরবারের
ঘাতক জালিম জোরবারের!
কোরবানের জোর-জানের
খুন এ যে, এতে গোর্দ্দা ঢের রে, এ ত্যাগে 'বুদ্ধ' মন
এতে মা রাখে পুত্র পণ!
তাই জননী হাজেরা বেটারে পরালো বলির পূত বসন !
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
এই দিনই 'মীনা'-ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দ্দানে
ছুরি হেনে 'খুন ক্ষরিয়ে নে'
রেখেছে আব্বা ইব্‌রাহীম্ সে আপনা রুদ্র পণ!
ছি ছি কেঁপো না ক্ষুদ্র মন!
আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ-সম মোল্লা খুন-বদন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
দ্যাখ্ কেঁপেছে 'আরশ' আস্‌মানে
মন-খুনী কি রে রাশ মানে ?
ত্রাস প্রাণে ? তবে রাস্তা নে!

www.pathagar.com

প্রলয়-বিষাণ 'কিয়ামতে' তবে বাজবে কোন্ রোধন ?
সে কি সৃষ্টি-সংশোধন ?
ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বরু শোন !—
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন !

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন !
মুসলিম রণ-ডঙ্কা সে,
খুন দেখে করে শঙ্কা কে ?
টঙ্কারে অসি-ঝঙ্কারে,
ওরে হুঙ্কারে, ভাঙি' গড়া ভীম কারা, ল'ড়বো রণ-মরণ!
ঢালে বাজ্‌বে ঝন্-ঝনন্।
ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!
জোর চাই, আর যাচ্‌না নয়,
কোরবানী-দিন আজ না ওই ?
বাজ্‌না কই ? সাজ্‌না কই ?
কাজ না আজিকে জান্ মাল দিয়ে মুক্তির উদ্ধারণ?
বল্—"যুঝবো জান্ ভি পণ ?"
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ,
আজ আল্লার নামে জান্ কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন!

কুঞ্জিকা ঃ রহমান—করুণাময়। খামোশ—নীরব। গর্দ্দানে—স্কন্ধে। জুল্‌ফেকার—মহাবীর হজরত আলীর বিশ্বত্রাস তরবারি। শেরে-খোদা—খোদার সিংহ, হজরত আলীকে এই গৌরবান্বিত নামে অভিহিত করা হয়। জোরবার—বলদৃপ্ত। জোরজান—মহাপ্রাণ। আজাদী—মুক্তি। ইব্‌রাহীম—ইব্‌রাহীম নবী (আঃ)। হাজেরা—হজরত ইব্‌রাহীমের স্ত্রী। আব্বা—বাবা। আরশ—খোদার সিংহাসন।

মোসলেম ভারত
ভাদ্র ১৩২৭

www.pathagar.com

শহীদি ঈদ

(১)

শহীদের ঈদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন-লোহিত তাজ,
আল্লার রাহে চাহে সে ভিখ্
জিয়ারার চেয়ে পিয়ারা যে
আল্লার রাহে তাহারে দে,
চাহি না ফাঁকির মণিমানিক।

(২)

চাহি না ক' গাভী দুম্বা উট,
কতটুকু দান? ও দান ঝুট।
চাই কোরবানী, চাই না দান।
রাখিতে ইজ্জত্ ইসলামের
শির চাই তোর, তোর ছেলের,
দেবে কি ? কে আছ মুসলমান ?

(৩)

ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব-বাজ,
আপনারে আর দিস্‌নে লাজ,–
গরু ঘুষ দিয়ে চাস্ সওয়াব ?
যদিই রে তুই গরুর সাথ
পার হয়ে যাস পুল্‌সেরাত,
কি দিবি মোহাম্মদে জওয়াব ?

(৪)

শুধাবেন যবে—ওরে কাফের,
কি করেছ তুমি ইসলামের ?
ইসলামে দিয়ে জাহান্নম
আপনি এসেছ বেহেশ্‌ত্ 'পর
পুণ্য-পিশাচ ! স্বার্থপর !
দেখাসনে মুখ, লাগে শরম!

www.pathagar.com

(৫)

গরুরে করিলে সেরাত পার,
সন্তানে দিলে নরক-নার
মায়া-দোষে ছেয়ে গেল দোজখ।
কোরবানী দিলি গরু-ছাগল
তাদেরই জীবন হ'ল সফল
পেয়েছে তাহারা বেহেশ্‌ত্‌-লোক !

(৬)

শুধু আপনারে বাঁচায় যে,
মুসলিম নহে, ভণ্ড সে!
ইসলাম বলে—বাঁচ সবাই!
দাও কোরবানী জান্‌ ও মাল,
বেহেশ্‌ত্‌ তোমার কর হালাল।
স্বার্থপরের বেহেশ্‌ত্‌ নাই।

(৭)

ইসলামে তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম ব'লে কর ফখর!
মোনাফেক তুমি সেরা বে-দ্বীন!
ইসলামে যারা করে জবেহ্‌,
তুমি তাহাদেরি হও তাবে।
তুমি জুতো-বওয়া তারি অধীন!

(৮)

নামাজ-রোজার শুধু ভড়ং
ইয়া উয়া প'রে সেজেছ সং,
ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম!
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কর জড়,
ত্যাগের বেলাতে জড়সড়!
তোর নামাজের কি আছে দাম ?

www.pathagar.com

(৯)

খেয়ে খেয়ে গোশ্‌ত্‌ রুটি তো খুব
হয়েছ খোদার খাসী বেকুব,
নিজেদের দাও কোরবানী।
বেঁচে যাবে তুমি, বাঁচিবে দ্বীন,
দাস ইসলাম হবে স্বাধীন,
গাহিছে কামাল এই গানই।

(১০)

বাঁচায়ে আপনা ছেলে-মেয়ে
জান্নাত পানে আছ চেয়ে
ভাবিছ সেরাত হবেই পার।
কেননা, দিয়েছ সাত জনের
তরে এক গরু! আর কি, ঢের!
সাতটি টাকায় গোনাহ্‌ কাবার।

(১১)

জান না কি তুমি, রে বেঈমান,
আল্লা সর্ব্বশক্তিমান
দেখিছেন তোর সব কিছু ?
জাব্বা-জোব্বা দিয়ে ধোঁকা
দিবি আল্লারে, ওরে বোকা!
কেয়ামতে হবে মাথা নীচু।

(১২)

ডুবে ইসলাম, আসে আঁধার
ইব্‌রাহিমের মত আবার
কোরবানী দাও প্রিয় বিভব!
"জবীহুল্লাহ্‌" ছেলেরা হোক,
যাক সব কিছু-সত্য রোক!
মা হাজেরা হোক মায়েরা সব।

www.pathagar.com

(১৩)

খা'বে দেখেছিলেন ইব্‌রাহিম!
"দাও কোরবানী মহামহিম!"
তোরা যে দেখিস্ দিবালোকে
কি যে দুর্গতি ইসলামের!
পরীক্ষা নেন খোদা তোদের
হবিবের সাথে বাজি রেখে।

(১৪)

যত দিন তোরা নিজেরা মেষ,
ভীরু দুর্ব্বল, অধীন দেশ,—
আল্লার রাহে ততটা দিন
দিও না ক' পশু কোরবানী,
বিফল হবে সে সবখানি!
(তুই) পশুর চেয়ে যে রে অধম হীন!

(১৫)

মনের পশুরে কর জবাই,
পশুরাও বাঁচে, বাঁচে সবাই।
কশাই-এর আবার কোর্‌বানী!–
আমাদের নয়, তাদের ঈদ,
বীর-সুত যারা হ'ল শহীদ,
অমর যাদের বীরবাণী।

(১৬)

পশু কোরবানী দিস্ তখন
আজাদ-মুক্ত হবি যখন
জুলুম-মুক্ত হবে রে দ্বীন।—
কোর্‌বানীর আজ এই যে খুন
শিখা হয়ে যেন জ্বালে আগুন,
জালিমের যেন রাখে না চিন্।।
আমিন্ রাব্বিল্ আলামিন!
আমিন্ রাব্বিল্ আলামিন!!

www.pathagar.com

শাত্-ইল্-আরব

শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানী মিস্‌রী আরবী কেনানী ;—
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্ বেদুঈন্‌দের চাঙ্গা-শির।
নাঙ্গা-শির—
শম্‌শের হাতে আঁসু-আঁখে হেথা মূর্ত্তি দেখেছি বীর-নারীর!
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

'কুত্-আমারা'র রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া ;
উগারি' সে খুন তোমাতে দজ্‌লা নাচে ভৈরব 'মস্তানী'র
ত্রস্তা-নীর
গর্জ্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত, —"শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর !"
দজ্‌লা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক্ আজমে করেছ ধন্যা—
বীরপ্রসূ দেশ হ'ল বরেণ্যা মরিয়া মরণ মর্দ্দমীর!
মর্দ্দ বীর
সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির।
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

দুশমন লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্-মিল্,
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর!
জিন্দা বীর

www.pathagar.com

'জুল্‌ফিকার' আর 'হায়দরী' হাঁক হেথা আজো হজরত্ আলীর—
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা
বস্‌রা-গুলের বহ্নিতে লিখা ;
এ যে বসোরার খুন-খারাবী গো রক্ত-গোলাপ-মঞ্জরীর!
খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খর্জ্জুর-সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

ইরাক্-বাহিনী এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার!" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর!
রক্ত-ক্ষীর—
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু'ফোঁটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

কুঞ্জিকা ঃ শাতিল-আরব—আরব দেশের এক নদীর নাম। দিলীর—অসম সাহসী। য়ুনানী—য়ুনান দেশের অধিবাসী। মিসরী—মিসরের অধিবাসী। কেনানী—কেনানের অধিবাসী। চাঙ্গা—টাট্‌কা। কুত্ আমারা—কুতল আমারা নামক স্থান, যেখানে জেনারেল টাউনসেণ্ড বন্দী হন। দজ্‌লা—টাইগ্রীস নদী। ফোরাত—ইউফ্রেটিস। মর্দ্দমী—পৌরুষ। ইরাক আজম—মেসোপটেমিয়া।

মোসলেম ভারত
জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭

www.pathagar.com

রণ-ভেরী

[গ্রীসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক গভর্নমেন্ট যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত।]

ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়—
ওরে আয়!
ঐ ইসলাম ডুবে যায়!
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি' খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়-গান শোন্ গায়!
আজ শখ করে'
জুতি টক্করে
তোড়ে শহীদের খুলি দুশমন পায় পায়—
ওরে আয়!
তোর জান্ যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়!
ধর ঝঞ্ঝার ঝুঁটি দাপটিয়া শুধু মুসলিম-পঞ্জায়!
তোর মন যায় প্রাণ যায়—
তবে বাজাও বিষাণ, ওড়াও নিশান! বৃথা ভীরু সম্‌ঝায়!
রণ দুর্ম্মদ রণ চায়!
ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!

ওরে আয়!
ঐ ঝন-নন-নন রণ-ঝন-ঝন ঝঞ্ঝনা শোনা যায়!
শুনি এই ঝঞ্ঝনা-ব্যঞ্জনা নেবে গঞ্জনা কে রে হায় ?
ওরে আয়!
তোর ভাই ম্লান চোখে চায়,
মরি লজ্জায়,

www.pathagar.com

ওরে সব যায়,
তবু কবজায় তোর শম্‌শের নাহি কাঁপে আফ্‌সোসে হায় ?
রণ দুন্দুভি
শুনি' খুন-খুবী
নাহি নাচে কি রে তোর মরদের ওরে দিলীরের গোর্দ্দায় ?

ওরে আয়!
মোরা দিলাবার খাঁড়া তলোয়ার হাতে আমাদেরি শোভা পায়,
তারা খিঞ্জীর, যারা জিঞ্জির-গলে ভূমি চুমি' মূরছায়।
আরে দূর দূর!
যত কুক্কুর
আসি' শের-বব্বরে লাথি মারে ছি ছি ছাতি
চড়ে ! হাতী
ঘা'ল হ'বে ফেরু-ঘায় ?
ঐ ঝন-নন-নন রণ-ঝন-ঝন ঝঞ্ঝনা শোনা যায়!
ওরে আয়!
বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ-কাড়া নাকাড়ায়!
ঐ শের-নর হাঁকড়ায়—
ওরে আয়!
ছোড় মন-দুখ,
হোক কন্দুক
ঐ বন্দুক তোপ, সন্দুক তোর প'ড়ে থাক্, স্পন্দুক বুক-ঘায়!
নাচ্ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
থৈ তাণ্ডব আজ পাণ্ডব সম খাণ্ডব-দাহ চাই!
ওরে আয়!
কর্ কোরবান আজ তোর জান্ দিল্ আল্লার নামে ভাই!
ঐ দীন্ দীন্-রব আহব বিপুল বসুমতী ব্যোম ছায়!
শের— গর্জ্জন
করি' তর্জ্জন
হাঁকে, 'বর্জ্জন নয় অর্জ্জন' আজ, শির তোর চায় মা'য় !!

www.pathagar.com

সব গৌরব যায় যায় ;
ওরে আয়!
বোলে দ্রিম্ দ্রিম্ তানা দ্রিম্ দ্রিম্ ঘন রণ-কাড়া-নাকাড়ায়!
ওরে আয়!
ঐ কড়ু কড়ু বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায়!
ওরে আয়!
মুখ ঢাকিবি কি লজ্জায় ?
হুর্ হুর্‌রে!
কত দূর রে
সেই পুর রে
যথা খুন-খোশ-রোজ খেলে হররোজ দুশমন-খুনে, ভাই!
সেই বীর-দেশে
চল্ বীর বেশে,
আজ মুক্ত দেশেরে মুক্তি দিতে রে বন্দীরা ঐ যায়।
ওরে আয় !
বল্ 'জয় সত্যম্ পুরুষোত্তম', ভীরু যারা মার খায়!
নারী আমাদেরি শুনি' রণ-ভেরী হাসে খলখল, হাত-তালি দিয়ে রণে ধায়!
মোরা রণ চাই রণ চাই,
তবে বাজহ দামামা, বাঁধহ আমামা, হাতিয়ার পাঞ্জায়!
মোরা সত্য-ন্যায়ের সৈনিক, খুন-গৈরিক বাস গা'য়।
ওরে আয়!
ঐ কড়ু কড়ু বাজে রণ-বাজা, সাজ সাজ রণ-সজ্জায়!
ওরে আয়!
অব— রুদ্ধের দ্বারে যুদ্ধের হাঁক নকীব ফুকারী' যায়!
তোপ্ দ্রুম্ দ্রুম্ গান গায়!
ওরে আয়!
ঐ ঝনন রণন খঞ্জর-ঘাত পঞ্জরে মূরছায়!
হাঁকো হাইদর,
নাই নাই ডর,
ঐ ভাই তোর ঘুর-চর্খীর সম খুন খেয়ে ঘুর্ খায়!

www.pathagar.com

ঝুটা দৈত্যেরে
নাশি', সত্যেরে
দিবি জয়-টিকা তোরা, ভয় নাই ওরে ভয় নাই হত্যায়!
ওরে আয়!
মোরা খুন-জোশী বীর, কুঞ্জশী লেখা আমাদের খুনে নাই!
দিয়ে সত্য ও ন্যায়ে বাদশাহী, মোরা জামিলের খুন খাই।
মোরা দুর্ম্মদ,
ভর- পুর মদ
খাই ইশ্‌কের, ঘাত শমশের ফের নিই বুক নাঙ্গায়!
লাল পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা,
মরি জালিমের দাঙ্গায়
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা' গাই!
ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হ'তে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়!

কুঞ্জিকা ঃ শমশের—তরবারি। খুন-খুবী—রক্তোন্মত্ততা। দিলীর—সাহসী নির্ভীক। দিলাবার—প্রাণবন্ত। জিঞ্জির—শিকল। শের-বব্বর—সিংহ। শের-নর—পুরুষসিংহ। হাঁকড়ায়—গর্জ্জন করিতেছে। কোরবান—উৎসর্গ। খুন-খোশ-রাজ—রক্ত-মহোৎসব। হররোজ—প্রতিদিন। আমামা—শিরস্ত্রাণ। নকীব—তূর্য্যবাদক। হাইদর—মহাবীর হজরত আলীর হাঁক। কঞ্জুশী—কৃপণতা। খুন-জোশী—রক্ত-পাগলামী। ইশ্‌কের— প্রেমের। শহীদান—শহীদগণ।

অর্ধ সাপ্তাহিক ধূমকেতু
১৩২৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোবারকবাদ

[মোহামেডান স্পোর্টিং -এর লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রাপ্তিতে

এই ভারতের অবনত শিরে তোমরা পরালে তাজ,
সুযোগ পাইলে শক্তিতে মোরা অজেয়, দেখালে আজ।
একি অভিনব কীর্তি রাখিলে নিরাশাবাদীর দেশে,
আঁধার গগনে আশার ঈদের চাঁদ উঠিল যে হেসে।

আনিলে শুক্লা একাদশী তিথি একাদশ খেলোয়াড়,
আবার ঝলকি' উঠিল খালেদ-তারেকের তলোয়ার।
শুষ্ক মনের সাহারায় যেন দজলা-ফোরাত বহে,
পিঁজরার বুলবুল বসরার গোলাবের কথা কহে।
বিড়িওয়ালারাও দেখিয়াছে যেন ফিরদৌসের সিঁড়ি,
(যেন) মজনু দেখেছে লায়লীরে, ফরহাদ দেখেছে শিরী'!
বীর খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির দিলে নব পরিচয়,
মালা দিলে সেই বিজয়ীর, যার সাথে হল পরাজয়।
হিন্দু মুসলমানের তোমরা ভারতে রেখেছ মান,
শক্তি যাহার দেখেছে, মানুষ তাহারেই দেয় প্রাণ।

যে চরণ দিয়ে ফুটবল নিয়ে জাগাইলে বিস্ময়,
সেই চরণের শক্তি জাগুক আবার ভারতময়।
এমনি চরণ আঘাতে মোদের বন্ধন ভয়-ডর
লাথি মেরে মোরা দূর করি যেন,—'আল্লাহু আক্‌বর!'

www.pathagar.com

মোবারকবাদ

মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এস গুল-মজলিসে
ঝরিবার আগে হেসে চ'লে যাব তোমাদের সাথে মিশে।
মোরা কীট-খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত—
সাজাইতে এই মাটির দুনিয়া ফিরদৌসের মত।
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশত এনো দুনিয়ার মহফিলে।
মুসলিম হয়ে আল্লারে মোরা করিনিক বিশ্বাস,
ঈমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানী নিঃশ্বাস।
ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ।

শহীদি দর্জ্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,
চেয়েছি গোলামী, জাবর কেটেছি গোলাম-খানায় বসি'।
তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা কর ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামীর ছোঁওয়া জীবনে না লাগে!
গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জ্জা অনেক উর্ধ্বে, জেনো,
চাপ্‌রাশির ঐ তক্‌মার চেয়ে তলোয়ারে বড় মেনো!
আল্লার কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিও না নীচু!
এক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও বান্দা হবে না, বল,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল।
আল্লারে বলো, "দুনিয়ায় যারা বড় তার মত কর
কাহাকেও হাত ধরিতে দিও না, তুমি শুধু হাত ধর।"
এক আল্লারে ছাড়া পৃথিবীতে করো না কারেও ভয়
দেখিবে অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ঙ্কর সে নয়।
আল্লারে ভালোবাসিলে তিনিও ভালোবাসিবেন, দেখো।
দেখিবে সবাই তোমারে চাহিছে আল্লারে ধরে থেকো।

খোদার বাগিচা এই দুনিয়াতে তোমরা নব মুকুল,
একমাত্র সে আল্লাহ এই বাগিচার বুলবুল্।

www.pathagar.com

গোলামের ফুলদানীতে যদি এ মুকুলের ঠাঁই হয়,
আল্লার কৃপা-বঞ্চিত হব, পাব মোরা পরাজয়।
যে ছেলেমেয়ে এই দুনিয়ায় আজাদ মুক্ত রহে,
তাদেরই শুধু এক আল্লার বান্দা ও বাঁদী কহে।
তারাই আনিবে জগতে আবার নতুন ঈদের চাঁদ,
তারাই ঘুচা'বে দুনিয়ার যত দ্বন্দ্ব ও অবসাদ।
শুধু আর্শের আতর-দানীতে যাহাদের হয় ঠাঁই,
তোমাদের মহফিলে আমি সেই মুকুলেরে আজ চাই।

সেই মুকুলেরা এস মহফিলে, বসাও ফুলের হাট,
এই বাঙলায় তোমরা আনিও মুক্তির আর্‌ফাত্‌।*

দৈনিক 'আজাদ'
৭ই আগষ্ট ১৯৪০

* মুকুলের মহফিলের মুকুলদের উদ্দেশে লিখিত।

www.pathagar.com

নকীব

নব-জীবনের নব-উত্থান আজান ফুকারি' এস নকীব।
জাগাও জড়! জাগাও জীব!

জাগে দুর্ব্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ,
জাগিছে কৃষাণ ধূলায় মলিন,
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন
জাগে মজ্‌লুম বদ্‌-নসীব !

মিনারে মিনারে বাজে আহ্‌বান
'আজ জীবনের নব উত্থান!'
শঙ্কাহরণ জাগিছে জোয়ান
জাগে বলহীন জাগিছে ক্লীব,
নব জীবনের নব-উত্থান
আজান ফুকারি' এস নকীব।

হুগলী
১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২

www.pathagar.com

বার্ষিক সওগাত

বন্ধু গো সাকী আনিয়াছ নাকি বরষের সওগাত—
দীর্ঘ দিনের বিরহের পরে প্রিয়-মিলনের রাত।
রঙ্গীন রাখী, শিরীন শারাব, মুরলী, রোবাব্, বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখী, সোনালী-রূপালী দিন।
লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল্, নার্গিস্-ফুলী আঁখ,
ইস্পাহানীর হেনা-মাখা হাত, পাত্‌লি পাত্‌লি কাঁখ।
নৈশাপুরের গুল্‌বদনীর চিবুক গালের টোল,
রাঙা লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরীন্ শিরীন্ বোল।
সুর্মা-কাজল 'স্তাম্বুলী চোখ, বসোরা গুলের লালী,
নব বোগ্‌দাদী আলিফ-লায়লা, শা'জাদী জুল্‌ফ-ওয়ালী।
পাকা খর্জ্জুর, ডাঁশা আঙ্গুর, টোকো-মিঠে কিসমিস,
মরু-মঞ্জীর আব-জম্‌জম্, যবের ফিরোজা শিষ।
আশা-ভরা মুখ, তাজা তাজা বুক, নৌ-জোয়ানীর গান,
দুঃসাহসীর মরণ-সাধনা, জেহাদের অভিযান।
আরবের প্রাণ, ফারেসের গান, বাজু নৌ-তুর্কীর,
দারাজ দিলীর আফ্‌গানী দিল্, মুরের জখ্‌মী শির।
নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু, ইরাকের টুটা তখ্‌ত্,
বন্দী শামের জিন্দান-খানা, হিন্দের বদ্‌বখ্‌ত্।—
তাঞ্জাম-ভরা আঞ্জাম এ যে কিছুই রাখনি বাকী,
পুরানো দিনের হাতে বাঁধিয়াছ নতুন দিনের রাখী।...
চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ
যেন অশ্রুর গড়খাই-ঘেরা দিল্‌খোশ ফেরদৌস্—
ঢাকিও বন্ধু তব সওগাতী-রেকাবী তাহাই দিয়ে,
দিবসের জ্বালা ভুলে যেতে চাই রাতের শিশির পিয়ে!
বেদনার বানে সয়্‌লাব্ সব, পাইনে সাথীর হাত,
আন গো বন্ধু নূহের কিশ্‌তি—"বার্ষিকী সওগাত!"

কৃষ্ণনগর
২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

www.pathagar.com

খেয়া-পারের তরণী

যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্য্যে এ গর্জ্জেছে কে আবার ?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে ?
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে!

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে!

তমসাবৃতা ঘোর 'কিয়ামত' রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই, ডুবিল রে যাত্রী।
দমকি' দমকি' দেয়া হাঁকে, কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থরথর যামিনী!

লঙ্ঘি' এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে—
অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জ্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জ্জন!

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্ম্মেরি বর্ম্মে-সু-রক্ষিত দিল্ সাফ্!
নহে এরা শঙ্কিত ব্রজ-নিপাতেও ;
কাণ্ডারী আহমদ, তরী ভরা পাথেয়।

আবু বকর উস্‌মান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান—লা-শরীক আল্লাহ্!

'শাফায়াত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।

www.pathagar.com

শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী।

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হ'ল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।

কুঞ্জিকা ঃ কিয়ামত —মহাপ্রলয়ের দিন। আহমদ— মোহাম্মদ (দঃ)। লা-শরীক আল্লাহ্— আল্লাহ্র কোন অংশী নাই। জান্নাত—স্বর্গ। শাফায়াত—পরিত্রাণ।

মোসলেম ভারত
শ্রাবণ ১৩২৭

www.pathagar.com

সুব্‌হ্‌ উম্মেদ

[পূর্বাশা]

সর্ব্বনাশের পরে পৌষ মাস
এল কি আবার ইসলামের ?
মন্বন্তর-অন্তে কে দিল
ধরণীরে ধন-ধান্য ঢের ?
ভুখারীর রোজা রমজান পরে
এল কি ঈদের নওরোজা!
এল কি আরব-আহবে আবার
মূর্ত্ত মর্ত্ত্য-মোর্তজা ?
হিজরত ক'রে হজরত কি রে
এল এ মেদিনী-মদিনা ফের ?
নতুন করিয়া হিজরী গণনা
হবে কি আবার মুস্‌লিমের ?

*

বদর-বিজয়ী বদরুদ্দোজা
ঘুচাল কি অমা রৌশ্‌নীতে ?
সিজ্‌দা করিল নিজ্‌দ হেজাজ
আবার 'কাবা'র মস্‌জিদে।
আরবে করিল 'দারুল হারব'—
ধ্ব'সে পড়ে বুঝি 'কাবা'র ছাদ।
'দীন দীন' রবে শমশের-হাতে
ছুটে শের-নর 'ইব্‌নে সাদ'!
মাজার ফাড়িয়া উঠিল হাজার
জিন্দান-ভাঙা জিন্দা বীর!
গারত হইল করদ হুসেন,
উঁচু হ'ল পুনঃ শির নবীর!
আরব আবার হ'ল আরাস্তা,
বান্দারা যত পড়ে দরূদ।
পড়ে শুক্‌রানা 'আরবা রেকাত'
আর্‌ফাতে যত স্বর্গ-দূত।

www.pathagar.com

ঘোষিল ওহুদ, "আল্লা আহাদ।"
ফুকারে তূর্য্য তুর পাহাড়।
মন্দ্রে বিশ্ব-রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
মন্ত্র আল্লাহু-আক্‌বার।
জাগিয়া শুনিনু প্রভাতী আজান
দিতেছে নবীন মোয়াজ্জিন্।
মনে হ'ল এল ভক্ত বেলাল
রক্ত এ-দিনে জাগাতে দীন।
জেগেছে তখন তরুণ তুরান
গোর চিরে মন আঙ্গোরায়।
গ্রীসের গরুরী গারত করিয়া
বোঁও বোঁও তলোয়ার ঘোরায়!
রংরেজ যেন শম্‌শের মত
লাল ফেজ্-শিরে তুর্কিদের।
লালে লাল করে কৃষ্ণ সাগর
রক্ত-প্রবাল চূর্ণি' ফের।
মোতি-হার সম হাতিয়ার দোলে
তরুণ-তুরানী বুকে পিঠে!
খাট্টা-মেজাজ গাঁট্টা মারিছে
দেশ-শত্রুর গিঁঠে গিঁঠে!
মুক্ত চন্দ্র-লাঞ্ছিত ধ্বজা
পত পত ওড়ে তুর্কীতে,
রঙ্গীন আজি ম্লান আস্তানা
সুর্‌খ্ রঙের সুর্খীতে!

*

বিরান মুলুক ইরানও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যজিয়া নিঁদ।
মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে আশিক
কসম করিছে হবে শহীদ!
লায়লির প্রেমে মজ্‌নুন আজি
"লা-এলা"র তরে ধরেছে তেগ।
শিরীন শিরীরে ভুলে ফরহাদ
সারা ইসলাম 'পরে আশেক!

www.pathagar.com

পেশ্‌তা-আপেল-আনার-আঙ্গুর-
নারঙ্গী-শেব-বোস্তানে
মুলতুবী আজ সাকী ও শরাব
দীওয়ান-ই-হাফিজ্‌ জুজ্‌দানে!
নার্গিস্‌ লালা লালে-লাল আজি
তাজা খুন মেখে বীর প্রাণের,
ফির্‌দৌসীর রণ-দুন্দুভি
শুনে' পিঞ্জরে জেগেছে শের!
হিংসায়-সিয়া শিয়াদের তাজে
শিরাজী-শোণিমা লেগেছে আজ।
নৌ-রুস্তম উঠেছে রুখিয়া
সফেদ দানবে দিয়াছে লাজ ?

*

মরা মরক্কো মরিয়া হইয়া
মাতিয়াছে করি' মরণ-পণ,
স্তম্ভিত হয়ে হেরিছে বিশ্ব—
আজও মুস্‌লিম ভোলেনি রণ!
জ্বালাবে আবার খেদিব-প্রদীপ
গাজী আবদুল করিম বীর,
দ্বিতীয় কামাল রীফ-সর্দ্দার—
স্পেন্‌ ভয়ে পায়ে নোয়ায় শির!
রীফ শরীফ সে কতটুকু ঠাঁই
আজ তারি কথা ভুবনময়!—
মৃত্যুর মাঝে মৃত্যুঞ্জয়ে
দেখেছে যাহারা, তাদেরি জয়
মেষ-সম যারা ছিল এতদিন
শের হ'ল আজ সেই মেসের!
এ-মেষের দেশ মেষ-ই রহিল
কাফ্রির্‌ অধম এরা কাফের!
নীল দরিয়ায় জেগেছে জোয়ার,
'মুসা'র ঊষার টুটেছে ঘুম।
অভিশাপ-'আসা' গর্জ্জিয়া আসে
গ্রাসিবে যন্ত্রী-যাদু-জুলুম।

www.pathagar.com

ফেরাউন আজও মরেনি ডুবিয়া ?
দেরী নাই তার, ডুবিবে কা'ল'!
জালিম-রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে
জ্বলেছে খোদার লাল মশাল!

*

কাবুল হইল নতুন দীক্ষা
কবুল করিল আপনা জান্।
পাহাড়ী তরুর শুক্‌নো শাখায়
গাহে বুলবুল খোশ্ এলহান!
পামীর ছাড়িয়া আমীর আজিকে
পথের ধূলায় খোঁজে মণি।
মিলিয়াছে মরা গরু-সাগরে রে
আব-হায়াতের প্রাণ-খনি।
খর-রোদ-পোড়া খর্জ্জুর তরু—
তারও বুক ফেটে ক্ষরিছে ক্ষীর!
"সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা"
ভারতের বুকে নাই রুধির!
জাগিল আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।—
সর্ব্বনাশের পরে পৌষ মাস
এলো কি আবার ইসলামের ?

*

কশাই-খানার সাত কোটি মেষ
ইহাদের শুধু নাই কি ত্রাণ ?
মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হইয়া
উঠিতে এদের নাই কি প্রাণ ?
জেগেছে আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।
এয় খোদা। এই জাগরণ-রোলে
এ -মেষের দেশও জাগাও ফের!

হুগলী
অগ্রহায়ণ ১৩৩১

www.pathagar.com

গোঁড়ামি ধর্ম্ম নয়

শুধু গুণ্ডামী ভণ্ডামী আর গোঁড়ামি ধর্ম্ম নয়,
এই গোঁড়াদের সর্বশাস্ত্রে শয়তানী চেলা কয়।
এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম্ম কহে না কভু।
তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরিকী স্বত্ব আনে,
তার বিচারক এক সে আল্লা—লিখিত আল্-কোরানে।
মানুষ তাহার বিচার করিতে পারে না, নরকে তারে
অথবা স্বর্গে কোন্ মানুষের শক্তি পাঠাতে পারে ?
"উপদেশ শুধু দিবে অজ্ঞানে"—আল্লার সে হুকুম,
নিষেধ কোরানে— বিধর্মী 'পরে করিতে কোনো জুলুম।
কেন পাপ করে, ভুল পথে যায় মানবজন্ম ল'য়ে
কেন আসে এই ধরাতে জন্ম-অন্ধ পঙ্গু হয়ে,
কেন কেহ হয় চির-দরিদ্র, কেহ চির-ধনী হয়,
কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারো জীবন শান্তিময় ?

কোন্ শাস্ত্রী বা মৌলানা, বলো, জেনেছে তাহার ভেদ ?
গাধার মতন বয়েছে ইহারা শাস্ত্র কোরান বেদ!
জীবনে যে তার ডাকেনি ক, প্রভু ক্ষুধার অন্ন তার
কখনো বন্ধ করেন নি কেন কে করে তার বিচার ?
তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিরে।
তাঁহার চন্দ্র সূর্য্যের আলো করে না ধর্ম্মভেদ,
সর্ব্বজাতির ঘরে আসে, কই আনে না ত বিচ্ছেদ!
তাঁর মেঘবারি সব ধর্ম্মীর মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
তাঁহার অগ্নি জল বায়ু বহে সকলের সেবা করে।
তাঁর মৃত্তিকা ফল ফুল দেয় সর্ব্বজাতির মাঠে,
কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে ?
কোনো "ওলি" কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গম্বর,
অন্য ধর্ম্মে—দেয়নি ক গালি, — কে রাখে তার খবর ?

www.pathagar.com

যাহারা গুণ্ডা, ভণ্ড, তারাই ধর্ম্মের আবরণে
স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে!
জাতিতে জাতিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিদ্বেষ এরা আনি'
আপনার পেট ভরায়, তখ্‌ত চায় এরা শয়তানী।
ধর্ম্ম-আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত,
বলে এরা, হয়ে মন্ত্রী, করিবে স্বধর্ম্মীদের হিত।
এরা জমিদার মহাজন ধনী নওয়াবী খেতাব পায়,
কারো কল্যাণ চাহে না ইহারা, নিজ কল্যাণ চায়।
ধন সম্পদ্ এত ইহাদের, করেছে কি কভু দান ?
আশ্রয় দেয় গরীবে কি কভু এদের ঘর দালান ?
ধর্ম্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ,
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে কর সব শেষ।
নাই পরমত-সহিষ্ণুতা সে কভু নহে ধার্ম্মিক,
এরা রাক্ষস-গোষ্ঠী ভীষণ অসুর-দৈত্যাধিক!
উৎপীড়ন যে করে, নাই তার কোনো ধর্ম্ম ও জাতি,
জ্যোতির্ম্ময়েরে আড়াল করেছে, এরা আঁধারের সাথী!
মানবে মানবে আনে বিদ্বেষ কলহ ও হানাহানি,
ইহারা দানব, কেড়ে খায় সব মানবের দানাপানি।
এই আক্ষেপ জেনো তাহাদের মৃত্যুর যন্ত্রণা
মরণের আগে হতেছে তাদের দুর্গতি লাঞ্ছনা।
এক সে পরম বিচারক, তার শরিক কেহই নাই,
কাহারে শাস্তি দেন তিনি, দেখো দু'দিন পরে তা, ভাই!
মোরা দরিদ্র কাঙাল নির্য্যাতিত ও সর্ব্বহারা,
মোদের ভ্রান্ত দ্বন্দ্বের পথে নিতে চায় আজ যারা
আনে অশান্তি উৎপাত আর খোঁজে স্বার্থের দাঁও,
কোরানে আল্লা এদেরই কন—"শাখা-মৃগ হয়ে যাও।"

www.pathagar.com

জীবনে যাহারা বাঁচিল না

জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা,
মৃত্যুর পরে রবি বেঁচে
বেহেশ্‌তে গিয়ে বাদ্‌শার হা'লে,
আছিস্ দিব্যি মনে এঁচে।
হাসি আর শুনি!—ওরে দুর্ব্বল,
পৃথিবীতে যারা বাঁচিল না,
এই দুনিয়ার নিয়ামত হ'তে
নিজেরে করিল বঞ্চনা,
কিয়ামতে তারা ফল পাবে গিয়ে ?
ঝুড়ি ঝুড়ি পাবে হুর-পরী ?
পরীর ভোগের শরীরই ওদের!
দেখি শুনি আর হেসে' মরি !
জুতো গুতো লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে
আরাম্‌সে যার কাটিল দিন,
পৃষ্ঠ যাদের বারোয়ারী ঢাক
যে চাহে বাজায় তাধ্‌ন ধিন্,
আপনারা স'য়ে অপমান যারা
করে অপমান মানবতার,
অমূল্য প্রাণ বহিয়াই ম'লো
মণি-মাণিক্য পিঠে গাধার!
তারা যদি মরে বেহেশ্‌তে যায়,
সেই বেহেশত মজার ঠাঁই,
এই সব পশু রহিবে যথা, সে
চিড়িয়াখানার তুলনা নাই।
খোদেরে নিত্য অপমান ক'রে
করিবে খোদার অসম্মান,
আমি বলি—ঐ গোরের ঢিবির
ঊর্ধ্বে তাদের নাহি স্থান!

www.pathagar.com

এই পৃথিবীর মানুষের মুখে
উঠিল না যার জীবনে জয়,
ফেরেশ্‌তা তা'র দামামা বাজাবে,
ভাবিতেও ছি ছি লজ্জা হয়!

মেড়াতেও যারা চড়িতে ডরায়
দেখিল কেবল ঘোড়ার ডিম,
বোর্‌রাকে তারা হইল সওয়ার
ছুটাইবে ঘোড়া! ততঃকিম্‌!
সকলের নীচে পিছে থেকে, মুখে
পড়িল যাদের চুনকালি,
তাদেরি তরে কি করে প্রতীক্ষা
বেহেশ্‌ত্‌ শত দীপ জ্বালি ?

জীবনে যাহারা চির-উপবাসী,
চুপসিয়া গেল না খেয়ে পেট,
উহাদের গ্রাস কেড়ে খায় সবে,
ওরা সয় মাথা করিয়া হেঁট,
বেহেশ্‌তে যাবে মাদল বাজায়ে
কুঁড়ের বাদশা এরাই সব ?
খাইবে পোলাও কোর্ম্মা কাবাব!
আয় কে শুনিবি কথা আজব!

পৃথিবীতে পিঠে সয়ে গেল সব,
বেহেশ্‌তে পেটে সহিলে হয়!
অত খেয়ে শেষে বাঁচিবে ত ওরা ?
ফেঁসে যাবে পেট সুনিশ্চয়!

হাসিছ বন্ধু ? হাস হাস আরো,
এর চেয়ে বেশী হাসি আছে,
যখন দেখিবে "বেহেশ্‌ত" বলে,
ওদের কোথায় আনিয়াছে!

www.pathagar.com

শহরের বাসি আবর্জ্জনা ও
ময়লা, চড়িয়া 'ধাপা মেলে'
ভাবে, চলিয়াছে দার্জিলিঙ্গে
হাওয়া বদ্‌লাতে চ'ড়ে রেলে!
বদ্‌লায় হাওয়া, রেলেও তা চড়ে,
তারপরে দেখে চোখ খুলে,
স্তূপ করে সব ধাপার মাঠেতে
আগুন দিয়াছে মুখে তুলে!

ডুবুরী নামায়ে পেটেতে যাদের
খুঁজিয়া মেলে না 'ক' অক্ষর,
তারাই কি পাবে খোদার দিদার,
পুছিবে 'মাআরফতী' খবর ?
পশু-জগতেরে সভ্য করিয়া
নিজেরা আজিকে বুনো মহিষ,
বুকেতে নাহি ক জোশ-তেজ-রিশ্‌,
মুখেতে কেবল বুলন্দ রীশ,
তা'রাই করিবে বেহেশ্‌তে গিয়ে
হুরপরীদের সাথে প্রণয়!
হুরী ভুলাবার মতই চেহারা
গাছে গাছে ভূত আঁৎকে রয়!

দেহে মনে যাই যৌবন-তেজ
ঘুণ-ধরা বাঁশ হাড্‌ডি-সার,
এই সব জরা-জীর্ণেরা হবে
বেহেশ্‌ত হুরীর দখ্‌লিকার!
নেংটি পরিয়া পরম আরামে
যাহারা দিব্য দিন কাটায়,
জিজ্ঞাসে যারা পায়জামা দেখে—
'কি করিয়া বাবা পরো ইহায় ?
পরিয়া ইহারে করেছো সেলাই
অথবা সেলাই করে পরো ?'
এরাই পরিবে বাদশাহী সাজ
বেহেশতে গিয়ে নবতর ?

www.pathagar.com

বন্ধু, একটা মজার গল্প
শুনিবে ?—এক যে ছিল বুনো
পুণ্য করিতে করিতে একদা
তুলিল পটল হয়ে ঝুনো।
শিখেনি কো কভু সভ্যতা কোনো
আদব কায়দা কোনো দেশের,
বেহেশ্‌তে যাবে ভরসায় শুধু
তুলিয়া পুণ্য করিল ঢের।
মরিল যখন, গেল বেহেশতে
দলে দলে এল হুরপরী,
এল ফেরেশ্‌তা বস্তা বস্তা
এল ডাঁশা ডাঁশা অপ্সরী
রঙ-বে-রঙের সাজ-পরা সব,
বুকে বুকে রাঙা রামধনু,
চলিতে চলকি পড়িছে কাঁকাল,
যৌবন-ধরথর তনু।
সারা গায়ে যেন ফুটিয়া রয়েছে
চম্পা-চামেলি-যুঁই বাগান,
নয়নে সুর্মা, ঠোঁটে তাম্বুল,
মুখ নয় যেন আতর-দান।
যেন আধ-পাকা আঙ্গুর, করে
টলমল মরি দেহে সবার,
পান খেলে দেখা যায়, গলা দিয়ে
গলে গো যখন পিচ তাহার।
দলে দলে আসে দলমল ক'রে
তরুণী হরিণী করিণীদল,
পান সাজে খায়, ফাঁকে ফাঁকে মারে
চোখা চোখা তীর চোখে কেবল!
বুনো বেচারার ঝুনো মনও যেন
ডাঁসায়ে উঠিল এক ঠেলায়,
হ্যাঁকচ্ প্যাঁকচ্ করে মন তার
চায় আর শুধু শ্বাস ফেলায়!

www.pathagar.com

পড়িল ফাঁপরে, কেমন করিয়া
করিবে আলাপ সাথে এদের।
চাহিতেই ওরা হাসিয়া লুটায়,
হাসিলে কি জানি করিবে ফের।
উস্‌খুস্‌ করে চুলকায় দেহ,
তাই ত কি ব'লে কয় কথা,
ক্রমেই তাতিয়া উঠিতেছে মন,
আর কত সয় নীরবতা!
ফস্‌ ক'রে বুনো আগাইয়া গিয়া
বসিল যেখানে পরীরা সব
হাসে আর শুধু চোখ মারে, সাজে
পান, আর করে গপ্‌ গুজব।
পানের বাটাতে হঠাৎ হেঁচকা
টান মেরে বলে, "বোন্‌ রে বোন্‌,
আমারে দিস্‌ ত পানের বাটাটা,
মুইও দুটো পান খাই এখন।"
যত হুরীপরী অপ্সরীদল
বেয়াদবী দেখে চটিয়া লাল!
বলে, "বে-তমিজ! কে পাঠাল তোরে,
জুতা মেরে তোর তুলিব খাল!
না শিখে আদব এলি বেহেশতে
কোন বন হতে রে মনহুশ ?
এই কি প্রণয়-নিবেদন-রীতি
জংলী বাঁদর অলম্বুশ!"
বলেই চালাল চটাপট জুতি,
বুনো কেঁদে কয়, "মাওই মাও,
আর বেহেশতে আসিব না আমি
চাহিব না পান, ছাড়িয়া দাও!"
আসিল বেহেশ্‌ত্‌ ইনচার্জ ছুটে,
বলে পরীদের, "করিলে কি ?
ও যে বেহেশ্‌তী!" পরীদল বলে,
"ঐ জংলীটা ? ছি-ছি-ছি ছি।

www.pathagar.com

এখনি উহারে পাঠাও আবার
পৃথিবীতে, সেথা সভ্য হোক,
তারপর যেন ফিরে আসে এই
হুরী-পরীদের স্বর্গলোক।"
সকল পুণ্য তপস্যা তার
হইল বিফল আসিল, ফের
নামিয়া ধূলায় পৃথিবীতে, হায়,
দেখিয়া দোজখে হাসে কাফের।

বন্ধু, তেম্‌নি স্বর্গ-ফেরতা
ভারতীয় মোরা জংলী ছাগ,
পৃথিবীরই নহি যোগ্য, কেমনে
চাহিতে যাই ও বেহেশত-বাগ্‌।
পিষিয়া যাদের চরণের তলে
'দেউ' 'জিন' করে মাতামাতি,
দৈত্য-পায়ের পুণ্যে তারাই
স্বর্গে যাবে কি রাতারাতি ?
চার হাত মাটি খুঁড়িয়া কবরে
পুঁতিলে হবে না শাস্তি এর,
পৃথিবী হইতে রসাতল পানে
ধীরে দিক ছুঁড়ে কেউ এদের।
আগাইয়া চলে নিত্য নূতন
সম্ভাবনার পথে জগৎ,
ধুঁকে ধুঁকে চলে এরা ধ'রে সেই
বাবা আদমের আদিম পথ।
প্রাসাদের শিরে শূল চড়াইয়া
প্রতীচি-ব্রজে দেখায় ভয়,
বিদ্যুৎ ওদের গৃহ-কিঙ্কর
নখ-দর্পণে বিশ্ব রয়।
তাদের জ্ঞানের আর্শিতে দেখে
গ্রহ-শশী-তারা—বিশ্বরূপ,
মণ্ডুক মোরা চিনিয়াছি শুধু
গণ্ডুষ-জল বদ্ধ-কূপ!

www.pathagar.com

গ্রহ গ্রহান্তে উড়িবার ওরা
রচিতেছে পাখা, হেরে স্বপন,
গরুর গাড়ীতে চড়িয়া আমরা
চলেছি পিছনে কোটি যোজন
পৃথিবী ফাড়িয়া সাগর সেঁচিয়া
আহরে মুক্তা মণি ওরা,
ঊর্ধ্বে চাহিয়া আছি হাত তুলে
বলহীন মাজা-ভাঙা মোরা।

মোরা মুসলিম, ভারতীয় মোরা,
এই সান্ত্বনা নিয়ে আছি,
মরে' বেহেশ্‌তে যাইব বেশক,
জুতো খেয়ে হেথা থাকি বাঁচি।
অতীতের কোন্ বাপ দাদা কবে,
করেছিল কোন্ যুদ্ধ জয়,
মার খাই আর তাহারি ফখর
করি হর্দ্দম জগৎময়।
তাকাইয়া আছি মূঢ় ক্লীবদল
মেহেদী আসিবে কবে কখ্‌ন,
মোদের বদলে লড়িবে সেই যে,
আমরা ঘুমায়ে দেখি স্বপন!
যত গুতা খাই, বলি, "আরো, আরো,
দাদারে আমার বড়ই সুখ!
মেরে নাও দাদা দুটো দিন আরো
আসিছে মেহেদী আগন্তুক!"
মেহেদী আসুক না আসুক তবে
আমরা হয়েছি মেহেদী-লাল
মার খেয়ে খেয়ে খুন ঝরে ঝরে,
করেছে শত্রু হাড়ির হাল!
বিংশ শতাব্দীতে আছি বেঁচে
আমরা আদিম বন-মানুষ,
ঘরের বৌ-ঝি সম ভয়ে মরি
দেখি পরদেশী পর-পুরুষ!

www.pathagar.com

ওরে যৌবন রাজার সেনানী
নয়া জামানার নও-জোয়ান,
বন-মানুষের গুহা হতে তোরা
নতুন প্রাণের বন্যা আন!
যত পুরাতন সনাতন জরা—
জীর্ণের ভাঙ্, ভাঙ্ রে আজ্!
আমরা সৃজিব আমাদের মতো
ক'রে আমাদের নব সমাজ!

বুড়োদের মতো ক'রে ত বুড়োরা
বাঁচিয়াছে, মোরা সাধিনি বাদ,
খাইয়া দাইয়া খোদার খাসীরা
এনেছে মুক্তি-ষাঁড়ের নাদ।
আমাদের পথে আজ যদি ঐ
পুরানো পাথর নুড়িরা সব
দাঁড়ায় আসিয়া, তবু কি দু'হাত
জুড়িয়া করিব তাদের স্তব ?
ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, রে বন্ধহারা
নব-জীবনের বন্যা-ঢল!
ওদের স্বর্গে পাঠায়ে, বাজা রে
মর্ত্ত্যে মোদের জয়-মাদল!
চির -যৌবনা এই ধরণীর
গন্ধ বর্ণ রূপ ও রস
আছে যত দিন, চাহি না স্বর্গ!
চাই ধন, মান, ভাগ্য, যশ।
জগতের খাস দরবারে চাই
শ্রেষ্ঠ আসন, শ্রেষ্ঠ মান,
হাতের কাছে যে রয়েছে অমৃত
তাই প্রাণ ভ'রে করিব পান।

সওগাত
চৈত্র ১৩৩৬

www.pathagar.com

মৌলবী সাহেব

ওয়ালেদেরই মতন বুজর্গ
মক্তবের ঐ মৌলবী সাহেব,
তাই উঁহারে কেতাবে কয়—
'হযরত রসূলের নায়েব।'
দুনিয়াদারীর কাজ নিয়ে সব
দুনিয়ার লোক থাকে মাতি
মৌলবী সাহেব দুনিয়া ভুলে
জ্বালিয়ে রাখেন দীনের বাতি।
উনিই জ্বালান জ্ঞানের আলো
আমাদের এই আঁধার মনে
ওঁরই গুণে মানুষ ব'লে
পরিচিত হই ভুবনে।
গাফ্‌লিয়াতের ঘুমে যখন
গ্রামের সবাই রয় ঘুমিয়ে,
উনিই জানান, 'ফজর হল'
ভোরে উঠে আজান দিয়ে।
মৌলুদ শরীফে উনিই,
ওঁরেই ডাকি ফাতেহাতে,
সান্ত্বনা দেন দুঃখে-শোকে
উনিই মোদের ধরে হাতে।
ধন-দৌলত চান না উনি,
রন মশগুল খোদার নামে,
ওয়াজ-নসিহত ক'রে তিনি
ঠিক রেখেছেন মোদের গ্রামে।
শিক্ষা দিয়ে দীক্ষা দিয়ে
ঢাকেন মোদের সকল আয়েব,
পাক কদমে সালাম জানাই
নবীর নায়েব মৌলবী সাহেব।

[মক্তব সাহিত্য]

www.pathagar.com

আগুনের ফুল্‌কী ছুটে

আগুনের ফুল্‌কী ছুটে ফুল্‌কী ছুটে!
ফাগুনের ফুল কি ফুটে নবযুগ-পত্রপুটে
ফাগুনের ফুল কি ফুটে?
আগুনের ফুল্‌কী ছুটে, ফুল্‌কী ছুটে!
উল্কার উল্‌কি-লেখায়
নিশীথে পথ কে দেখায় ?
আকাশে হজরত আলির
আগ্নেয় "দুলদুল" কি ছুটে ?
আগুনের ফুল্‌কী ছুটে, ফুল্‌কী ছুটে!

ছোট আজ ফুল্‌কী যা'রা
না দেখা অগ্নি-গিরির ভাই তাহারাই, ভগ্নি তারা!
আকাশের মানিক মোতি জ্যোতির্ধারা,
আমাদের আশার প্রদীপ, নয়নতারা,
পাথরের ঘুম-ভাঙানো প্রাণ-ফোয়ারা
ফুটিয়া ঐ এল রে! ছুটিয়া ঐ এল রে!
চবুতরার কবুতর আকাশের পথ পেল রে!
আসে কা'র পালকী ছুটে ?
কে আসে উড়িয়ে ধূলি বাংলার শ্যামলা মাঠে
সওয়ার হয়ে আরবী উটে ?
আগুনের ফুল্‌কী ছুটে ফুল্‌কী ছুটে!

রাত্রির ঘুম ভাঙিয়ে যাত্রীদের দেয় জাগিয়ে,
ঘুমাতে পায় না ব'লে বুড়ারা রক্ত-আঁখি,
তবু গায় নিদ্রা ভাঙ্গায় ভোরের পাখী, সুরের সাকী!
ইহারাই ছড়িয়ে পড়ে জীবনের খই ফুটিয়ে,
ইহারাই ফুলের কুঁড়ি আছে সব দল গুটিয়ে!
ইহারাই টস্‌টসে-রস মৌটুসী কি ?
এরা কি উদয়-তারার ঝিকিমিকি ?

www.pathagar.com

এদেরি গলার সুরে গান গেয়ে বুলবুল কি উঠে ?
আগুনের ফুল্‌কী ছুটে ফুল্‌কী ছুটে!
খুশীর ঐ খোশরোজে রোজ খুনসুড়ি কি করে এরাই ?
চঞ্চল চুমকুড়ি দেয় ফুল্‌কুঁড়িকে ধ'রে এরাই ?
বিকেলের ঝিঙের মাচায় ফিঙের সাথে
দেখেছি নাচতে এদের; শুনেছি গুন্‌গুনাতে
এদের সুরে মৌমাছিকে!

উঁকি দেয় নতুন জীবন এদেরই চোখের চিকে!
এল রে এলোমেলো পাগ্‌লা হাওয়া,
এল রে কেয়াপাতার নৌকা বাওয়া।।
উড়ুনি উড়িয়ে এল ঘূর্ণী হাওয়া,
এল রে দুরন্ত সব শিরণী-খাওয়া!
এল কি চোর-কাঁটা ? না! আনার-দানা, পাথর-কুচি,
এল রে ফলের আশা, ফুলের গুছি!

কি খুশীর খই ফুটাবে কথায় কথায় ?
টাঙাবে দোলনা বুঝি ডুমুর গাছে ঝুম্‌কো লতায়,
এল সব আলোক-লতা দুষ্টু মেয়ে,
আগুনের দীপ জ্বালিয়ে, ফাগুনের ফাগে নেয়ে!
হাসি আর দৃষ্টি দিয়ে
বিষ্টি ঝরাবে গো,
মিষ্টির বাজার এবার নেবে লু'টে!
এল রে চিত্র-পাখা প্রজাপতি চিত্র-কুটে!
আগুনের ফুল্‌কী ছুটে ফুল্‌কী ছুটে!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাধনা

বহু যুগ ধরে বেঁচেছিস তোরা
এবার মৃত্যু-সাধনা কর;
যে হাতে কেবলি কর মোনাজাত
সে হাতে এবার অস্ত্র ধর।
গগন হইতে হেলাল ছিঁড়িয়া
সাজারে তোদের লাল নিশান—
বুড়োদের আয়ু অক্ষয় হোক,
নেসার করে দে তোদের প্রাণ।

[কবি সিলেটের ফজলুর রহমান চৌধুরীকে এ কবিতাটি লিখে দেন।]

www.pathagar.com

তৌবা

[বেহাগ-খাম্বাজ-দাদ্‌রা]

দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের, রাজা আংরেজ হারাম-খোর।
ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশী, হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর।
আর মেয়েরা ওদের মদ্দের সাথে রাজপথে করে গলাগলি,
আরে শুধু তাই নয়, নাচে গলা ধরে ব্যাণ্ড বাজায়ে ধলা-ধলী।।
কোরাস্ ঃ— আরে তৌবা! আরে তৌবা!!

আরে যাবে কোথা মিঞা ? চৌদিকে ঘিরে টিকি বেঁধে শিরে কাফের হায়?
খাই আমরা হারাম সুদ ? আরে যাও, ওরা যে তেমনি ক্যাঁকড়া খায়।
দ্যাখো ষাঁড়-পোড়া খেলে হাড় মোটা হয়, সোজা কথাটা কি বুঝিলে ছাই
আর খাসি নাহি ক'রে বোদা পাঁঠা ধরে কেটে খায়, করে না কো জবাই।
কোরাস্ ঃ—আরে তৌবা! আরে তৌবা!!

দ্যাখো মেয়েরা ওদের বোর্‌কা না দিয়ে রেল ও জাহাজে চড়িয়া যায়,
মোদের বোর্‌কা দেখিলে ছেলেরা ওদের জুজুবুড়ী বলে ভীর্মি খায়।
আরে ইজ্জৎ তবু থাকে ত মোদের যক্ষ্মায় নয় মরে শতক,
ওরে উহাদের মত বেরুলে বিবিরা যদি কেউ দেখে' হয় 'আশক'।।
কোরাস্ ঃ — আরে তৌবা! আরে তৌবা!!

আরে আমাদের মত দাড়ি কৈ ওদের ? লাগিলে যুদ্ধ নাড়িবে কি ?
আর উহাদের মতো কাছা কোঁচা নাই, ধরিলে মোদের ফাড়িবে কি ?
ছার অস্ত্র লইয়া কি হবে, আমরা বস্ত্র যা পরি থান খানিক,
তাতে তৌবা তৌবা করি যদি, যাবে কামানের গোলা আট্‌কে ঠিক।।
কোরাস্ ঃ —সোব্‌হান আল্লা! সোব্‌হান আল্লা!!

দ্যাখো তুর্কিরা বটে ছাঁটিয়া ফেলেছে তুর্কি নূর ও মাথার ফেজ,
আর "দীন-ই-ইস্‌লাম্" ছেড়ে দিয়ে শুধু তলোয়ারে তারা দিতেছে তেজ!

www.pathagar.com

আরে বাপ-দাদা করে গিয়েছে লড়াই, আমরা খাম্‌কা কেন লড়ি।
দেহে ইসলামী জোশ আনাগোনা করে "ছহি জঙ্‌নামা" যবে পড়ি!
কোরাস্ ঃ —সোব্‌হান আল্লা! সোব্‌হান আল্লা!!

মোরা মস্‌জিদে বসি নামাজ পড়ি যে, রক্ষা কি আছে বিধর্ম্মীর?
ওরা "কাফুরের মত যাইবে ফুরায়ে" অভিশাপ যদি হানেন পীর।
দ্যাখো পায়জামা চেপে রেখেছি আজিও আমাদের এই পায়ের জোর,
আরে অক্কাই যদি পেতে হয়—দিব মক্কার পানে সরল দৌড়।।
কোরাস্ ঃ— মাশাআল্লা! ইন্‌শা আল্লা।।

জানো দুনিয়ায় মোরা যত পাব দুখ, বেহেশ্‌তে পাব ততই সুখ,
আর মেরে যদি হাত চুলকুনি মেটে'নে বাবা তোদেরি আশ মিটুক!
সবে পশ্চাৎ দিয়ে করিব জবাই, আসুন 'মেহেদী' থাম্ দু'দিন!
বাবা মুষল লইয়া কুশল পুছিতে আসিছে কাবুলী মুস্‌লেমিন।।
কোরাস্ ঃ আল্লাহু আকবর। আল্লাহু আকবর।।

[চন্দ্রবিন্দু]

www.pathagar.com

বোধন

১

দুঃখ কি ভাই হারানো য়ুসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।
কেঁদো না, দমো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর-তখতে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্প-তাজে।।

২

হয়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা আড়ে প্রহেলিকা মধু,— বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ-শস্য
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!

দুঃখ কি ভাই, হারানো য়ুসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।

৩

দুদিনের তরে গ্রহ ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ,
নিকট সেদিন, র'বে না এদিন, হবে জালিমের গর্ব্ব চূর্ণ!
পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে;
কণ্টক ভয়ে ফিরবে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপবে।

দুঃখ কি ভাই হারানো য়ুসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে',
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।

www.pathagar.com

অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা
সত্য মোদের কাণ্ডারী ভাই, তুফানে আমরা পরওয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধ্ বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয়-তূরে।

দুঃখ কি ভাই, হারানো য়ুসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।

৫

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, অমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত!

দুঃখ কি ভাই, হারানো য়ুসোফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।।

[বিষের বাঁশী]

[কবিতাটি হাফিজের "য়ুসোফে গুম্ গশ্‌তা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিন্‌আন্ গম্ মখোর' শীর্ষক গজলের ভাবাবলম্বনে লিখিত।]

www.pathagar.com

কাব্য-আমপারা

কাব্য-আমপারা প্রকাশ ইতিহাস

[আমপারা-কাব্যানুবাদ]

[কবি নজরুল ইসলাম পবিত্র কুরআনের 'আমপারা' অংশের সূরাগুলি কাব্যে অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর এর প্রকাশ কিভাবে সম্ভব হয়, তার ইতিহাস আমাদের জানা ছিল না। জনাব মাহফুজুর রহমান খান 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'র ৫ম বর্ষ ঃ ১৩৮০ সংখ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণে তা উদ্‌ঘাটন করেছেন। কাব্য-আমপারার পটভূমি হিসেবে এই কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমরা লেখাটিকে প্রাগ-ভূমিকা হিসেবে প্রকাশ করলাম।—সম্পাদক]

কবি নজরুল ইসলাম খুব সুন্দর একটি মোটর গাড়ী কিনিয়াছিলেন, বিভিন্ন কিস্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করার শর্তে। গাড়ীতে কয়েকটি অতিরিক্ত অংশ যোজনা করিয়া গাড়ীর অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ধন করতঃ উহাকে শহরের জনসাধারণের আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। গাড়ীর হর্নের আওয়াজও ছিল এক বিশেষ ধরনের। গাড়ীর রং ছিল গাঢ় বাদামী। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে 'অগ্নি-বীণা' পুস্তকের কপিরাইট (মালিকানা স্বত্ব) বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকায় কবি গাড়ী কিনিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অতি বড় সত্য কথা যে ঐ পুস্তকের তৎকালীন কপিরাইটের টাকায় ঐ মূল্যবান বিশেষ ধরনের গাড়ীর টাকার সংকুলান হয় নাই। আমি ভালভাবে ইহা জানি। এই গাড়ী কিনিয়া তিনি যে খুব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে গাড়ীর কিস্তির টাকার সংকুলান না হওয়ায় তিনি খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত গাড়ীও হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল।

বাংলা ১৩৩৯ সালের চৈত্র মাসের শেষের দিককার কথা। তখন কলিকাতার অধুনালুপ্ত "এম্পায়ার বুক হাউস" হইতে কবির "জুল্‌ফিকার" ও "বনগীতি" বাহির হইয়াছে। একদিন বিকাল বেলা ১৫, কলেজ স্কোয়ারস্থিত উক্ত 'এম্পায়ার বুক হাউসে'র দরওয়াজা বরাবর রাস্তায় কবির গাড়ীর হর্ন বাজিয়া উঠিল। দুই তিনবার হর্নের আওয়াজ শুনিয়া আমি দোকানের ভিতর হইতে কাউন্টারে আসিয়া দেখি, কবি সাহেব গাড়ীর ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া আমাদের দোকান বরাবর চাহিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই হাত ইশারায় ডাকিলেন। আমি

www.pathagar.com

দোকান হইতে বাহির হইয়া গাড়ীর কাছে যাইয়া তাঁহাকে সালাম করিলাম। গাড়ীতে তাঁর দুই শিশু পুত্র 'নিনি' ও 'সানি' (লেনিন ও সানইয়াত)। তিনি আমাকে বলিলেন, "আগামীকাল সকালে আটটার সময় আমার বাসায় যাবে, বিশেষ দরকার আছে।" আমি ছেলেদের নিয়া তাঁহাকে দোকানে আসিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন, "অনেক দূর থেকে আসছি, এখন সময় হবে না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পরের দিন যথাসময়ে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। নীচের ঘরে বসিয়া আছি। রামা (উড়ে ভৃত্য) আসিয়া বলিল, "বাবু একটু পরে আসছেন। তিনি স্নান করছেন। আপনাকে বসতে বলেছেন।" একটু পরে কবি সাহেব নীচে নামীয়া আসিলেন। গায়ে সাদা খদ্দরের ফতুয়া, পরনে সাদা ধুতি। তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে একটি বিশেষ কাজের জন্য ডেকেছি। ইচ্ছে করেছিলাম কোরান শরিফের সম্পূর্ণটা পদ্যে অনুবাদ করবো। কিন্তু আমপারার অনুবাদ হবার পর আর সময় পাইনি ও-কাজে হাত দিতে। বাইরের নানা প্রকার তাগিদে সময় পেয়ে উঠি না। আর ও-কাজ নিরিবিলিতে স্থির মন নিয়ে না বসলে হয় না, ওটা কঠিন ব্যাপার।

বর্তমানে আমার টাকার বিশেষ দরকার। সবই জানো, গাড়ী কিনেছি, তা তো আর নগদ টাকায় করিনি। এখন গাড়ীর কিস্তির টাকা না দিতে পারলে কোম্পানী গাড়ী নিয়ে নেবে। হাতে এখন নতুন বইয়ের কোন পাণ্ডুলিপি নেই। রেকর্ডিং-এর গান তৈরি করতে আর মহলা করতেই সময় চলে যায়। আর সংসারের ঝামেলা তো আছেই। এখন একমাত্র সম্বল রয়েছে 'কাব্য-আমপারা'র পাণ্ডুলিপি। বইখানা তোমরা ছাপো।"

প্রতি উত্তরে বলিলাম, "আমরা বর্তমানে দু'খানা নতুন বড় বই হাতে নিয়েছি। ও দুটো এখন প্রেসে আছে। কিছুদিন আগে জানতে পারলে আমরাই ছাপতে পারতাম।"

তখন তিনি বলিলেন, "তা'হলে একটি ভাল পার্টি যোগাড় ক'রে দাও খুব শীঘ্র।"

"আমপারা" কুরআন শরীফের একটি অংশ, ধর্মীয় পুস্তক। কোন হিন্দু প্রকাশক তাহা ছাপিতে সম্মত হইবে না। ইহা ব্যতীত তৎকালে কিছু কিছু মুসলমান ধর্ম-বিষয়ে কবি সাহেবের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিতেন। মাসিক 'মোহাম্মদী' ইত্যাদি পত্রিকায় ইহার নজির রহিয়াছে। তখন মুসলমান প্রকাশকের সংখ্যাও কম।

www.pathagar.com

আমি কবি সাহেবকে বলিলাম, "এক সপ্তাহ পরে আপনাকে সংবাদ জানাবো। এখন সঠিক করে কিছু বলতে পারি না। টাকা পয়সার ব্যাপার। তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে আপনাকে শীঘ্রই জানাব। আপনি নিজে তো জানেন মুসলমান পুস্তক প্রকাশকদের অবস্থা, আর তার সংখ্যাই বা কত! চিৎপুর থেকে যে সব পুঁথিসাহিত্য বের হয়, সেখান থেকেও এই বই প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা নেই।"

আমার এই সামান্য কথায় তাঁহাকে বিমর্ষ ও উৎকণ্ঠিত বলিয়াই আমার মনে হইল। আমিও ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, কি করা যায়।

তৎকালীন প্রায় প্রত্যেকটি মুসলমান পুস্তক ব্যবসায়ীর সাথেই আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থাও আমার অনেকটা জানা ছিল। এই সব ভাবিয়া মনে মনে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময় হেলালউদ্দিন খান সাহেবের কথা মনে পড়িল।

আমি পুনরায় কবি সাহেবকে বলিলাম, "আমার একজন বন্ধু ব্যক্তি আছেন। তাঁর সংগে পরামর্শ করে যে ব্যবস্থা করতে পারি, আপনাকে জানাব।" তিনি জানতে চাইলেন, আমার সেই বন্ধু ব্যক্তিটি কে ? বলিলাম, "তাঁর নাম হেলালউদ্দিন খান। তাঁর নিজের কোন পুস্তক-প্রতিষ্ঠান নেই। তিনি করিম বক্স ব্রাদার্সের খুব বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল কর্মচারী। খুব ভাল লোক। তাঁর মারফত করিম বক্স ব্রাদার্সের মালিকের সংগে এই বিষয় উত্থাপন করব। দেখা যাক কতদূর অগ্রসর হতে পারি।"

কবি সাহেব শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং বলিলেন, "কথাটা খুব গোপন রাখবে। অন্য কারও নিকট আমার গাড়ির কিস্তি খেলাফের কথা এখন বলো না। তুমি আমার নিজের লোক বলেই সব কথা তোমাকে খুলে বললুম। অভাব আমার আছে ও থাকবে, এটা সকলেই জানে।"

সেইদিন যথাসময়ে কবি সাহেবের নিকট হইতে বিদায় নিয়া চিন্তিত মনে বাসায় আসিলাম। ইহার একদিন পর হেলাল সাহেব কলেজ স্কোয়ারের দোকানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে গাড়ীর কথা বাদ দিয়া আর সব কথা খুলিয়া বলিলাম। যাহাতে তাঁহারা বইখানা ছাপেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, "এই ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। মাওলানা আবদুর রহমান খান সাহেবের সংগে কথা বলুন, কাজ হবে। তাঁর সম্মতি ছাড়া এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁকে সব কথা ভালমত বোঝাতে পারলে এই পুস্তকের প্রকাশনার ভার গ্রহণ করতে পারেন। নজরুলের বইয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ আছে।"

www.pathagar.com

আমি বলিলাম, "তাঁর সংগে আমার কোন পরিচয় নেই। আপনার সহায়তা ছাড়া এতো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে আপনার মারফতই অগ্রসর হতে হবে। আপনি তাঁর নিকট এই বইয়ের বিষয় প্রাথমিক আলোচনা করে তাঁর মতামত জানতে পারবেন। এই বই ছাপতে আপনারা অস্বীকৃতি জানালে অন্যত্র কথা বলব। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা বইখানা ছাপুন। আপনাদের নামকরা বড় প্রেস। পূর্ণ অঙ্গসৌষ্ঠব ও মর্যাদার সংগে বই বের করতে আপনারাই উপযুক্ত প্রকাশক। কবি নজরুল ইসলাম সাহেবেরও ইচ্ছা যে একটি মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হতে এই মূল্যবান বইখানা আত্ম প্রকাশ করে।" যাইবার সময় তিনি আমাকে বলিয়া গেলেন যে মাওলানা সাহেবের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া আমাকে জানাইবেন।

ব্রিটিশ আমলে সমগ্র ভারতের একমাত্র সরকারী মুদ্রাকর ছিল "করিম বক্স ব্রাদার্স।" ভারত সরকারের যাবতীয় ছাপার কাজ, যথা, ডাক বিভাগ, রেলওয়ে বিভাগ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা ইত্যাদি, এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা ছাপা হইত। পরবর্তীকালে কাজের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় "লাল চান্দ এণ্ড সন্স" নামক আর একটি মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠানও এই কাজ পাইয়াছিল।

"করিম বক্স ব্রাদার্সে"র অন্যতম মালিক ও প্রধান পরিচালক ছিলেন মাওলানা আবদুর রহমান খান। তিনি সত্যিকারের আলেম, গুণী ও কর্মী পুরুষ। তাঁহার পুত্র জনাব রিজাউর রহমান খান এম-এ, বি-এল ছিলেন সেই সময় কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ও বেংগল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য। কলিকাতার তৎকালীন বিশেষ বিশেষ শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে মাওলানা সাহেবের ছিল প্রত্যক্ষ যোগসূত্র। পূর্বে তাঁহার সহিত আমার কোন আলাপ পরিচয় না থাকিলেও আমি তাঁহার সদ্গুণের বিষয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের আরবী, ফারসী ও উর্দু বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন হেলালউদ্দীন খান। এই প্রতিষ্ঠানের পুস্তক বিভাগও তিনি পরিচালনা করিতেন। তাঁহার বাড়ি ছিল ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জ মহকুমায়। "ওরিয়েন্টাল পাবলিশার্স লিমিটেড" নামক প্রতিষ্ঠানের মুসলমান সাহিত্যিকদের অনেকগুলি বইয়ের স্বত্বাধিকার "করিম বক্স ব্রাদার্সে"র হাতে আসে। অফিস ছুটির পর হেলাল সাহেব বিকালবেলা কলেজ স্কোয়ারের পুস্তক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী তাঁহাদের বই সরবরাহ করিতেন এবং বইয়ের অর্ডার সংগ্রহ করিতেন। এই

www.pathagar.com

সূত্রেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। দুই দিন পরে হেলাল সাহেব আসিলেন। তিনি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিলেন যে "কবি নজরুল ইসলাম সাহেবের 'কাব্য আমপারা' পুস্তক সম্বন্ধে যাবতীয় আলাপ-আলোচনাই হইয়াছে। তিনি আপনাকে তাঁহার বাসায় দেখা করিতে বলিয়াছেন—কনভেন্ট রোডে।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি তাঁর নিকট সম্পূর্ণ নতুন। কনভেন্ট রোড জানলেও তাঁর বাসা কোথায় জানি না। আমার সাথে বইয়ের আলাপ করে কি হবে, বরং কবি সাহেবের সাথে বইয়ের আলাপ আলোচনা করলে ভাল হয়। তাঁর ন্যায় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সাথে এই বই সম্বন্ধে কি বলতে পারি ? এ ছাড়া আমি এখনও বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখি নাই। তিনি বই ছাপতে সম্মত আছেন—এটা জানতে পারলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। পরবর্তী পর্যায়ের জন্য তো কবি সাহেবই আছেন।"

তিনি উত্তরে হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বিষয় আমি মাওলানা সাহেবকে সব খুলে বলেছি। আপনার হাত দিয়েই যে এম্পায়ার বুক হাউস হতে কবির 'জুল্‌ফিকার' ও 'বনগীতি' আত্মপ্রকাশ করেছে, তাও বলেছি এবং আপনিই এই আমপারা ছাপার জন্য মাওলানা সাহেবকে অনুরোধ করেছেন, তাও বলেছি। আপনার সাথে নজরুলের অনেক দিনের জানাশুনা- তাও জানিয়েছি। আগামীকাল রবিবার বিকেল চারটার সময় কন্‌ভেন্ট রোডে তাঁর বাড়িতে যেতে হবে। আপনার সংগে আলাপ-আলোচনা করে এই বই সম্বন্ধে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নেবেন। আগামীকাল যথাসময়ে আপনি সেখানে যাচ্ছেন কি না, এটাও আজই আমাকে তাঁর বাসায় জানাতে হবে।"

আমি বলিলাম, "আপনি আমার বিষয় তাঁকে এত সব কথা বললেন কেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "প্রয়োজন আছে বলেই বলেছি। তা না হলে নজরুলের এই বই অতি শীঘ্র বার হবে কি করে ?"

বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইল,—"ইন্‌শা আল্লাহ্‌, আগামীকাল চারটার সময় অনুগ্রহ করে আমার বাসা ৩৬ নং আপার সার্কুলার রোড হতে আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি মাওলানা সাহেবের নিকট একজন অপরিচিত লোক। তাঁর বাড়ীও আমার অজ্ঞাত। আপনার মারফতই কথা চলেছে —আপনার উপস্থিত থাকা আমার জন্য একান্ত প্রয়োজন।" তিনি আমার কথায় সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু আমি এক সমস্যায় পড়িলাম। খান সাহেব বিরাট প্রেসের মালিক। নিজেও একজন মাওলানা। তৎকালীন কলিকাতা শহরের একজন বেশ প্রতিপত্তিশালী

www.pathagar.com

ব্যক্তি। তারপর সেই সময়কার আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ নজরুলবিরোধী মনোভাবসম্পন্ন। কবির অনুবাদ আমপারা, তাহা আবার কবিতায়। তিনি আমার নিকট কি জানিতে চাহেন ?

যাহা হউক, পরের দিন যথাসময়ে হেলাল সাহেব বাসায় আসিয়া হাজির। দুইজন রিক্সায় উঠিলাম। তখনকার দিনের কলিকাতার রিক্সা কিন্তু বর্তমান ঢাকার তিন চাকার সাইকেল রিক্সা নয়। কলিকাতায় মানুষে টানা দুই চাকার রিক্সা। যাহা হউক ধর্মতলার মোড়ে সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে মাওলা আলীর দরগাহর সন্নিকটে কনভেন্ট রোডের ত্রিতল বাড়িতে মাওলানা আবদুর রহমান খান সাহবের বিরাট বাসভবন। হেলাল সাহেবের নির্দেশ মত তাঁহার পিছনে দোতলায় উঠিয়া প্রকাণ্ড ও সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সংবাদ পাইয়া একটু পরেই মাওলানা সাহেব প্রবেশ করিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া যথারীতি তাঁহাকে সালাম ও অভিবাদন করিলাম। আমাদিগকে বসিতে বলিয়া তিনিও বসিলেন।

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই জানি না কেন এক অজানা আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। পরিধানে লংক্লথের সাদা লুংগি, গায়ে লংক্লথের ঢোলা আস্তিনের খুব লম্বা পাঞ্জাবী। মাথায় কল্লিওয়ালা খাড়া সাদা টুপী। মুখে লম্বা দাঁড়ি, মাথার চুল অধিকাংশ সাদা কালোয় মিশ্রিত। লম্বা বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল বর্ণের এক সৌম্যমূর্তি। মুখমণ্ডল জ্ঞানগরিমার আভায় দীপ্তিমান।

অখ্যাত আমার জীবনে অনেক মাওলানা মৌলভী সাহেবানের সাথে চলার, কথা বলার ও থাকার সুযোগ ঘটিয়াছে ; কিন্তু ইনি যেন আলাদা ধরনের। মুখের দিকে চাহিলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া যায়। হেলাল সাহেব পরিচয় করিয়া দিবার পর মাওলানা সাহেব বলিলেন—"আপনার কথা হেলালের নিকট শুনেছি। আপনি কবি নজরুল ইসলামের সংগে পরিচিত ও তাঁর একজন ভক্ত। তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন কোন বিষয় যথাযথভাবে আপনার নিকট থেকে জানতে পারব। আপনি হেলালের নিকট কবির 'কাব্য আমপারা' ছাপার বিষয় বলেছেন। আপনার সাথে প্রাথমিক আলোচনায় সব কিছু বিষয় না জেনে কবি সাহেবের সাথে বই সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করতে চাই না। এইজন্যই আপনাকে আসতে বলেছি। নজরুলের একখানা বই ছাপতে আমার কোন আপত্তি নেই, বরং আমি আগ্রহশীল। আগে বলুন, আপনার কত দিন যাবত ও কি সূত্রে কবির সাথে পরিচয় ?"

www.pathagar.com

তাঁহার কথা শুনিয়া ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম—উন্মুক্ত মন নিয়াই তিনি আগ্রহের সাথে কবি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন। সাথে সাথে আমাকেও যাচাই করিয়া নিতে চাহেন। আমি তখন বেশ স্বাস্থ্যবান নওজোয়ান—জীবন ও যৌবনের পূর্ণ অধিকারী। তবুও তিনি আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করাতে আমি খুব সংকোচ অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু আলোচনা-স্রোতের ধারা পরিবর্তন করিতে সাহস হইল না। হেলাল সাহেব তাঁহাকে আমার বিষয় কি না কি বলিয়াছেন, তাহাও জানি না! কবির সাথে আমার পরিচয়ের সূত্রের উৎস এই পরিবেশে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। বলিলাম— "আমার স্কুল-জীবনে ইংরাজী ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে প্রত্যক্ষভাবে আমি কবির সংগে পরিচিত। আপনাকে লুকাবার আমার কিছু নেই। তিনি হুগলী অবস্থান করাকালীন সময়েও ১৯২৫ সালে তাঁর বাড়ীতে কয়েকবারই গিয়েছি। 'দৈনিক সোলতানে'র সম্পাদকীয় বিভাগে থাকাকালীন সময়েও তাঁর সাথে কলকাতায় আমার যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে বইয়ের ব্যবসায় করি, কিছুদিন হল তাঁর দুখানা বই আমরা ছেপেছি। সেই সব সূত্রে কবির সাথে আমার পরিচয়।"

"আপনারা তাঁর বইয়ের প্রকাশক। আপনারা এই বই না ছেপে অন্য পার্টি খুঁজছেন কেন ?"

"বর্তমানে আমরা অন্য লেখকের দু'খানা বই ছাপছি। পূর্বে জানতে পারলে এই বই আমরাই ছাপতাম। বর্তমানে এই বই যথাযথ মর্যাদা ও অঙ্গসৌষ্ঠব সহকারে বার করতে অনেক টাকার দরকার। এই জন্য বর্তমানে আমরা এই কাজ হাতে নিতে পারছি না। এই বিষয়ে আমি আপনার প্রতিষ্ঠানকেই উপযুক্ত বলে মনে করছি।"

"এই বই প্রকাশিত হওয়ায় আপনার কি স্বার্থ আছে ?"

"এই আমপারার কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হবার বিষয়ে আমার স্বার্থ অনেকখানি। আমাদের এক সম্প্রদায় লোক কবি সাহেবের ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁকে যত অপবাদই দিক না কেন, তিনি যে সত্যিকার ইসলাম সম্বন্ধে সজাগ, তা এই বইয়ের মাধ্যমে অনেকটা নিরসন হবে। কুরআন শরীফ সম্বন্ধে তিনি যে কতটুকু ওয়াকেবহাল, তাও প্রকাশ পাবে এই বইয়ের মাধ্যমে। এটা বাঙালী মুসলমানের একটি স্থায়ী সম্পদ বলে পরিগণিত হবে—বিশেষ করে বাংলার কাব্য-জগতে।

www.pathagar.com

আমরা যারা নজরুল ইসলামের অনুসারী, তাদের নিকট এই পুস্তক কবির একটি বাস্তব সার্থকতার স্বাক্ষর।

তাঁকে সব সময়ই নানা প্রকার পার্থিব ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হয়। আমি পুস্তক ব্যবসায়ে জড়িত আছি বলে এবং তিনি আমাকে স্নেহ করেন বলেই আমাকে একটি পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ঠিক করে দিতে বলেছেন।" একটু যেন অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহার প্রশ্নের জবাবে এখন যা কিছু বলিলাম, তিনি তাহা একাগ্র মনে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ধৈর্যসহকারে সব শুনিলেন। হেলাল সাহেব ব্যতীত অন্য কোন লোক সেই প্রকাণ্ড ঘরে ছিল না। কিন্তু পাশের ঘরের কবাটের আড়ালে কয়েকজন মহিলা যে আমাদের কথোপকথন মনোযোগের সাথে শুনিতেছেন, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিলাম। বোধ হয় মাওলানা সাহেবের পরিবারবর্গের সাথেও নজরুলের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। এই সময় বেয়ারা নাশতা ও চা নিয়ে হাজির। কে কখন নাশতা আনার হুকুম দিল, বুঝিলাম না। খাইবার সময় তিনি বলিলেন,—"আপনার কথায় খুব আনন্দিত হয়েছি। নজরুল ইসলাম সাহেবের সাথে আমার প্রত্যক্ষ আলাপ করবার সুযোগ হয়নি। তবে তাঁর বিষয় অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা হয়। তাঁর সম্বন্ধে অনেক বিরূপ আলোচনাও শুনেছি। তাঁর গানের রচনাশৈলী আমার খুব ভাল লাগে। তিনি যে বাংলার একজন কৃতী সন্তান—আল্লার দান, তা অস্বীকার করার কারও উপায় নেই।"

নাশতা-পর্ব শেষ হইবার পর তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"আপনি কবি সাহেবের একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত বুঝতে পেরে খুব খুশী হয়েছি। তাঁর এই বই প্রকাশ করতে আমিও আগ্রহশীল। তবে এটা এমনই একখানা বই যা নিয়ে নানা প্রকার অবান্তর প্রশ্ন উঠতে পারে সমাজের সম্প্রদায় বিশেষের তরফ থেকে। সব লোকের চিন্তাধারা তো আর এক রকম হয় না। বইখানা এমনভাবেই বার করা উচিত, যাতে কোন বিরূপ সমালোচনা না হয়। তিনি বাংলায় আমপারার, বিশেষ করে পদ্যে যে অনুবাদ করেছেন, তা আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক আলেমদের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে পারলে আর কোন প্রশ্ন ওঠে না।"

আমি বলিলাম, "এ কি করে সম্ভব হয় ? প্রথমত এই সমস্ত শিক্ষাবিদদের একত্র সমাবেশ করা দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয়ত আরবী শিক্ষিত আলেম সম্প্রদায় বাংলা কাব্যের খুঁটিনাটি ভুলত্রুটি কিভাবে সংশোধন করবেন? আমাদের সমাজে আলেমের তো অভাব নেই। গদ্য ও পদ্যের সৃজন-ধারা বিভিন্নমুখী। রচনা-

www.pathagar.com

শৈলীতেও কবির স্বকীয়তা রয়েছে। কাব্য-সৃজনী শক্তিধর যিনি, তিনিই শুধু পারেন নজরুল ইসলামের কবিতা সংশোধন করতে। কুরআন শরীফের প্রথিতযশা তফসীরকারগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীর প্রতি লক্ষ্য করে বিভিন্নভাবে তরজমা করেছেন— কেউ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, কেউ দার্শনিক দৃষ্টিতে, কেউ ধর্মীয় দৃষ্টিতে আবার কেউ ভাষাভিত্তিক দৃষ্টিতে। এই বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভংগীর সমন্বয় রক্ষা করে আমপারার কাব্যানুবাদ করা এক কঠিন কাজ, এটা আপনি বেশ উপলব্ধি করতে পারেন। অবশ্য আমি জানি না, তিনি এই অনুবাদ-কাজে কোন্ পন্থা অবলম্বন করেছেন। তবে এটুকু বেশ বিশ্বাস করতে পারি যে তিনি প্রত্যেক সূরার মূল ঠিক রেখেই অনুবাদ করবেন। অনুবাদ-কাব্যে তাঁর হাত যে অপটু নয়, তার পরখ হয়ে গিয়েছে।"

আমার মনের তখনকার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি খুব শান্তভাবে বলিলেন,—"আমাকে ভুল বুঝবেন্ না। আমি স্থির করেছি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান প্রধান মোদাররেস ও ইসলামিয়া কলেজের আরবী, পার্শী ও উর্দু বিভাগের প্রধান অধ্যাপকদের একত্র সমাবেশে ও কবি সাহবের উপস্থিতিতে আমার এখানে এক জলসার আয়োজন করব। আরবী, উর্দু, পার্শী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদ দেখে তাঁদের দ্বারা কাব্য আমপারার পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিয়ে নেব। কুরআনের সব উল্লেখযোগ্য তফসীরই থাকবে। যে ভাষায়ই হউক, আমপারার প্রত্যেকটি সূরার কোন্ অনুবাদক কি অনুবাদ করেছেন, তা কবির অনুবাদের সংগে মিলিয়ে দেখলেই সব সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে। বক্র দৃষ্টিতে সমালোচনা হতেও রক্ষা পাওয়া যাবে। অনেকেরই ধারণা নজরুল তো আরবী সাহিত্যে তেমন অধিকারী নন। এই অনুবাদ উপলক্ষে নজরুল-প্রতিভা সাধারণ সমালোচনায় পর্যবসিত না হয়, এটাই আমার কামনা।"

নজরুল সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ও দরদী মনের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বিষয়-বুদ্ধি অভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী এই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হইলাম। তখনকার বিবেক বুদ্ধি অনুসারে তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই তফসীর সংগ্রহ করা এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে সম্ভব হবে ? তা ছাড়া মোদাররেসগণের তো বাংলা ভাষায় তেমন অধিকার নেই, বিশেষ করে কাব্যে!"

www.pathagar.com

মাওলানা সাহেব এইবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। আমি যেন একটু কেমন হইয়া গেলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিতে লাগিলেন,— "আপনি অধৈর্য হবেন না। আলিয়া মাদ্রাসা ও ইসলামিয়া কলেজের লাইব্রেরী থেকে কুরআনের যাবতীয় বিখ্যাত তফসীর আনবার ব্যবস্থা করব। ইংরেজী ও বাংলা তফসীরও থাকবে। আরবী, উর্দু ব্যতীত ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ লোকও থাকবেন। প্রত্যেকের হাতে একখানা বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ থাকবে। কবি সাহেব এক একটি সূরার অনুবাদ বলে যাবেন– আর অন্য সকলে বিভিন্ন তফসীরকার কি অনুবাদ করেছেন, তা পরখ করে দেখবেন। যদি কোথাও কোন শব্দের রদবদল করতে হয়, তা আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমেই সংশোধন করা হবে। আমার ধারণা, এতে কবির অনুবাদ সর্বপ্রকার বিরূপ সমালোচনা-মুক্ত হবে। আমপারা কুরআনের অংশ–এও ভুললে চলবে না।"

এই বলিয়া তিনি থামিলেন এবং আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আবার বলিলাম, "এর পর আমার আর বলবার কিছু নেই। যদিও আপনার যুক্তি আমি সমর্থন করি, তবুও কবি সাহেবের সম্মতি ও মতামত না নিয়ে আপনাকে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারি না।"

তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই, কবি সাহেবের সম্মতি ব্যতিরেকে কিছুই হবে না। আমি আপনাকে যা যা বললাম, তা কবি সাহেবকে বলুন। শুনেছি তিনি অনেকটা আত্মভোলা লোক—অবশ্য সত্যিকারের কোন কবিই এই গুণ-বিবর্জিত নন। আমি মনস্থ করেছি আগামী রোববারে এই জলসার ব্যবস্থা করব। এ বিষয়ে আমার ছেলের সাথেও আলাপ হয়েছে। কবি সাহেব যদি সম্মত হন তবে আগামী বুধবারই আমাকে জানাতে হবে। হেলাল সাহেব বুধবার আপনার নিকট যাবে। আগামী রোববার বেলা দুটোর সময় আমার এখানে আসতে হবে। আর সব ব্যবস্থা আমি করে রাখব—আপনার কোন চিন্তা করতে হবে না। এখন বোধ হয় আমার পরিকল্পনা বুঝতে পেরেছেন। পাণ্ডুলিপি অনুমোদিত হয়ে গেলে বই বার করতে আমার দেরী হবে না।"

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। যথাসময়ে কবি সাহেবের মতামত তাঁহাকে জানাইব বলিয়া মাওলানা সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হেলাল সাহেব ও আমি রাস্তায় নামিয়া হাঁটিয়া বাসার দিকে চলিলাম। মাওলানা সাহেবের শর্তে কবি সাহেব সম্মত হইবেন কি না, এটাই ছিল রাস্তায় আমাদের আলোচ্য বিষয়।

www.pathagar.com

পরের দিন প্রাতঃকালে কবির বাসায় যাইয়া তাঁহাকে মাওলানা সাহেবের বক্তব্য সব বলিলাম। মৌলভী সাহেবদের দ্বারা তাঁহার কবিতা সংশোধন করাইয়া অনুমোদন করিয়া লইবেন শুনিয়া তিনি প্রথমত খুবই ক্ষুণ্ন হইলেন। মাওলানা সাহেবের দরদী মনের যুক্তিতর্ক এবং তিনি যে কবির প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাহাও বলিলাম। মৌলভী মাওলানা ব্যতীত আরও গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকিবেন, তাহাও উল্লেখ করিলাম। কবি সাহেব কিছুক্ষণের জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে এক বিষাদের ছায়া বিদ্যমান। আমি মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। কি জানি কি হয়,—হয়তো করিম বক্স ব্রাদার্সের দ্বারা তাঁহার আমপারা প্রকাশ করিতে সম্মত হইবেন না।

কিছুক্ষণ পর বলিয়া উঠিলেন,—"আমার কাব্য নিজের মেরুদণ্ডের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারবে কি না—এদের পাল্লায় পড়লে,— তাই ভাবছি। কি আর করবো ? আমার টাকার প্রয়োজন। রাজী হয়ে যাও।"

হর্ষোৎফুল্ল মনে বলিলাম,-"তা হলে আগামী রোববার বেলা দু'টায় তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী তারিখ ও সময়ই ধার্য রইল। মাওলানা সাহেবকে জানিয়ে দেই।"

বলিলেন, "জানাতে তো হবেই। আগামী রবিবারের দু'এক দিন আগে আমার সাথে দেখা করো।"

ফিরিবার সময় খুব সন্তর্পণের সহিত বলিলাম,—"পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ থাকলে খুব সুবিধা হবে।" আমার কথা শুনিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া কবি ভাঙিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "বুঝেছি, তুমি আমাকে 'জুলফিকার' ও 'বনগীতি'র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ। এবার ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাক।" বিকাল বেলা হেলাল মিয়া হাজির। বলিলেন, "গিয়েছিলেন কবি সাহেবের বাসায় ? খবর কি ?" বলিলাম, "খবর ভাল। আগামী রোববারই আপনাদের কথামত তিনি মাওলানা সাহেবের বাড়ীতে যাবেন। অন্য সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখবেন।" তিনি খুশীতে ডগ্‌মগ্। বলিলেন,—"আল্‌হামদুলিল্লাহ্"। আসল কথা, তাঁহার মনেও সন্দেহ ছিল কবি সাহেব তাঁহাদের শর্তে সম্মত হইবেন কি না। তাঁহার নিকট শুনিলাম মাওলানা সাহেবও সন্দেহযুক্ত আছেন এই বিষয়ে। যাহা হউক কথা পাকাপাকি হইয়া গেল। তাঁহাকে আরও জানাইয়া দিলাম, উক্ত তারিখে সব যেন তাঁহাদের কথামত ঠিক থাকে। আমি যেন কবি সাহেবের নিকট খেলো হইয়া না যাই। নিশ্চিন্ত থাকার জন্য আমাকে আশ্বাস দিলেন এ বিষয়ে।

www.pathagar.com

আমাদের একজন অন্তরংগ বন্ধু কুমিল্লা জিলার অধিবাসী। আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন। তখন তিনি থাকিতেন কোমেদন বাগান লেনের এক মেস বাড়িতে। তিনি ছিলেন এক প্রাণখোলা হাসি-খুশীতে ভরপুর মানুষ। আমাদের আপার সার্কুলার রোডের বাসায় তাঁহার যাতায়াত ছিল সব সময়ই। তাঁহাকে বলিলাম কবির কাব্য আমপারার কথা। সব কথা শুনিয়া তিনি তো আনন্দে আত্মহারা! নজরুলের উপস্থিতিতে কত 'জ্ঞানী গুণী' সাহিত্য-রসিকের একত্র সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য তাঁহার উন্মাদনা। তিনি যাহাতে উক্ত আয়োজিত জলসায় শরিক হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা আমাকে যেভাবেই হউক করিয়া দিতে হইবে—ইহাই তাঁহার আবেদন আমার কাছে।

বলিলাম, "ঠিক আছে! উক্ত মজলিসে উপস্থিত থাকার জন্যই তো তোমাকে জানালাম সংবাদটা! আগামী রবিবার বেলা দু'টার সময় কনভেন্ট রোডস্থ মাওলানা আবদুর রহমান খান সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত থাকতে হবে।"

আলোচ্য বিষয়ের কিছু কাল আগের কথা। একদিন কাগজে দেখিলাম, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দিবেন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে। রবীন্দ্রনাথের মুখনিসৃত বক্তৃতা শুনিবার অতি আগ্রহে নির্ধারিত দিনে যথাসময়ে সিনেট হলে প্রবেশ করিলাম। লোকে লোকারণ্য। জীবনে এই প্রথম তাঁহার বক্তৃতা প্রত্যক্ষভাবে শুনিবার ও তাঁহাকে নিজ চক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য হইল। আজানুলম্বিত গাঢ় লাল রংগের সমাবর্তন গাউন পরিহিত। মাথায় উজ্জ্বল রূপালি লম্বা চুল। মুখমণ্ডলে লম্বা দাড়ি সম্বলিত দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী ভাষায় সমাবর্তন উৎসবের ভাষণ দিলেন। তখন রেডিও এবং মাইকের প্রচলন হয় নাই কলিকাতায়। অপরূপ বেশে কবির মোহময় সৌম্য মূর্তি দর্শন করে এবং তাঁর মহামূল্যবান বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বাচনভংগী গম্ভীর অথচ সুমিষ্ট তীক্ষ্ণ আওয়াজ, প্রজ্ঞাপূর্ণ তথ্য-সম্বলিত বাণীর একত্র সমাবেশ।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণের পর একজন মাওলানা সাহেব হাতে একখণ্ড ফুলস্কেপ কাগজের হস্ত-লিখিত ফারসী ভাষায় রবীন্দ্র-প্রশস্তি পাঠ করিলেন—কবিতায়। মাথায় মস্ত সাদা পাগড়ী, মুখমণ্ডলে সাদা চাপদাড়ি, গায়ে তৎকালীন নাগপুরী কাপড়ের ধূসর বর্ণের খাটো চাপকান, পরিধানে সাদা পায়জামা। অতি সাধারণ পোশাক, অথচ মানানসই। তাঁহার কোন পরিচয় জানিতে পারিলাম না। শুধু শুনিলাম—তাঁহার নাম মাওলানা আবদুর রশীদ।

www.pathagar.com

কি সূত্রে কেমন করিয়া ঘটনাচক্রে তিনি কিছুদিন পর এক দিন প্রাতঃকালে আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন— কিছুদিন থাকার একটি সিটের ব্যবস্থার জন্য। পোশাকের কোন পরিবর্তন নহে—তবে একটু যেন ময়লা। তাঁহাকে দেখিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতার কথা মনে পড়িল। কিন্তু কি সূত্র ধরিয়া তিনি আমাদের বাসাবাড়িতে উঠিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমি এক ঘরে থাকি। অন্য দুইজন সহ-বাসিন্দা কবি আশরাফ আলী খান ও কথাসাহিত্যিক মুহম্মদ কাসেম সাহেব উভয়ে নিজ নিজ দেশে গিয়াছেন কিছুদিনের জন্য। দুইটি চৌকি খালি।

বলিলাম, "সিট খালি আছে, থাকতে পারেন। কোন ভাড়া লাগবে না।" ভাড়া লাগিবে না শুনিয়া তিনি যেন কি ভাবিলেন আমার মুখের দিকে চাহিয়া। তিনি প্রায় প্রত্যহই বেলা ৯টা ১০টার সময় বাহির হইয়া যাইতেন এবং রাত্রি প্রায় ১০টা ১১টার সময় বাসায় ফিরিতেন। এই সময় কোথায় খাওয়া-দাওয়া করিতেন, তাহাও জানিতাম না। তিনি পরে আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার বাড়ি পাবনা জিলায়। উক্ত সমাবর্তন অধিবেশনের পরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগে অস্থায়ী লেকচারার পদে চাকুরী পাইয়াছিলেন কিছুকালের জন্য, রবীন্দ্রনাথের অনুগ্রহে। তিনি কিছুদিন আমাদের ঘরে এইভাবে থাকিয়া পরে কোথায় যে চলিয়া গেলেন— এবং কেন গেলেন তাহার সন্ধান পাইলাম না। ইহার পর নজরুলের কাব্য আমপারা বিষয়ে যখন জলসার প্রস্তুতি চলিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ এক রাত্রিতে রশিদ সাহেব আমার ঘরে আসিলেন রাত্রিবাসের জন্য। তখন কথায় কথায় তাঁহাকে আমপারার বিষয় বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া খুব আগ্রহ সহকারে এই বৈঠকের দিন, তারিখ ও স্থান জানিয়া নিলেন। তিনি নজরুলের কাব্য ও গানের রচনা-শৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সেই রাত্রেই তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম পাবনা জিলার অধিবাসী এই জ্ঞান-বৃদ্ধ বাংলাদেশের বাহিরে অধ্যাপনা কাজে বেশী সময় অতিবাহিত করিয়াছেন।

এই দিকে এখন প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর আমাদের দোকানে আসিয়া হেলাল মিয়া যোগাযোগ করিতেছেন। সমস্ত প্রকার যোগাড়-যন্ত্র ব্যবস্থা ঠিকমতই চলিতেছে।

কবি সাহেবের পূর্ব-নির্দেশমত রবিবারের আগেই তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলাম। সেই সময় সাধারণত প্রাতঃকাল ব্যতীত তাঁহার সহিত দেখা করা

www.pathagar.com

সুকঠিন ছিল। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "সব ঠিক তো ?" বলিলাম, "আপনার সম্মতি পেয়ে মাওলানা সাহেব খুব খুশী হয়েছেন। এই আলোচনা বৈঠকের আয়োজন খুব ভালভাবে করছেন। অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন। আলিয়া মাদ্রাসা ও ইসলামিয়া কলেজের সাথেও যোগাযোগ করছেন। কুরআনের বহুবিধ তফসীরও থাকবে।" তিনি বলিলেন, "তা'হলে এম্‌তেহান জাঁদরেল রকমের হবে," বলিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিতে লাগিলেন। "আচ্ছা তারিখ তো রোববারই, বেলা দু'টো। তুমি কোথায় থাক যেন ? ঠিকানাটা দিয়ে যাও।" বলিলাম, "মির্জাপুর স্ট্রিটের মোড়ে ৩৬ নং আপার সার্কুলার রোডস্থ বাড়ীর নীচের তলায়। 'সুফিয়া হোটেল' সাইনবোর্ডও আছে। আমরা দোতলায় থাকি। বাড়ীটি ত্রিতল বিশিষ্ট।"

"আচ্ছা তা'হলে আগামী রোববার দুপুর বেলা তুমি থেকো। আমি যাবার সময় তোমাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে যাবো। মাওলা আলীর কাছেই তো কনভেন্ট রোড। মির্জাপুর আর সার্কুলার রোডের কাটিং তো হলো। শিয়ালদা রেলওয়ে প্লেগ্রাউণ্ড বরাবর। আচ্ছা, এই ব্যবস্থাই ঠিক রইলো। এইজন্যেই তোমাকে সেদিন আসতে বলেছিলাম।"

রবিবার যথাসময়ে দুপুর বেলা কবি সাহেবের গাড়ীর হর্ন বাজিয়া উঠিল সুফিয়া হোটেলের সম্মুখে রাস্তার ধারে। হর্নের বিশেষ পরিচিত আওয়াজ শুনিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া নীচের দিকে দেখি কবি সাহেব গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া উপরের দিকে চাহিয়া আছেন। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে সালাম দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী আসিয়া কন্‌ভেন্ট রোডে মাওলানা সাহেবের বাসভবনের দরওয়াজায় থামামাত্রই দেখিলাম তথায় মাওলানা সাহেবসমেত আরও চেনা-অচেনা অনেক লোকের একত্র সমাবেশ— কবি সাহেবকে অভ্যর্থনা করার জন্য। সর্বপ্রথম গাড়ী হইতে নামিয়া কবি নজরুল ইসলাম মাওলানা আবদুর রহমান খান সাহেবকে সালাম জানাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া মোসাফাহা করার পর মাওলানা সাহেব কবি সাহেবকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলাকুলি করিলেন। উপস্থিত সকলের অভ্যর্থনা ও সালাম-পর্ব শেষ হইবার পর আমরা সকলে মাওলানা সাহেবের সাথে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া তাঁহার সুবৃহৎ সুসজ্জিত হল্‌কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সে এক অভূতপূর্ব কাণ্ড! কক্ষে প্রবেশ করামাত্র তথায় অপেক্ষমাণ উপস্থিত সকলেই দাঁড়াইয়া "আসসালামু আলায়কুম"

www.pathagar.com

বলিয়া কবি সাহেবকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। তাহার পর আরম্ভ হইল মোসাফাহা, কোলাকুলি ও পরিচয়ের পালা।

ঘরে অনেক লোক। মাওলানা আবদুর রশীদ সাহেবকে তথায় দেখিয়া প্রথমত অবাক হইয়া গেলাম। তাঁহার দিকে তাকাইতেই তিনি আমার হাত ধরিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বুঝিলাম জ্ঞানবৃদ্ধ সুযোগসন্ধানী মাওলানা আমার নিকট সংবাদ জানিয়া এই মজলিসে হাজির থাকিবার সুব্যবস্থা আগেই করিয়া লইয়াছেন। হল কক্ষে ওলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও জানা-অজানা বহু লোকের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল। মাওলানা আবদুর রশীদ, আবদুল মজিদ ও হেলাল সাহেব ব্যতীত আর যাঁহাদের নাম আমার মনে আছে তাঁহারা হইলেন—রেজাউর রহমান খান, এসকান্দর গজনভী, আলীয়া মাদ্রাসার আরবী ভাষার প্রধান মোদাররেস মাওলানা মোমতাজ উদ্দীন ফখরুল মোহাদ্দেসীন, কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক, আলিয়া মাদ্রাসার কয়েকজন মোদাররেস—আরও অনেকে। প্রকাণ্ড কক্ষে পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি টেবিল সজ্জিত। টেবিলের দুই দিকে চেয়ার। প্রত্যেক চেয়ারের বরাবর টেবিলের উপর একখানা করিয়া বিভিন্ন ভাষায় আমপারা বা কুরআনের অনুবাদ সুরক্ষিত। সকলের আসন গ্রহণ করার পর প্রায় এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল নানা প্রকার রসিকতায়, বিশেষ করিয়া ইসলামী গানের বিষয়বস্তু নিয়া। কবি সাহেবের সদা-হাস্য-মুখরিত স্বভাবসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ।

আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় কুরআন শরীফের বহু দুষ্প্রাপ্য তরজমার একত্র সমাবেশ। যথা ঃ তফ্‌সীরে জালালাইন, তফ্‌সীরে কাশশাফী, তফ্‌সীরে বয়জাবী, তফ্‌সীরে কবীর, তফ্‌সীরে হাক্কানী, তফ্‌সীরে হুসাইনী, তফ্‌সীরে আশরাফী। ইংরেজী অনুবাদের মধ্যে—মাওলানা মোহাম্মদ আলী, আল্লামা ইউসুফ আলী, মার্মাডিউক পিক্‌থল, পামার, আরভিং ও সেল্ প্রমুখের কুরআন। বাংলা ভাষায় মাওলানা আকরম খাঁর আমপারা, মাওলানা রুহুল আমিনের আমপারা, ভাই গিরীশচন্দ্রের আমপারা, জনাব আব্বাস আলীর আমপারা ও জনাব আবদুল করিম সাহেবের আমপারা। কবির আমপারার বংগানুবাদ নিয়া আলোচনার প্রারম্ভেই ভূমিকাস্বরূপ উপস্থিত সবাইকে সম্বোধনপূর্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, "হাজিরানে মজলিস! আরবী ভাষা আমাদের মাতৃ জবান নয়। অথচ আরবী ভাষার মাধ্যমেই পবিত্র কুরআনের

www.pathagar.com

মহাবাণী ধরায় অবতীর্ণ হ'য়েছে। আর কুরআন শরীফের অন্যতম প্রধান অংশই আমপারা। কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন তফ্‌সীরে দেখা যায়,—তফ্‌সীরকারকগণ নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভংগীতে অনুবাদ করেছেন। কেউ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে, কেউ দার্শনিক ভিত্তিতে, কেউ ধর্মীয় ভিত্তিতে, কেউ সাহিত্যিক ভিত্তিতে। অবশ্য সকলেই মূলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

আমার অনুবাদেও আমি মূলের দিকে বিশেষ সজাগ দৃষ্টি রেখে হাত দিয়েছি, অনুবাদ যা'তে সর্বজনগ্রাহ্য, সুন্দর, স্বচ্ছ ও সাবলীল হয় —এটাই কাম্য। সৃষ্টি যদি সার্বজনীন হয় তবেই সার্থক হয় প্রয়াস। আপনারা লক্ষ্য রাখবেন আমার এই প্রচেষ্টায় আরবী শব্দের বাংলা অনুবাদ যথাযথ হয়েছে কি না এবং অর্থের দিক দিয়ে কোন ব্যতিক্রম ঘটছে কি না। অনুবাদ ঠিকমত হয়ে গেলে তাকে বাংলা কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে কোন অসুবিধে নেই।"

"—আপনাদের আরও স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে যে, আরবী অনেক শব্দ বিভিন্ন অর্থবোধক। প্রয়োগ ভেদে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এ ছাড়া বাংলা কবিতায় একই অর্থে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। কাব্যের রচনা-শৈলীর একটি বিশেষ রীতি আছে, এর প্রতিও আমাকে সজাগ থাকতে হয়েছে। তা' না হ'লে কাব্যের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সীমিত কাঠামোর মধ্যে আমাকে অগ্রসর হতে হয়েছে এখানে। আমার একান্ত আরজ, এটা আপনারা ভুলে যাবেন না।"

"বিভিন্ন ভাষাবিদ পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আপনারা। মেহেরবানী করে সমবেত হয়েছেন আমারই একখানা পুস্তকের প্রকাশনা কাজে সহায়তা করার জন্য—এজন্য আপনাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আর হাজার শোকরিয়া—আল্লাকে।"

"আপনাদের পাণ্ডিত্যের মাপকাঠিতে আরবী ভাষার বাংলা অনুবাদ আমার 'কাব্য আমপারা'র যেখানে যেখানে আপনারা সংশোধন করার দরকার বলে সর্ব-সম্মত স্থির-সিদ্ধান্ত নেবেন, আমি আনন্দের সংগে নিশ্চয়ই মেনে নেব। উদ্দেশ্য আমাদের সকলেরই মহৎ।"

উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম ও সাহিত্য-রস-পিপাসু বুদ্ধিজীবী সকলেই কবি সাহেবের নির্ভীক অথচ সরলতাপূর্ণ এই যুক্তিযুক্ত ভূমিকা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

www.pathagar.com

এইবার আরম্ভ হইল কবির আমপারা অনুবাদ যাচাইয়ের পালা। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'সূরা ফাতেহার' বংগানুবাদ পাঠ করার পর আরবী, উর্দু ও ইংরেজী অনুবাদকেরা ঐ সূরার কি কি অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকটি কিতাবের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া, আলোচনা অন্তে, সামান্য দুই একটি শব্দ রদবদল করা হইল। অনুবাদে তেমন কিছু পরিবর্তন হইল না। এক সূরা ফাতেহায়ই সময় কাটিয়া গেল অনেকটা। সেই দিনের জন্য এই অনুবাদ আলোচনা প্রসংগ স্থগিত রহিল। কথা হইল পরবর্তী দিন হইতে বেলা পাঁচটায় অধিবেশন বসিবে ; কারণ অফিস, কলেজ, মাদ্রাসা পাঁচটা পর্যন্ত খোলা। সেই দিন রবিবার ও প্রথম দিন বলিয়া ব্যতিক্রম।

সাথে সাথেই বৈকালিক জলযোগের বিরাট আয়োজন। জলযোগ পর্ব শেষ হইলে উপস্থিত সকলের অনুরোধে আরম্ভ হইল গানের জলসা। কবির স্বরচিত ইসলামী গান। কবি একাই গায়ক। প্রায় ছয় সাতটি গান শেষ হইবার পর, মারহাবা ধ্বনির সাথে সাথে আরম্ভ হইল কবির সহিত সকলের আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরপুর সশ্রদ্ধ আলিঙ্গন। সে এক বিরাট ব্যাপার!

মাগরিবের সময় জলসা ভাঙিয়া গেল। কবি নজরুল ইসলাম সাহেব সকলের নিকট হইতে বিদায় নিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন বটে, তবু তাঁহার সাথে উপস্থিত সকলেই নীচে নামিয়া কবি সাহেবকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া কবি সাহেবকে বলিলাম,—"আজকার বৈঠকে উপস্থিত অনেকেই আপনার সংগে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না। প্রত্যক্ষভাবে আজ তাঁরা আপনার সংগে পরিচিত হয়ে খুবই খুশী হয়েছেন, বিশেষ করে মাওলানা আবদুর রহমান খান সাহেব।"

ইতিমধ্যে গাড়ী আমার বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেল। কবি সাহেবকে সালাম জানাইয়া আমি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে আগামীকাল পাঁচটার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন যথাসময়ে বেলা পাঁচটার সময় কবি আসিয়া পৌছিলেন। হর্নের আওয়াজ শুনিয়া ঘর হইতে নীচে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। মাওলানা সাহেবের বাড়ীর সদর দরওয়াজায় গাড়ী থামিতেই দেখি হেলাল মিয়া সহ কবি সাহেবকে অভ্যর্থনা করার জন্য তথায় মাওলানা সাহেব দণ্ডায়মান। উপরের কক্ষে

www.pathagar.com

প্রবেশ করিয়া দেখি আমাদের আগে সকলেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। অভ্যর্থনা ও সালাম বিনিময়ের পর আরম্ভ হইল আমপারার পদ্যানুবাদের বিভিন্ন অনুবাদের পর্যালোচনা। প্রত্যেক সূরার বিভিন্ন অনুবাদকের অনুবাদের সহিত যাচাই করিয়া কাব্য আমপারার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা হয়। বার দিন পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি-সংশোধনী বৈঠকের পর পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজ সমাপ্ত হয়। লোকসংখ্যা যেন এই কয়দিন প্রথম দিনের চেয়ে অধিক ছিল। বার দিনের জলসায়,—মাওলানা আবদুর রশীদ সাহেবই ছিলেন প্রধান সমালোচক—বিভিন্ন তরজমার। আরবী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যে তিনি যে কত বড় পণ্ডিত, তাহা পূর্বে জানা ছিল না। এই বৈঠকের পর আর তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। কোন্ অদৃশ্য লোকে তিনি মিলাইয়া গেলেন, কে জানে ? ক্রমান্বয়ে বারদিন পর্যন্ত আমরা নজরুলকে যে কত অন্তরঙ্গ ও নিবিড়ভাবে পাইয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই।

কত প্রকার সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা, কুরআনের বিভিন্ন সূরার কত প্রকার ব্যাখ্যা, প্রত্যেক সূরার শানে-নজুলের ঐতিহাসিক আলোচনা, কত নির্মল হাসি-ঠাট্টা আর গান ইত্যাদি সেই বার দিনের বারটি বিকাল বেলাকে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াও সেই স্মৃতি-বিস্মৃতির দিনগুলিকে ভুলিতে পারি নাই।

অধুনালুপ্ত কলিকাতার 'করিম বক্‌শ ব্রাদার্সে' র এন্‌থনী বাগানস্থ 'ইডেন প্রেস' হইতে ইংরেজী ১৯৩৩, বাংলা ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নজরুলের 'কাব্য-আমপারা' প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

আরজ

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র "কোরআন" শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা করে উঠতে পারিনি। বহু বৎসরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্ততঃ প'ড়ে বুঝবার মতও আরবী-ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি ব'লে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কোরআন শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হ'ত না—যদি আরবী ও বাঙলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোনো যোগ্য বক্তি এদিকে অবহিত হ'তেন।

ইসলাম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সবকিছু—কোরআন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবী ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা—বাঙালী মুসলমানেরা—তা নিয়ে অন্ধ-ভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষা যে কোন্ মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাসটুকু জানি! আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোরআন মজীদ, হাদিস, ফেকা প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন, তা হ'লে বাঙালী মুসলমানের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন। অজ্ঞান-অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালী মুসলমানদের তাঁরা বিশ্বের আলোক-অভিযানের সহযাত্রী করার সহায়তা করবেন। সে শুভদিন এলে আমার মত অযোগ্য লোক এ বিপুল দায়িত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে।

আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোরআন শরীফ যদি সরল বাঙলা পদ্যে অনূদিত হয়, তা হ'লে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন—অনেক বালক-বালিকাও সমস্ত কোরআন হয়ত মুখস্থ ক'রে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশী কৃতকার্য্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে—কেননা কোরআন পাকের একটি শব্দও এধার ওধার না ক'রে তার ভাব অক্ষুণ্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মত দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কি না জানিনে। কেননা আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্বাধীন নয়।

মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-পাঠশালার ছেলেমেয়েদের এবং স্বল্প-শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই আমি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। যদি আমার এই দিক দিয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টাকে পাঠকবর্গ সাদরে গ্রহণ করেন—আমার সকল শ্রম সার্থক হ'ল মনে করব।

www.pathagar.com

আমি এই অনুবাদে যে যে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি, নীচে তার তালিকা দিলাম ঃ

Sale's Quran, Moulana Md. Ali's Quran, Tofsir-i-Hosainy, Tofsir-i-Baizabi, Tofsir-i-Kabiri, Tofsir-i-Azizi, Tofsir-i-Mowlana Abdul Hoque Dehlavi, Tofsir -i- Jalalain, etc.

এবং মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আমপারা।

বহু ভাগ্যগুণে আমি বিখ্যাত মেসার্স করিম বক্স ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মৌলানা আবদুর রহমান খান সাহেবের মত দারাজদিল্ ও দারাজ-দস্ত মহানুভবের স্নেহ লাভ করেছি। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে, অর্থে ও সাহায্যে আমি "আমপারা শরীফ" অনুবাদ করতে পেরেছি। উক্ত বীর সাধকের যোগ্য পুত্র দেশ-বিখ্যাত কর্ম্মী মৌলবী রেজাউর রহমান খান এম. এ. বি. এল্ (ডিপুটি প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল কাউন্সিল) সাহেবও অযাচিত স্নেহ ও প্রীতি-গুণে আমায় সর্ব্ব-বিষয়ে সাহায্য ক'রে আমায় চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের ঋণ স্বীকার করবার মত ভাষা ও সাধ্য আমার নেই।

মৌলানা মোহাম্মদ মোমতাজ উদ্দিন ফখরোল মোহাদ্দেসীন সাহেব, মৌলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ (পাব্‌নবী) সাহেব, মিঃ ইসকান্দর গজনভী বি-এ. সাহেব, মৌলবী কে. এম. হেলাল সাহেব ও আরো অনেক সাহেবান তাঁদের অমূল্য সময়ের ক্ষতি ক'রে অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে আমার এই অনুবাদে শুধু সাহায্য নয়, সহযোগিতাও করেছেন, তাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে এ অনুবাদ হয়ত এতটা নির্ভুল হ'ত না। এঁদের সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করছি।

আমার সোদর প্রতিম সাহিত্যিক আবদুল মজিদ সাহিত্য-রত্ন বি-এ., শুধু আমার প্রতি প্রীতি বশতঃ যেভাবে এর জন্য আয়াস স্বীকার করেছেন, তার জন্য তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি। ইনি না থাকলে এ অনুবাদ হয়ত পুস্তক আকারে আর বের হ'ত না। এর প্রুফ দেখা, আমায় তাকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ আবদুল মজিদ দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে শেষ করেছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালা এঁদের সকলের সকল বিষয়ে মঙ্গল করুন, ইহাই প্রার্থনা।

এ সত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি থাকে, মেহেরবান পাঠকবর্গের কেউ আমায় জানালে পরের সংস্করণে সানন্দে ঋণ স্বীকার ক'রে তার সংশোধন করব। আরজ ইতি—

খাদেমুল ইসলাম—
নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

খোলাসা

	সুরার নাম	পৃষ্ঠা		সুরার নাম	পৃষ্ঠা
১।	ফাতেহা	১৪৮	২০।	আলক্	১৫৯
২।	নাস	১৪৮	২১।	তীন	১৬০
৩।	ফলক্	১৪৯	২২।	ইন্‌শেরাহ্	১৬১
৪।	ইখ্‌লাস	১৪৯	২৩।	দ্বোহা	১৬১
৫।	লহব্	১৫০	২৪।	লায়ল্	১৬২
৬।	নসর্	১৫০	২৫।	শাম্‌স্	১৬৩
৭।	কাফেরুন	১৫১	২৬।	বালাদ্	১৬৪
৮।	কাওসার	১৫১	২৭।	ফজর	১৬৬
৯।	মাউন	১৫২	২৮।	গ্বাশিয়া	১৬৮
১০।	কোরায়শ্	১৫২	২৯।	আ'লা	১৬৯
১১।	ফীল	১৫৩	৩০।	তারেক	১৭০
১২।	হুমাজাত	১৫৩	৩১।	বুরুজ্	১৭১
১৩।	আস্‌র্	১৫৪	৩২।	ইন্‌শিকাক	১৭৩
১৪।	তাকাসুর	১৫৪	৩৩।	তাৎফিফ্	১৭৪
১৫।	ক্বারেয়াত	১৫৫	৩৪।	ইনফিতার	১৭৭
১৬।	আ'দিয়াত	১৫৫	৩৫।	তকভীর	১৭৮
১৭।	জিল্‌জাল্	১৫৬	৩৬।	আবাসা	১৭৯
১৮।	বাইয়েনাহ্	১৫৭	৩৭।	নাজেয়াত	১৮১
১৯।	কদর্	১৫৮	৩৮।	নাবা	১৮৩

তাম্মাত

শানে-নজুল ১৮৬ – ২০০

[যাবতীয় সুরার শানে-নজুল ও আবশ্যকীয় হাওয়ালা শানে-নজুল অধ্যায়ে (পরিশিষ্ট) দ্রষ্টব্য।]

www.pathagar.com

•

উৎসর্গ

বাঙলার নায়েবে-নবী

মৌলবী সাহেবানদের

দস্ত-মোবারকে—

www.pathagar.com

KARIMBUXBROTHERSPRINTERS

www.pathagar.com

সুরা ফাতেহা

(শুরু করিলাম) ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদের বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু।

সুরা—শ্লোক ফাতেহা—উদ্‌ঘাটিকা।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

সুরা নাস

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বল, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন।
কেবল তাঁহারি কাছে,—ত্রিভুবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ।
কুমন্ত্রণাদানকারী "খান্নাস" শয়তান
মানব দানব হ'তে চাহি পরিত্রাণ।

নাস—মানুষ। খান্নাস—কুমন্ত্রণাদাতা।

www.pathagar.com

সুরা ফলক্

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বল, আমি শরণ যাচি উষা-পতির,
হাত হতে তার—সৃষ্টিতে যা আছে ক্ষতির।
আঁধার-ঘন নিশীথ রাতের ভয় অপকার—
এ সব হ'তে অভয় শরণ যাচি তাঁহার।
যাদুর ফুঁয়ে শিথিল করে (কঠিন সাধন)
সংকল্পের বাঁধন, যাচি তার নিবারণ।
ঈর্ষাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে—
শরণ যাচি, পানাহ্ মাগি তাহার তরে।

ফলক্—উষা, প্রাতঃকাল। পানাহ্—পরিত্রাণ।

সুরা ইখ্লাস

শুরু করিলাম পূত নামেতে আল্লার,
শেষ নাই সীমা নাই যাঁর করুণার।

বল, আল্লাহ্ এক! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারও ঔরস-জাত তিনি নন।
সমতুল তাঁর
নাই কেহ আর।

ইখ্লাস—বিশুদ্ধ।

www.pathagar.com

সুরা লহব্

শুরু করিলাম নামে সেই আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপার পাথার।

ধ্বংস হোক্ আবু লাহাবের বাহুদ্বয়,
হইবে বিধ্বস্ত তাহা হইবে নিশ্চয়।
করেছে অর্জ্জন ধন সম্পদ সে যাহা
কিছু নয়, কাজে তার লাগিবে না তাহা।
শিখাময় অনলে সে পশিবে ত্বরায়
সাথে তার সে অনল-কুণ্ডে যাবে হায়
জায়া তার—অপবাদ-ইন্ধন বাহিনী,
তাহার গলায় দড়ি বহিবে আপনি।

লহব্—শিখাময় বহ্নি।

সুরা নসর্

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
নাই আদি অন্ত যাঁর করুণা কৃপার।

আসিয়াছে আল্লার শুভ সাহায্য বিজয়!
দেখিবে—আল্লার ধর্ম্মে এ জগতময়
যত লোক দলে দলে করিছে প্রবেশ,
এবে নিজ পালক সে প্রভুর অশেষ
প্রচার হে প্রশংসা কৃতজ্ঞ অন্তরে,
কর ক্ষমা-প্রার্থনা তাঁহার গোচরে।
করেন গ্রহণ তিনি সবার অধিক
ক্ষমা আর অনুতাপ-যাঞ্চা সঠিক।

নসর্—সাহায্য।

www.pathagar.com

সুরা কাফেরুন

আরম্ভ করি ল'য়ে নাম আল্লার,
আকর যে সব দয়া কৃপা করুণার।

বল, হে বিধর্ম্মিগণ, তোমরা যাহার
পূজা কর,—আমি পূজা করি না তাহার।
তোমরা পূজ না তাঁরে আমি পূজি যাঁরে,
তোমরা যাহারে পূজ—আমিও তাহারে
পূজিতে সম্মত নই। তোমরাও নহ
প্রস্তুত পূজিতে, যাঁরে পূজি অহরহ।
তোমাদের ধর্ম্ম যাহা তোমাদের তরে,
আমার যে ধর্ম্ম র'বে আমারি উপরে।

কাফেরুন—বিধর্ম্মীসকল।

সুরা কাওসার

শুরু করিলাম পূত নামেতে খোদার,
কৃপা করুণার যিনি অসীম পাথার।

অনন্ত কল্যাণ তোমা' দিয়াছি নিশ্চয়,
অতএব তব প্রতিপালক যে হয়
নামাজ পড় ও দাও কোরবাণী তাঁরেই,
বিদ্বেষে তোমারে যে, অপুত্রক সে-ই।

কাওসার—বেহেশ্‌তের একটি নহরের নাম; অমৃত।

www.pathagar.com

সুরা মাউন

শুরু করি নামে সেই পবিত্র আল্লার,
করুণা দয়ার যাঁর নাই শেষ পার।

তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম্ম মিথ্যা যেই ?
পিতৃহীনে তাড়াইয়া দেয়, ব্যক্তি এই।
দরিদ্র কাঙালগণে অন্নদান তরে
এই লোক উৎসাহ দান নাহি করে।
যাবে ভণ্ড তপস্বীরা বিনাশ হইয়া,
ভ্রান্ত যারা নিজেদের নামাজ লইয়া ;
সৎ কাজ করে যারা দেখাইতে লোক,
বাধা দেয় দান ধ্যানে, ধ্বংস তা'রা হোক!

মাউন—ঘটি, বাটি, দা, কুঠার প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু যাহা লোকে তাহাদের দরকারের সময় চাহিয়া লয় ; ইহাতে জ্বাকাতও বুঝায়।

সুরা কোরায়শ্

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
রহীম ও রহমান যিনি দয়ার পাথার।

কি অদ্ভুত আচরণ কোরায়শগণের,
ব্যক্ত যাহা পর্য্যটনে শীত গ্রীষ্মের,
এখন উচিত, তাঁরা সেই অনুরাগে
এই গৃহাধিপতির অর্চ্চনায় লাগে।
যিনি অন্ন দিয়াছেন তাদের ক্ষুধায়,
ভয়ে দিয়াছেন শান্তি—পূজুক তাঁহায়।

কোরায়শ—আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র। এই গোত্রেই হজরত (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

সুরা ফীল

শুরু করিলাম শুভ নামে সে আল্লার,
করুণা নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

দেখ নাই, তব প্রভু কেমন (দুর্গতি)
করিলেন সেই গজ-বাহিনীর প্রতি ?
(দেখ নাই, তব প্রভু) করেন নি কি রে
বিফল তাদের সেই দুরভিসন্ধিরে ?
পাঠালেন দলে দলে সেথা পক্ষী আর
করিতে লাগিল তা'রা প্রস্তর প্রহার
গজপতিদেরে। তিনি তাদের তখন
করিলেন ভক্ষিত সে তৃণের মতন।

ফীল—হস্তী।

সুরা হুমাজাত

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার,
দয়া করুণার যিনি অসীম আধার।

নিন্দা ও ইঙ্গিতে নিন্দা করে যে— তাহার,
গ'ণে গ'ণে রাখে ধন, জমায় যে আর,
চিরজীবী হবে ধনে মনে যেই করে,
সর্ব্বনাশ (ইহাদের সকলের তরে),
নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হবে সে যে "হোতামা"য়,
"হোতামা" কাহারে বলে, জান কি তাহায় ?
(ইহা) আল্লার সেই লেলিহান শিখা,
হৃদপিণ্ড স্পর্শ করে যে (জ্বালা দাহিকা)
রুদ্ধদ্বার সে অনল আবদ্ধ আবার
দীর্ঘ স্তম্ভে (আশা নাই মুক্তির তাহার)।

হুমাজাত—দুর্নাম প্রচার করা, নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া।

www.pathagar.com

সুরা আস্‌র

শুরু করি শুভ নামে সেই আল্লার।
করুণা-আধার যিনি কৃপা-পারাবার।

অনন্ত কালের শপথ, সংশয় নাই,
ক্ষতির মাঝারে রাজে মানব সবাই।
(তা'রা ছাড়া) ধর্ম্মে যারা বিশ্বাস সে রাখে,
আরা যারা সৎকাজ ক'রে থাকে,
আর যারা উপদেশ দেয় সত্য তরে,
ধৈর্য্যে সে উদ্বুদ্ধ যারা করে পরস্পরে।

আস্‌র—কাল, অপরাহ্ন।

সুরা তাকাসুর

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
নাহি আদি নাহি অন্ত যাঁর করুণার।

অধিক লোভের বাসনা রেখেছে তোমাদের মোহ-ঘোরে,
যাবত না দেখ তোমরা গোরস্তানের আঁধার গোরে।
না, না, না, তোমরা শীঘ্র জানিবে পুনরায় (কহি) ত্বরা
জ্ঞাত হবে ; না, না, হ'তে যদি জ্ঞানী ধ্রুব সে জ্ঞানেতে ভরা।
দোজখ-অগ্নি করিবে তোমরা নিশ্চয় দর্শন
দেখিবে তাহারে তারপর ল'য়ে বিশ্বাসীর নয়ন।
—নিশ্চয় তার পরে
হইবে জিজ্ঞাসিত আল্লার চিরসম্পদ তরে।

তাকাসুর—প্রাচুর্য্যের গর্ব্ব করা।

www.pathagar.com

সুরা ক্বারেয়াত্

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-আকর যিনি দয়ার পাথার।

প্রলয়ান্তক সেই বিপদ
কোন্ সে বিপদ ধ্বংস ভয় ?
কিসে সে তোমারে জানাল, সেই
বিপদ ভীষণ প্রলয়ময় ?
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গপ্রায়
সেদিন উড়িবে লোক সবায়,
বিধূনিত লোমবৎ সেদিন
পর্ব্বতরাজি উড়িবে বায়।
সেদিন সে পাবে সুখী জীবন
পাল্লা যাহার হবে ভারি,
পাল্লা হবে হাল্কা যার
(হবে) "হাভিয়া" দোজখ মাতা তারি।
হাভিয়া কি, তুমি জান কি সে ?
প্রজ্বলিত বহ্নি সে।

ক্বারেয়াত্—ভীষণ বিপদ।

সুরা আ'দিয়াত

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার
কৃপা করুণার যিনি অপার পাথার।

বিদ্যুৎ-গতি দীর্ঘশ্বসা
(বীর-বাহী উটের শপথ),
যাহার চরণ-আঘাতে উগারে
তপ্ত বহ্নি ফিন্‌কিবৎ।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর*

প্রত্যূষে করে ধূলি উৎক্ষেপি'
(শত্রু-শিবির) আক্রমণ,
অনন্তর সে (অরি) দলে পশে'
(এই হেন করে বিলুণ্ঠন)
শপথ তাদের— নিঃসংশয়
অকৃতজ্ঞ মানবকুল
তাদের পালনকর্ত্তা প্রভুর
পরে, নিশ্চয়, (নহে সে ভুল!)
আর সে নিজেই সাক্ষী ইহার
কঠিন বিষয়াসক্তি তার,
সে কি তা জানে না, কবর হইতে
উঠানো হইবে সবে আবার ?
হৃদয়ে তাদের লুকানো যা-কিছু
প্রকাশ করাব সব সেদিন,
জানিবে তাদের (সকল গোপন)
কথা— "রাব্বুল আলামিন"।

আ'দিয়াত —উটের পায়ের শব্দ। রাব্বুল আলামিন— সর্ব্ব-জগতের প্রভু।

তাওয়াতুর ঃ ক্রমশঃ, কনটিনিউয়েশন।

সুরা জিল্‌জাল্‌

শুরু করি ল'য়ে "পাক" নাম আল্লার,
করুণা নিধান যিনি কৃপার পাথার।

ঘোর কম্পনে ভূমণ্ডল প্রকম্পিত সে হবে যে দিন,
ধরা তার ভার বাহির করিয়া দিবে (সে দিন)।
"কি হইল এর" কহিবে লোকেরা,
সে দিন ব্যক্ত করিবে সে
নিজের যা কিছু খবর, তোমার
প্রভু সে খোদার নির্দ্দেশে।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

প্রত্যাগত সে হইবে সে দিন
দলে দলে যত লোক সকল,
দেখানো হইবে কর্ম্ম সকল
তাদের (পাপ ও পুণ্য-ফল)।
এক রেণুবৎ যে পুণ্য
করিবে, তাহাও দেখিবে সে,
পাপ যে করেছে এক রেণুবৎ
দেখা দিবে তা'রে তাও এসে।

জিল্‌জাল্‌— ভূমিকম্প হওয়া।

সুরা বাইয়েনাহ্‌

শুরু করিলাম নামে পবিত্র আল্লার,
সীমা নাই যাঁর দয়া কৃপা করুণার।

"আহলে কেতাব" আর অংশীবাদীগণ
নিবৃত্ত হয়নি যারা বিশ্বাসে আপন।
ভিন্ন-মত হয় নাই তাহারা তাবৎ,
না এল তাদের কাছে প্রমাণ যাবৎ।
আল্লার রসুল যিনি, পবিত্র কোরাণ
উদ্‌গাতা, যাহাতে দৃঢ় সত্য অধিষ্ঠান
(ভিন্ন-মত হইল তাহারা তাঁর 'পরে);
"আহলে কেতাব" দল এইরূপ ক'রে,
যতদিন আসে নাই পরম প্রমাণ,
করে নাই দলাদলি, করেছে সম্মান।
তাদের কেবল মাত্র আজিকার মত
এই সে আদেশ দেওয়া আছিল সতত—
কর্ম্মেতে "হানিফ" হয়ে কেবল আল্লার
করুক তাহারা পূজা, উপাসনা আর।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

নামাজ পড়ুক, দিক্ জাকাত সে সাথে,
চির-দৃঢ় সত্য ধর্ম্ম ইহাই ধরাতে।
"আহ্‌লে কেতাব" আর "মুশ্‌রিক্" যারা
প্রত্যাখ্যান করিয়াছে সত্যধর্ম্ম তা'রা
দোজখ-আগুনে হবে হবে চিরস্থায়ী,
সৃষ্টির অধম তা'রা, সংশয় নাই।
সৃষ্টির বরেণ্য তা'রা নিশ্চয়ই, যারা
ঈমান আনিয়া করে সৎ কাজ তা'রা।
তাহাদের পুরস্কার দর্গায় আল্লার
বেহেশ্‌ত-কানন আছে, তলদেশে যার
নহর-লহর বহে; তারা সেই লোকে
অনন্ত কালের তরে র'বে নিরাশোকে।
প্রসন্ন তাদের প্রতি সদা বিশ্বপতি,
তাহারাও প্রীত তাই আল্লাহের প্রতি।
জীবন-প্রভুরে হেন ভয় যার মনে
এই পুরস্কার আছে তাদেরি কারণে।

বাইয়েনাহ্— নিশ্চিত প্রমাণ। আহ্‌লে কেতাব—গ্রন্থ-বিশ্বাসী;
অর্থাৎ তওরাত, জবুর প্রভৃতি খোদার প্রেরিত গ্রন্থের যাহারা অনুপন্থী।

সুরা কদর্

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার
আদি অন্তহীন যিনি দয়া করুণার।

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরাণ পুণ্য "শবে কদরে",
জানবে কিসে শবে কদর কয় কারে ? ধরা 'পরে
হাজার মাসের চেয়েও বেশী কদর এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেশতা আর জিবরাইল আলমের

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

করতে সরঞ্জাম সকলি নেমে আসে ধরণী,
উষার উদয় তক্ থাকে এই শান্ত পূত রজনী।

কদর —সম্মান। আলম—জগৎ। শবে কদর— মহিমময়ী রজনী।

সুরা আলক্

শুভ করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা-সাগর যিনি দয়ার পাথার।

পাঠ কর নিজ প্রভুর নামে, স্রষ্টা যে জন,
করেছেন যিনি ঘন সে শোণিতে মানবে সৃজন।
পাঠ কর, তব বিধাতা মহিমা-মহান সেই,
দিয়াছেন সবে লেখনীর দ্বারা শিক্ষা যেই।
— সে জানিত না যাহা,
মানুষেরে তিনি দি'ছেন শিক্ষা তাহা।
না, না, মানুষ সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়,
ধন-গৌরবে মত্ত যে ভাবে সে আপনায়
নিশ্চয় তব প্রভুর পানে যে ফিরিতে হবে!
দেখেছ কি তা'রে —আমার দাসেরে সে জন যবে
নিবারণ করে দাস মোর যবে নামাজ পড়ে ?
দেখেছ, সে জন থাকিত যদি রে সুপথ ধরে!
সে যদি অন্যে সংযমী হ'তে করিত আদেশ!
সত্যেরে যদি মিথ্যা বলে সে (শাস্তি অশেষ)।
(সত্য হইতে) মুখ সে ফিরায়! সে জন তবে
জানে না কি, খোদা দেখিতেছেন যে তার সে সবে ?
না, না, যদি নিবৃত্ত সে না হয়, শেষ
টানিয়া আনিব ধরিয়া তাহার ললাট-কেশ।
মিথ্যাবাদী সে মহা পাতকীর ললাট (ধরি')
(টানিব)। ডাকুক সভা সে তাহার পারিষদেরি।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

আমিও আমার বীর সেবকেরে দিই খবর,
না, না, না, কখনো মানিও না তাদের 'পর।
সেজদা কর,
হও ক্রমে মোর নিকট হইতে নিকটতর।

আলক্—রক্ত ও তাহার পরিবর্ত্তিত অবস্থা।

সূরা তীন

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা ও কৃপা যাঁর অনন্ত অপার।

শপথ "তীন", "জায়তুন", "সিনাই" পাহাড়
শপথ সে শান্তিপূর্ণ নগর মক্কার—
নিশ্চয় মানুষে আমি করেছি সৃজন
দিয়া যত কিছু শ্রেষ্ঠ মূরতি গঠন।
(যে জন সুবিধা এর লইল না তা'রে)
করিয়াছি নীচাদপি নীচ সে জনারে।
কিন্তু যে ঈমান আনে, সৎকাজ করে,
অনন্ত সে পুরস্কার আছে তার তরে।
"সুবিচার পাবে সবে" বলিলে তোমায়
মিথ্যার আরোপ করে কে সে তবে, হায় ?
আল্লাহ্ কি নন
সব বিচারক চেয়ে শ্রেষ্ঠতম জন ?

তীন— হজরত ঈসার জন্মভূমি বায়তুল মোকাদ্দসে তীন জায়তুনের গাছ খুব বেশী বলিয়া উঁহাকে এই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।
সিনাই — এক পাহাড়ের নাম। এই পাহাড়ে হজরত মূসা তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন এবং খোদার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

www.pathagar.com

সুরা ইনশেরাহ

শুরু করি ল'য়ে পাক নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

তোমার কারণ
করি নি কি আমি তব বক্ষ বিদারণ ?
নামায়ে সে ভার (মুক্তি) দিইনি তোমারে ?
ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ ছিলে তুমি যে বোঝার ভারে ?
নাম কি তোমার
করিনি কি মহীয়ান মহিমা-বিথার ?
সঙ্কটের সাথে আছে শুভ নিশ্চয়,
অতএব অবসর পাবে যে সময়—
উপাসনায় রত হবে সংকল্প লয়ে,
প্রভুর করিবে ধ্যান একমন হয়ে।

ইনশেরাহ্— বিদারণ, উন্মোচন।

সুরা দ্বোহা

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
অনন্ত সাগর যিনি দয়া করুণার।

শপথ প্রথম দিবস-বেলার
শপথ রাতের তিমির-ঘন,
করেন নি প্রভু বর্জ্জন তোমা',
করেন নি দুশমনী কখনো।
পরকাল সে যে উত্তমতর
ইহকাল আর দুনিয়া হ'তে,
অচিরাৎ তব প্রভু দানিবেন
(সম্পদ) খুশী হইবে যাতে।
পিতৃহীন সে তোমারে তিনি কি
করেন নি পরে শরণ দান ?

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

ভ্রান্ত-পথে তোমারে পাইয়া
তিনিই না তোমা' পথ দেখান ?
তিনি কি পান নি অভাবী তোমারে
অভাব সব করেন মোচন ?
করিয়ো না তাই পিতৃহীনের
উপরে কখনো উৎপীড়ন।
যে জন প্রার্থী — তাহারে দেখিও
ক'রো না তিরস্কার কভু,
ব্যক্ত করহ নিয়ামত যাহা
দিলেন তোমারে তব প্রভু।

দ্বোহা— দিবসের প্রথম প্রহর।

সুরা লায়্‌ল্‌

শুরু করি শুভ নাম ল'য়ে আল্লার,
দয়া করুণার যিনি মহা পারাবার।

শপথ রাতের আবৃত যখন করে সে অন্ধকারে
দিনের শপথ প্রোজ্জ্বল যাহা করে দেয় জ্যোতিঃধারে,
নর ও নারীর শপথ— যাদের তিনি সে স্রষ্টা প্রভু,
তোমাদের যত কর্ম্মফল একমত নহে কভু।
যারা দাতা সংযমী, সত্যধর্ম্মে সত্য বলিয়া লয়,
সহজ করিয়া দিব কল্যাণে তাহাদেরে নিশ্চয়।
কিন্তু যাহারা কৃপণ, নিজেরে ভাবে অতি বড় যারা,
বলে সত্যধর্ম্মে মিথ্যা, শীঘ্র দেখিতে পাইবে তা'রা,
সহজ করিয়া দিয়াছি তাদের দোজখের পথ, আর
রক্ষা করিতে পারিবে না তা'রে তা'র ধন-সম্ভার।
তখন ধ্বংস হইবে সে। জেনো সুপথ প্রদর্শন
কর্ত্তব্য সে আমার। একাল পরকাল সবখন

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

কেবল আমারি এখ্‌তিয়ারে সে। করি তাই সাবধান,
প্রজ্বলিত সে অনল হইতে জ্বল জ্বল লেলিহান।
হতভাগা সেই জন সত্য হ'তে যে মুখ ফিরায়,
সে ছাড়া সেই যে অগ্নিকুণ্ডে পশিবে না কেহ হায়।
সে অনল হ'তে রক্ষা পাইবে সেই সংযমী জন
শুদ্ধ হবার মানসে যে জন করে ধন বিতরণ।
কাহারও দয়ার প্রতিদানরূপে করে না সে ধন দান,
তাহার মহিমময় সে প্রভুরে তুষিতে যত্নবান।

লায়্‌ল্‌ —রাত্রি।

সুরা শাম্‌স্‌

শুরু করি ল'য়ে নাম মহান আল্লার,
যিনি সব দয়া-কৃপা-করুণা আধার।

শপথ রবি ও রবি-কিরণের
যখন চন্দ্র চলে সে পিছনে তা'র,
দিবস যখন করে সপ্রকাশ
রবিরে, রজনী অন্ধকার,
যখন ছাইয়া ফেলে সে রবিরে ;
নভঃ-নির্ম্মাণকারী তাহার ;
এই সে পৃথিবী স-বিস্তার ;
আত্মা, সুচারু গঠন তা'র।
সেই আত্মার সৎ ও অসতের
দিয়াছি দিব্য জ্ঞান,
এই সকলের শপথ ইহারা
সকলে করিছে সাক্ষ্য দান—
আত্মশুদ্ধি হইল যার,
নিশ্চয় সার্থক জীবন,

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

আত্মায় কলুষিত করিল যে
চির-বঞ্চিত হ'ল সে জন।
সত্যেরে বলিল মিথ্যা
"সামুদ" জাতি সে গর্ব্বভরে
অগ্রসর হ'লো হতভাগেরা
(রসুলেরে নাহি গ্রহণ করে)।
কহিলেন রসুল খোদার প্রেরিত
—সলিল করিতে পান
ওই আল্লার উটেরে
দিও না কো বাধা ব'ধো না প্রাণ।
বলিল নবীরে মিথ্যাবাদী
তথাপি তাহারা বধিল উটেরে,
তাহাদের তাই পাপের ফলে
বিধ্বস্ত করিল আল্লা তাদেরে।
ধূলিসাৎ ক'রে ফেলিলেন খোদা
তাদেরে; এই সে ধ্বংস-লীলার
পরিণাম ফলে বে-পরোয়া তিনি
(কোন ভয় কভু নাই তাঁর)।

শাম্‌স্—সূর্য্য।

সুরা বালাদ্

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
যিনি দয়াশীল আর কৃপার আধার।

শপথ করি এই নগরের
যে হেতু বিরাজ করিছ হেথায়
শপথ পিতার আর তাহাদের সন্তানের
(অধিবাসী এই নগর মক্কায়)।
মানুষে করেছি সৃষ্টি যে আমি
নিশ্চয় দুঃখ ক্লেশের মাঝ;

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

সে কি ভাবে, তার পরে প্রভুত্ব
করিতে কেহই নাহি সে আজ ?
"উড়ায়ে দিয়েছি রাশি রাশি টাকা
আমি" — সে বলে বিনাশিতে তোমারে,
সে কি (এই শুধু) মনে করে
কেহ দেখিতেছে না তাহারে ?
আমি কি তাহার মঙ্গল লাগি'
দিইনি তাহারে যুগল নয়ন ?
জিহ্বা ওষ্ঠ দিইনি ? দেখায়ে
দিইনি উভয় পথ সে কারণ ?
কিন্তু প্রবেশ করিল না ত সে
দুর্গম পথে উপত্যকার,
উপত্যকার দুর্গম সেই
পথ—জান তুমি সন্ধান তার ?
সে পথ— দাসেরে মুক্তিদান
ও অন্নদান সে ক্ষুধার্ত্তেরে
আশ্রয় দান ধূলি-লুণ্ঠিত
কাঙ্গালে, "এতিম্" আত্মীয়েরে।
এমনি ক'রে সে হয় একজন
তাদের মতই, ঈমান যারা
আনে আর দেয় উপদেশ
সব বিপদে (মহৎ তা'রা)।
উপদেশ দেয় পরস্পরে সে
দয়াশীল হ'তে, তা'রাই হবে
দক্ষিণ কর অধিকারী। আর
এ আয়াতে অবিশ্বাস করে গো যারা — হবে
বাম হস্তের অধিকারী তা'রা, তাদের তরে
আছে নিবদ্ধ হুতাশনের বরাদ্দ রে।

বালাদ্ —নগর।

www.pathagar.com

সুরা ফজর

শুরু করি ল'য়ে পাক নাম আল্লার,
করুণা নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

উষার শপথ! দশ সে-রাতের শপথ করি,
যোড়-বিযোড় সে দিনের শপথ! সে বিভাবরী,
যবে অবসান হ'তে থাকে করি তার শপথ
জ্ঞানীদের তরে যথেষ্ট শপথ—এই ত।
ভীম বাহু ঐ ইরামীয় "আদ"দের 'পরে
করেছেন কিবা প্রভু তব দেখনি কি ওরে ?
হয়নি সৃজিত নগর সমূহে তাদের প্রায়
আর সে "সামুদ" জাতি যে পাথর কাটিয়া
সে উপত্যকায়—
বসাইয়াছিল নগর বসতি, আর বহু কীলকধারী ;
ফেরাউন সাথে বিনাশ সাধিলাম কেন
আমি তাহারি ?
নগরে নগরে করেছিল ঔদ্ধত্য— আর
বহু অনাচার এনেছিল তথায় আবার।
শাস্তি দণ্ড তোমাদের প্রভু
তাদের উপরে দিলেন তাই,
নিশ্চয় তব প্রভু দেখে সব,
থাকেন সময় প্রতীক্ষায়।
মানবে যখন দিয়ে সম্পদ
সম্মান, করে পরীক্ষা প্রভু,
"আমার প্রভুই দিলেন এ সব
সম্মান" — বলে অবোধ তবু !
আবার তাহারে পরীক্ষা যবে
করেন জীবিকা হ্রাস ক'রে,
সে বলে, "আমার প্রভুই এ হেন
অপমানিত গো করিল মোরে।"

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

নহে, নহে, তাহা কখনই নহে,
এ সবের তরে তোমরা দায়ী,
এতিমে তোমরা গ্রাহ্য কর না
কাঙালে খাদ্য দিতে উৎসাহ নাহি।
অন্নমুষ্টি তা'রে নাহি দাও,
অত বেশী কর অর্থের মায়া,
পিতৃ-সম্পদ বিনা বিচারে সে
যাও যে তোমরা ভোগ করিয়া।
জান না কি, যবে ভীষণ রবে
এ-ধরিত্রী বিচূর্ণিত হবে,
দলে দলে ফেরেশতাগণ
তখন হাজির হ'বে সবে।
আর আসিবেন সে-দিন
তব মহান প্রভু সেথায়,
দোজখ সেদিন হইবে আনীত,
সে দিন মানুষ স্মরিবে, হায়!
কিন্তু সেদিন স্মরণে কি হবে ?
হায় হায় করি কাঁদিবে সব,
"পূর্ব্বে যদি এ জীবনের তরে
প্রেরিতাম পুণ্যের বিভব!"
অন্য কেহ সে পারিবে না দিতে
তেমন শাস্তি সে দিন,
অন্য কেহই তখন বাধা দিতে
পারিবে না সেই যে দিন।
শান্তি-প্রাপ্ত মানব-আত্মা!
ফিরে এস নিজ প্রভু পানে।
তুমি তাঁর প্রতি প্রীত যেমন
তিনি তব প্রতি প্রীত তেমন।
অনুগত মোর দাস যারা
এস সেই দলে,
বেহেশ্‌তে মোর করিবে প্রবেশ
অবহেলে।

ফজর — উষা।

www.pathagar.com

সুরা গ্বাশিয়া

শুরু করি শুভ নাম ল'য়ে আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

— আসিয়াছে নিকটে তোমার
বৃত্তান্ত কি আচ্ছন্নকারী ঘটনার ?
বহু সে আনন হবে নত জ্যোতিহীন;
শ্রান্ত কর্ম্ম-পরিক্লান্ত তাহারা সেদিন—
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া
ফুটন্ত উৎসের জল যাইবে পিইয়া।
বিষ কণ্টক শুধু পাইবে আহার,
করিবে না পুষ্ট দেহ, নিবৃত্তি ক্ষুধার।
খুশীতে হইবে বহু মুখ উজ্জ্বল,
হরষে লইবে তারা নিজ পুণ্য-ফল।
মহিমা-সুন্দর পাবে তাহারা বাগান,
শোনে না কেহই সেথা মিথ্যার ব্যাখ্যান?
সেথা চির বহমান উৎস সমুদয়,
সমুন্নত সিংহাসন সেইখানে রয়।
রাখা আছে পান-পাত্র, শত উপাধান,
বিছানো মখমল ময্যা (আরাম-শয়ান)।
দেখে নাকি উট সব চেয়ে তা'রা সবে?
কিরূপে তাদের সৃষ্টি হইল, না ভাবে ?
দেখে না বিনা স্তম্ভে আকাশ কেমনে
উচ্চে হয়েছে রাখা ? পর্ব্বতগণে
দেখে না কেমনে হ'ল তাদের স্থাপন ?
বিস্তারিত হ'ল এ-ধরা সে কেমন ?
তুমি উপদেষ্টা শুধু, উপদেশ দাও,
তুমি ত প্রহরী নহ, (পথ সে দেখাও)।
মানিবে না আদেশ যে, ফিরাইবে মুখ,
দিবেন আল্লাহ্ তা'রে কঠোর সে দুখ।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

নিশ্চয় ফিরিতে হবে তা'রে মোর পাশে,
হিসাব নিকাশ হবে আমারি সকাশে।

গ্বাশিয়া — আচ্ছন্নকারী, (প্রলয় ঘটনা)।

সুরা আ'লা

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি দয়ার পাথার।

মহত্তম যা নাম প্রভুর,
বর্ণনা কর পবিত্রতা তাঁর,
সৃজন করিয়া যিনি পূর্ণতা
দানিয়াছেন তায় আবার।
উচিত ধর্ম্মে নিয়ন্ত্রণ
করিয়া তিনিই দেখান পথ,
সৃজিয়া তৃণাদি তা'রে আবার
করেন কৃষ্ণ ভস্মবৎ।
আমি তোমা' পড়াইব কোরাণ,
বিস্মৃত তাই হবে না আর,
তবে আল্লাহ্ জানেন সব
প্রকাশ গোপন সব ব্যাপার।
তোমার তরে সে কল্যাণের
পথেরে সহজ দিব ক'রে,
অতএব উপদেশ বিলাও
যদি সে সুফল হয়, ওরে!
উপদেশ তব লবে ত্বরায়
সেই জন আছে যাহার ভয়,
অতিশয় হত-ভাগ্য যে
তাহা হ'তে দূরে সরিয়া রয়

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

দোজখের মহা অনল মাঝ
করিবে প্রবেশ সেই সে জন
বাঁচিবেও না সে (শান্তিতে)
হবে না সেথায় তার মরণ।
সেই জন হয় সফলকাম
অন্তঃকরণ পবিত্র যার,
নামাজ পড়ে যে, করি' স্মরণ
নাম সে দয়াল প্রভুর তার।
পছন্দ সে করিল হায়
পার্থিব এই জীবনকেই
উত্তম আর অবিনাশী
জীবন যা পাবে পরকালেই।
নিশ্চয় পূর্ব্বের সকল
কেতাবেই আছে তা বিদ্যমান
বিশেষ করিয়া ইব্‌রাহিম,
মূসার কেতাব তার প্রমাণ ।

আ'লা-মহত্তম।

সুরা তারেক

শুরু করি শ'য়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-সাগর যিনি দয়ার পাথার ?

শপথ "তারেক" ও আকাশের
সে "তারেক" কি তা জান কিসে ?
নক্ষত্র সে জ্যোতিষ্মান
(নিশীথে আগত অতিথি সে)।
এমন কোন সে নাহি মানব
রক্ষক নাই উপর যার,
অতএব দেখা উচিত তার
কোন্ বস্তুতে সৃষ্টি তার।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

বেগে বাহিরায় উছল জল—
বিন্দু তাতেই সৃজন তার
পিঠ ও বুকের মধ্য দেশ
সেই যে জল স্থান যাহার
সক্ষম তিনি নিশ্চয়ই
করিতে পুনর্জ্জীবন দান,
অভিব্যক্ত হবে সবার
গুপ্ত বিষয় হবে প্রমাণ,
র'বে না শক্তি সহায় আর
সে দিন তাহার কোন কিছুই,
শপথ নীরদ-ঘন নভের
শপথ বিদায়শীল এ-ভূঁই।
ইহাই চরম বাক্য ঠিক,
নিরর্থক এ নহে সে দেখ,
মতলব করে তাহারা এক
মতলব করি আমি ও এক
অবসর তুমি দাও হে তাই
বিধর্ম্মীদের ক্ষণতরে
দাও অবকাশ তাহাদেরে।

তারেক — নৈশ আগন্তুক।

সুরা বুরুজ্

শুরু করিলাম ল'য়ে নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

গ্রহ- উপগ্রহভরা শপথ আকাশের,
আর শপথ প্রতিশ্রুত রোজ হাশরের।
শপথ উপস্থিত, উপস্থাপিত সবার,
ধ্বংস হ'ল সে অধিকারিগণ পরিখার।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

কাষ্ঠপূর্ণ অগ্নিকুন্ড– অধিকারিগণ
বসেছিল তদুপরি তাহারা যখন।
আল্লায়–বিশ্বাসিগণে ধরিয়া তথায়
ফেলিয়া দেখিতেছিল নিজেরাই, হায়!
সাজা দিতেছিল শুধু অপরাধে এই
বিশ্বাসিগণের প্রতি ; বিশ্বাসিরা যেই
ঈমান আনিয়াছিল আল্লাহ্‌র প্রতি,
অনন্ত-প্রতাপ যিনি মহীয়ান অতি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রাজত্বের অধিপতি যিনি,
জ্ঞাত এ-সবের তত্ত্ব একমাত্র তিনি।
ঈমানদার সে নর–নারীরে যাহারা
দেয় যন্ত্রণা, তৌবা নাহি করে তাহারা,
ইহারই জন্য যাবে দোজখে নিশ্চয়,
অনল দাহন জ্বালা যেথা শুধু রয়।
অবশ্য যাহারা সৎ 'নেক্' কাজ করে,
আনে সে ঈমান ; আছে তাহাদের তরে
এমন বাগান, যার নিম্নদেশ দিয়া
পুণ্য–তোয়া নদী সব চলিছে বহিয়া।
শ্রেষ্ঠ সফলতা এই নিশ্চয় তোমার
প্রভু প্রতাপান্বিত বিপুল বিথার।
প্রথমে সৃজিয়া যিনি গড়েন আবার
তিনি মহাপ্রেমময় ক্ষমাবান, আর
জগৎ–সাম্রাজ্য-সিংহাসনের পতি,
ইচ্ছাময় প্রভু তিনি গরীয়ান অতি।
ফেরাউন সামুদের সেনা–সম্ভার
তাদের বৃত্তান্ত শোনা আছে কি তোমার ?
জান কি কেমনে হ'ল তারা ছারখার ?
যে জন অমান্য করে আদেশ আমার
সত্যেরে অসত্য বলা কাজ যে তাহার।
অথচ আল্লাহ্‌তালা ঘিরিয়া তাহায়
পরিব্যাপ্ত র'য়েছেন চারিদিকে, হায়!

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

মহিমান্বিত মহা কোর-আন এই
লিখিত সুরক্ষিত পাক "লওহে"ই।

বুরুজ্ —গ্রহ বা রাশিচক্র।

সুরা ইন্‌শিকাক

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই পার।

(রোজ কিয়ামতে) যবে ফাটিবে আকাশ,
হবে সে প্রভুর নিজ আজ্ঞাবহ দাস,—
এই উপযোগী ক'রে গড়েছি তাহায় ;
লাগিবে সে আকর্ষণ যখন ধরায় ;
যাহা কিছু আছে তার মধ্যে, ফেলি' তায়
হইয়া যাইবে শূন্য-গর্ভ সে, হায়!
মানিবে পৃথিবী আজ্ঞা তাহার খোদার,
এরি উপযোগী ক'রে সৃজন যে তার।
তোমারে খোদার পানে চলিতে, মানব,
তোমারে করিতে হবে চেষ্টা অসম্ভব।
তবে সে করিবে লাভ মিলন তাঁহার! —
মিলিবে "আমল-নামা" ডা'ন হাতে যার,
সহজে দিবে সে তার হিসাব-নিকাশ,
হরষে ফিরিবে নিজ পরিজন পাশ।
যে পাবে আমল-নামা পশ্চাৎ পানে,
"সর্ব্বনাশ" বলিয়া সে কাঁদিবে সেখানে।
পশিবে সে অগ্নিকুন্ডে। —আত্মীয় স্বজনে
বেষ্টিত ছিল সে যবে হরষিত মনে,
ধরিয়া লইয়াছিল মনে সে তাহার
ফিরিতে কখনো তা'রে হইবে না আর।
—তা'রে সর্ব্বদা
দেখিতেছিলেন নিশ্চয়, তার যে খোদা

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

সান্ধ্য-গগনের ঐ গোধূলি-রাগের
শপথ করি আর যে তিমির রাতের,
যামিনী সংগ্রহ করে যত কিছু তার,
আর শপথ করি আমি পূর্ণ-চন্দ্রমার ;—
নিশ্চয় তোমরা পৌঁছিবে পরে পরে
এক স্তর হ'তে পুনরায় অন্য স্তরে।
(অতএব) তাহাদের কি হয়েছে ? তা'রা
বিশ্বাস করে না এ বিশ্বাস-হারা!
কোরাণ তাদের কাছে যবে পাঠ হয়,
(কেন) তাহারা সেজদা নাহি করে সে সময়!
অমান্য করে যারা তারাই আবার
সত্যে সে আরোপ করে তারাই মিথ্যার।
তাহারা পোষণ করে মনে যাহা যত,
আল্লাহ বিশেষ রূপে তাহা অবগত।
—কঠোর দন্ডের
অতএব দিয়ে রাখ সংবাদ তাদের।
(তবে) যাহারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে,
অন্তহীন পুরস্কার তাহাদের তরে।

ইনশিকাক্ - বিদারণ, ফাটিয়া যাওয়া।

সুরা তাৎফিফ্

শুরু করি লয়ে পূত নাম বিধাতার,
করুণা ও দয়া যাঁর অনাদি অপার।

সর্ব্বনাশ তাহাদের, হ্রাস-কারী যারা,
যখন লোকের কাছে মেপে লয় তা'রা,
তখন পূর্ণ ক'রে চায় মেপে নিতে
তাদেরে ওজন ক'রে হয় যবে দিতে,
তখন কম সে করে মাপে ও ওজনে!
উঠিতে হইবে পুনঃ, করে না তা মনে।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

উঠিবে মানব পুনঃ মহান সে দিন,
বিশ্বপালকের কাছে দাঁড়াবে যেদিন।
পাপিষ্ঠ লোকের সে কার্য্য সমুদয়
নিশ্চয় "সিজ্জিনে" থাকে, কভু মিথ্যা নয়।
জান কি, সে "সিজ্জিন" কি ? লিখিত কেতাব
(লেখা র'বে যাতে তার পাপের হিসাব)।
—সর্ব্বনাশ হবে
তাদের —সত্যেরে বলে মিথ্যা যারা সবে।
কর্ম্মফল প্রাপ্তির এদিন হাশরের—
বলে মিথ্যা— সর্ব্বনাশ হবে তাহাদের।
আদেশ-লঙ্ঘনকারী পাতকী ব্যতীত
আর কেহ বলে না—এ সত্যের অতীত।
তার কাছে পাঠ হলে আমার এ বাণী,
সে বলে এ "পূর্ব্বতন লোকের কাহিনী"
— কখনই নহে, তাহা নহে
অভ্যস্ত তাদের নিজ কাজগুলি রহে,
জমেছে মরিচা-রূপে তাহাদের মনে।
সেদিন তাহারা নিজ খোদার সদনে,
পারিবে না যেতে নিশ্চয়! তারপর
প্রবেশ করিবে তা'রা দোজখ ভিতর।
সেই কর্ম্মের ফল জেনো ইহা সেই,
তোমরা মিথ্যা সদা বলিতে এ'রেই।
কখনই মিথ্যা নহে, রহিবে নিশ্চয়,
লেখা "ইল্লিয়নে" সব কার্য্য সমুদয়
যত সৎলোকের সে। জান "ইল্লিয়ন"
কারে কয় ? লিখিত সে কেতাব রতন।
প্রত্যক্ষ কেবল তা'রা করিবে দর্শন
আল্লার নিকটে যাবে যে মানবগণ।
সুপ্রচুর সুখে র'বে, পুণ্য-আত্মাগণ,
সুউচ্চ তখ্‌তে রহি' করিবে দর্শন
— সে সুখ-পুলকে

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

দেখিতে পাইবে তারা নিজ মুখে চোখে।
—শিলমোহর করা
তাহারা করিবে পান সুপবিত্র সুরা।
কস্তুরীর সে মোহর। কামনা কারুর
থাকে যদি— করুক কামনা এ দারুর।
"তস্‌নীম" সুধা মেশা হয় সে সুরায়,
"তস্‌নীম" সে প্রস্রবণ-উৎস, যাহায়
আল্লার নিকট যারা, করে তা'রা পান।
অবিশ্বাসী সবার প্রতি বিদ্রূপ-বাণ
হানিতে যে অপরাধীগণ নিশ্চয়,
আঁখি-ঠারে ইঙ্গিত তারা যে সময়
করিত পরস্পরে বিশ্বাসীরে দেখে
তাহাদের পাশ দিয়া যাইলে, তাহাকে।
স্বজনের কাছে সব ফিরে গিয়ে পুনঃ
করিত বিদ্রূপ ব্যঙ্গ ইহারা তখনো।
দেখায়ে (বিশ্বাসীগণ) বলিত, "ইহারা
নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, সবে পথহারা!"
বিশ্বাসীদের পরে অথচ বেশক
প্রেরিত হয়নি এরা হইয়া রক্ষক।
ঈমান এনেছে যারা, তা'রা আজিকে
উপহাস করিবে বিধর্ম্মী দেখে'।
উঁচু সে তখ্‌তে বসি করিবে দর্শন,
কর্ম্মফল পেল আজ বিধর্ম্মীগণ।

তাৎফিফ্—পরিমাণ হ্রাসকরণ।

www.pathagar.com

সুরা ইন্‌ফিতার

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার
করুণা-পাথার যিনি দয়া পারাবার।

আসমান সবে বিদীর্ণ হ'বে
খসিয়া পড়িবে তারকা সব,
সমাধি-পুঞ্জ হবে উন্মুক্ত
উচ্ছ্বসিত হবে অর্ণব,
তখন জানিবে প্রত্যেক লোকে
জীবনে করেছে কি সঞ্চয়,
রাখিয়া এসেছে পশ্চাতে কিবা !
হে মানব! তবে সে কৃপাময়
প্রভু হ'তে রাখে বঞ্চিত ক'রে
তোমায় কিসে ? যে প্রভু তোমায়
সৃজিয়া তা'পর সাজাল কেমন
কৌশলে যেথা যাহা মানায়।
যুক্ত তোমায় করেছেন তিনি
যে আকারে তাঁর ইচ্ছা হয়,
মিথ্যা বল যে কর্ম্মফলেরে
নহে নহে তাহা কখনো নয়।
নিয়োজিত আছে রক্ষীবৃন্দ
নিশ্চয় তোমাদিগের 'পর,
যাহা কিছু কর, মহান হিসাব—
লেখকদের তা হয় গোচর।
র'বে নিশ্চয় পরমাহ্লাদে
পুণ্যবান সৎকর্ম্মীরা,
নিশ্চয় যাবে দোজখে সে যত
দুঃশীল কু-ব্যক্তিরা।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

করিবে প্রবেশ রোজ কিয়ামতে
সে দোজখে তা'রা। পশি' সেথা
লুকাতে পলাতে পারিবে না আর,
তাহা কি জানাল তোমা' কে-তা ?
জিজ্ঞাসা করি আবার তোমারে
কিয়ামত কি তা জান কি সে ?
ইহা সেই শেষ-বিচার দিবস,
যে দিন মানব মানবী সে
কেহই কারুর উপকারে কোন
আসিবে না, হবে নিঃসহায়,
একমাত্র সে আল্লাহ্‌তালার
হুকুম সেদিন র'বে সেথায়।

ইন্‌ফিতার— বিস্ফোরণ, বিদারণ!

৩৫. সূরা তকভীর

শুরু করিলাম শুভ নামেতে খোদার,
করুণা- আকর যিনি দয়ার আধার।

সঙ্কুচিত হয়ে যবে সূর্য্য যাবে জড়ায়ে,
তারকা সব পড়বে যখন ইতস্ততঃ ছড়ায়ে,
পর্ব্বত সব সঞ্চারিয়া ফিরিবে যখন (ধূলির প্রায়)।
পূর্ণ-গর্ভা উটগুলিরে দেখবে না কেউ উপেক্ষায়,
বেরিয়ে আসবে বুনো যত জানোয়ারেরা বেঁধে দল,
হবে প্লাবন-উদ্বেলিত যখন সকল সাগর জল।
আত্মা হবে যুক্ত দেহে। জ্যান্ত পোতা কন্যাদের
পুছ্‌ব যখন কোন্ দোষে বধ করেছে পিতা তোদের?
যখন খোলা হবে সবার আমল-নামা ; সেই সে দিন
জ্বলবে দোজখ ধূ ধূ, হবে আকাশ আবরণ-বিহীন,
জানবে সে দিন প্রতি মানব, সাথে সে কি আনল তার!
শপথ করি ঐ চলমান আর স্থিতিশীল তারকার,

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

রাত্রি যখন পোহায় এবং উষা যখন ছায় সে দিক,
শপথ তাদের, মহিমময় রসুলের এ বাণী ঠিক।
আরশ-অধিপতির কাছে প্রতিষ্ঠা তাঁর, সেই রসুল
বিশ্বস্ত, সম্মানার্হ, শক্তিধর, ধরায় অতুল।
পাগল নহে তোমাদের এই সহচারী সাক্ষ্য দিই,
মুক্ত দিগন্তরে জিব্রাইল দেখেছেন সে তিনি'ই।
অদেখা যা দেখেন ইনি ব্যক্ত করেন তখন তাই,
বিতাড়িত শয়তানের এ উক্তি নহে (কহেন খোদাই)।
তোমরা যাবে অতঃপর কোন্ সে দিকে? বাণীতে
—যাহা কই,
বিশ্ব-নিখিল-শুভ তরে, নয় ত এ উপদেশ বই!
এই উপদেশ তাহার তরে, তোমাদিগের মাঝ হ'তে
চলিতে যে চাহে আমার সুদৃঢ় সরল পথে।
নিখিল-বিশ্ব-অধিরাজের ইচ্ছা না হয় যতক্ষণ,
তোমরা ইচ্ছা করতে নাহি পারবে জানি ততক্ষণ!

তকভীর-আবরণ।

৩৬. সুরা আবাসা

শুরু করি ল'য়ে শুভ নাম আল্লার,
দয়া করুণার যাঁর নাই নাই পার।

(মোহাম্মদ) ভ্রু-ভঙ্গী করি' ফিরাইল মুখ
যেহেতু আসিল এক অন্ধ আগন্তুক
তাঁহার নিকট। তুমি জান (মোহাম্মদ)?
হয়ত বা লভিবে সে শুদ্ধির সম্পদ,
কিম্বা তব উপদেশ মত সে চলিবে,
তাহাতে তাহার তরে সুফল ফলিবে।
মানে না যে তব কথা বে-পরোয়া হয়ে,
বুঝাইতে কত যত্ন তব, তা'রে লয়ে।
অথচ সে শুদ্ধাচারী না হইলে পর
তোমার দায়িত্ব নাই প্রভুর গোচর।

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

কিন্তু তব পাশে ছুটে' আসে যেইজন
আল্লার সে ভয়ও রাখে, তার থেকে মন
সরাইয়া লও তুমি! উচিৎ এ নয়,
আল্লার এ উপদেশ, জানিও নিশ্চয় ;
কাজেই যাহার ইচ্ছা, করুক উহার
আলোচনা। (সেই উপদেশ সম্ভার)
মহিম-মহান পত্রাবলীতে (লিখিত),
উন্নত পূত লেখক হস্তে (সুরক্ষিত)।
(আর সে লেখকগণ) সৎ ও মহান।
সর্ব্বনাশ মানুষের ! সে কৃতঘ্ন-প্রাণ
অতি ঘোর! (হায়), তা'রে কোন্ বস্তু হ'তে
সৃজন করিয়াছেন তিনি ? শুক্র হ'তে
-তারে সৃষ্টি ক'রে
যথাযথ ভাবে তা'রে সাজান, তা' পরে,
সহজ করেন তার জন্য পথ তার,
পরে মৃত্যু ঘটাইয়া সমাধি মাঝার
লন তারে। পুনরায় ইচ্ছা সে যখন,
বাঁচাইয়া তুলিবেন তাহারে তখন।

না, না তিনি করেছেন যে আদেশ তারে
সমাধা সে করিল না তাহা (একেবারে)।
করুক মানুষ এবার দৃষ্টিপাত
তাহার খাদ্যের পানে, কত বৃষ্টিপাত
করিয়াছি (তার তরে), মাটিতে তা'পরে
বিদীর্ণ করয়াছি কত ভাল ক'রে।
অনন্তর জন্মায়েছি ফসল প্রচুর,
আঙ্গুর শাক-সব্জি, জায়তুন, খেজুর,
গহন কানন-রাজি, তৃণাদি ও ফল ;
তোমাদের, তোমাদের পশুর মঙ্গল
সাধিতে। আসিবে যবে সে বিপদ-দিন,
(ভীষণ নিনাদে) লোক পালাবে সে দিন

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

নিজ ভ্রাতা, নিজ পিতা মাতা হ'তে,
সঙ্গিনী ও পুত্রগণে (ফেলে রেখে পথে)।
সে দিন এমনই হবে অবস্থা লোকের,
ভাবিতে সে পারিবে না কথা অন্যের।
সে দিন উজ্জ্বল হবে কত সে আনন,
হাসি রাশি ভরা আর পূর্ণ-হরষণ;
আবার কত সে মুখ ধূসর ধূলায়।
(হইবে হায় রে) আচ্ছাদিত কালিমায়!
—ইহারা তাহারা,
অমান্যকারী আর ভ্রষ্টাচারী যারা।

আবাসা—ভ্রু-ভংগীকরণ।

৩৭. সুরা নাজেয়াত

শুরু করি ল'য়ে পূত নাম সে খোদার,
যিনি চির-দয়াময় করুণা আধার।

তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে টানে যারা (ধনুর্গুণ)
তাদের শপথ ছুটে (যে শর) তীব্র সে গতি-নিপুণ।
তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে যারা সন্তরণ-কারী,
দ্রুতবেগে অগ্রগামী (অশ্ব যে) প্রমাণ তারি।
করে যারা সব বিষয়ের ব্যবস্থা তাদের প্রমাণ।
কম্পনের সে পরে যেদিন ধরা হবে কম্পমান,
কত সে অন্তরাত্মা সেদিন হবে ঘন-স্পন্দিত,
দৃষ্টিগুলি তাদের সেদিন হবে অবনমিত।
বলছে তা'রা (ব্যঙ্গসুরে) "আমরা কি গো পুনর্ব্বার
জীর্ণ অস্থি হবার পরেও পূর্ব্বজীবন পথে আর
(বিতাড়িত হ'ব)। ওহো, তবে বড়ই ক্ষতিকর
হবে ত সে জীবন পাওয়া!" একটি মাত্র তাড়নায়
প্রান্তর-ভূমিতে তা'রা অমনি হাজির হ'বে, হায়!
তোমার কাছে পৌঁছেনি কি মুসার সেই সে বিবরণ ?
তাহার প্রভু যখন তা'রে করিলেন সেই সম্বোধন

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

পূত "তোওয়া" প্রান্তরে, "ফেরাউনের বরাবর,
উচ্ছৃঙ্খল হ'য়েছে সে। বলবে তা'রে অতঃপর,—
তুমি পাক হ'তে কি চাও? দেখাইয়া দিই তোমায়
তোমার প্রভুর দিকের পন্থা, চলবে হে ভয় করে তায়।"
(পরে) মুসা দেখাল তায় শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন,
সে সত্যেরে মিথ্যা ব'লে লইল না তা (ফেরাউন)।
প্রবৃত্ত সে হইল কুচেষ্টায় যে অতঃপর,
ঘোষণা সে করিল ফলে জুটিয়ে (বহু লস্কর),
বলিল তখন, "আমিও ত পরম প্রভু তোদের রে।"
ইহকাল আর পরকালের শাস্তি দিতে চাই তা'রে
ধৃত করিলেন আল্লাহ্। ভয় রাখে যে তাঁর তরে
বিশেষ করে জানার উপদেশ আছে (কোরাণ ভরে)।
তোমাদের কি সৃষ্টি অধিক কঠিন ? না ঐ আকাশের ?
সৃজিয়া তায় উর্ধ্বকে তার করিলেন সুউচ্চ ফের!
ঠিক-ঠাক তায় দিলেন ক'রে। রজনীকে তিমির-ময়
করলেন (দূর করে তাহার আলোকরাশি সমুদয়)।
প্রসারিত করলেন এই ধরায় তিনি অতঃপর
তাহার থেকে করলেন বাহির পানি এবং চারণ-চর।
(তোমাদের ও তোমাদের পশুর উপকার তরে)
প্রতিষ্ঠিত করলেন ঐ শৈলমালা উপরে!
সে মহাবিপদ আসবে যে দিন অতঃপর,
অর্জ্জন সে করেছে কি বুঝতে পারবে সেদিন নর।
দর্শকে দেখানোর তরে দোজখ হবে সুপ্রকাশ,
লঙ্ঘন যে করে বিধি পার্থিব জীবনের আশ—
মুখ্যভাবে যে জন করে তার স্থিতিস্থান দোজখ পরে।
কিন্তু প্রভুর সম্মুখে তার দাঁড়াবার যে ভয় রাখে,
নীচ যত প্রবৃত্তি হ'তে মুক্ত রাখে আত্মাকে,

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

ফলে—(হবে) নিশ্চয় ঐ বেহেশ্‌ত্‌ তাহার স্থিতিস্থান!
জিজ্ঞাসিছে ওরা, "হবে কখন তাহার অধিষ্ঠান,
সেই মুহূর্ত্ত আসবে কবে ? তুমি আলোচনায় সেই
(ব্যস্ত) আছ ? তার নিরূপণ তোমার প্রভুর নিকটেই।
—যে সব লোকে ভয় রাখে সেই মুহূর্ত্তের
তুমি কেবল করতে পার সাবধান সে তাহাদের
(করবে মনে সে দিন তা'রা) দেখবে যখন সেই সে খন,
রয়নি তা'রা এক সাঁঝ বা এক প্রভাতের অধিকক্ষণ!

নাজেয়াত—ধনুকধারিগণ

৩৮. সূরা নাবা

শুরু করি ল'য়ে নাম খোদার
করুণাময় ও কৃপা-আধার।

পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা কোন্‌ বিষয় ?
সেই সে মহান খবর লয়ে যাতে সে ভিন্নমত হয় ?
না, না, তা'রা জানবে ত্বরায়, জানবে, কই আবার
করিনি কি শয্যারূপে নির্ম্মাণ আমি এই ধরার ?
কীলক স্বরূপ করিনি কি স্থাপিত ঐ সব পাহাড় ?
যোড়ায় যোড়ায় তোমাদের সৃষ্টি করেছি আবার।
বিরাম লাগি' দিয়াছি ঘুম, রাত তোমাদের আবরণ,
করিয়াছি জীবিকার তরে দিবসের সৃজন।
নির্ম্মিয়াছি দৃঢ় সপ্ত (আকাশ) ঊর্দ্ধে তোমাদের,
করিয়াছি প্রস্তুত এক প্রদীপ্ত সে প্রদীপ ফের,
বর্ষণ করেছি সলিল মেঘ হ'তে মুষলধারায়,
কারণ আমি জন্মাব যে উদ্ভিদ ও শস্য তায়,
এবং গহন কাননরাজি। আছে আছে সুনিশ্চয়,
মীমাংসা সে অবধারিত যেদিন সে ভেরী প্রলয়

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

উঠবে বেজে ; শুনে তাহা তোমরা সবে দলে দল
সমাগত হবে ; এবং খোলা হবে গগন তল,
তাহার ফলে হয়ে যাবে সেদিন তাহা বহুদ্বার,
সঞ্চালিত করা হবে পাহাড় সবে ; ফলে তার
মরীচি-বৎ হবে তা'রা। দোজখ আছে অপেক্ষায়,
সুনিশ্চয় ; অবাধ্য যাঁরা তাদের বাসস্থান তাহায়।
সেই খানেতে করবে তা'রা বহু "হোক্‌বা" অবস্থান!
পাবে না কো সেখানে তা'রা স্নিগ্ধ স্বাদ এবং পান
করতে নাহি পাবে কিছু, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,
পাবে সলিল উষ্ণ ভীষণ কিংবা দারুণ সুশীতল।
হিসাব নিকাশ আশা তা'রা করতো না কো সুনিশ্চয়,
মিথ্যার আরোপ করেছিল নিদর্শন সে সমুদয়।
দেখতে আমার ওরা সবে হটকারিতা ক'রেই
অথচ রেখেছি গুণে গুণে প্রতি বস্তুকেই।
সুতরাং এবার মজা দেখ! এখন কেবল যাতনাই
বাড়িয়ে দিতে থাকব আমি, তোমাদিগের
— (রেহাই নাই)!

সংযমী লোক সবার তরেই সফলতা সুনিশ্চয়,
প্রাচীর ঘেরা কাননরাজি এবং আঙ্গুর (সেথায় রয়)।
সমান বয়েস তরুণীদল, পানপাত্র পরের পর
আসবে সেথা পূর্ণ এবং পবিত্র (অমৃত ভর)।
শুনতে নাহি পাবে তা'রা মিথ্যা প্রলাপ সেই সে স্থান
বিনিময়ে তোমার প্রভুর থেকে তাই যথেষ্ট দান।
ভূলোক ও দ্যুলোকের যিনি সকল-কিছুর অধীশ্বর,
করুণাময় যিনি তাঁহার কেহই সেদিন তাঁহার পর
হবে না কো অধিকারী সম্বোধন করিতে তার।
জিব্‌রাইল আর ফেরেশতারা দাঁড়াবে সব দিয়ে সা'র
সেদিন তা'রা কইতে নারবে কোন কথা ; কিন্তু যার
মিলবে আদেশ কৃপা-নিধান খোদার কাছে বলবে সে

www.pathagar.com

তাওয়াতুর

সঙ্গত সে কথা। উহাই নিশ্চিত দিন সত্য যে সে।
সুতরাং যার ইচ্ছা হয়
আপন প্রভুর কাছে এসে গ্রহণ করুক সে আশ্রয়।
অনাগত শাস্তি সে কি, তার বিষয়
সাবধান করেছি আমি তোমাদের সুনিশ্চয়।
দেখতে পাবে সেদিন মানুষ পাঠাল দুই হস্ত তার
কোন্ সম্বল আগের থেকে! বলতে থাকবে কাফের—আর
(ভাগ্যহত আমি হায়)
হ'তাম যদি মাটি—(ছিল শান্তি তায়!)

নাবা—খবর। হোক্‌বা—বহু যুগ।

তাম্মাত

www.pathagar.com

শানে-নজুল

সুরা [১] ফাতেহা — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৭টি আয়াত, ২৫টি শব্দ, ১২৩টি অক্ষর ও ১টি রুকু। ইহার অপর নাম "সাবাউল মোসানী"। 'সাবা' অর্থ সাত ; 'মোসানী' অর্থ পুনঃপুনঃ।

ফাতেহা—উদ্‌ঘাটিকা। এই 'সুরা' দিয়াই পবিত্র কোরআন শরীফের আরম্ভ। এই জন্য এই সুরার নাম "ফাতেহা"। ইহা কোরআনের শেষ খণ্ড আমপারায় নাই, ইহা কোরআন শরীফের প্রথম খণ্ডের প্রথম "সুরা"। নামাজ, বন্দেগী, প্রার্থনা প্রভৃতি সকল পবিত্র কাজেই সুরা ফাতেহার প্রয়োজন হয় বলিয়া আমপারার সঙ্গে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল।

শানে নজুল (অবতীর্ণ হইবার কারণ)—একদা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কার প্রান্তর অতিক্রম করার সময় দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, মোহাম্মদ! আমি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল, আপনি পয়গাম্বর, আমি শপথ করিতেছি—আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র রসুল (তত্ত্ববাহক)। আপনি বলুন, আল-হাম্‌দুলিল্লাহ—সকল প্রশংসাই বিশ্বপতি আল্লার, ইত্যাদি। (তফসীরে আজিজী ও তফসীরে মাজহারী)

সুরা [২] নাস— মদীনা শরীফে অবতীর্ণ। ইহাতে ৬টি আয়াত, ২০টি শব্দ, ৮১টি অক্ষর এবং ১টি রুকু আছে। "নাস" অর্থ মানুষ। (কোরআন শরীফের মোট ১১৪টি সুরার মধ্যে এইটিই শেষ সুরা।)

সুরা [৩] ফলক—মদীনা শরীফে অবতীর্ণ ; ইহাতে ৫টি আয়াত, ২৩টি শব্দ, ৭৩টি অক্ষর ও ১টি রুকু।

"ফলক"—ঊষা, প্রাতঃকাল। ইহা কোরআনের ধারাবাহিক ১১৩ সুরা।

শানে-নজুল—মদীনা শরীফের অধিবাসী লবিদ নামক একজন ইহুদীর কয়েকটি কন্যা ছিল। তাহারা হজরত নবী করিমের মাথার কয়েকটি চুল ও চিরুনীর কয়েকটি দাঁতের উপর যাদুমন্ত্র পাঠ করিয়া এগারটি গ্রন্থি দিয়াছিল এবং তাহা এক একটি খোর্ম্মা মুকুলের মধ্যে রাখিয়া "যোরআন" নামক কূপের তলদেশস্থ প্রস্তরের নীচে স্থাপন করিয়াছিল। এই যাদুর দরুন হজরতের শরীর এরূপ অসুস্থ হইয়াছিল যে, তিনি যে কাজ করেন নাই

www.pathagar.com

তাহাও করিয়াছেন বলিয়া কখন কখন তাঁহার ধারণা হইত। হজরত ছয় মাস কাল যাবৎ এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে জানিতে পারিলেন তাঁহার ঐ পীড়ার কারণ কি। প্রাতে হজরত আলী, আম্মার ও জোবায়েরকে "যোরআন" কূপের দিকে প্রেরণ করেন! তাঁহারা উক্ত কূপের তলদেশ হইতে ঐসব দ্রব্য তুলিয়া হজরতের নিকট নিয়া হাজির করেন। তখন জিব্রাইল "ফলক" ও "নাস" এই দুই সুরা সহ অবতরণ করেন। এই দুই সুরায় এগারটি আয়াত আছে। তিনি এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে এগারটি আয়াত পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া উহার এগারটি গ্রন্থি খুলিয়া গেল। অতঃপর হজরত সম্পূর্ণরূপে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। (এমাম এবনে কছির, জালালায়ন, কবীর)

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যাদুমন্ত্র দ্বারা মানুষের শারীরিক ক্ষতি হওয়া অসমীচীন নয় ; কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যাদুমন্ত্র প্রভাবে স্বর্গীয় আদেশ প্রচারের কালে বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এরূপ ধারণা করা বাতুলতা মাত্র। (কবীর, হাক্কানী)

সুরা [৪] ইখলাস- এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৪টি আয়াত, ১৭টি শব্দ, ৪৯টি অক্ষর ও একটি রুকু আছে।

শানে-নজুল—মক্কার অধিবাসী কতিপয় কাফের হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আল্লাহ্ কি উপাদানে গঠিত ? তিনি কি আহার করেন ? তাঁহার জনক কে ? ইত্যাদি। এর উত্তরে এই সুরা নাজেল হয়।

এমাম কাতাবা বলেন—"সামাদ" অর্থ— তিনি পান-আহার করেন না। এই শব্দের—অভাবরহিত, শ্রেষ্ঠতম, অনাদি, নিষ্কাম ও অনন্ত ইত্যাদি বহু অর্থ আছে। আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী বা সাহায্যপ্রার্থী নন, সকলেই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী ; তিনি বে-নেয়াজ। এই সুরায় অংশীবাদী ও পৌত্তলিকদের মতবাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে। (কবীর, কাশ্‌শাফ, বায়জাবী)

সুরা [৫] লহব— মক্কায় অবতীর্ণ ; ইহাতে ৫টি আয়াত, ২৪টি শব্দ, ৫৮১টি অক্ষর।

শানে-নজুল—বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতি টীকাকারদের মতে খোদাতালা হজরতের আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ করিলে তিনি সাফা পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া আরবের তদানীন্তন নিয়মানুসারে উচ্চৈঃস্বরে "সাবধান" "সাবধান"

www.pathagar.com

বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। তাহাতে কোরায়েশ বংশের অনেক লোক তথায় উপস্থিত হইয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করে, কি হইয়াছে ? হজরত তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি বলি যে একদল শত্রু তোমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছে, তবে তোমরা আমার এই কাজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি? তদুত্তরে তাহারা বলিল, নিশ্চয় বিশ্বাস স্থাপন করিব। আমরা বেশ পরীক্ষা করিয়াছি, আপনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তৎপর হজরত বলিলেন, হে কোরেশগণ! তোমাদের সম্মুখে জ্বলন্ত দোজখের মহাশাস্তি রহিয়াছে ; যদি তোমরা আমার ও খোদার বাণীর উপর আস্থা স্থাপন না কর, তবে তোমাদিগকে ঐ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তোমরা স্ব স্ব আত্মাকে উক্ত শাস্তি হইতে রক্ষা কর। ইহা শুনিয়া আবু লহব (হজরতের পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহার স্ত্রী আবু ছুফিয়ানের ভগ্নী উম্মে জামিলা) রাগান্বিত হইয়া বলিল "তাব্বান লাকা"—তোর ধ্বংস হউক। এই ঘটনার পর এই সুরা অবতীর্ণ হয়। (বোখারী)

সুরা [৬] নসর— এই সুরা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়; ইহাতে ৩টি আয়াত, ১৯টি শব্দ ও ৮১টি অক্ষর আছে।

শানে নজুল—হিজরী ৬ষ্ঠ সালে হজরত ছাহাবাগণ সহ "ওমরা" সম্পন্ন করার জন্য হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে কোরেশগণ তাঁহাদিগকে মক্কা শরীফে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে। সেই সময় কোরেশগণের সহিত হজরতের এই মর্ম্মে এক সন্ধি হয় যে, এক দল অপর দলের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না। বনুবকর সম্প্রদায় কোরেশদের ও খোজা সম্প্রদায় হজরতের পক্ষভুক্ত হইল। কিছুকাল পর বনুবকরেরা কোরেশদের সহায়তায় উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতঃ খোজা দলকে আক্রমণ করে। খোজারা হেরেম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করা সত্ত্বেও বনুবকরেরা তাহাদিগকে প্রহার করে। জনৈক খোজা নেতা ও তাহাদের দলের কয়েকজন লোক মদীনা শরীফে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করে। হজরত ছাহাবাগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করেন। পূর্ব্বের অঙ্গীকার দৃঢ় ও শর্তের সময় বৃদ্ধি করার মানসে কোরেশগণ আবু সুফিয়ানকে মদীনা শরীফে পাঠান। হজরত আলী, জোবায়ের প্রভৃতি ছাহাবার প্রেরিত পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্র কাড়িয়া লন। ১০ম হিজরীতে দশ হাজার ছাহাবা সহ মক্কা

www.pathagar.com

অভিমুখে হজরত যাত্রা করেন। আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ, হজরত আব্বাসের প্রার্থনায় তাহার মুক্তি, বহু সৈন্যের ভীতি, মক্কা বিজয়, অধিবাসিগণকে ক্ষমা, ১৫ দিবস তথায় অবস্থান ইত্যাদির আভাস ইহাতে প্রদান করা হইয়াছে।

সুরা [৭] কাফেরুন— এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ; ইহাতে ৬টি আয়াত, ২৭টি শব্দ ও ৯৯টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—ওমাইয়া, হারেছ, আ'স, অলিদ প্রভৃতি কোরেশগণ, হজরত তাহাদের ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিলে তাহারাও হজরতের ধর্ম্মমতের অনুসরণ করিবে বলায় তিনি বলিলেন, আমি আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি কখনও তাঁহার অংশীস্থাপন করিতে পারিব না। তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে না, অথচ হজরতের সহিত মিলিত হইতে চায়। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [৮] কাওসার— এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়; ইহাতে ৩টি আয়াত, ১০টি শব্দ ও ৩৭টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—এই সুরাটি আবু জহল, আবু লহব, আ'স ও আকাবার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কথিত আছে, হজরতের পুত্র তাহের দেহত্যাগ করার পর আ'স নামীয় জনৈক ধর্ম্মদ্রোহী হজরতের সহিত আলাপ করার পর নিজের দলের লোকদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল, আমি আব্‌তর নিঃসন্তান বা আটকুঁড়ের সহিত আলাপ করিয়াছি। উহা শ্রবণ করিয়া হজরত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এন্তেকালের পর হয়ত তাঁহার নাম লোপ পাইবে। তাঁহার সান্ত্বনার জন্য এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

সুরা [৯] মাউন— মক্কা শরীফে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৭টি আয়াত, ২৫টি শব্দ ও ১১৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—আবু জহল কোন মুমূর্ষু লোকের সন্তানের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর নিজেই বালকের পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকে, এবং ছেলেটিকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। বালকটি ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র অবস্থায় হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া আবু জহলের অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ করে। হজরত আবু জহলের নিকট গিয়া এর প্রতিকারার্থ তাহাকে কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন করেন। আবু জহল কেয়ামতের প্রতি অসত্যারোপ করিতে থাকায় হজরত দুঃখিত মনে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান সম্মান লাভের ইচ্ছায় প্রতি সপ্তাহে দুইটি করিয়া উট জবেহ করিয়া সম্ভ্রান্ত কোরেশদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত। একদা জনৈক পিতৃহীন বালক আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের দিন উপস্থিত হইয়া কিছু মাংস ভিক্ষা চাহিয়াছিল। উহাতে সে যষ্টির আঘাত করিয়া উক্ত বালককে বিতাড়িত করে ; সেইজন্য এই সুরা নাজেল হয়। (এমাম রাজী)

কেহ কেহ বলেন, কেয়ামত অমান্যকারী পাপী আ'স কিংবা ধনশালী, অবাধ্য ও অহঙ্কারী অলীদের সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

শেষার্ধ আবদুল্লা-বেনে-ওবাইয়া নামক জনৈক কপটাচারীর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া 'খাজেনে' উল্লিখিত আছে।

পরন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত যে সকল ব্যক্তির ব্যবহারে অধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাহাদের লোক-দেখানো কপটতার উদ্দেশ্যেই এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

সুরা [১০] কোরায়শ — ইহা মক্কায় নাজেল হইয়াছে। এই সুরাতে ৪টি আয়াত, ১৭টি শব্দ ও ৭৯টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—করশ শব্দ হইতে কোরায়শ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার আভিধানিক অর্থ—সংগ্রহ করা বা উপজীবিকা সংগ্রহ করা। কোরায়েশগণ ব্যবসা দ্বারা অর্থ বা উপজীবিকা সংগ্রহ করিতেন—তজ্জন্য তাঁহারা এই নামে অভিহিত হইতেন।

এবনে আব্বাসের মতে, কোরায়েশ নামক এক প্রকার জলজন্তু সমুদ্রে বাস করে। উহারা সামুদ্রিক জন্তুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহারা যে কোন সামুদ্রিক জন্তুর নিকট উপস্থিত হয়, তাহাকেই গ্রাস করে ; কিন্তু অন্য কোন জন্তু উহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। আরব দেশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী সম্প্রদায় কেলাবের পুত্র কোছাইয়ের বংশধরেরা এই নামে অভিহিত। তাহারা বাণিজ্যার্থে শীতকালে ইমন প্রদেশের দিকে ও গ্রীষ্মকালে শাম (সিরিয়া) দেশের দিকে যাইত। কাবাগৃহের রক্ষক ও অধিপতি বলিয়া উভয় দেশের নরপতিগণ তাহাদিগকে প্রচুর সম্মান করিত; আর তাহারাও বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি আবশ্যকীয় বস্তুগুলি স্বদেশে আনয়ন

www.pathagar.com

করিত ও বাণিজ্যে বেশ লাভবান হইত। কানানার পুত্র নাজারকে কোরায়েশ নামে অভিহিত করা হইত। তৎপর তাহার বংশধরেরা উক্ত নামে অভিহিত হইতে থাকে। হজরত ও তাঁহার ৪ জন খলিফা এই বংশসম্ভূত।

আবরাহার দলের উপর জয়ী হওয়ায় আবেসিনিয়াবাসিদের সম্বন্ধে এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

সুরা [১১] ফীল— এই সুরা মক্কা-শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৫টি আয়াত, ২৪টি শব্দ ও ৯৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—ইমন প্রদেশের শাসনকর্তা আবরাহা ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ইমনের 'ছানয়া' নামক স্থানে রত্নরাজিখচিত "কলিসা" নামের একটি গির্জা প্রস্তুত করিয়া সেখানে উপাসনার জন্য লোকদিগকে আহ্বান করেন। ধার্ম্মিক লোকেরা তাঁহার আদেশ মানিতে রাজী না হওয়ায় তিনি কাবাগৃহ ধ্বংসের নিমিত্ত বহু সৈন্যসামন্ত ও ১৩টি হাতী ("মামুদ"সহ) প্রেরণ করেন। হজরতের পিতামহ আবদুল মোতালেব 'মোগাম্মছ' নামক স্থানে হান্নাতা নামক ব্যক্তির সহিত যাইয়া আবরাহার কাছে হাজির হন ও যথেষ্ট সম্মান পান এবং তাঁহার লুণ্ঠিত দুই শত উষ্ট্র ফেরত পাইবার দাবী জানান। আবরাহা কাবা ধ্বংসের বাসনা জ্ঞাপন করায় তিনি বলেন—আমি উটের মালিক, উট ফেরৎ চাই—কাবা গৃহের মালিক স্বয়ং আল্লাহ্, কাজেই উহা তিনি রক্ষা করিবেন। আরবের অপর যে সকল নেতা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন তাঁহারা মক্কায় ধনসম্পদ বা চতুষ্পদ জন্তুসমূহের দুই তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চাওয়া সত্ত্বেও আবরাহা কাবা ধ্বংসের সংকল্প ত্যাগ করিলেন না, আবদুল মোতালিবের উটগুলি ফেরত দিতে আদেশ দিলেন।

আবরাহা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তখন কাবার মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত আল্লাহ্তালা দলে দলে পাখী প্রেরণ করিলেন। উহারা উপর হইতে কঙ্কর নিক্ষেপ করতঃ আবরাহার সমস্ত হস্তী ও সৈন্য বিনাশ করিয়া দিল। এই ঘটনার কিছু কাল পর হজরতের জন্ম হয়।

কোরেশগণের উপর যে আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই এই সুরায় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আল্লার এবাদত করা কোরায়েশগণের কর্ত্তব্য, এই উদ্দেশ্যে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

www.pathagar.com

সুরা [১২] হুমাজাত — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৯টি আয়াত, ৩৩টি শব্দ ও ২৩৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—ধর্ম্মদ্রোহী আখনাস, অলিদ, ওবাই, ওমাইয়া, জমি ও আ'স সাক্ষাতে হজরতকে ও তাঁর সহচরদেরকে বিদ্রূপ করিত এবং অসাক্ষাতে তাঁহাদের অপবাদ প্রচার করিত। এই জন্য এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা [১৩] আসর — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৩টি আয়াত, ১৪টি শব্দ ও ৭৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—একদা হজরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার পূর্ব্ববন্ধু কালদার সাথে বসিয়া আহার করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে কালদা বলিল— আপনি দক্ষতা সহকারে বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে পৈতৃক ধর্ম্ম (প্রতিমা পূজা) ছাড়িয়া মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তদুত্তরে আবু বকর (রাঃ) বলিলেন— যে সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন ও সৎকার্য্য সম্পাদন করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। সেই সময় এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

এবনে আব্বাসের মতে, ইহা অলিদ, আ'স কিংবা আসওয়াদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। মোকাতেলের মতে, আবু লাহাব সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

সুরা [১৪] তাকাসুর — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৮টি আয়াত, ২৮টি শব্দ ও ১২৩টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কোরেশ কুলের এক শাখার নাম বনি-আব্দ্-বেনে মান্নাফ, অপর শাখার নাম বনি-সাহম। প্রত্যেক শ্রেণী অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বলিতে লাগিল—আমরা অর্থে, ঐশ্বর্য্যে, সম্ভ্রমে ও লোক সংখ্যায় শ্রেষ্ঠতর। এমন কি, প্রত্যেক দল স্বীয় গৌরব বর্ধনের নিমিত্ত আপন দলভুক্ত লোকদিগকে গণনা করিতে আরম্ভ করিল। এই গণনায় আব্দ-মান্নাফ বংশের লোক সংখ্যায় অধিক হইল। পরে জীবিত ও মৃত উভয় শ্রেণীর লোক গণনা করায় বনি সাহম দলের লোক সংখ্যা অধিক হইল। লোকসংখ্যা নিরূপণের নিমিত্ত তাহারা গোরস্তানে গিয়াছিল। সেই সময় এই সুরা নাজেল হয়।

www.pathagar.com

[মতান্তরে—ইহুদীগণের নামে সংখ্যাধিক্য লইয়া কলহের সূত্রপাত হওয়ায় মদীনাবাসী বনি-হারেস ও বনি-হারেসা এই দুই দল পরস্পর ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কার করায় এই সুরা নাজেল হয়। (এবনে কসির)

সুরা [১৫] ক্বারেয়াত — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। এতে ১১টি আয়াত, ৩৫টি শব্দ ও ১৬০টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন ও ইসলামের বিজয়ের ইঙ্গিত করার জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

এমাম কাতাদা বলেন—একদা ইহুদীগণ বলিয়াছিল যে, আমরা বিপক্ষ দল অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। সেই সময় এই সুরা নাজেল হয়।
এমাম এবনে কসিরের মতে, মদীনাবাসী বনি-হারেস ও বনি-হারেসা এই দুই দল ধনসম্পদের অহঙ্কার করিয়াছিল। তজ্জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [১৬] আ'দিয়াত — এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হইয়াছে। ইহাতে ১১টি আয়াত, ৪০টি শব্দ ও ১৭০টি অক্ষর ১৭ আছে।

শানে-নজুল—হজরত তাঁহার সহচর মোনজের-বেনে-আমরকে একদল অশ্বারোহী সহ "বনি-কানানা" সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতে পাঠান এবং ফিরিয়া আসিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেন। পথের এক স্থান জল-প্লাবিত থাকায় তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয়। তখন কাফেরগণ উক্ত সৈন্যদল বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রচার করায় মুসলমানগণ দুঃখিত হয়। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [১৭] জিল্‌জাল — এই সুরায় ৮টি আয়াত, ৩৭টি শব্দ ও ১৫৮টি অক্ষর আছে।

হাক্কানী, হোসেনী, শাহ্ অলিউল্লাহ্, শাহ্ রফিউদ্দিন, শাহ্ আব্দুল আজিজ প্রভৃতির মতে, এই সুরা মদীনা শরীফে নাজেল হইয়াছে। কবীর বলেন—এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। (এবনে আব্বাস, কাতাদা) কাশ্‌শাফ, বায়জাবী ও জালালাইন বলেন,—এই সুরার অবতরণ স্থান সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। (বোখারী শরীফ, Part 1. Vol. 1)

শানে-নজুল—একদা হজরতের সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) যখন কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময় ৭, ৮ আয়াত নাজেল হয়। তখন আবু বকর (রাঃ) আহার গ্রহণ ত্যাগ করিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি এক বিন্দু কুকর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইব ? তদুত্তরে হজরত

www.pathagar.com

বলিয়াছিলেন, সংসারে তুমি যে কোনও সময়ে বিপদাপন্ন হও, উহা তোমার বিন্দু বিন্দু অসৎকার্য্যের প্রতিফল। আর তোমার বিন্দু বিন্দু পুণ্যকে আল্লা তোমার জন্য সম্বলস্বরূপ রক্ষা করেন। পরকালে এই সকলের প্রতিদান আল্লা তোমাকে দিবেন। সামান্য সামান্য সৎকার্য্য আর সামান্য সামান্য পাপকার্য্য একত্রিত হইয়া পর্ব্বত-তুল্য হইয়া যায়, অকিঞ্চিত কর কার্য্যও বৃথা যায় না—এই শিক্ষা প্রচারার্থে উক্ত আয়াতদ্বয় নাজেল হয়।

সুরা [১৮] বাইয়েনাহ্ — এই সুরায় ৮টি আয়াত, ৯৫টি শব্দ ও ৪১৩টি অক্ষর আছে। কবীর, হাক্কানী, শাহ্ অলিউল্লা ও শাহ্ রফিউদ্দিন বলেন—এই সুরা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কাশ্‌শাফ, বায়জাবী, জালালাইন ও হোসেনী বলেন, এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শানে-নজুল—মদীনার ইহুদীগণ ও মক্কার অংশীবাদিগণ তৌরাতের প্রতিশ্রুত শেষ পয়গম্বরের প্রতীক্ষায় ছিল। শেষ পয়গম্বরের আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও তাহারা পাপকার্য হইতে বিরত হয় নাই—সেই জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [১৯] কদর— এই সুরায় ৫টি আয়াত, ৩০টি শব্দ ও ১১৫টি অক্ষর আছে। ইহা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কাশ্‌শাফ, বায়জাবী, জালালাইন ও হোসেনীর মতে, এই সুরা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শানে-নজুল—কোন কথা প্রসঙ্গে এক সময় হজরত উল্লেখ করেন যে, ২০ ইস্রায়েল বংশীয় হজরত সমউন সহস্র মাস কাল দিবসে রোজা রাখিতেন ও জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করিতেন আর রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িতেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার আসহাবগণ বলিলেন—সাধারণতঃ আমরা ৬০/৭০ বৎসর বাঁচিয়া থাকি। তন্মধ্যে কতকাংশ শৈশবাবস্থায়, কতকাংশ নিদ্রিতাবস্থায়, কতকাংশ পীড়িত ও শৈথিল্যাবস্থায় এবং কতকাংশ জীবিকা সংগ্রহ করিতে অতিবাহিত হয়। অবশিষ্টাংশে আমরা কতটুকু সৎকার্য্য করিতে সক্ষম হইব। উহাতে হজরত দুঃখিত হন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [২০] আলক্— এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ২৯টি আয়াত, ৭২টি শব্দ ও ২৯০টি অক্ষর আছে।

www.pathagar.com

শানে-নজুল—মক্কার অদূরে হেরা গিরি গহ্বরে হজরত এবাদতে মশগুল হইতেন। জিব্রাইল হজরতের নিকট সর্ব্বপ্রথম তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আপনি পাঠ করুন।" হজরত বলিলেন, "আমি নিরক্ষর এবং পাঠ করিতে সমর্থ নহি।" এইরূপ তিন প্রশ্নোত্তরের পর জিব্রাইল বলিলেন—"আপনি সেই মহান খোদার নামে পাঠ করুন" ইত্যাদি। (কবীর, কাশ্‌শাফ, বায়জাবী)—।

প্রথম পাঁচ আয়াত তখন নাজেল হয়। প্রথম ৫ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সুরা ফাতেহা ও তৎপর সুরা মোদ্দাস্‌সের অবতীর্ণ হয়। হজরত সেজদা করিতেছেন দেখিলে আবু জহল তাঁহার গ্রীবায় পদাঘাত ও তাঁহার মুখমণ্ডল মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে বলিয়া প্রতিমার শপথ করিয়াছিল। হজরতের নামাজ পড়িবার সময় কাছে উপস্থিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা অনুরূপ কাজ করিতে সক্ষম হয় না। তখন ৬—১৪ আয়াত নাজেল হয়।

সুরা [২১] তীন—এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হইয়াছে। ইহাতে ৮টি আয়াত, ৩৪টি শব্দ ও ১৬৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—১। তীন-আঞ্জির, জায়তুন-তৈল বৃক্ষ বিশেষ উভয় নামে পরিচিত পর্ব্বতে হজরত ঈসার জন্ম ও নবুয়ত-প্রাপ্তি হয়।

২। সিনিনা—সিনাই পাহাড়; এ স্থানে হজরত মুসা "তওরাত" গ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

৩। বালাদুল আমিন—"শান্তিময় নগর" এই বাক্যাংশ দ্বারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর জন্মভূমি মক্কা নগরকে বুঝায়।

উক্ত তিনটি পাক স্থানের নামে উপরোক্ত নবীগণের স্মরণার্থ আল্লাহ্ তায়ালা শপথ করিয়া মানবগণকে এই সাবধান বাণী জানাইতেছেন যে, তিনি আদেশ-প্রদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (আদেশ-প্রদাতা)।

সুরা [২২] ইন্‌শেরাহ — এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ৮টি আয়াত, ২৭টি শব্দ ও ১০৩টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—খদিজা বিবির মৃত্যুর পর হজরত সাতিশয় মর্ম্মাহত ও চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে উক্ত শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এই সুরা নাজেল হয়। এবাদত-বন্দেগী ও কোরআনে তোমাকে উল্লেখ করিয়া এবং তোমার গুরুতর দায়িত্ব পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া তোমাকে মহিমান্বিত করি নাই কি? ইত্যাদি শানে-নজুলের মর্ম্ম। (তফসীরে কবীর।)

www.pathagar.com

সুরা [২৩] দ্বোহা— এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ১১টি আয়াত, ৪০টি শব্দ ও ১৬৬টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরতের কাছে কোনও কারণে কয়েকদিন (কাহারো মতে ১০, কাহারো মতে ১৫, কাহারো মতে ৪০ দিন) অহি নাজেল না হওয়ায় কাফেরেরা বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছিল— মোহাম্মদ (দঃ)-কে তাঁহার আল্লা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত দুঃখে মর্ম্মাহত হন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [২৪] লায়ল— এই সুরা মক্কাতে নাজেল হয়। ইহাতে ২১টি আয়াত, ৭১টি শব্দ ও ৩১৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—আবু বকর (রাঃ) ও ২য় খালাফের পুত্র ওমাইয়া মক্কায় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত সমাজ-নেতা ছিলেন। ওমাইয়া ১২টি কিঙ্কর দ্বারা নানা উপায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। পরকালের জন্য কেন তিনি দান করেন না ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন—প্রয়াসী বিপুল অর্থ সম্পদ থাকিতে কল্পিত বেহেশতের সম্পদ লাভের আশায় আমি নই। ইনিই হজরত বেলালের মনিব ছিলেন। ওমাইয়ার গৃহে রাত্রে ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করিয়া হজরত আবু বকর স্বীয় ক্রীতদাস নাস্তাশ ও ৪০টি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বেলালকে ক্রয় করিয়া হজরতের সামনে নিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করেন।

অতএব, আবু বকর ও ওমাইয়া সম্বন্ধে এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [২৫] শাম্‌স— এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ১৫টি আয়াত, ৫৬টি শব্দ ও ২৫৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কোরআন শরীফে সাধারণতঃ আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের যুক্তির সাহায্যে কোন একটা সত্য প্রতিষ্ঠা ও সপ্রমাণ করার বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সুরায় সূর্য্য, চন্দ্র ও দিবা-রাত্রি প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা উহাদের তারতম্য বুঝানো হইয়াছে। আর কোন্ কার্য্য দ্বারা মানুষ আত্মাকে পবিত্র রাখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে এবং কোন্ কার্য্য করিলে মানুষের আত্মা কলুষিত ও জীবন ব্যর্থ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। "সমুদ" জাতির এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া "খোদাতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত

www.pathagar.com

করেন, যাহাকে ইচ্ছা গোমরাহ্ করেন" এই উক্তি উপরোক্ত সুরা দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে।

সুরা [২৬] বালাদ — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ২০টি আয়াত, ৮২টি শব্দ ও ৩৪৭টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কালদা নামক বলিষ্ঠ কাফেরকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইসলাম গ্রহণ করিতে বলায় সে অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিল যে, দোজখের ১৯ জন ফেরেশতাকে সে একা বাম হস্তে অবরোধ করিতে পারিবে ; বেহেশতের বাগিচা, নহর ও মণিকাঞ্চনের মূল্য তাহার বিবাহাদি উৎসবে ব্যয়িত অর্থের তুল্য হইতে পারে না। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [২৭] ফজর — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৩০টি আয়াত, ১৩৭টি শব্দ ও ৫৮৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—এক সময় কাফেররা বলিতে লাগিল যে, মানুষের ভালমন্দ কার্য্যের প্রতিফল প্রদান করা আল্লার অভিপ্রেত নহে। যদি তিনি পাপীর প্রতি অসন্তুষ্ট ও পুণ্যবানের প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন, তবে কেয়ামতের প্রতীক্ষা না করিয়া ইহ-জগতেই কেন সৎলোকদিগকে সম্পদশালী ও অসৎ লোকদিগকে বিপদ্গ্রস্ত করেন না ? পরলোক মিথ্যা, ইত্যাদি। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [২৮] গ্বাশিয়া — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৬টি আয়াত, ৯৩টি শব্দ ও ৩৮৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—মানুষ পরজীবনে কর্ম্মফল ভোগ করিবে, আরবেরা ইহা বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিত, মানুষ একবার মরিয়া মাটি হইয়া গেলে পুনর্জীবন লাভ করিবে কি করিয়া ? এই সুরায় মেঘমালার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, আল্লার কুদ্রতে সব কিছু সম্ভব, অনন্ত শক্তিময় আল্লার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি মানুষকে পুনর্জীবন দান করিয়া এই জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করাইবেন। মানুষ এই জীবনে দুষ্কর্ম্ম করিলে পরজীবনে তাহার সাজা পাইবে, আর এই জীবনে সৎকর্ম্ম করিলে পরজীবনে তাহার পুরস্কার পাইবে। মানুষের কোন কর্ম্মই বৃথা হইবে না, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

www.pathagar.com

সুরা [২৯] আ'লা — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ১৯টি আয়াত, ৭২টি শব্দ ও ২৯৯টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—যখন হজরতের প্রতি সুদীর্ঘ সুরাসমূহ নাজেল হইতে থাকে এবং তিনি অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে, আমি কোন শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া শিখি নাই। এমতাবস্থায় এত অধিক সংখ্যক শব্দ ও সূক্ষ্ম মর্ম্ম আয়ত্ত করা ও স্মরণ রাখা সম্ভব হইবে না, হয়ত ইহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ এই সুরা অবতীর্ণ হয়—"খোদাই আপনার শিক্ষাদাতা, আপনি উহা ভুলিবার কল্পনাও করিবেন না।"

সুরা [৩০] তারেক— এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ১৭টি আয়াত, ৬১টি শব্দ ও ২৫৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—একদা রাত্রিতে হজরতের গৃহে তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেব উপস্থিত হইলে পর, তাঁহার সামনে আহারের নিমিত্ত রুটি ও দুগ্ধ হাজির করা হয়। তাঁহারা উভয়ে যখন খাদ্য গ্রহণে রত, তখন একটি উল্কাপিণ্ডের জ্যোতিতে ঐ গৃহ উদ্ভাসিত হইয়া ঐ জ্যোতিতে আবু তালেবের চোখের জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া গেল। ব্যস্ততা-সহকারে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— ইহা কি ? হজরত বলিলেন—শয়তানেরা যখন আসমানের গুপ্ত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উড্ডীয়মান হয়, তখন ফেরেশতারা উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করেন। আবু তালেব বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা [৩১] বুরুজ — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২২টি আয়াত, ১০৯টি শব্দ ও ৪৭৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—মক্কার পৌত্তলিকেরা মুসলমানগণকে ইসলাম গ্রহণ করার দরুন নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিত। হজরতের নিকট মুসলমানগণ অভিযোগ করায় তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এক সময় তাহাদের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে খোদা তোমাদিগকে সক্ষম করিবেন। এ কথা শ্রবণ করিয়া কাফেররা বলিতে লাগিল—এরূপ দুর্ব্বল, অপমানিত ও অর্থহীন লোকেরা কিরূপে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইবে ? খোদার ইচ্ছাতেই আমরা সম্মানিত আর তাহারা হেয় ও লাঞ্ছিত।

www.pathagar.com

কাফেরদের উক্ত কথার প্রত্যুত্তর স্বরূপ ঐ সময়ে এই সুরা অবতীর্ণ হয়। অগ্নিকুণ্ড স্থাপয়িতাদের পরিণাম বর্ণনা করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বীদিগকে ইহাতে সান্ত্বনা প্রদান করা হইয়াছে। (আজিজী)

সুরা [৩২] ইনশিকাক — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২৫টি আয়াত, ১০৮টি শব্দ ও ৪৪৮টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামতের সময় মানুষের যে ভীষণ অবস্থা হইবে তাহার বর্ণনা ও পুনর্জ্জীবন লাভের কথা ভাবিয়া মানুষ যাহাতে সৎকর্ম্ম সম্পাদন করে, এই উদ্দেশ্যেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা [৩৩] তাৎফীফ— এই সুরা মক্কায় কি মদীনায় নাজেল হয়, এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাতে ৩৬টি আয়াত, ১৭২টি শব্দ ও ৭৫৮টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরত মদীনায় পদার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, উক্ত স্থানের অধিবাসীগণ পরিমাণ ও ওজনে কমবেশী করিয়া থাকে, তখন এই সুরা নাজেল হয়।

মক্কায় এই সুরা প্রথম নাজেল হইয়াছিল। হজরত মদীনায় যাওয়ার পর সেখানে ইহা পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলেন।

সুরা [৩৪] ইন্‌ফিতার — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ১৯টি আয়াত, ৮০টি শব্দ ও ৩৩৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামতের ভীষণ অবস্থার বর্ণনা ও মানুষকে যে তাহার কর্ম্মফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে তাহা এই সুরার প্রতিপাদ্য বিষয়। পরজীবনে সুফল পাইবার জন্য মানুষ যেন সৎকর্ম্ম করে আর কুকর্ম্মের ফল পরজীবনে যন্ত্রণাদায়ক হইবে ভাবিয়া যেন (এ জীবনে) কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে—এই উদ্দেশ্যে এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

সুরা [৩৫] তকভীর — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২৯টি আয়াত, ১০৪টি শব্দ ও ৪৩৬টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামত, পরকাল ও কর্ম্মফল ভোগের কথা যখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিতেন, তখন মক্কাবাসীরা তাঁহাকে পাগল বলিত। কেয়ামতের ভীষণ ধ্বংসলীলা ও আল্লার শক্তির বর্ণনা দ্বারা তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া সৎকর্ম্ম করিবার জন্য তাকিদ দিবার নিমিত্ত এই সুরা নাজেল হয়।

www.pathagar.com

সুরা আবাসা — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৩২টি
[৩৬] আয়াত, ১৩৩টি শব্দ ও ৫৫৩টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—একদা হজরত কোরেশ সম্প্রদায়ের ওৎবা, আবু জাহেল, আব্বাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ইসলামের দিকে এই আশায় আহ্বান করিতেছিলেন যে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে। সেই সময় আব্দুল্লাহ-ইবনে-ওম্মে মকতুম নামক জনৈক অন্ধ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কোরান শিক্ষা দিবার জন্য হজরতকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে বলে। সে হজরতের কথোপকথনে বাধা প্রদান করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া হজরত মুখ বিমর্ষ করিয়াছিলেন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা নাজেয়াত — এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৪৬টি আয়াত,
[৩৭] ১৮১টি শব্দ ও ৮৯১টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—অনন্ত শক্তিময় আল্লার শক্তির কথা আর পরকাল ও পুনর্জ্জীবন প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা মানুষকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—মানুষ যেন নিজের মনকে নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সুখ-লালসার নিমিত্ত যেন পরকালের অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের পথ বিনষ্ট না করে। পরকালের প্রতি লক্ষ্য রাখার ইঙ্গিত দিবার জন্যই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা নাবা — এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৪০টি আয়াত,
[৩৮] ১৭৪টি শব্দ ও ৮০১টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরত প্রথম যে সময়ে লোকদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়া কোরাণ শুনাইতেন ও কেয়ামতের ভীতিপ্রদ সংবাদ বর্ণনা করিতেন, সেই সময়ে বিধর্ম্মীরা তাঁহার প্রেরিতত্ব, কোরাণ ও কেয়ামত সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিত আর একে অপরের নিকট ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

www.pathagar.com

মরু-ভাস্কর

ভূমিকা

নজরুলের কবিখ্যাতি লাভ হয় "মোসলেম ভারতে" প্রকাশিত তাঁর 'শাত-ইল-আরব' কবিতা থেকে। এর পর পরই তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবানী' ও 'মোহররম' বাঙালী মুসলমান সমাজে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বায়রনের যেমন গ্রীসের প্রতি হৃদয়ের একটা টান ছিল নজরুলের ছিল তেমনি "জজিরাতুল আরব"-এর প্রতি। এই আকর্ষণের কারণ যে ইসলাম ধর্মের প্রচারক হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মভূমি "জজিরাতুল আরব," তাতে সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও আরেকটি কারণ আছে। আরব 'বীরপ্রসূ দেশ'। সেখানকার বন্ধনহীন প্রাকৃতিক পরিবেশ, মরুভূমির বেদুঈন সন্তানদের দুরন্তপনা, দুঃসাহসিকতা, অন্য দিকে নও মুসলিমদের শৌর্য-বীর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিপীড়িতদের পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ মানব-প্রেমিক ও বীরভক্ত নজরুলকে অনুপ্রাণিত করেছিল। নজরুলের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ কবিতায় এর স্বাক্ষর বিদ্যমান। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নজরুলের সীমাহীন অনুরাগ প্রদর্শন। 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় নজরুল মহামানবের প্রতি তাঁর এই অনুরাগ প্রথম প্রদর্শন করেন। এ কবিতায় তিনি বললেন হজরত মুহাম্মদ (সা) সুদক্ষতম কাণ্ডারী, সুতরাং যাঁরা ইসলাম-তরণীর আরোহী, তাদের শত ঝড়-ঝঞ্ঝায় কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। সমস্যা-সঙ্কুল এই পৃথিবীর তমসাকীর্ণ সময় তারা ততক্ষণ নির্ভয়ে পাড়ি দিতে পারবে যতক্ষণ তারা হজরতের নির্দেশিত পথে চলবে।

এর পরে নজরুল 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্ দহম' কবিতায় হজরতের প্রতি তাঁর অসামান্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। হজরতের উপর এই তাঁর প্রথম লেখা নাম-কবিতা। বাংলা ১৩২৭ ও ১৩২৮-এর অগ্রহায়ণে যথাক্রমে এই কবিতাটির আবির্ভাব ও তিরোভাব অংশ "মোসলেম ভারতে" প্রকাশিত হয়। পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে হজরতের নামের উপর নজরুল আর কোন কবিতা লেখেন নি।

www.pathagar.com

১৯৩০ খৃস্টাব্দের দিকে নজরুল যখন ইসলামী গান লিখতে শুরু করেন, তখন হজরত মুহাম্মদ-এর উপর প্রশস্তিমূলক নাত রচনার সময়—সম্ভবতঃ বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদকে নিয়ে নজরুলের একটি কাব্যগ্রন্থ রচনার ইচ্ছা হয়েছিল। "মরু-ভাস্কর" নাম দিয়ে নজরুল সেই গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় নজরুল এই কাব্যটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। নবীর জীবনী বর্ণনামূলক এই দীর্ঘ প্রবন্ধ-কাব্যের ১৭টি পরিচ্ছেদ কবি সম্পন্ন করেন, কিন্তু ১৮তম পরিচ্ছেদটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। "সাম্যবাদী" নামে এই পরিচ্ছেদের ষোলটি মাত্র পংক্তি রচিত হয়েছিল। বলা যেতে পারে হজরতের জীবনের পঁচিশটি বছরের ইতিহাস এই গ্রন্থে বিধৃত হওয়ার পর এর রচনা থেমে যায়। নজরুলের আকস্মিক রোগাক্রান্ত হওয়ার এবং নিশ্চল হওয়ার জন্যে "মরু-ভাস্কর" অসমাপ্ত থেকে যায়।

নজরুলের সুস্থ অবস্থায় জীবিত কালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থের দু'একটি অংশ মাত্র তৎকালে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা "সওগাত" ও "জয়তী"তে প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালে গ্রন্থটি প্রথমে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন জনাব শাহজাহান, প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো লিঃ, ভিক্টোরিয়া পার্ক (সাউথ) ঢাকা। প্রকাশক বলেন যে, গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তিনি শিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও হবীবুল্লাহ্ বাহার-এর সৌজন্যে পান। এই প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থটির রচনাকাল আমরা জানতে পারি নি। ১৯৬৯ সালে (বৈশাখ, ১৩৭৬) এ গ্রন্থের রাজ সংস্করণ প্রকাশ করেন তিনি। কলকাতা থেকে এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রী প্রমীলা নজরুল ইসলাম ১৯৫৭ সালে প্রকাশ করেন। ভূমিকায় তিনি বলেন ঃ

> অনেকদিন আগে দার্জিলিং-এ বসে কবি এই কাব্য-গ্রন্থখানি রচনা আরম্ভ করেন। তিনি তখন আধ্যাত্মিক ভাবে নিমগ্ন। বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী নিয়ে একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন।

এখানে সময়ের কথা উল্লেখিত হয়নি। তবে কবির একটি পাণ্ডুলিপি থেকে জানতে পারছি ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই কাব্য রচনা শুরু করেন। সম্ভবতঃ নিবিষ্টচিত্তে একটানা বসে এই কাব্য তিনি লেখেন নি। আজ আর অনুমান করা

www.pathagar.com

সম্ভব নয় তাঁর সেই পরিকল্পনা কি ছিল এবং কাব্যটিকে তিনি কি ভাবে সমাপ্ত করতেন।

যা হোক যে পর্যন্ত লেখা হয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে তার সাহিত্যিক মান এবং সামাজিক গুরুত্ব সামান্য নয়। কবি তাঁর গ্রন্থটির আঠারটি পরিচ্ছেদের যথাক্রমে এই নামকরণ করেন ঃ ১. অবতরণিকা, ২. অনাগত, ৩. অভ্যুদয়, ৪. স্বপ্ন, ৫. আলো-আঁধারি, ৬. দাদা, ৭. পরভৃত, ৮. শৈশব-লীলা, ৯. প্রত্যাবর্ত্তন, ১০. শাক্‌কুস্ সাদর (হৃদয়-উন্মোচন), ১১. সর্ব্বহারা, ১২. কৈশোর, ১৩. সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, ১৪. শাদী মোবারক, ১৫. খদিজা, ১৬. সম্প্রদান, ১৭. নও কাবা ও ১৮. সাম্যবাদী।

পরিকল্পনানুযায়ী কবি সর্গে সর্গে গ্রন্থটিকে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রথম সর্গে আছে 'অবতরণিকা' থেকে 'পরভৃত' পর্যন্ত অংশ, দ্বিতীয় সর্গে আছে 'শৈশব লীলা' থেকে 'সর্বহারা' অংশ এবং তৃতীয় সর্গে আছে—'কৈশোর' থেকে 'সাম্যবাদী' অংশ। এখানেই অসম্পূর্ণভাবে কাব্য-রচনা সমাপ্ত হওয়ার জন্যে কাব্যের বাকী সর্গগুলিও অসমাপ্ত থেকে গেছে ; যার মধ্যে থাকতে পারতো হজরতের নবুয়ত-প্রাপ্তির ঘটনা, তাঁর ধর্মপ্রচার, হিজরত এবং জীবনের বাকী অংশের ঘটনাবলী। তাতে যে গ্রন্থটি বৃহৎ কলেবরে হ'ত তাতে সন্দেহ নেই।

প্রধানতঃ হজরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ঘটনাই অসমাপ্ত "মরু-ভাস্কর"-এর বিষয়। অবশ্য পটভূমি হিসেবে কবি হজরতের আবির্ভাব-পূর্বের ও আবির্ভাব-মুহূর্তের ঐতিহাসিক সময়পর্বের বর্ণনা করেছেন।

মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা) শ্রেষ্ঠ নবী এবং শেষ নবী। তাঁর পূর্বের আল্লাহ্‌র প্রেরিত গ্রন্থসমূহেও উল্লেখ ছিল যে পৃথিবীর অন্ধকারতম সমস্যা-সংকুল সময়ে শান্তি স্থাপনের জন্যে হজরত (সা)-এর আবির্ভাব ঘটবে। অন্যান্য নবীদের অসমাপ্ত কর্মকে তিনি সম্পন্ন করবেন এবং মানুষের জন্যে নিয়ে আসবেন আল্লাহ্‌র বাণী— দেখাবেন তাদের আলোর পথ।

প্রকৃতপক্ষে হযরতের (সা) জন্মকালে সারা পৃথিবী এক বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিপতিত হয়েছিল। মানুষের মধ্যে নীতিবোধের কোন বালাই ছিল না, মানবিক বোধ থেকে বিচ্যুত মানুষ নানা ধরনের অত্যাচার-অনাচার এবং অমানবিক কাজে লিপ্ত ছিল ; আর এই পাশবিক আচরণের প্রধান কেন্দ্র ছিল মক্কা। এই আঁধার-

www.pathagar.com

যুগে হজরতের আবির্ভাব ঘটে। 'অভ্যুদয়' অংশে নজরুল পৃথিবীর এই বিপন্ন অবস্থার কথা নিম্নোদ্ধৃত কাব্য পংক্তিতে বর্ণনা করেছেন ঃ

এমনি আঁধার ঘনতম হয়ে ঘিরিয়াছিল সেদিন,
উদয় রবির পানে চেয়েছিল জগৎ তমসা-লীন।
পাপ-অনাচার দ্বেষ-হিংসার আশীবিষ-ফণাতলে
ধরণীর আশা যেন ক্ষীণজ্যোতি মাণিকের মত জ্বলে
মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য-বরাহে ভল্লুকে রণ, নখর দন্ত-ক্ষত
কাঁপিতেছিল এ ধরা অসহায় ভীরু বালিকার সম।
শূন্য অঙ্কে ক্লেদ ও পঙ্কে পাপে কুৎসিততম
ঘুরিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ-ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু।
অত্যাচারিত উৎপীড়িতের জ'মে উঠে আঁখিজল
সাগর হইয়া গ্রাসিল ধরার যেন তিনভাগ থল!
ধরণী ভগ্ন তরণীর প্রায় শূন্য পাথার তলে
হাবুডুবু খায় বুঝি ডুবে যায়, যত চলে তত টলে।
এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা—এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ।
এই অনাচার, মিথ্যা, পাপের নিপীড়ন-উৎসবে
মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন জজিরাতুল আরবে।

এ পরিস্থিতিতে উৎপীড়িত বিশ্বমানব মুক্তি-কামনা করছিল ; কামনা করছিল তাদের মুক্তিদাতা মহামানবের আগমনের জন্য। 'অভ্যুদয়' এর পূর্ব দুই পরিচ্ছেদ 'অবতরণিকা' ও 'অনাগত' অংশে কাজী নজরুল ইসলাম মুনাজাতরত বিশ্বমানবের, তথা সৃষ্টিলোকের সেই অনুভূতি ও আকুতির কথা ব্যক্ত করেছেন।

যে-কোন সৃষ্টির পেছনে একটা প্রস্তুতি থাকে। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্যে বিশ্বেরও তেমনি একটি দীর্ঘ প্রস্তুতি-পর্ব ছিল। সে প্রস্তুতি একটি দীর্ঘ ইতিহাস, মানব-ইতিহাসের বেদানাদায়ক দীর্ঘ কাহিনী, যে কাহিনীতে রয়েছেন পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

মানব—যাঁরা নিপীড়িত মানবের মুক্তির সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন এবং পূর্ণ মুক্তিদাতা ও শান্তিদাতার আবির্ভাবের কথা তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যক্ত করেছিলেন। 'অনাগত' পরিচ্ছেদে নজরুল কাব্যিক ভাষায় আবেগস্পন্দিত শব্দে তার সুন্দর চিত্র অংকন করেছেন।

সুতরাং বলা যেতে পারে একটি পূর্ণ কাব্য রচনায় যে ধরনের পটভূমি ও পটভূমিকা সৃষ্টির প্রয়োজন "মরু-ভাস্কর"-এ তা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সংগে এবং উন্নত কবি-কল্পনায় সমৃদ্ধ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই অন্ধ সময়ের মানুষের স্বপ্ন ও আশা বর্ণনায় নজরুল যে উপমা-চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন, তা অসামান্য বলা চলে। অসাধারণ বর্ণনার মাধ্যমে তিনি হজরতের উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা 'মরু-ভাস্কর'-এর কাব্য-বর্ণিত সম্পূর্ণ রূপ দেখতে পেলাম না। কিন্তু নজরুলের মহান কবিত্ব শক্তিকে সেখানেও দেখতে পেয়েছি। এই অসমাপ্ত কাব্যে নজরুল যে চিত্তাকর্ষক ছন্দ সৃষ্টি করেছেন, যে ভাব-বিহ্বল চিত্রকল্প উত্থাপন করেছেন এবং তদ্দ্বারা মানুষের ভাব-কল্পনাকে জাগ্রত করার যে শক্তি কাব্যে নিবদ্ধ করেছেন—বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। আমরা তাঁর এই গ্রন্থটিকে সংকলনভুক্ত করে সত্যি গর্ববোধ করছি। মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সুন্দরতম আদর্শ নবী করীমের অত্যুজ্জ্বল জীবন-কাহিনীর কবি-বর্ণিত এই মধুর অংশটি সকলের নিত্যপাঠ্য হোক, এই কামনা করি। এ কাব্য পাঠে গভীরতম আবেগ-স্পন্দিত অনুভূতি দ্বারা মহানবীর জীবনকে উপলব্ধি করা সম্ভব বলে আমাদের ধারণা ও বিশ্বাস।

—সম্পাদক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম সর্গ

অবতরণিকা ২০৯
অনাগত ২১৪
অভ্যুদয় ২১৯
স্বপ্ন ২২২
আলো-আঁধারি ২২৫
দাদা ২২৮
পরভৃত ২৩১

দ্বিতীয় সর্গ

শৈশব লীলা ২৩৫
প্রত্যাবর্ত্তন ২৩৭
"শাক্কুস সাদর" [হৃদয়-উন্মোচন] ২৪০
সর্ব্বহারা ২৪৫

তৃতীয় সর্গ

কৈশোর ২৫৪
সত্যাগ্রহী-মোহাম্মদ ২৬২

চতুর্থ সর্গ

শাদী মোবারক ২৬৬
খদিজা ২৬৯
সম্প্রদান ২৭৯
নওকাবা ২৮১
সাম্যবাদী ২৮৯

www.pathagar.com

জাগো ওই দুই রে ভোরের পাখী
নিশি প্রভাতের কবি।
মোহিত সাগরে সিনান করিয়া
উদিল যারব রবি।
ওরে ওই দুই, নূতন করিয়া
~~তোর বাঁধ তোর বীণ~~
বেঁধে লোল তোর বীন্!
ঘন আঁধারের কিনারে লুকায়ে
"যাজাব" "মুযাজ্জিন্"।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে
এই রবি শশী কোন,
ঐ শোন্ শোন্ "সাবাহের" ধ্বনি
"যারুম্ মিনান্নোম্।"

www.pathagar.com

বয়ে যায় চল ধরিনাকো রূপ
সাজি "অমৃতম" রূপে
সাহারা সাজিকে উথলিয়া ওঠে
হক সাগররূপে !

পুরাতন রবি উঠিবার আগে
সেদিন লজ্জা পেয়ে
নবীন রবির আলোকে সেদিন
বিশ্ব উঠিল ছেয়ে।

● ● ●

ঈদ উৎসব আসিবে রে যেন
ঈদুজ্জোহার দিনে,
এ "দুশমনী" দিল যথা নিল
"দোস্তী" সাজিয়া জিনে।

আষাঢ় ১৩৩৭ — কাজী নজরুল ইসলাম

● ● ●

www.pathagar.com

অবতরণিকা

জেগে ওঠ্ তুই রে ভোরের পাখী
নিশি-প্রভাতের কবি!
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া
উদিল আরব-রবি।
ওরে ওঠ্ তুই, নূতন করিয়া
বেঁধে তোল্ তোর বীণ্!
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে
আজান মুয়াজ্জীন।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে
গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম,
ঐ শোন্ শোন্ "সালাতের" ধ্বনি
"খায়রুম্ মিনান্নৌম!"
রবি-শশী-গ্রহ-তারা-ঝলমল
গগনাঙ্গনতলে
সাগর-ঊর্ম্মি-মঞ্জীর পায়ে
ধরা নেচে নেচে চলে।
তটিনী-মেখলা নটিনী ধরার
নাচের ঘূর্ণি লাগে
গগনে গগনে পাবকে পবনে,
শস্যে কুসুম-বাগে।
সে আজান শুনি' থমকি দাঁড়ায়
বিশ্ব-নাচের সভা,
নিখিল-মর্ম্ম ছাপিয়া উঠিল
অরুণ জ্যোতির জবা।

www.pathagar.com

দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া উঠিল
জাগর পাখীর গানে,
ভূলোক দ্যুলোক প্লাবিয়া গেল রে
আকুল আলোর বানে!
আরব ছাপিয়া উঠিল আরাব
ব্যোম পথে "দীন্" "দীন্",
কাবার মিনারে আবার আসিল
নবীন মুয়াজ্জীন!

ওরে ওঠ্ তোরা, পশ্চিমে ঐ
লোহিত সাগর জল
রঙে রঙে হ'ল লোহিততর রে
লালে-লাল ঝলমল্।
রঙ্গে ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে
ইরাণী দরিয়া ছুটে,
পূর্ব্ব-সীমায়,—সালাম জানায়
আরব-চরণে লুটে।
দখিনে ভারত-সাগরে বাজিছে
শঙ্খ, আরতি ধ্বনি,
উদিল আরবে নূতন সূর্য্য—
মানব-মুকুট-মণি।

উত্তরে চির-উদাসিনী মরু,
বালুকা-উত্তরীয়
উড়ায়ে নাচিয়া নাচিয়া গাহিছে—
"জাগো রে, অমৃত পিও।"
লু হাওয়া বাজায় সারেঙ্গী বীণ্
খেজুর পাতার তারে,
বালুর আবীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে
স্বর্গে গগন-পারে।

www.pathagar.com

খুশীতে বেদানা-ডালিম ডাঁশায়ে
ফাটিয়া পড়িছে ভূঁয়ে,
ঝরে রসধারা নারঙ্গী শেউ
আপেল আঙুর চুঁয়ে।
আরবী ঘোড়ারা রাশ নাহি মানে,
আসমানে যাবে উঠি',
মরুর তরণী উটেরা আজিকে
সোজা পিঠে চলে ছুটি'।
বয়ে যায় ঢল ধরে না কো জল
আজি "জম্‌জম্‌" কূপে
"সাহারা" আজিকে উথলিয়া ওঠে
অতীত সাগর রূপে।

পুরাতন রবি উঠিল না আর
সেদিন লজ্জা পেয়ে
নবীন রবির আলোকে সেদিন
বিশ্ব উঠিল ছেয়ে।
চক্ষে সুর্ম্মা বক্ষে 'খোর্ম্মা'
বেদুইন কিশোরীরা
বিনি কিম্মতে বিলালো সেদিন
অধর চিনির সিরা!
"ঈদ" উৎসব আসিল রে যেন
দুর্ভিক্ষের দিনে,
যত "দুশ্‌মনী" ছিল যথা নিল
"দোস্‌তী" আসিয়া জিনে।

নহে আরবের, নহে এশিয়ার,—
বিশ্বে সে একদিন,
ধূলির ধরার জ্যোতিতে হ'ল গো
বেহেশ্‌ত জ্যোতিহীন!

www.pathagar.com

ধরার পঙ্কে ফুটিল গো আজ
কোটি-দল কোকনদ,
গুঞ্জরি' ওঠে বিশ্ব-মধুপ—
"আসিল মোহাম্মদ!"

অভিনব নাম শুনিল রে—
এতদিন পরে এল ধরার
চাহিয়া রহিল সবিস্ময়
আসিল কি ফিরে এতদিনে
"তওরাত" "ইঞ্জিল" ভরি
"ঈসা" "মূসা" আর "দাউদ" যার
সেই সুন্দর দুলাল আজ
যেমন নীরবে আসে তপন
এমনি করিয়া ওঠে রবি
এমনি করিয়া ঘুমায়ে রয়
আলোকে আলোকে ছায় দিশি
তন্দ্রালু সব আঁখি-পাতায়
তেমনি মহিমা সেই বিভায়
ঝর্ণার সুরে পাখীরা গায়,
শুষ্ক সাহারা এত সে যুগ
বেহেশ্‌ত্‌ হ'তে নামিল ঐ
খোর্ম্মা খেজুরে মরু-কানন
মরুর শিয়রে বাজে রে ঐ
শোনেনি বিশ্ব কভু যে নাম—
সেই সে নাম অবিশ্রাম
আঁধার বিশ্বে যবে প্রথম
চেয়েছিল বুঝি সকল লোক
এমনি করিয়া নবারুণের
সে আলোক-শিশু এমনি রে

ধরা সেদিন—"মোহাম্মদ!"
"প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ!"
ইহুদী আর ঈসাই সব,
সেই মসীহ্‌ মহামানব?
শুনিল যাঁর আগমনী,
শুনেছিল পা'র ধ্বনি,
আসিল কি নীরব পা'য় ?
পূর্ণ চাঁদ পুব-সীমায়।
ওঠে রে চাঁদ, ধরা তখন
রবি শশী হেরে স্বপন।
নব অরুণ ভাঙে রে ঘুম,
বন্ধু-প্রায় বুলায় চুম।
আসিল আজ আলোর দূত,
আতর গায় বয় মারুত।
হেরেছে রে যার স্বপন,
সেই সুধার প্রস্রবণ।
ফলবতী হলুদ-রং
জলধারার মেঘ-মৃদং!
"মোহাম্মদ" শুনে সে আজ,
একি মধুর, এ কি আওয়াজ!
হইল রে সূর্য্যোদয়
এই সে রূপ সবিস্ময়!
করিল কি নামকরণ,
হরি' আঁধার হরিল মন।

www.pathagar.com

এমনি সুখে রে সেই সে দিন বিহগ সব গাহিল গান,
শাখায় প্রথম ফুটিল ফুল, হ'ল নিখিল শ্যামায়মান।
গুলে গুলে শাড়ী গুলবাহার পরি' সেদিন ধরণী মা
আঁধার সূতিকা-বাস ত্যজি' হেরে প্রথম দিক-সীমা!
ফুল-বন লুটি, খোশ্‌খবর দিয়ে বেড়ায় চপল বায়,
"ওরে নদ নদী, রে নির্ঝর, ছাড়ি' পাহাড় ছুটিয়া আয়!
সাগর! শঙ্খ বাজা রে তোর, আসিল ঐ জ্যোতিষ্মান,
একি আনন্দ, একি রে সুখ, এল আলোর এ কি এ বান!"
ফুলের গন্ধ, পাখীর গান স্পর্শ সুখ ভোর হাওয়ার,
জানিল বিশ্ব সেই সেদিন, সেই প্রথম ; আজ আবার
আঁধার নিখিলে এল আবার আদি প্রাতের সে সম্পদ
নূতন সূর্য্য উদিল ঐ মোহাম্মদ! মোহাম্মদ!

খায়রুম্ মিনান্নৌম—নিদ্রা অপেক্ষা ভাল। সালাত—নামাজ। মুয়াজ্জিন—যিনি নামাজের জন্য আহ্‌বান করেন। আজান—সালাতের আহ্‌বান-ধ্বনি। দীন—ধর্ম।

www.pathagar.com

অনাগত

বিশ্ব তখনো ছিল গো স্বপ্নে, বিশ্বের বনমালী
আপনাতে ছিল আপনি মগন। তখনো বিশ্ব-ডালি
ভরিয়া ওঠেনি শস্যে কুসুমে ; তখনো গগন-থালা
পূর্ণ করেনি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার মালা।

আপন জ্যোতির সুধায় বিভোর আপনি জ্যোতির্ম্ময়
একাকী আছিল—ছিল এ নিখিল শূন্যে শূন্যে লয়।
অপ্রকাশ সে মহিমার মাঝে জাগেনি প্রকাশ-ব্যথা
ছিল নাকো সুখ-দুখ-আনন্দে সৃষ্টির আকুলতা।

ছিল না বাগান, ছিল বনমালী!—সহসা জাগিল সাধ,
আপনারে লয়ে খেলিতে বিধির, আপনি সাধিতে বাদ।

অটল মহিমা-গিরি-গুহা-ত্যজি'— কে বুঝিবে তাঁর লীলা-
বাহিরিয়া এলো সৃষ্টি-প্রকাশ নির্ঝর গতিশীলা।

ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ ব্যোমের সৃজিয়া সে লীলা রাজ,
ভাবিল সৃজিবে পুতুল খেলার মানুষ সৃষ্টি-মাঝ।
চলিতে লাগিল কত ভাঙাগড়া সে মহাশিশুর মনে,
মানুষ হইবে রসিক ভ্রমর সৃষ্টির ফুলবনে।
আদিম মানব "আদমে" সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন, যাও কর খেলা ঐ ধরার আঙনে গিয়া!

সৃজিয়া মানব-আত্মা তাহার দানিল মানব দেহে,
কাঁদিতে লাগিল মানব-আত্মা পশিয়া মাটির গেহে।
বলে, "প্রভু, আমি রহিতে নারি এ ধূলি-পঙ্কিল ঘরে,
অন্ধকার এ কারাঘরে একা রহিব কেমন করে!"
আদমের মাঝে বারে বারে যায় বারে বারে ফিরে আসে
চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা শুধু, কাঁপিয়া মরে সে ত্রাসে।
কহিলেন প্রভু, "ভয় নাই, দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে—জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম।

www.pathagar.com

আমা হ'তে ছিল প্রিয়তর যাহা আমার আলোর আলো
—মোহাম্মদ সে, দিনু তাঁহারেই তোমারে বাসিয়া ভালো।"

মানব-আত্মা পশিয়া এবার আদমের দেহ মাঝে
হেরিল তথায় অতুল বিভায় মহাজ্যোতি এক রাজে।
আত্মার আলো ঘুচাতে পারেনি যে মহা অন্ধকার
তারে আলোময় করিয়াছে আসি' এ কোন্ জ্যোতি-পাথার।
বন্দনা করি' সে মহাজ্যোতিরে আদম খোদারে কয়,
"অপরূপ জ্যোতি-প্রদীপ্ত তনু এ কার মহিমময়!
কেবা এ পুরুষ, কেন এ উদিল আমার ললাট-তীরে,
ধন্য করিলে কেন এ মধুর বোঝা দিয়ে মোর শিরে ?"
কহিলেন খোদা, "এই সে জ্যোতির পুণ্যে আঁধার ধরা
আলোয় আলোয় হবে আলোময়, সকল কলুষ-হরা
এই সে আলোর দীপ্তি ভাতিবে বিশ্ব নিখিল ভরি'
এ জ্যোতি-বিভায় হইবে প্রভাত পাপীদের শর্ব্বরী।
আমার হাবিব্— বন্ধু এ প্রিয়; মানব-ত্রাণের লাগি'
ইহারে দিলাম তোমাতে— হইতে মানব-দুঃখ-ভাগী।
মোহাম্মদ এ, সুন্দর এ, নিখিল-প্রশংসিত,
ইহার কণ্ঠে আমার বাণী ও আদেশ হইবে গীত।"
সিজ্‌দা করিয়া খোদারে আদম সম্ভ্রম-নত কয়,
"ধূলির ধরায় যাইতে আমার নাহি আর কোন ভয়।
আমার মাঝারে জ্বালাইয়া দিলে অনির্ব্বাণ যে দীপ,
পরাইয়া দিলে আমার ললাটে যে মহাজ্যোতির টিপ,
ধরার সকল ভয়েরে ইহারি পুণ্যে করিব জয়,
আমার বংশে জন্মিবে তব বন্ধু মহিমময়!
মোর সাথে হ'ল ধন্য পৃথিবী!" —মোহাম্মদের নাম
লইয়া পড়িল, "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"
ধরায় আসিল আদিম মানব-পিতা আদমের সাথ
"খোদার প্রেরিত", "শেষ বাণীবাহী" কাঁদাইয়া জান্নাত।

* * *

www.pathagar.com

শত শতাব্দী যুগযুগান্ত বহিয়া যায়
ফিরে-নাহি আসা স্রোতের প্রায়
চ'লে গেল 'হাওয়া', 'আদম', শিশ' 'নূহ্' নবি—
জ্বলিয়া নিভিল কত রবি!
চলে গেল 'ঈসা', 'মুসা' ও 'দাউদ', ইব্‌রাহিম'
ফিরদৌসের দূর সাকিম।
গেল 'সুলেমান', গেল 'ইউনুস', গেল 'ইউসুফ' রূপকুমার
হাসিয়া জীবন-নদীর পার।
গেল 'ইস্‌হাক', 'ইয়াকুব', গেল "জবীহুল্লাহ্ ইসমাইল'
খোদার আদেশ করি' হাসিল।
এসেছিল যারা খোদার বাণীর দধিয়াল তুতী পাপিয়া পিক
বুল্‌বুল্ শ্যামা ; ভরিয়া দিক
যাদের কণ্ঠে উঠিয়াছিল গো মহান বিভুর মহিমা গান
উড়ে গেল তারা দূর বিমান!

ঊর্ধ্বে জাগিয়া রহিলেন 'ঈসা' অমর, মর্ত্ত্যে 'খাজা খিজির'
—দুই ধ্রুবতারা দুই সে তীর—
ঘোষিতে যেন গো এপারে-ওপারে তাঁহারি আসার খোশ্‌খবর—
যাঁহার আশায় এ চরাচর
আছে তপস্যা-রত চিরদিন, ঘুরিছে পৃথিবী যার আশে
সৌরলোকের চারিপাশে।

আদিম-ললাটে ভাতিল যে আলো ঊষায় পূরব-গগন প্রায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আলোক, আঁধার, জীবন, মৃত্যু, গ্রহ, তারা তা'রে খুঁজিছে, হায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে দৈত্য, দানব, দেবতা, "জিন", পরী হুর পাগলপ্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায় ?
খোঁজে অপ্সর, কিন্নর, খোঁজে গন্ধর্ব্ব ও ফেরেশ্‌তায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে রক্ষ যক্ষ পাতালে, খোঁজে মুনি ঋষি ধেয়ানে তায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!

www.pathagar.com

আপনার মাঝে খোঁজে ধরা তারে সাগরে, কাননে মরু-সীমায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে তাহারে সুখে, আনন্দে, নব সৃষ্টির ঘন ব্যথায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়,
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!
শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়
বন্ধ-ছেদন নবী কোথায়!
নিপীড়িত মূক নিখিল খুঁজিছে তাহার অসীম স্তব্ধতায়
বজ্র-ঘোষ বাণী কোথায়!
শাস্ত্র-আচার-জগদল শিলা বক্ষে নিশাস রুদ্ধপ্রায়
খোঁজে প্রাণ, বিদ্রোহী কোথায়!
খুঁজিছে দুখের মৃণালে রক্ত-শতদল শত ক্ষত ব্যথায়,
কমল-বিহারী তুমি কোথায়!
আদি ও অন্ত যুগ-যুগান্ত দাঁড়ায়ে তোমার প্রতীক্ষায়,
চির-সুন্দর, তুমি কোথায়!
বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার-ধ্বনি অবিশ্রান্ত গাহিয়া যায়—
তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!

* * *

ধেয়ান্-স্তব্ধ বিশ্ব চমকি' মেলে আখি—
আরবের মরু আজিকে পাগল হ'ল নাকি ?
খুঁজিছে যাহারে কোটি গ্রহ তারা চাঁদ তপন
মরু-মরীচিকা হেরিল কি আজ তার স্বপন ?
পেল নাকো খুঁজে সকল দিশির দিশারী যার,
মরুর তপ্ত বালুতে পড়িল চরণ তাঁর!
রৌদ্র-দগ্ধ চির-তাপসিনী তনু-কঠিন
এরি তপস্যা করি' কি আরব যাপিল দিন ?
বালুকা-ধূসর কেশ এলাইয়া তপ্ত ভাল
তপ্ত আকাশ-তটে ঠেকাইয়া এত সে কাল

www.pathagar.com

ইহার লাগি' কি ছিল হতভাগী জাগিয়া রে
বিশ্ব-মথন অমৃত ধন মাগিয়া রে!

* * *

দশ দিক ছাপি' ওঠে আবাহন, "ধন্য ধন্য মুত্তালিব!"
তব কনিষ্ঠ পুত্র ধন্য আবদুল্লাহ্ খোশ-নসীব,
ঔরসে যাঁর লভিল জনম বিশ্ব-ভূমান মহামানব,
ধেয়ানে যাহারে ধরিতে না পারি' নিখিল ভুবন করে স্তব !
ধন্য গো তুমি 'আমিনা' জননী কেমনে জঠরে ধরিলে তাঁয়
যোগী মুনি ঋষি পয়গম্বর গেয়ানে যাঁহার সীমা না পায়!
ধন্য ধরণী-কেন্দ্র মক্কা নগরী, কাবার পুণ্যে গো
বক্ষে ধরিলে তাহারে, যে জন ধরেনি ; অসীম শূন্যে গো
যাহারে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি ঘুরিতেছে নিঃসীম নভে
ধরার কেন্দ্রে আসিবে সে জন, এও কি গো কভু সম্ভবে!
বিন্দুর রূপে আসিল সিন্ধু, শিশু-রূপ ধরি' এল বিরাট!
অসম্ভবের সম্ভাবনায় রাঙিল এশিয়া অস্তপাট!
পূর্ব্বে সূর্য্য উঠে চিরদিন, পশ্চিমে আজ উঠিল ঐ,
স্বর্গের ফুল ফুটিল সেথায় যে-মরুতে ফোটে বালুকা-খই!
নিখিল-শরণ চরণের লাগি' তুই কি আরব এত সে দিন
তপস্যা করি' করিলি নিজেরে যেন সে বিরাট-চরণ-চিন!
ধন্য মক্কা, ধন্য আরব, ধন্য এশিয়া পুণ্য দেশ,
তোমাতে আসিল প্রথম নবী গো, তোমাতে আসিল নবীর শেষ।

www.pathagar.com

অভ্যুদয়

আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-ঊষার আগে ?
পাতা ঝ'রে যায় কাননে, যখন ফাগুন-আবেশ লাগে
তরু ও লতার তনুতে তনুতে, কেন কে বলিতে পারে ?
সুর বাঁধিবার আগে কেন গুণী ব্যথা হানে বীণা-তারে ?
টানিয়া টানিয়া না বাঁধিলে তারে ছিঁড়িয়া যাবার মত
ফোটে না কি বাণী, না করিলে তারে সদা অঙ্গুলি ক্ষত ?
সূর্য্য উঠার যবে দেরী নাই, বিহগেরা প্রায় জাগে,
তখন কি চোখে অধিক করিয়া তন্দ্রার ঝিম লাগে ?
কেন গো কে জানে নতুন চন্দ্র উদয়ের আগে হেন
অমাবস্যার আঁধার ঘনায়, গ্রাসিবে বিশ্ব যেন!
পুণ্যের শুভ আলোক পড়িবে যবে শত ধারে ফুটে
তার আগে কেন বসুমতী পাপ-পঙ্কিল হয়ে উঠে ?
ফুল-ফসলের মেলা বসাবার বর্ষা নামার আগে,
কালো হয়ে কেন আসে মেঘ, কেন বজ্রের ধাঁধা লাগে ?
এই কি নিয়ম ? এই কি নিয়তি ? নিখিল জননী জানে,
সৃষ্টির আগে এই সে অসহ প্রসব-ব্যথার মানে!

এমনি আঁধার ঘনতম হয়ে ঘিরিয়াছিল সেদিন,
উদয়-রবির পানে চেয়েছিল জগৎ তমসা-লীন!
পাপ অনাচার দ্বেষ হিংসার আশী-বিষ ফণা তলে
ধরণীর আশা যেন ক্ষীণজ্যোতি মাণিকের মত জ্বলে!
মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য বরাহে ভল্লুকে রণ; নখর-দন্ত-ক্ষত
কাঁপিতেছিল এ ধরা অসহায় ভীরু বালিকার সম!
শূন্য-অঙ্কে ক্লেদে ও পঙ্কে পাপে কুৎসিততম
ঘুরিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ-ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু!
অত্যাচারিত উৎপীড়িতের জ'মে উঠে আঁখিজল
সাগর হইয়া গ্রাসিল ধরার যেন তিন ভাগ থল!

www.pathagar.com

ধরণী ভগ্ন তরণীর প্রায় শূন্য-পাথার তলে
হাবুডুবু খায়, বুঝি ডুবে যায়, যত চলে তত টলে।
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকা— এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ!

এই অনাচার মিথ্যা পাপের নিপীড়ন-উৎসবে
মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন 'জজিরাতুল আরবে'!
পাপের বাজারে করিত বেসাতি সমান পুরুষ নারী,
পাপের ভাঁটিতে চলিত গো যেন পিপীলিকা সারি সারি।
বালক বালিকা যুবা ও বৃদ্ধে ছিল না কো ভেদাভেদ,
চলিত ভীষণ ব্যভিচার-লীলা নির্লাজ নির্ব্বেদ!
নারী ছিল সেথা ভোগ-উৎসবে জ্বালিতে কামনা-বাতি,
ছিল না বিরাম সে বাতি জ্বলিত সমান দিবস-রাতি।
জন্মিলে মেয়ে পিতা তারে লয়ে ফেলিত অন্ধ কূপে,
হত্যা করিত, কিম্বা মারিত আছাড়ি' পাষাণ-স্তূপে!
হায় রে, যাহারা স্বর্গে-মর্ত্ত্যে বাঁধে মিলনের সেতু
বন্যা-ঢল সে কন্যারা ছিল যেন লজ্জারই হেতু!
সুন্দরে ল'য়ে অসুন্দরের এই লীলা তাণ্ডব
চলিতেছিল, এ দেহ ছিল শুধু শকুন-খাদ্য শব!
দেহ-সরসীর পাঁকের ঊর্দ্ধে সলিল সুনির্ম্মল
—ত্যজিয়া তাহারে মেতেছিল পাঁকে বন্য-বরাহ দল।
চরণে দলিত কর্দ্দমে যারে গড়িয়া তুলিল নর
ভাবিত তাহারে সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই পরমেশ্বর।

আল্লার ঘর কাবায় করিত হল্লা পিশাচ ভূত,
শির্‌ণী খাইত সেথা তিন শত ষাট সে প্রেতের পুত্‌!
শয়তান ছিল বাদশাহ্‌ সেথা, অগণিত পাপ-সেনা
বিনি সুদে সেথা হ'তে চলিত গো ব্যভিচার লেনা-দেনা।
সে পাপ-গন্ধে ছিঁড়িয়া যাইত যেন ধরণীর স্নায়ু,
ভূমিকম্পে সে মোচড় খাইত যেন শেষ তার আয়ু!

www.pathagar.com

এমনি আঁধার গ্রাসিয়াছে যবে পৃথ্বী নিবিড়তম—
ঊর্ধ্বে উঠিল সঙ্গীত, "হ'ল আসার সময় মম!"
ঘন তমসার সূতিকা-আগারে জনমিল নব শশী,
নব আলোকের আভাসে ধরণী উঠিলো গো উচ্ছ্বসি'!
ছুটিয়া আসিল গ্রহ তারাদল আকাশ-আঙিনা মাঝে,
মেঘের আঁচলে জড়াইয়া শিশু চাঁদেরে পুলক লাজে
দাঁড়াল বিশ্ব-জননী যেন রে ; পাইয়া সুসংবাদ
চকোর-চকোরী ভিড় ক'রে এল নিতে সুধার প্রসাদ!

* * *

ধরণীর নীল আঁখি-যুগ যেন সায়রে শালুক সুঁদি
চাঁদেরে না হেরে ভাসিত গো জলে ছিল এতদিন মুদি',
ফুটিল রে তারা অরুণ-আভায় আজ এত দিন পরে,
দুটি চোখে যেন প্রাণের সকল ব্যথা নিবেদন করে!

পুলকে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে ওঠে দুলিয়া দুলিয়া কাবা,
বিশ্ব-বীণায় বাজে আগমনী, "মার্হাবা! মার্হাবা!!"

www.pathagar.com

স্বপ্ন

প্রভাত-রবির স্বপ্ন হেরে গো যেমন নিশীথ একা
গর্ভে ধরিয়া নতুন দিনের নতুন অরুণ-লেখা,
তেমনি হেরিছে স্বপ্ন আমিনা— যেদিন নিশীথ-শেষে
স্বর্গের রবি উদিবে জননী আমিনার কোলে এসে।
যেন গো তাঁহার নিরালা আঁধার সূতিকা-আগার হ'তে
বাহিরিল এক অপরূপ জ্যোতি, সে বিপুল জ্যোতি-স্রোতে
দেখা গেল দূর বোস্‌রা নগরী দূর সিরিয়ার মাঝে—
ইরাণ-অধিপ নওশেরোয়াঁর প্রাসাদের চূড়া লাজে
গুঁড়া হয়ে গেল ভাঙিয়া পড়িয়া। অগ্নিপূজা-দেউল
বিরাণ হইয়া গেল গো ইরাণ নিভে গিয়ে বিল্‌কুল।
জগতের যত রাজার আসন উলটিয়া গেল পড়ি,
মূর্ত্তিপূজার প্রতিমা ঠাকুর ভেঙে গেল গড়াগড়ি।
নব নব গ্রহ তারকায় যেন গগন ফেলিল ছেয়ে,
স্বর্গ হইতে দেবদূত সব মর্ত্ত্যে আসিল ধেয়ে।
সেবিতে যেন গো আমিনায় তাঁর সূতিকা-আগার ভরি'
দলে দলে এল বেহেশ্‌ত হইতে বেহেশ্‌তী হুরপরী।
যত পশু পাখী মানুষের মত কহিল গো যেন কথা,
রোম-সম্রাট কর হ'তে ক্রস খসিয়া পড়িল হোথা,
হেঁটমুখ হয়ে ঝুলিতে লাগিল পূজার মূর্ত্তি যত,
হেরিলেন জ্যোতি-মণ্ডিত দেহ অপরূপ রূপ কত!

টুটিতে স্বপ্ন হেরিলেন মাতা, ফুটিতে আলোর ফুল
আর দেরী নাই, আগমনী গায় গুলবাগে বুল্‌বুল্‌।
কি এক জ্যোতির্শিখার ঝলকে মাতা ভয়ে বিস্ময়ে
মুদিলেন আঁখি। জাগিলেন যবে পূর্ব্ব চেতনা ল'য়ে
হেরিলেন চাঁদ পড়িয়াছে খসি' যেন রে তাঁহার কোলে,
ললাটে শিশুর শত সূর্য্যের মিহির লহর তোলে!

www.pathagar.com

শিশুর কণ্ঠে অজানা ভাষায় কোন্ অপরূপ বাণী
ধ্বনিয়া উঠিল, সে স্বরে যেন রে কাঁপিল নিখিল প্রাণী।

ব্যথিত জগৎ শুনেছে ব্যথায় যার চরণের ধ্বনি,
এতদিনে আজ বাজাল রে তার বাঁশুরিয়া আগমনী
নিখিল ব্যথিত অন্তরে এর আসার খবর রটে
ইহারি স্বপন জাগে রে নিখিল-চিত্ত-আকাশ পটে।
সারা বিশ্বের উৎপীড়িতের রোদনের ধ্বনি ধরি'
ধরণীর পথে অভিসার এর ছিল দিবা-শর্ব্বরী।
সাগর শুকায়ে হ'ল মরুভূমি এরি তপস্যা লাগি'
মরু-যোগী হ'ল খর্জ্জুর তরু ইহারি আশায় জাগি'।
লুকায়ে ছিল যে ফল্গুর ধারা মরু-বালুকার তলে
মরু-উদ্যানে বাহিরিয়া এল আজি ঝর্ণার ছলে।
খর্জ্জুর-বনে এলাইয়া কেশ সিনানি' সিন্ধু-জলে
রিক্তাভরণা আরব বিশ্ব-দুলালে ধরিল কোলে!
'ফারাণে'র পর্ব্বত-চূড়া পানে ভাব-বাদী বিশ্বের
কর-সঙ্কেতে দিল ইঙ্গিত ইহারি আগমনের।
সেদিন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সুখে হাসিল বিশ্বত্রাতা,
'সুয়োরাণী' হ'ল আজিকে যেন রে বসুমতী "দুয়ো" মাতা।

"মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্-আরবী।"
গাহিতে নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হ'ল বিশ্ব-কবি।
আসিল বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব,
পশিল অন্ধ গুহায় ঐ পুনরায় রক্ষ দানব।
ভাসিল বন্যাধারায় 'দজলা' 'ফোরাত' কন্যা মরুর,
সাহারায় নৌবতেরি বাজনা বাজে মেঘ-ডমরুর।
বেদুইন তাম্বু ছিঁড়ে বর্শা ছুঁড়ে অশ্ব ছেড়ে
খেলিছে গেণ্ডুয়া-খেল্ রক্ত ছিটায় বক্ষ ফেড়ে!

আরবের কুব্জা বধূ উট ছেড়ে পথ সব্জা-ক্ষেতী
খুঁজিছে আজকে ঈদে খোর্ম্মা আঙুর খেজুর-মেতি।

www.pathagar.com

খর্জ্জুর কণ্টকে আজ বন্ধ খুলি' যুক্ত বেণীর
ঢালিছে মুক্ত-কেশী আরবী-নির্ঝর কলসী পানির!
জরীদার নাগ্‌রা পায়ে গাগ্‌রা কাঁখে ঘাগ্‌রা ঘিরা
বেদুইন বৌরা নাচে মৌ-টুস্‌কির মৌমাছিরা।
শরমে নৌজোয়ানীর নুইয়ে ছিল ডালিম-শাখা,
আজি তার রস ধরে না, তাম্বুলী ঠোঁট হিঙুল-মাখা।
করে আজ খুনসুড়ি ঐ শুকনো কাঁটার খেজুর-তরু,
খেজুরের গুলতি খেয়ে 'উঃ!' ডাকে 'লু' হাওয়ায় মরু।
আখরোট বাদাম যত আরবী-বৌ-এর পড়ছে পায়ে,
বলে, "এই নীরস খোসা ছাড়াও কোমল হাতের ঘায়ে।"
আরবের উঠ্‌তি বয়েস ফুল-কিশোরী ডালিম-ভাঙা
বিলিয়ে রঙ্ কপোলের আপেল-কানন করছে রাঙা।
ছুটিতে দুম্বা সম স্থূল শ্রোণীভার হয় গো বাধা,
দশনে পেশ্‌তা কাটি' পথ্-বঁধুরে দেয় সে আধা।
অধরের কামরাঙা-ফল নিঙড়ে মরুর তপ্ত মুখে,
উড়ুনী দেয় জড়ায়ে পাগ্‌লা হাওয়ার উতল বুকে।

না-জানা আনন্দে গো 'আরাস্তা' আজ আরব-ভূমি,
অ-চেনা বিহগ গাহে, ফোটে কুসুম বে-মরশুমী।
আরবের তীর্থ লাগি' ভিড় করে সব বেহেশ্‌ত বুঝি
এসেছে ধরার ধূলায় বিলিয়ে দিতে সুখের পুঁজি।

"রবিউল আউ'ওল' চাঁদ শুক্লা নবমীর তিথিতে
ধেয়ানের অতিথ্ এল সেই প্রভাতে এই ক্ষিতিতে!
মসীহের পঞ্চশত সপ্ততি এক বর্ষ পরে
সোমবার জ্যৈষ্ঠ প্রথম— ধরার মানব-ত্রাণের তরে
আসিলেন বন্ধু খোদার মহান উদার শ্রেষ্ঠ নবী,
"মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্-আরবী।"

www.pathagar.com

আলো-আঁধারি

বাদলের নিশি অবসানে মেঘ-আবরণ অপসারি',
ওঠে যে সূর্য্য—প্রদীপ্ততর রূপ তার মনোহারী।
সিক্ত শাখায় মেঘ-বাদলের ফাঁকে
'বৌ কথা কও' পাপিয়া যখন ডাকে—
সে গান শোনায় মধুরতর গো সজল জলদ-চারী!
বর্ষায়-ধোওয়া ফুলের সুষমা বর্ণিতে নাহি পারি!

কান্নার চোখ-ভরা জল নিয়ে আসে শিশু অভিমানী,
হাসির বিজলী চমকি' লুকায় তার কাছে লাজ মানি।
কয়লার কালি মাখি যবে হীরা ওঠে,
সে রূপ যেন গো বেশী ক'রে চোখে ফোটে!
নীল নভো-ঠোঁটে এক ফালি হাসি দ্বিতীয়ার চাঁদখানি
পূর্ণশশীর চেয়ে ভালো লাগে— কেন কেহ নাহি জানি!

পথের সকল ধূলো কাদা মাখি' যে শিশু ফেরে গো ঘরে,
সে কি গো পাইতে বেশী ভালোবাসা যত্ন জননী-করে ?
মুছাবেন মাতা অঞ্চল দিয়া ব'লে
শিশুর নয়নে অকারণে বারি ঝলে ?
ধরার আঁচলে পাথরের সাথে সোনা বাঁধা এক থরে,
বিষে নীল হয়ে আসে মণি— সে কি অধিক মূল্য তরে?

ডুবে এক-গলা নয়নের জলে তবে কি কমল ফোটে ?
মৃণাল-কাঁটার বেদনায় কি ও শতদল হয়ে ওঠে ?
শত সুষমায় ফোটাবে বলিয়া কি রে
মেঘ এত জল ঢালে কুসুমের শিরে ?
দগ্ধ লোহায় না বিঁধিলে সুর ফোটে না কি বেণু-ঠোঁটে ?
তত সুগন্ধ ওঠে চন্দনে যত ঘষে শিলাতটে!

www.pathagar.com

মুছাতে এল যে উৎপীড়িতে এ নিখিলের আঁখিজল,
সে এল গো মাখি' শুভ্র তনুতে বিষাদের পরিমল!
অথবা সে চির সুখ-দুখ বৈরাগী
আসিল হইয়া নিখিল-বেদনা-ভাগী!
জানে বনমাতা, গন্ধে ও রূপে মাতাবে যে বনতল
সে ফুল-শিশুর শয়ন কেন গো কণ্টক-অঞ্চল!

শু'নে হাসি পায় এত শোকে হায়! বিশ্বের পিতা যার
"হাবিব্" বন্ধু, হারায়ে পিতায় সে এল ধরা মাঝার!
খোদার লীলা সে চির-রহস্যময়—
বন্ধুর পথ এত বন্ধুর হয়!
আবির্ভাবের পূর্ব্বে পিতৃহীন হয়ে— বার বার
ঘোষিল সে যেন, আমি ভাই সাথী পিতাহীন সবাকার!

আলোকের শিশু এল গো জড়ায়ে আঁধার উত্তরীয়
জানাতে যেন গো, "বিষ-জর্জ্জর, এবার অমৃত পিও।"
তৃষ্ণাতুরের পিপাসা করিতে দূর
হৃদয় নিঙাড়ি' রক্ত দেয় আঙুর!
শোক-ছলছল ধরায় কেমনে হাসিয়া হাসি অমিয়!
আসিবে সবার সকল ব্যথার ব্যথী বন্ধু ও প্রিয়!

পূর্ণ শশীরে হেরিয়া যখন সাগরে জোয়ার লাগে,
উথলায় জল তত কলকল যত আনন্দ জাগে!
তেমনি পূর্ণ শশীরে বক্ষে ধরি'
'আমিনা'র চোখে শুধু জল ওঠে ভরি'!
সুখের শোকের গঙ্গা-যমুনা বিষাদে ও অনুরাগে
বয়ে চলে যেন 'দজলা' 'ফোরাত' বস্‌রা-কুসুম-বাগে!

কাঁদিছে আমিনা, হাসিছেন খোদা, "ওরে ও অবুঝ মেয়ে
ডুবিয়াছে চাঁদ উঠিয়াছে রবি বক্ষে দেখ্ না চেয়ে,
ভবনের স্নেহ কাড়িয়া কঠোর করে
ভুবনের প্রীতি আনিয়া দিয়াছি, ওরে!

www.pathagar.com

ঘর সে কি ধরে বিশ্ব যাহার আলোকে উঠিবে ছেয়ে ?
নিখিল যাহার আত্মীয়—ভুলে রবে সে স্বজন পেয়ে ?

নীড় নহে তার— যে পাখী উদার অম্বরে গা'বে গান,
কেবা তা'র পিতা কেবা তা'র মাতা সকলি তা'র সমান,
নাহি দুখ সুখ, আত্মীয়, নাই গেহ,
একের মাঝারে সে যে গো সর্ব্বদেহ,
এ নহে তোমার কুটির-প্রদীপ ভোরে যার অবসান
রবি এ—জনমি' পূর্ব্ব-অচলে ঘোরে সারা আসমান!"

সে বাণী যেন গো শুনিয়া আমিনা জননী রহে অটল,
ক্ষণেক রাঙিয়া স্তব্ধ রহে গো যেমন পূর্ব্বাচল!
কহিল জননী আপনার মনে মনে,—
"আমার দুলালে দিলাম সর্ব্বজনে!"
থির হয়ে গেল পড়িতে পড়িতে কপোলে অশ্রুজল।
উদিল চিত্তে রাঙা রামধনু, টুটিল শোক-বাদল।

www.pathagar.com

'দাদা'

সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্র সে প্রিয় আবদুল্লা'র শোকে,
সেদিন নিশীথে ঘুম ছিল না কো মুত্তালিবের চোখে!
পঁচিশ বছর ছিল যে পুত্র আঁখির পুতলা হয়ে,
বৃদ্ধ পিতারে রাখিয়া মৃত্যু তা'রেই গেল কি লয়ে!
হ'য়ে আঁখিজল ঝরে অবিরল পঁচিশ-বছরী স্মৃতি,
সে স্মৃতির ব্যথা যতদিন যায় তত বাড়ে হায় নিতি!
বাহিরে ও ঘরে বক্ষে নয়নে অশ্রুতে তারে খোঁজে,
সহসা বিধবা 'আমিনা'রে হেরি' সভয়ে চক্ষু বোঁজে,
ওরে ও অভাগী, কে দিল ও-বুকে ছড়ায়ে সাহারা-মরু ?
অসহায় লতা গড়াগড়ি যায় হারায়ে সহায়-তরু।
আঙনে বেড়ায় ও যেন রে হায় শোকের শুভ্র শিখা,
রজনীগন্ধা বিধবা মেয়েরে ল'য়ে কাঁদে কাননিকা!
মন্থর-গতি বেদনা-ভারতী আমিনা আঙনে চলে,
হেরিতে সহসা মুত্তালিবের আঁধার চিত্ততলে
ঈষৎ আলোর জোনাকি চমকি' যায় যেন ক্ষণে ক্ষণে,
আবদুল্লার স্মৃতি রহিয়াছে ঐ আমিনার সনে।
আসিবে সুদিন আসিবে আবার, পুত্রে যে ছিল প্রাণ
পুত্র হইতে পৌত্রে আসিয়া হবে সে অধিষ্ঠান।
দিন গোণে মনে মনে আর কয়, "বাকী আর কতদিন,
লইয়া অ-দেখা পিতার স্মৃতিরে আসিবি পিতৃহীন!"

মুত্তালিবের আঁধার চিত্তে জ্বলেছে সহসা বাতি,
সে দিন আসিবে যেন শেষ হ'লে আজিকার এই রাতি।
চোখে ঘুম নাই শূন্যে বৃথাই নয়ন ঘুরিয়া মরে,—
নিশি-শেষে যেন অতন্দ্র চোখে তন্দ্রা আসিল ভ'রে!
কত জাগে আর লয়ে হাহাকার, আঁধারের গলা ধরি'
আর কতদিন কাঁদিবে গো, চোখে অশ্রু গিয়াছে মরি!

www.pathagar.com

আয় ঘুম, হায়, হয় ত এবার স্বপনে হেরিব তা'রে,
বিরাম-বিহীন জাগি' নিশিদিন খুঁজিয়া পাইনি যারে।
হেরিল মুত্তালিব্ অপরূপ স্বপ্ন তন্দ্রা-ঘোরে,—
অভূতপূর্ব্ব আওয়াজ যেন গো বাজিছে আকাশ ভ'রে।
ফেরেশ্‌তা সব যেন গগনের নীল সামিয়ানা তলে
জমায়েত হয়ে তক্‌বীর হাঁকে, সে আয়াজ জলে থলে
উঠিল রণিয়া। 'সাফা' 'মারওয়ান' গিরি-বুক সে আওয়াজে
কাঁপিতে লাগিল, উঠিল আরাব, "আসিল সে ধরা মাঝে!"
কে আসিল ? সে কি আমিনার ঘরে ? ছুটিতে ছুটিতে যেন
আসিল যে ঘরে আমিনা। ওকি ও, গৃহের ঊর্ধ্বে কেন
এত সাদা মেঘ ছায়া করে আছে ? শত স্বর্গের পাখী
বসিতেছে ঐ গেহ 'পরি যেন চাঁদের জোছ্‌না মাখি'!
ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিছে কি যেন গ্রহ তারাদল আসি'
আকাশ জুড়িয়া নৌবত্ বাজে ভুবন ভরিয়া বাঁশি!....

টুটিল তন্দ্রা মুত্তালিবের অপরূপ বিস্ময়ে—
ছুটিল যথায় আমিনা— হেরিল নিশি আসে শেষ হয়ে।
আমিনার শ্বেত ললাটে ঝলিত যে দিব্য জ্যোতি-শিখা,
কোলে সে এসেছে— হাতে চাঁদ তার ভালে সূর্য্যের টীকা!
সে রূপ হেরিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল মুত্তালিব,
একি রূপ ওরে একি আনন্দ একি এ খোশ্‌নসীব!
চেতনা লভিয়া পাগলের প্রায় কভু হাসে কভু কাঁদে,
যত মনে পড়ে পুত্রে, পৌত্রে তত বুকে ল'য়ে বাঁধে!

পৌত্রে ধরিয়া বক্ষে তখনি আসিলেন কাবা ঘরে,
বেদী পরে রাখি' শিশুরে করেন প্রার্থনা শিশু-তরে।
'আরশে' থাকিয়া হাসিলেন খোদা— নিখিলের শুভ মাগি'
আসিল যে মহামানব— যাচিছে কল্যাণ তারি লাগি'!
ছিল কোরেশের সর্দ্দার যত সে প্রাতে কাবায় বসি'
যোগ দিল সেই 'মুনাজাতে' সবে আনন্দে উচ্ছ্বসি'।

সাত দিন যবে বয়স শিশুর— আরবের প্রথা-মতো
আসিল "আকিকা" উৎসবে প্রিয় বন্ধু স্বজন যত।

www.pathagar.com

উৎসব-শেষে শুধাল সকলে শিশুর কি নাম হবে,
কোন্ সে নামের কাঁকন পরায়ে পলাতকে বাঁধি' লবে।
কহিল মুত্তালিব বুকে চাপি' নিখিলের সম্পদ—
"নয়নাভিরাম! এ শিশুর নাম রাখিনু 'মোহাম্মদ'।"

চমকি' উঠিল কোরেশীর দল শুনি' অভিনব নাম,
কহিল, "এ নাম আরবে আমরা প্রথম এ শুনিলাম!
বনি-হাশেমের গোষ্ঠীতে হেন নাম কভু শুনি নাই,
গোষ্ঠী-ছাড়া এ নাম কেন তুমি রাখিলে, শুনিতে চাই।"

আঁখিজল মুছি' চুমিয়া শিশুরে কহিলেন পিতামহ—
"এর প্রশংসা রণিয়া উঠুক এ বিশ্বে অহরহ,
তাই এরে কহি 'মোহাম্মদ' যে চির-প্রশংসমান,
জানি না এ নাম কেন এল মুখে সহসা মথিয়া প্রাণ।"

নাম শুনি' কহে আমিনা— "স্বপ্নে হেরিয়াছি কাল রাতে
'আহমদ' নাম রাখি যেন ওর।" "জননী, ক্ষতি কি তাতে,"
হাসিয়া কহিল পিতামহ, "এই যুগল নামের ফাঁদে
বাঁধিয়া রাখিনু কুটীরে মোদের তোমার সোনার চাঁদে!"

একটি বোঁটায় ফুটিল গো যেন দু'টি সে নামের ফুল,
একটি সে নদী মাঝে বয়ে যায়, দুই ধারে দুই কূল!

www.pathagar.com

পরভৃত

পালিত বলিয়া অপর পাখীর নীড়ে
পিকের কণ্ঠে এত গান ফোটে কি রে ?
মেঘ-শিশু ছাড়ি' সাগর-মাতার নীড়
উড়ে যায় হায় দূর হিমাদ্রি-শির,
তাই কি সে নামি' বর্ষাধারার রূপে
ফুলের ফসল ফলায় মাটির স্তূপে ?
জননী গিরির কোল ফেলে নির্ঝর
পলাইয়া যায় দূর বন-প্রান্তর,
তাই কি সে শেষে হয়ে নদী-স্রোতধারা—
শস্য ছড়ায়ে সিন্ধুতে হয় হারা ?
বিহগ-জননী স্নেহের পক্ষপুটে
ধরিয়া রাখে না, যেতে দেয় নভে ছুটে
বিহগ-শিশুরে, মুক্ত-কণ্ঠে তাই
সে কি গাহে গান বিমানে সর্ব্বদাই ?
বেণু-বন কাটি' ল'য়ে যায় শাখা গুণী,
তাই কি গো তা'তে বাঁশরীর ধ্বনি শুনি ?

উদয়-অচল ধরিয়া রাখে না বলি'
তরুণ-অরুণ রবি হয়ে উঠে জ্বলি'!
আড়াল করিয়া রাখে না তামসী নিশা,
তাই মোরা পাই পূর্ণ শশীর দিশা।
আকাশ-জননী শূন্য বলিয়া— তার
কোলে এত ভিড় গ্রহ চাঁদ তারকার।
তেমনি আমিনা জননী শিশুরে লয়ে
"হালিমা"র কোলে ছেড়ে ছিল নির্ভয়ে!
মা'র বুক ত্যজি' আসিল ধাত্রী-বুকে,
গিরি-শির ছাড়ি' এল নদী গুহা-মুখে!

www.pathagar.com

কেমনে নির্ঝর এল প্রান্তরে বহি'
অভিনবতর সে কাহিনী এবে কহি।

আরবের যত "খান্দানী" ঘরে বহুকাল হ'তে ছিল রেওয়াজ্
নব-জাত শিশু পালন করিতে জননী সমাজে পাইত লাজ ;
ধাত্রীর করে অর্পিত মাতা জনমিলে শিশু অমনি তায়,
মরু-পল্লীতে স্বগৃহে পালন করিত শিশুরে ধাত্রী মায়।
মরু-প্রান্তর বাহি' ধাত্রীরা ছুটিয়া আসিত প্রতি বছর,
ভাগ্যবান কে জনমিল শিশু বড় বড় ঘরে—নিতে খবর।
দূর মরুপারে নিজ পল্লীতে শিশুরে লইয়া তা'রে তথায়
করিত পালন সন্তান-সম যত্নে— পুরস্কার-আশায়।

ঊর্ধ্বে উদার গগন বিথার নিম্নে মহান গিরি অটল,
পদতলে তার পার্ব্বতী মেয়ে নির্ঝরিণীর শ্যামাঞ্চল।
সেই ঝর্ণার নূড়ি ও পাথর কুড়ায়ে কুড়ায়ে দুই সে তীর
রচিয়াছে মরু-দগ্ধ আরবী শ্যামল পল্লী শান্ত নীড়।
সেথায় ছিল না নগরের কল-কোলাহল কালি ধূলি-স্তূপ,
ঝর্ণার জলে ধোওয়া তনুখানি পল্লীর চির-শ্যামলীর রূপ।
সে আকাশ-তলে সেই প্রান্তরে— সেই ঝর্ণার পিইয়া জল
লভিত শিশুরা অটুট স্বাস্থ্য, ঋজুদেহ, তাজা প্রাণ-চপল।
খেলা-সাথী ছিল মেষ-শিশু আর বেদুইন-শিশু দুঃসাহস,
মরু-গিরি দরী চপল শিশুর চরণের তলে ছিল গো বশ।
মরু-সিংহেরে করিত না ভয় এই সব শিশু তীরন্দাজ,
কেশর ধরিয়া পৃষ্ঠে চড়িয়া ছুটাত তাহারে মরুর মাঝ।
আরবী ঘোড়ায় হইয়া সওয়ার বল্লম লয়ে করিত রণ,
মাগিত সন্ধি খেজুর শাখার হাত উঠাইয়া মরু-কানন।
নাশপাতি শেব আনার বেদানা নজরাণা দিত ফুল ফলের,
সোজা পিঠ কুঁজো করিয়াছে উট সালাম করিতে যেন তাদের!
'লু' হাওয়ায় ছুটে পালাত' গো মরু ইহাদেরি ভয়ে দিক ছেয়ে,
রক্ত বমন করিত অস্ত-সূর্য্য এদেরি তীর খেয়ে!

আরবের যত গানের কবিরা "কুলসুম" "ইমরুল কায়েস"
এই বেদুইন-গোষ্ঠীতে তারা জন্মিয়াছিল এই সে দেশ!

www.pathagar.com

গাহিত হেথাই আলোর পাখী ও গানের কবিরা যত সে গান,
নগরে কেবল ছিল বাণিজ্য পল্লীতে ছিল ছড়ানো প্রাণ।
আরবের প্রাণ আরবের গান, ভাষা আর বাণী এই হেথাই,
বেদুইনদের সাথে মুসাফির বেশে ফিরিত গো সর্ব্বদাই।
বাজাইয়া বেণু চরাইয়া মেষ উদাসী রাখাল গোঠে মাঠে,
আরবী ভাষারে লীলা-সাথী করে রেখেছিল পল্লীর বাটে।...

যে বছর হ'ল মক্কা নগরে মোহাম্মদের অভ্যুদয়,
দুর্ভিক্ষের অনল সেদিন ছড়ায়ে আরব-জঠরময়,
ঊর্ধ্বে আকাশ অগ্নি-কটাহ, নিম্নে ক্ষুধার ঘোর অনল,
রৌদ্র শুষ্ক হইল নিঝর, তরুলতা শাখা ফুল-কমল।
মক্কা নগরে ছুটিয়া আসিল বেদুইন যত ক্ষুধা-আতুর,
ছাড়ি' প্রান্তর, পল্লীর বাট খর্জ্জুর-বন দূর মরুর।
বেদুইনদের গোষ্ঠীর মাঝে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী "বনি সায়াদ"
সেই গোষ্ঠীর "হালিমা" জননী—দুর্ভিক্ষেতে গণি' প্রমাদ
আসিল মক্কা, যদি পায় হ'তে কোনো সে শিশুর ধাত্রী-মা ;
খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, "আমিনা" কোল জুড়ি' চাঁদ পূর্ণিমা,
কোনো সে ধাত্রী লয় নাই এই শিশুরে হেরিয়া পিতৃহীন—
ভাবিল— কে দেবে পুরস্কার এর পালিবে যে ওরে রাত্রিদিন ?
শিশুরে হেরিয়া হালিমার চোখে অকারণে কেন ধরে না জল,
বক্ষ ভরিয়া এল স্নেহ-সুধা—শুষ্ক মরুতে বহিল ঢল।
আরবী ভাষার ধাত্রী-মা ছিল এই সে গোষ্ঠী "বনি সায়াদ",
এই গোষ্ঠীতে রাখিতে শিশুরে সব সে শরীফ করিত সাধ।
এই গোষ্ঠীর মাঝে থাকি' শিশু লভিল ভাষার যে সম্পদ্,
ভাবিত নিরক্ষর নবী ঘরে সকলে "আলেম" মোহাম্মদ।

শিশুরে লইয়া হালিমা জননী চলিল মরুর পল্লী দূর,
ছায়া ক'রে চলে সাথে সাথে তার ঊর্ধ্বে আকাশে মেঘ-মেদুর।
নতুন করিয়া আমিনা জননী কাঁদিলেন হেরি' শূন্য কোল,
অদূরে 'দলিজে' মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন-রোল।

www.pathagar.com

পলাইয়া গেল চপল শশক-শিশু শুনি' দূর ঝর্ণা-গান,
বনমৃগ-শিশু পলাল মা ছাড়ি' শুনি' বাঁশরীর সুদূর তান।
বিশ্ব যাহার ঘর, সে কি রয় ঘরের কারায় বন্দী গো ?
ঘর ক'রে পর অপরের সাথে সেই বিবাগীর সন্ধি গো!
শিশু ফুল হরি' নিল বন-মালী ফুলশাখা হ'তে ভোরবেলায়
লতা কাঁদে, ফুল হেসে বলে, "আমি মালা হব মা গো, গুণী-গলায়।

আসিল হালিমা কুটীরে আপন সুদূর শ্যামল প্রান্তরে,
সাথে এল গান শুনাতে শুনাতে বুল্‌বুল্‌ পথ-শ্রান্তরে।
পাহাড়তলীর শ্যাম প্রান্তর হ'ল আরো আরো শ্যামায়মান,
ঊর্ধ্বে কাজল মেঘ-ঘন-ছায়া, সানুদেশে শ্যামা দোয়েল গান!

তরুণ অরুণ আসিল আকাশে ত্যজিয়া উদয়-গিরির কোল,
ওরে কবি, তোর কণ্ঠে ফুটুক নতুন দিনের নতুন বোল!

www.pathagar.com

শৈশব-লীলা

খেলে গো ফুল্লশিশু ফুল-কাননের বন্ধু প্রিয়,
পড়ে গো উপচে তনু জ্যোৎস্না চাঁদের রূপ অমিয়।
সে বেড়ায়, হীরক নড়ে
আলো তার ঠিক্‌রে পড়ে!
ঘোরে সে মুক্ত মাঠে পল্লী বাটে ধরার শশী,
সে বেড়ায়— শুষ্ক মরুর শুক্লা তিথি চতুর্দ্দশী।

অদূরে স্তব্ধগিরি মৌনী অটল তপস্বী-প্রায়,
পায়ে তার পুষ্প-তনু কন্যা যেন উপত্যকায়।
শিরে তার উদার আকাশ
ব্যজনী দুলায় বাতাস।
বয়ে যায় গন্ধ শিলায় ঝর্ণা নহর লহর লীলায়,
যেতে সে খোশবু পানি ছিটায় কূলের ফুল-মহলায়!

পাখী সব শিশ্ দিয়ে যায় কিসমিসেরি বল্লরীতে,
আকাশ আর বনদেবীতে মন বিনিময় নীল হরিতে।
মাঝে তার ফুল্লশিশু বেড়ায় খেলে ফুল-ভুলানো,
বুকে তার সোনার তাবিজ নিখিল আলোক দোল-দোলানো!

কভু সে দুম্বা চরায় সাধ করে হয় মেষের রাখাল,
কভু তার দৃষ্টি হারায় দূর সাহারায়, যায় কেটে কাল।

অচপল মৌনী পাহাড় মন হরে তার, রয় ব'সে সে
খেলাতে মন বসে না যায় হারিয়ে নিরুদ্দেশে।
অসীম এই বিশাল ভুবন
ও গো তার স্রষ্টা কেমন!
কে সে জন করল সৃজন বিচিত্র এই চিত্রশালা ?
মেষেরা যায় হারিয়ে, মুগ্ধ শিশু রয় নিরালা।

www.pathagar.com

কভু সে বংশী বাজায়, উট-শিশুরা সঙ্গে নাচে,
ভুলে নাচ বেড়ায় খুঁজে কে যেন তায় ডাকছে কাছে।
সহসা আনমনা হয় সঙ্গীজনের সঙ্গীতে সে,
চোখে তার কার অপরূপ বেড়ায় রূপের ভঙ্গী ভেসে।
সাথী সব ভয় পেয়ে যায় চক্ষুতে তার এ কোন্ জ্যোতি!
ও আঁখি নীল সুঁদি ফুল সুন্দরেরে দেয় আরতি।
ও যেন নয় গো শিশু, পথ-ভোলা এক ফেরেশ্‌তা কোন্
ও যেন আপন হওয়ার ছল করে যায়, নয় কো আপন।

হালিমা ভয়-চকিতা রয় চে'য়ে গো শিশুর পানে,
ও যেন পূর্ণ জ্ঞানী, সকল কিছুর অর্থ জানে।
কে জানে, কাহার সাথে কয় সে কথা দূর নিরালায়,
কে জানে, কাহার খোঁজে যায় পালিয়ে বনের সীমায়!
কভু সে শিশুর মত
কভু সে ধেয়ান-রত!
একি গো পাগল তবে, কিম্বা ভূতে ধর্‌ল এরে,
এনে হায় পরের ছেলে পড়ল কি কু-গ্রহের ফেরে!

স্বামী তার বলল ভেবে, "শোন্ হালিমা, কাল সকালে
দিয়ে আয় যাদের ছেলে তাদের কাছে, নয় কপালে
আছে সে বদ্‌নামী ঢের, নাই এ গ্রামে ভূতের ওঝা,
কা'বাতে 'লাত-মানাতে'র কৃপায় এ ভূত হবেই সোজা!"

হালিমা অশ্রু মুছে মোহাম্মদে আনল আবার
হারানো মাতৃক্রোড়ে, বললে, "লহ পুত্র সোনার!"
আমিনার বক্ষে বেয়ে' অশ্রু ঝরে আকুল স্নেহে,
ওরে মোর সোনার দুলাল আজ ফিরেছে আঁধার গেহে।
এল আজ মুত্তালিবের চোখের মণি, শান্তি শোকের,
এল আজ সফর ক'রে সফর চাঁদে চাঁদ মুসাফের!
পারায়ে কৃষ্ণা তিথি শুক্লা তিথির আস্‌ল অতিথ্,
কত সে দিনের পরে আঁধার ঘরে উঠ্‌ল রে গীত!

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্ত্তন

সেবার দূষিত ছিল বড় বায়ু মক্কাপুরীর,
নিঃশ্বাসে ছিল বিষের আমেজ হাওয়ায় সুরীর।
কহিলেন দাদা মুত্তালিব, "গো হালিমা শুন,
মরু-প্রান্তরে লয়ে যাও মোর চাঁদেরে পুন!
আবার যেদিন ডাকিব, আনিবে ফিরায়ে এরে,
মাঝে মাঝে এনে দেখাইয়া যেয়ো মোর চাঁদেরে!"

আমিনার চোখে ফুরাল শুক্ল চাঁদের তিথি,
আবার আসিল ভবনে অতীত-আঁধার ভীতি।
স্বপনে চলিয়া গেল যেন চাঁদ স্বপনে এসে,
দ্বিতীয়ার চাঁদ লুকাল আকাশে ক্ষণেক ভেসে।
অঙ্গ ভরিয়া অশ্রু-চুমায় চলিল ফিরে
সোনার শিশু গো—নীড় ত্যজি' পুনঃ অজানা তীরে।

হালিমার বুকে খুশী ধরে না কো, নীলাঞ্চলে
হারানো মাণিক পুনঃ পেল তার ভাগ্যবলে!
চলে অলক্ষ্যে সাথে বেহেশ্‌ত ফেরেশ্‌তারা ,
মক্কার মণি পুনঃ মরু পথে হইল হারা।

হালিমার দুই কন্যা "আনিসা" "হাজিফা" ছুটি'
চুমিল খুশীতে মোহাম্মদের নয়ন দু'টি!
'আবদুল্লাহ' হালিমা-দুলাল মানের ভরে
রহিল দাঁড়ায়ে অদূরে, নয়নে সলিল ঝরে
সে যখন ছিল ঘুমায়ে, তাহার জননী কখন্
নিয়ে গেল কোথা মোহাম্মদেরে, ভাঙিতে স্বপন
খুঁজিল কত না সাথীরে তাহার কানন গিরি,
রোদন করুণ প্রতিধ্বনিতে এসেছে ফিরি'!

www.pathagar.com

শয়নে স্বপনে ওই মুখ তার স্মৃতির মাঝে
উঠিয়াছে ভাসি', হেরেছে তাহারে সকল কাজে!
নড়িয়া উঠিছে খেজুরের পাতা বাতাসে যবে
সে ভেবেছে তারে ডাকিতেছে সাথী নূপুর-রবে।
শিশ্ দিত যবে বুল্‌বুলি বসি' আনার-শাখে,
মনে হ'ত তার, বন্ধু বংশী বাজায়ে ডাকে।
দুম্বা মেষের শিশুরা করুণ নয়ন তুলি'
চাহিয়া থাকিত, খুঁজিত কাহারে সকল ভুলি'।

মেষ-চারণের মাঠে তরুতলে বসিয়া একা
পাঠায়েছে তার হারানো সখারে সলিল-লেখা।
ফিরিয়া আসিল লুকোচুরি খেলে যদি সে চপল,
ওর সাথে আড়ি— বল্ মায়ে ওরে নিয়ে যেতে বল!

হালিমার স্বামী হারিস্ শিশুরে লইল কাড়ি'
আনন্দ তার পুনরায় যেন ফিরিল বাড়ী।
মোহাম্মদ সে আবদুল্লাহ্‌র কণ্ঠ ধরি'
বলে, "আমি কত কেঁদেছি দোস্ত তোমারে স্মরি'!"

ছুটিল আবার দু'টিতে পাহাড়ী চারণ-মাঠে,
বংশী বাজায়ে দুম্বা চরায়ে সময় কাটে।
রাখালের রাজা আসিল ফিরিয়া রাখাল-দলে,
আবার লহর লীলায় পাহাড়ী নহর চলে!

www.pathagar.com

শাকুরুস্ সাদর

(হৃদয়-উন্মোচন)

এমনি করিয়া চরাইয়া মেষ বংশী বাজায়ে গহিয়া গান
রাখালের বালা ঘরিয়া ফুলে ফরদ্যান।
চন্দ্রতারার ধাড়-পঙ্খ-ঝুনাবো গাবা
নিশে তাহার ঝিলির চাঁদ খেলিয়া বেড়ায় চুপচাপনি।
ধন কুর্বিত কেশদাম এই চাঁদের
ঘুমাবে এ চাঁদ কুঞ্জ ভিতি লো, জাগিবে শুক্লা তিথি লো।

চাঁদ কি সাকাল বংশী বাজায় ওরকারা শুনি রব
চরিয়া বেড়ায় মুক্ত সাকাল — মেষ বৃষ কাঁপি কাঁপে সব।

খেলিতে খেলিতে সাবরবা চাঁদ হারাইয়া দূরে যেথে
অন্ধকারের রহস্য-তলে, সাবধান পুরুষ জাগে।

খেলিতে খেলিতে সেদিন কোথায় হারাল বালক বেহুশ
খুঁজিয়া খেলার সাথীর প্রাণের কি পিয়ি ও নদ।

www.pathagar.com

"শাক্‌কুস্‌ সাদর"
হৃদয়-উন্মোচন

এমনি করিয়া চরাইয়া মেষ বংশী বাজায়ে গাহিয়া গান
খেলে শিশু নবী রাখালের রাজা মরুর সচল মরূদ্যান।
চন্দ্র তারার ঝাড় লণ্ঠন ঝুলানো গগন চাঁদোয়া-তল,
নিম্নে তাহার ধরণীর চাঁদ খেলিয়া বেড়ায় চলচপল।
ঘন কুঞ্চিত-কালো কেশদাম কলঙ্ক শুধু এই চাঁদের,
ঘুমালে এ চাঁদ কৃষ্ণা তিথি গো, জাগিলে শুক্লা তিথি গো ফের।

চাঁদ কি আকাশে বংশী বাজায় গ্রহ তারকারা শুনি সে রব
চরিয়া বেড়ায় মুক্ত আকাশে— মেষ বৃষ রাশি রূপে গো সব ?
খেলিতে খেলিতে আন্‌মনা চাঁদ হারাইয়া যায় দূর মেঘে
অন্ধকারের অঞ্চলতলে, আনমনে পুনঃ ওঠে জেগে।

খেলিতে খেলিতে সেদিন কোথায় হারাল বালক মোহাম্মদ
খুঁজিয়া বেড়ায় খেলার সাথীরা প্রান্তর বন গিরি ও নদ।
কোথাও সে নাই! খুঁজি' সব ঠাঁই ফিরিয়া আসিল বালক দল,
হালিমারে বলে, "আমাদের রাজা হারাইয়া গেছে, দেখিবি চল্‌।"

কাঁদিয়া ছুটিল হালিমা, খুঁজিল প্রান্তর গিরি মরু কানন,
রবিরে হারায়ে নিশীথিনী মাতা এমন করিয়া খোঁজে গগন!
এমনি করিয়া সিন্ধু-জননী হারামণি তার খুঁজিয়া যায়—
কোটি তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ধূলির ধরায় বালু বেলায়।
কত নাম ধরে ডাকিল হালিমা, "ওরে যাদুমণি, সোনামাণিক!
ফিরে আয় আয়, ও চাঁদ-মুখের হাসিতে আবার প্লাবিয়া দিক্‌।
পেটে ধরি নাই, ধরেছি ত বুকে, চোখে ধরা মোর মণি- যে, তুই,
মোর বনভূমে আসিস্‌নি ফুল, এসেছিলি পাখী এ বনভূঁই!"

সহসা অদূরে চির চেনা স্বরে শুনি রে ও কার মধুর ডাক,
ওকে মধুচ্ছন্দা গায়ন-কণ্ঠে উহার ওকি ও বাক্‌ ?

www.pathagar.com

ও যেন শান্ত মরুতপস্বী, ধেয়ানে উঠিছে কণ্ঠে শ্লোক,
শিশু-ভাস্কর—উহারি আশায় জাগিয়া উঠিছে সর্ব্বলোক।
হালিমা বক্ষে জড়ায়ে ধরিতে ভাঙ্গিল যেন গো চমক তার,
যেন অনন্ত জিজ্ঞাসা লয়ে খুলিল কমল-আঁখি বিথার।
"একি এ' কোথায় আসিয়াছি আমি" জিজ্ঞাসে শিশু সবিস্ময়,
চুম্বিয়া মুখ হালিমা জননী "তোর মার বুকে" কাঁদিয়া কয়।
"ওরে ও পাগল, কি স্বপন ঘোরে ছিলি নিমগ্ন বল্ রে বল্!
ওরে পথভোলা, কোন্ বেহেশ্‌ত পথ ভুলে এলি করিয়া ছল ?
দেহ লয়ে আমি খুঁজেছি ধরণী, মনে খুঁজিয়াছি শত সে লোক,
এমনি করিয়া, পলাতক ওরে, এড়াতে হয় কি মায়ের চোখ ?"

এবার বালক মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া বলে, "জননী গো,
কি জানি কে যেন নিতি মোরে ডাকে, যেন সে সোনার মায়ামৃগ!
আজও সে ডাকিতে এড়ায়ে সবারে এসেছিনু ছুটি এ মরুপথ,
ছুটিতে ছুটিতে হারাইনু দিশা, ভুলিনু আমারে, মোর জগৎ।
এই তরুতলে আসিতে আমার নয়ন ছাইয়া আসিল ঘুম,
হেরিনু স্বপনে— কে যেন আসিয়া নয়নে আমার বুলায় চুম।
আলোর অঙ্গ, আলোকের পাখা, জ্যোতির্দীপ্ত তনু তাহার,
কহিল সে, "আমি খুলিতে এসেছি তোমার হৃদয়-স্বর্গদ্বার।
খোদার হাবীব্— জ্যোতির অংশ ধরার ধূলির পাপ ছোঁওয়ায়
হয়েছ মলিন, খোদার আদেশে শুচি করে যাব পুনঃ তোমায়।
ঐশী বাণীর আমিই বাহক, আমি ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল,
বেহেশ্‌ত হ'তে আনিয়াছি পানি, ধুয়ে যাব তনু মন ও দিল্!"
এই বলি মোরে করিল সালাম, সঙ্গিনী তার হুরীর দল
গাহিতে লাগিল অপরূপ গান, ছিটাইল শিরে সুরভি জল।
তারপর মোরে শোয়াইল ক্রোড়ে, বক্ষ চিরিয়া মোর হৃদয়
করিল বাহির! হ'ল না আমার কোনো যন্ত্রণা কোনো সে ভয়।
বাহির করিয়া হৃদয় আমার রাখিল সোনার রেকাবিতে,
ফেলে দিল, ছিল যে কালো রক্ত হৃদয়ে জমাট মোর চিতে।
ধুইল হৃদয় পবিত্র "আব-জম্‌জম্" দিয়ে জিব্রাইল,
বলিল, "আবার হ'ল পবিত্র জ্যোতির্মহান তোমার দিল।

www.pathagar.com

এই মায়াবিনী ধরার স্পর্শে লেগে ছিল যাহা গ্লানি-কলুষ
যে কলুষ লেগে ধরার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না এই মানুষ,
পূত জম্‌জম্‌ পানি দিয়া তাহা ধুইয়া গেলাম— তাঁর আদেশ,
তুমি বেহেশ্‌তী, তোমাতে ধরার রহিল না আর ম্লানিমা-লেশ!"
সেলাই করিয়া দিল পুনঃ মোর বক্ষে রাখিয়া ধৌত দিল্‌,
সালাম করিয়া উর্ধ্বে বিলীন হইল আলোক জিব্রাইল!"

বুঝিতে পারে না অর্থ ইহার— হালিমা কাঁদিয়া বুক ভাসায়,
বলে ,"কত শত জিন পরী আছে ঐ পর্ব্বতে ঐ গুহায়,
আর তোরে আমি আনিতে দিব না মেষ চারণের এই মাঠে
কোন্‌ দিন তোরে ভুলাইয়া তারা লয়ে যাবে দূর মরু-বাটে!"

ছুটিয়া আসিল পড়শী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ছেলেমেয়ে,
বলে, "আসেবের আসর হয়েছে,উহার উপরে ; দেখ্‌ চেয়ে!
অমন সোনার ছেলে, ওকি আর মানুষ, ও যে গো পথভোলা
কোকাফ্‌মুলুক পরীস্থানের পরীজাদা কোনো রূপওলা।"
বিস্ময়াকুল নয়নে চাহিয়া কহিল মোহাম্মদ হাসি',
"আম্মা গো, ওরা কি বলিছে সব ? আমি যে তোরেই ভালাবাসি!
তুমি আম্মা ও আমি আহমদ, পায়নি ত মোরে জিন পরী,
এসেছিল সে'ত জিব্রাইল সে ফেরেশ্‌তা! মা গো, হেসে মরি!
এই ত তোমার কোলে আছি ব'সে, দীওয়ানা কি আমি ? তুই মা বল্‌!
আমারে পায়নি পরীতে, ওদেরে পাইয়াছে ভূতে, তাই এ ছল!"

হালিমা জড়ায়ে বক্ষে বালকে বলে, "বাবা, তুমি বলেছ ঠিক!"
মনের শঙ্কা যায় না কো তবু, বাহিরে দস্যু ঘরে মাণিক।
মনে পড়ে তার, সেদিনও ইহার জননী আমিনা এই কথাই
বলেছিল, "কই, খোকার আমার কোথাও তেমন আভাস নাই!
দেখিছ না ওর চোখ মুখ কত তেজ-প্রদীপ্ত, তাই লোকে
যা-তা বলে! আমি মানি না এ সব, যদি দেখি ইহা নিজ চোখে!"
জননীর মত অন্তর্যামী, সে ত করিবে না কখনো ভুল,
দেখেনি ত এরা দুনিয়ায় কভু ফুটিবে এমন বেহেশ্‌ত গুল্‌!

www.pathagar.com

বারে বারে চায় বালকের চোখে— ও যেন অতল সাগর-জল,
কত সে রত্ন মণি-মাণিক্য পাওয়া যায় যেন খুঁজিলে তল!
বক্ষে চাপিয়া চুমিয়া ললাট বলে, "যদি হস্ বাদশা তুই ?
মনে পড়িবে এ হালিমা মায়েরে ? পড়িবে মনে এ পল্লী ভুঁই ?"
"মাগো মনে র'বে!" হাসিয়া বালক কহিল কণ্ঠে জড়ায়ে মা'র;
ভবিষ্যতের দফ্‌তরে লেখা রহিল সে কথা,
ও বাণী যেন গো খোদ খোদার!

www.pathagar.com

সর্বহারা

সকলের তরে মরিছে যে জন, তার তরে
পিতার মাতার স্নেহ নাই, ঠাঁই নাই ঘরে।
নিখিল ব্যথিত জনের বেদনা বুঝিবে সে,
তাই তার তরে নীরব-ক্রন্দন পাঠাব দীন বেশে।
আশ্রয়হারা সর্বনাশীর জনাবে
সে দেখাবে চির-শাসন করিয়া কায় মনে—
বেদনার পর বেদনা হানিয়া তাই তার
ভিখারী সাজায়ে পাঠাব বিশ্ব-দরবারে।
আলোর স্বপন হেরিবে আলোর দিশারী তাই
সাধিব আকুল অন্ধকারের বুকে যেথাই।

www.pathagar.com

সর্ব্বহারা

সকলের তরে এসেছে যে জন, তার তরে
পিতার মাতার স্নেহ নাই, ঠাঁই নাই ঘরে।
নিখিল ব্যথিত জনের বেদনা বুঝিবে সে,
তাই তারে লীলা-রসিক পাঠাল দীন বেশে।
আশ্রয়হারা সম্বলহীন জনগণে
সে দেখিবে চির-আপন করিয়া কায়মনে—
বেদনার পর বেদনা হানিয়া তাই তারে
ভিখারী সাজায়ে পাঠাল বিশ্ব-দরবারে।
আসিল আকুল অন্ধকারের বুকে হেথাই
আলোর স্বপন হেরিবে, আলোর দিশারী, তাই
নিখিল পিতৃহীনের বেদনা নিজ করে
মুছাবে বলিয়া— নিখিলের পিতা ধরা 'পরে
পাঠাইল তার বন্ধুরে করি' পিতৃহীন,
দীনের বন্ধু আসিল সাজিয়া দীনাতিদীন।
পিতৃহীন সে শিশু পুনরায় মাতারে তার
হারাইল আজ! শোক-নদী হ'ল শোক-পাথার।

* * *

হালিমার কোলে গত হয়ে গেল পাঁচ বছর—
শশী-কলা সম বাড়িতে লাগিল শশী-সোদর।

সহসা সেদিন শ্যাম প্রান্তরে নিষ্পলক
চাহিয়া অদূরে কি মেঘের ছায়া হেরি' বালক
উতলা হইল ফিরিবার লাগি' জননী-ক্রোড় ;
গগন-বিহারী বিহগের চোখে নীড়ের ঘোর !
কত গ্রহ তারা কত মেঘ ডাকে নীলাকাশে
বিহরি' খানিক চপল বিহগ ফিরে আসে

www.pathagar.com

আপনার নীড়ে! ভুলিতে পারে না মা'র পাখা,
আকাশের চেয়ে তপ্ততর সে স্নেহ-মাখা।.....

কাঁদিতে লাগিল মরু-পল্লীর মাঠ ও বাট,
ভাঙ্গিয়া গেল গো খেজুর বনের রাখালী নাট।
পাহাড়তলীতে দুম্বা শিশুরা চাহিয়া রয়,
তাহাদের চোখে আজ পাহাড়ের ঝর্ণা বয়।

হালিমার ঘরে আলো নিভে গেল দম্‌কা বায়,
পুত্র কন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছা যায়।
তবু তারে ছেড়ে দিতে হ'ল! ভাঙি' মেঘের বাঁধ
পলাইয়া গেল রাঙা পঞ্চমী তিথির চাঁদ!

আমিনার কোলে ফিরে এল আমিনার রতন,
বৃদ্ধ মুত্তালিবের যষ্টি—যখের ধন,
স্কন্ধে তুলিয়া বালকে বৃদ্ধ এল কাবায়,
বেদীতে রাখিয়া বালকে খোদার আশিস চায়।
সাত বার তা'রে করাইল কাবা প্রদক্ষিণ
প্রার্থনা করে, "রক্ষ পিতা এ পিতৃহীন।"

আমিনা সাদরে হালিমায় কয়, "কি দিব ধন
আমার রতনে করিয়াছ কত শত যতন,
মনের মতন দিব যে অর্থ, নাহি উপায়,
তবু বল মোর যা আছে ঢালিব তোমার পায়।
আমি ধরেছিনু গর্ভে— তুমি যে ধরি' বুকে
করেছ পালন— মোরা সহোদরা সেই সুখে।"

হালিমার চোখে বয়ে যায় জম্‌জম্ পানি,—
মোহাম্মদেরে ধরে কাঁদে, নাহি সরে বাণী।
কাঁদিয়া কহিল মোহাম্মদেরে, "যাদু আমার,
তুই দে আমায় আমার প্রাপ্য পুরস্কার!

www.pathagar.com

আমিনা-বহিন্ জানে না ত তোরে কেমন সে
রাখিয়াছি বুকে দুখ দিয়ে না সে ভালোবেসে।"

ছুটিয়া আসিল বালক ফেলিয়া মায়ের কোল,
কণ্ঠ জড়ায়ে হালিমারে বলে মধুর বোল।
চুমু দিয়ে কয়, "মা গো, এই লহ পুরস্কার!"
হালিমা মুছিয়া আঁখি, কয়, "কিছু চাহি না আর!
সব পাইয়াছি আমিনা, ইহার অধিক, বোন,
পারিবে আমারে দিতে জহরত মানিক কোন্!"

জননীর কোল জুড়াল আবার নব সুখে,
চোখের অশ্রু শিশু হ'য়ে আজ দুলে বুকে!...

পুনঃ রবিয়ল আউওল চাঁদ এল ফিরে,
এবার চাঁদের ললাট আসিল মেঘে ঘিরে।
কনক-কান্তি বালক খেলায় আঙিনায়,
আমিনার মনে স্বামী স্মৃতি নিতি কাঁদিয়া যায়।
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিল সেই সে চান্দ্রমাস—
আবদুল্লাহ্ গেল পরবাসে ফেলিয়া শ্বাস,
আর ফিরিল না— মদিনায় নিল চির-বিরাম!
আমিনার চোখে " সোবেহ্সাদেক" হইল "শাম"!
মদিনার মাটি লুকায়ে রেখেছে স্বামীরে তার,
যাবে সে খুঁজিতে যদি বা চকিতে পায় "দিদার"।
যে কবর-তলে আছে সে লুকায়ে, সেই কবর
জিয়ারত করি' পুছিবে স্বামীরে তার খবর।
মৃত্যু-নদীর উজান ঠেলিয়া কেহ কি আর
ফিরিতে পারে না ওপার হইতে পুনর্ব্বার ?
দেখিবে ডুবিয়া—নাই যদি ফিরে, ভয় কি তায় ?
হয়ত একূলে হারায়ে ওকূলে প্রিয়রে পায়!

আহ্মদে ল'য়ে আমিনা মা চলে মদিনা-ধাম,
জানে না, সে চলে লভিতে স্বামীর সাথে বিরাম!

www.pathagar.com

জানে না সে চলে জীবন-পথের শেষ সীমায়,
ওপার হইতে চিরসাথী তারে ডাকিছে, আয়!
কত শত পথ-মঞ্জিল মরু পারায়ে সে
দাঁড়াল স্বামীর গোরের শিয়রে আজ এসে!
বুঝিতে পারে না বালক, কেন যে জননী, হায়
কবর ধরিয়া লুটায় আহত কপোতী প্রায় !
বালকে বক্ষে জড়াইয়া বলে, "ওঠ স্বামী,
তোমার অ-দেখা মাণিকে এনেছি দিতে আমি!"
মা'র দেখাদেখি কাঁদিল বালক, চুমিল গোর,
বলে— "মা গো তোর চেয়ে ছিল ভালো পিতা কি মোর ?
তোমার মতন ভালোবাসিত সে ? তবে কেন
না ধরিয়া কোলে মাটিতে লুকায়ে রয় হেন ?
কি বলিবে মাতা। ক্রন্দনরত বালকে তার
বক্ষে ধরিয়া চুম্বে কবর বারম্বার!
মাখিয়া স্বামীর কবরের ধূলি সকল গায়
মক্কার পথে আবার আমিনা ফিরিয়া যায়।
ফিরে যেতে মন সরে না ছাড়িয়া গোরস্থান,
তবু যেতে হবে— এ বালক এ যে স্বামীর দান!
মরু পথে বাজে উট চালকের বংশী সুর,
মনে হয় যেন সেই ডাকে তারে ব্যথা-বিধুর।
মনে মনে বলে— অন্তর্য্যামী! শুনেছি ডাক,
তুমি ডাকিয়াছ— ছিঁড়ে যাব বন্ধন বেবাক।'
কিছু দূর আসি' পথ-মঞ্জিলে আমিনা কয়—
"বুকে বড় ব্যথা, আহমদ, বুঝি হ'ল সময়
তোরে একলাটি ফেলিয়া যাবার! চাঁদ আমার,
কাঁদিস্‌নে তুই, রহিল যে রহমত খোদার!"
বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়ি' ঢলি'
ফিরদৌসের পথে মা আমিনা গেল চলি'।
বজ্র-আহত গিরি-চূড়া সম কাঁপি' খানিক
মার মুখ চাহি' রহিল বালক নির্ণিমিখ!

www.pathagar.com

পূর্ণিমা চাঁদে গ্রাসে রাহু এই জানে লোকে,
গরাসিল রাহু আজ ষষ্ঠীর চন্দ্রকে!

*

বাজ-পড়া তালতরু সম একা বৃন্তহীন
দাঁড়ায়ে বৃদ্ধ মুত্তালিব
আকাশ-ললাটে ললাট রাখিয়া নিশি ও দিন
দেখায় তাহার বদ্‌নসীব!
আবদুল্লাহ্ গিয়াছিল, গেল আমিনা আজ
মোহাম্মদেরে দিয়া জামিন।
দরদ-মুলুকে বাদশাহ্ শিরে বেদনা আজ
উন্নত শির বীর প্রাচীন,
ফরিয়াদ করে আকাশে তুলিয়া নাঙ্গা শির
"রে বালক কেন এলি হেথায়,
নাহি পল্লব-ছায়া পোড়া তরু মরুর তীর
কি দিয়া আতপ নিবারি, হায়!
খাক হ'য়ে গেছে মরু উদ্যান, বালুর উপরে বালুর স্তূপ
রচেছে সেখানে কবরগাহ্,
গুল্ নাই, কেন পোড়াইতে পাখা এলি মধুপ,
শোকপুরী—আমি শাহান্‌শাহ্!
নাহি পল্লব শাখা নাই একা তালতরু,
উড়ে এলি হেথা বুল্‌বুলি!
ঊর্ধ্বে তপ্ত আকাশ নিম্নে খর মরু
"বিয়াবানে" এলি গুল্ ভুলি'!"

যত কাঁদে তত বুকে বাঁধে আরো, কে রে কপট
মায়াবী খেলিছে খেলা এমন
প্রাচীন বটের সারা তনু ঘিরি' জটিল জট
আঁকড়িয়া আছে পোড়া কানন!
ব্যাধ-ভয়াতুর শিশু পাখী সব তবু বালক
জড়াইয়া পিতামহেরে তার,

www.pathagar.com

জননীর চ'লে যাওয়া পথে চাহে নিষ্পলক—
ডাগর নয়ন ব্যথা বিথার!
যে ডাল ধরে সে, সেই ডাল ভাঙে, অসহায়,
তবু আর ডাল ধরে আবার,
তৃণটিও ধরে আঁকড়ি স্রোতে যে ভাসিয়া যায়
আশা মনে—যদি পায় কিনার।
শোকে ঘুণ ধরা জীর্ণ সে শাখা ; তাই ধরি'
রহিল বালক প্রাণপণে,
জানে না, এ ডালও ভাঙিয়া পড়িবে শিরোপরি
আবার ঘোর প্রভঞ্জনে।
পাখা মেলে এল শোকের বিপুল "সি-মোরগ"
কালো হ'ল ধরা সেই ছায়ায়,
দু' বছর পরে—পিতামহ চলি' গেল স্বরগ
ছিঁড়ি বন্ধন মোহ-মায়ায়।
ওরে কালো মেঘ মক্কার শিরে শকুনি প্রায়
ছিন্ন জটায়ু-পাখা যেন,
আট বছরের বালকের বাহু, শক্তি তায়
বাঁধিয়া রাখিবে নাই হেন!
আরবের বীর মক্কার শির মুত্তালিব্
কোরায়শী সর্দ্দার মহান,
আখেরী নবীর না-আসা বাণীর দূত নকীব
করিল গো আজ মহাপ্রয়াণ।

মুকুট-বিহীন মক্কার বাদ্‌শাহ্ আজি
ফেলে গেল ধূলি সিংহাসন,
মক্কার ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন বাজি',
মাতম করিছে শত্রুগণ।

www.pathagar.com

ডাকিয়া পুত্র আবুতালেবেরে মুত্তালিব
দিয়াছিল সঁপি' আহ্‌মদে,
জ্যেষ্ঠতাতের কোলে এল সব-হারা 'হাবীব',
দীঘির কমল এল নদে।
মূলহারা ফুল স্রোতে ভেসে যায় নির্ব্বিকার
নাহি আর সুখ- দুঃখলেশ,
শুধু জানে তারে ভাসিতে হইবে বারম্বার
এমনি অকূলে নিরুদ্দেশ!

রহস্য-লীলা-রসিক খোদার অন্ত নাই,
কি জানি সাধিতে কোন্ সে কাজ
বন্ধুরে ডাকে বন্ধুর পথে— বেদনা নাই
ফুলেরে ফোটায় কাঁটার মাঝ।
নির্ব্বেদ সে কি, নাহি গো দুঃখ ব্যথা কি তার ?
সৃষ্টি কি তার শুধু খেয়াল ?
শুধু ভাঙ্গাগড়া পুতুল খেলা কি নির্ব্বিকার
খেলে মহাশিশু চির সে কাল ?
জগতেরে আলো দানিবে যে— কেন অন্ধকার
তার চারপাশে ঘিরিয়া রয় ?
সব শোকে দিবে শান্তি যে— শৈশব তাহার
কেন এত শোক-দুঃখময় ?
কেহ তা জানে না, জানিবে না কেহ, সদুত্তর
পাইবে না কেহ কোনো সে দিন,
শুধু রহস্য, জিজ্ঞাসা শুধু, চির-আড়াল
বিস্ময় আদি-অন্তহীন!
মাতৃগর্ভে শিশু যবে— হ'ল পিতৃহীন,
পাইল না কভু পিতৃক্রোড়,
ষষ্ঠ বরষে হারাল মাতায়, স্নেহ-বিহীন
জীবনে কেবলি ঘাত কঠোর।

www.pathagar.com

পুনঃ অষ্টম বরষে হারাল পিতামহে
সবহারা শিশু নিরাশ্রয়
পড়িল অকূল তরঙ্গাকুল ব্যথা-দহে,
দশদিশি যেন মৃত্যুময়!
খেলে যে বেড়াবে ধূলা-কাদা লয়ে স্নেহনীড়ে,
ব্যথার উপরে পেয়ে ব্যথা
বালক-বয়সে হল সে ধেয়ানী মরুতীরে—
অতল অসীম নীরবতা
ছাইল আজিকে জীবন তাহার, একা বসি'
ভাবে, এ জীবন মৃত্যু, হায়!
কেন অকারণ! কেন কেঁদে ফেরে ক্রন্দসী
এই আনন্দময় ধরায় ?
পলাতক শিশু ঘরে নাহি রয়, নিষ্কারণ
ঘুরিয়া বেড়ায় পথে পথে,
খুঁজিয়া বেড়ায় মরু কান্তার খেজুর বন
অন্ধ গুহায় পর্ব্বতে,
সকল দিশার দিশারীর দেখা পাবে বুঝি,
হবে সমাধান সমস্যার,
"আব-হায়াতের" মৃত্যু-অমৃত পাবে খুঁজি—
খুঁজে পায়নি যা সেকান্দার!
এমনি করিয়া বেদনার পরে পেয়ে বেদন
অল্প বয়সে শেষ নবী
ভাবে তারি কথা, এই রহস্য যার সৃজন—
আঁধার যাহার— যার রবি!

www.pathagar.com

কে যেন তার বন্ধু যায়, তারই তারে যুক্তি,
তার সে তারে ইঙ্গিত এই সাগর ধরে পাহাড় বন।

~~সে যেন সে বন্দিনী বন্দোপুরীর~~

বন্দোপুরীর রত্ন-মাবার বন্দিনী এই নিশার:
পিক পাপিয়া যেমন যায় — দূর-বিহারী এ চাতক।
কি সাধ্য যে এ জানে
সাধাবিতে মন তারে,
সবার চোখে নিদ্রা, উহার চোখে প্রভাত ঘোর।
ঘটিকাবাবের [illegible] দেখে সে এলাহ বাদল-ঘোর।

এমনি করে দুদশ বরষ একার জীবন যায় কাটি,
সাধুতাবের বলে, "একার করব সোনা এই মাটী।
সাহসী, গো দৌলত!
একার যাব দূর পথে
বাণিজ্যে "সাধু" "মোহনদাস", দুই যেন বাপ [illegible] রেখা-বাঁধি,
[illegible] দেখিস, দুই এ পের পিতার পিতার কৃত [illegible]

www.pathagar.com

তৃতীয় সর্গ

কৈশোর

বিশ্ব-মনের সোনার স্বপন কিশোর তনু বেড়ায় ঐ
তন্দ্রা-ঘোরে অন্ধ-আঁখি নিখিল খোঁজে কই সে কই।
বাজিয়ে বাঁশি চরায় উট,
নিরুদ্দেশে দেয় সে ছুট,
"হেরা'র গুহায় লুকিয়ে ভাবে—এ আমি ত আমি নই।
অতল জলে বিম্ব সম ফুটেই কেন বিলীন হই!

রূপ ধরে ঐ বেড়ায় খেলে দাহন-বিহীন অগ্নিশিখ,
পথিক ভোলে পথ চলা তার, দাঁড়িয়ে দেখে নির্ণিমখ্।
সাগর-অতল ডাগর চোখ
ভোলায় আকাশ অলখ-লোক,
যায় যে পথে—ফিনকি রূপের ছড়িয়ে পড়ে দিগ্বিদিক,
আরব-সাগর-মন্থন-ধন আরব দুলাল নীল মাণিক।

পালিয়ে বেড়ায় পলাতকা, রাখতে নারি আপন জন,
কারুর পানে চায় না ফিরে, কে জানে তার কোথায় মন।
আদর করে সবাই চায়
সে চলে যায় চপল পায়,
কে যেন তার বন্ধু আছে ডাকছে তারে অনুক্ষণ,
তার সে ডাকের ইঙ্গিত ঐ সাগর মরু পাহাড় বন।

মক্কাপুরীর রত্ন-মালায় মধ্যমণি এই কিশোর;
পিক পাপিয়া অনেক আছে—দূর-বিহারী এ চকোর।
কি মায়া যে এ জানে
অজানিতে মন টানে,

www.pathagar.com

সবার চোখে নিথর নিশা,উহার চোখে প্রভাত ঘোর।
ফটিক জলের ঊষর দেশে সে এসেছে বাদল-মৌর্।

এমনি ক'রে দ্বাদশ বরষ একার জীবন যায় কাটি,
আবুতালেব বল্‌ল, "এবার করব সোনা এই মাটি!
আহ্‌মদ, তোর দৌলতে !
এবার যাব দূর পথে
বাণিজ্যে 'শাম' 'মোকাদ্দসে', তুই যেন বাপ রোস্ খাঁটি,
দেখিস্ তুই এ তোর পিতাম' পিতার পূত এই ঘাঁটি।"

"চাচা, তোমার সংগে যাব", বল্‌ল কিশোর শেষ নবী,
চক্ষে তাহার উঠ্‌ল জ্বলে ভবিষ্যতের কোন্ ছবি!
কে যেন দূর পথের পার
ডাকছে তারে বারম্বার
সন্ধানে তার পার হ'বে সে এই সাহারা এই গোবি,
আকাশ তারে ডাক দিয়েছে আর কি বাঁধা রয় রবি ?

বুঝায় যত আবুতালেব,"মাণিক, সে যে অনেক দূর!
দজলা ফোরাত পার হতে হয়, লঙ্ঘিতে হয় পাহাড় তূর।
মরুর ভীষণ 'লু'হাওয়া,
যায় না সেথা জল পাওয়া,
কত সে পথ যাব মোরা, ঘুরতে হবে অনেক ঘুর !"
কিশোর চোখে ভেসে ওঠে কোকাফ মুলুক পরীর পুর!

লঙ্ঘি' সবার নিষেধ বাধা চাচার সাথে কিশোর যায়
বাণিজ্যে দূর দেশে প্রথম উটের পিঠে — মরুর নায়।
দেখ্‌বি রে আয় বিশ্বজন,
রত্ন খোঁজে যায় রতন!
ধূলায় করে সোনা-মাণিক যে জন ঈষৎ পা'র ছোঁওয়ায়,
আনতে সোনা সে যায় রে ঐ সোনার রেণু ছিটিয়ে পায়!

দেখবি কে আয়, দরিয়া চলে নহর থেকে আনতে জল
আন্‌তে পাথর চল্‌ল পাহাড় ঝর্ণা-পথে সচঞ্চল।

www.pathagar.com

ফুলের খোঁজে কানন যায়,
নতুন খেলা দেখবি, আয়!
বেহেশ্‌ত্‌-দ্বারী রেজ্‌ওয়ান চায় কোথায় পাবে মিষ্ট ফল!
সূর্য্য চলে আলোর খোঁজে, মাণিক খোঁজে সাগর-তল!

দেখবি কে আয়, আজ আমাদের নওল কিশোর সওদাগর,
শুক্লা দ্বাদশ তিথির চাঁদের কিরণ ঝলে মুখের 'পর।
আয় মহাজন ভাগ্যবান,
এই সদাগর এই দোকান
আর পাবিনে, আর পাবিনে এমন বিকি-কিনির দর।
আয় গুনাহ্‌গার, এবার সেরা সদাগরের চরণ ধর্‌।

আয় গুনাহ্‌গার, লাভ লোকসান খতিয়ে নে তোর এই বেলা,
আসবে না আর এমন বণিক, বসবে না আর এই মেলা!
ফিরদৌসের এই বণিক
মাটির দরে দেয় মাণিক!
জহর নিয়ে জহরত্‌ দেয়, নও-বণিকের নও-খেলা।
আয় গুনাহ্‌গার, ক্ষতির হিসাব চুকিয়ে নে তোর এই বেলা।

গুনাহ্‌গারীর জীবন-খাতায় শূন্য যাদের লাভের ঘর,
এই বেলা আয়—ভুলিয়ে নে সব, কিশোর বয়েস সওদাগর।
আন্‌ রে জাহাজ আন্‌ রে উট,
বিশ হাতে আজ মাণিক লুট!
অর্থ খুঁজে ব্যর্থ যে-জন, এর কাছে খোঁজ্‌ তার খবর।
শূন্য ঝুলি দেউলিয়া আয়, পুণ্যে ঝুলি বোঝাই কর।

আপন প্রেয় শ্রেয় যা সব মৃত্যুরে তা দান ক'রে
অপরিমাণ জীবন-পুঁজি সে এনেছে অন্তরে,
তাই দিবে সে বিলিয়ে আজ
সকল জনে বিশ্বমাঝ!
আয় দেনাদার, বিনা সুদে ঋণ দেবে এ প্রাণ ভ'রে।
ঋণ-দায়ে সে পালিয়ে বেড়ায়, শোধ দেবে এ, আন্‌ ধ'রে।

www.pathagar.com

পঙ্খীরাজে পাল্লা দিয়ে মরুর পথে ছুটছে উট
চরণ তার আজ বারণ-হারা, রুখতে নারে বল্‌গা-মুঠ।
পৃষ্ঠে তাহার এ কোন্ জন,
চলতে শুধু চায় চরণ
"নৃজজ্" "রমল" ছন্দ-দোলে দুলিয়ে তনু সে দেয় ছুট।
উট নয় সে, ফিরদৌসের বোররাক— নয় নয় এ ঝুট!

চলতে পথে মনে ভাবে যতেক আরব বণিক দল—
ঊষর মরুর ধূসর রোদেও কেমনে তনু রয় শীতল!
মেঘ চাইতেই পায় পানি,
এ কোন মায়ার আমদানি!
খুঁড়তে মরু ঠাণ্ডা পানি উথ্‌লে আসে অনর্গল!
উড়ছে সাথে সফেদ কপোত ঝাঁক বেঁধে ঐ গগন-তল।

বুঝতে নারে, ভাবে এ সব খোদার খেলা, নাই মানে!
মরুর রবি নিষ্প্রভ কি হল এবার, কে জানে !
ছিটায় না সে আগুন খই,
সে "লু" হাওয়ায় ঘূর্ণী কই,
থাক্‌ত না ত এমন ডাঁশা আঙুর মরুর উদ্যানে।
যাদুকরের যাদু এ-সব—মরুর পথে সবখানে।

পৌঁছাল শেষ দূর বোস্‌রায় তালিব, আরব সওদাগর,
নগরবাসী আসল ছুটে, দেখবে জিনিস নতুনতর।
বণিক দলে ও কোন্ জন—
চক্ষে নিবিড় নীলাঞ্জন,
এই বয়সে কে এল ঐ শূন্য ক'রে কোন্ সে ঘর!
কার আঁচলের মাণিক লুটায় মরুর ধূলায় পথের 'পর।

অপরূপ এক রূপের কিশোর এসেছে 'শাম', উঠল রোল,
মুখর যেমন হয় গো বিহগ আস্‌লে রবি গগন-কোল।

www.pathagar.com

পালিয়ে হুরীস্তান সুদূর
এসেছে এ কিশোর হুর,
নওরোজের আজ বস্‌ল মেলা, রূপের বাজার ডামাডোল।
আকাশ জু'ড়ে সজল মেঘের কাজল নিশান দেয় গো দোল্‌!

রূপ দেখেছে অনেক তা'রা, এ রূপ যেন অলৌকিক,
এ রূপ-মায়া ঘনিয়ে আসে নয়ন ছেড়ে মনের দিক।
আস্‌ল পুরোহিতের দল,
দৃষ্টি তাদের অচঞ্চল,
"মোহন" ধ্যানে দেখলে যারে, রূপ ধরে কি সেই মাণিক ?
আসল মানব- ত্রাণের তরে কিশোর ছেলে এই বণিক ?

কবুতরায় কূজন-গীতি গাইছে কবুতরের ঝাঁক,
দুম্বা-শিশু মা ভুলে তার উহার মুখে চায় অ-বাক।
গগন-বিথার কাজল মেঘ,
ফুল ফোটানো পবন-বেগ,
মনের বনে শহদ্‌ ঝরে আপনি ফেটে মধুর চাক,
মুঞ্জরিল পুষ্পে পাতায় মলিন লতা তরুর শাখ।

সেথায় ছিল ঈসাই-পুরুত "বোহায়রা" নাম, ধ্যান-মগন,
ঈসাই-দেউল মাঝে বসে উথলে ওঠে নয়ন মন।
বস্‌ল ধ্যানে পুনর্ব্বার,
আগমনী আজকে কার ?
দেখলে ধ্যানে—সকল নবী ঈসা, মুসা, দাউদ, য'ন,
আসার খবর কইল যাহার আজ এসেছে সেই রতন!

দেখল—তারে বিলিয়ে ছায়া কাজল নীরদ ফিরছে সাথ,
লুটিয়ে পড়ে মূর্ত্তি-পূজার দেউল টুটে "লাত্‌-মানাত্‌"।
অগ্নি পূজার দেউল সব
যায় নিভে গো, করে স্তব,
তরুর ছায়া স'রে আসে বাঁচাতে গো রোদের তাত।
জন্তু জড় কইছে "সালাত্‌" নতুন "দীনের" "তেলেস্‌মাত্‌"।

www.pathagar.com

সে এসেছে বণিক বেশে এই সিরিয়ার এই নগর,
ধ্যান ফেলে সে আস্‌ল ছুটে' যথায় আরব-সওদাগর।
উদ্দেশ যার পায় না মন
হাতের কাছে আজ সে জন,
'বোহায়রা' চায় পলক-হারা, লুটাতে চায় ধূলার 'পর।
গগন ফেলে ধরায় এল আজকে ধানের চাঁদ অ-ধর।

কিশোর নবীর দস্ত চুমি' 'বোহায়রা' কয়," এই ত সেই—
শেষের নবী— বিশ্ব-নিখিল ঘুরছে যাহার উদ্দেশেই
আল্লার এই শেষ 'রসুল'
পাপের ধরায় পুণ্য ফুল,
দীন দুনিয়ার সর্দ্দার এই, ইহার আদি অন্ত নেই।
আল্লার এ রহমত্ রূপ, নিখিল খুঁজে পায় না যেই।"

বোহায়রা কয়, "আমার মঠে রইল দাওত আজ সবার!"
মুগ্ধ-চিতে শুনল তালিব সকল কথা বোহায়রার।
হাস্‌ল শুনে কোরেশগণ,
বলল, "ফজুল ওর বচন।"
শুধায় তবু "কেমন ক'রে তুমিই পেলে খবর তার? "
বোহায়রা কয় হেসে, "যেমন দীপের নিচেই অন্ধকার।"

"দেখছি আমি ক'দিন থেকেই ধ্যানের চোখে অসম্ভব
অনেক কিছু—পাহাড় নদী কাহার যেন করে স্তব,
প্রতি তরু পাষাণ জড়
এই কিশোরের চরণ 'পর
পড়েছে ঝুঁকে অধোমুখে সিজ্‌দা করার লাগি সব।
সেদিন হ'তে শুনছি কেবল নতুনতর 'সালাত্'-রব।

দেখেছি এর পিঠের পরে নবুয়তের মোহর শিল,
চক্ষে ইহার পলক-বিহীন দৃষ্টি গভীর নিতল নীল।

www.pathagar.com

[illegible]

বোহারা কয়, "[illegible] সাথার মাঠে রইল পড়ে সাত সকাল।
মুগ্ধ চিত্তে শুনল তিনি সকল কথা বোহারার।
হাসল শুধু কোরেশগণ,
বলল - "যাদুর ওই বচন।"
শুধায় তবু "[illegible]" কেমন করে ঘুমিয়ে পেলে খবর তার
বোহারা কয় হেসে, "যেমন [illegible] দাদার নীচেই মন্দিরে।

"দেখেছি আমি ক'দিন থেকেই ছায়ার চোখে সাগর-
সবেক-কিছু — পাহাড় নদী কাহার সে কোন্ শুভ,
শুধু এই আমার জড়
[illegible]
এই কিশোরের চরণ ধরে
[illegible] পাহাড় ছুঁয়ে সর্বোপরে সিঁড়ি কোন্ আমি যে
[illegible]
সেদিন হবে শুধুই কেবল সুন্দরের সাথে রব।

www.pathagar.com

নবী ছাড়া কারেও গড়
করে না কো পাষাণ জড়!
'নজ্জুম' সব বলছে সবাই, আসবে সে জন এ মঞ্জিল্—
এই সে মাসে,আমার ধ্যানে তাদের গোণায় আছে মিল।

রুমীয়গণ দেখলে এরে হয়তো প্রাণে করবে বধ,
দিনের আলোয় আর এনো না আবুতালিব, এ সম্পদ!
এই যে কিশোর সুলক্ষণ—
দেখলে ইহার শত্রুগণ—
ফেলবে চিনে, মারবে প্রাণে, খোদার কালাম করবে রদ!"
তালিব শুনে' কাঁপ্‌ল ভয়ে, হাস্‌ল শুনে' মোহাম্মদ।

এমন সময় আস্‌ল সেথা সপ্ত রোম্যান অস্ত্র-কর,
বোহায়রা কয়, "কাহার খোঁজে এসেছ এই যাজক-ঘর ?"
বল্‌ল তাঁরা,"খুঁজছি তায়
শেষের নবীর আসন চায়
যে জন— তা'রে, বেরিয়েছে সে এই মাসে এই পথের 'পর!"
বোহায়রা কয়,"বণিক এরা, ইহারা নয় নবীর চর।"

ফিরে গেল রোম্যান ইহুদ, বোহায়রা কয়,"আজ রাতে
পাঠিয়ে দাও এ কিশোর কুমার তোমার স্বদেশ মক্কাতে।"
কিশোর নবী সওদাগর
চল্‌ল ফিরে আবার ঘর,
বেলাল, আবুবকর চলে সঙ্গী হ'য়ে সেই সাথে।
জীবন-পথের চির-সাথী সাথী হ'ল আজ প্রাতে।

www.pathagar.com

সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ

আঁধার ধরণী চকিতে দেখিল স্বপ্নে রবি,
মক্কায় পুনঃ ফিরিয়া আসিল কিশোর নবী।
ছাগ মেষ ল'য়ে চলিল কিশোর আবার মাঠে,
দূর নিরালায় পাহাড়তলীর একলা বাটে।

কি মনে পড়িত চলিতে চলিতে বিজন পুরে,
কে যেন তাহারে কেবলি ডাকিছে অনেক দূরে।
আস্‌মানী তার তাম্বু টাঙানো মাথার 'পরে,
গ্রহ রবি শশী দুলিতেছে আলো স্তরে স্তরে।

ভুলে গিয়ে পথ, ভুলি' আপনায়, বিশ্ব ভুলি'
বসিত কিশোর আসন করিয়া পথের ধূলি।
থমকি' দাঁড়াত গগনে সূর্য্য ধেয়ান-রত
কিশোরে হেরিতে নমিত পাহাড় শ্রদ্ধা-নত।
সাগরের শিশু মেঘেরা আসিত দানিতে ছায়া,

* * *

সহসা বাজিল রণ-দুন্দুভি আরব দেশে,
"ফেজার" যুদ্ধ আসিল ভীষণ করাল বেশে।
মরুর মাতাল মাতিল রৌদ্র-শারাব পিয়া,
আরবের সব গোত্র সে রণে নামিল গিয়া।

যে গৃহ-যুদ্ধে আরব হইল মরু সাহারা,
আত্মবিনাশী সে রণে নামিল পুনঃ তাহারা।

এ মহারণের জন্ম প্রথম "ওকাজ" মেলায়,
মাতিত যেখানে সকল আরব পাপের খেলায়।

সকল প্রধান গোত্র মিলিত হেথায় আসি'
একে অন্যের পাত্রে ছিটাতে কাদার রাশি।
কবির লড়াই চলিত সেখানে কুৎসা গালির,
মদের অধিক ছুটিত বন্যা কাদা ও কালির।
এই গালাগালি লইয়া বাঁধিল যুদ্ধ প্রথম,
দেখিতে দেখিতে লাগিল 'ফেজার' দুপুরে মাতম্।

www.pathagar.com

নবীর গোত্র 'বনি হাশেমী'রা সে ভীম রণে
হইল লিপ্ত তাদের মিত্র-গোত্র সনে।

তরুণ নবীও চলিল সে রণে যোদ্ধৃ সাজে,
যুদ্ধে যাইতে পরাণে দারুণ বেদনা বাজে।
ভায়ে ভায়ে এই হানাহানি হেরি' পরাণ কাঁদে,
নাহি কি গো কেহ—এদের সোনার রাখীতে বাঁধে ?

সকল গোষ্ঠী-সর্দ্দারে ডাকি' বোঝায় কত,
আপনার দেহ করিস্ তোরা যে আপনি ক্ষত।
মৃত্যু-মদের মাতাল না শোনে নবীর বাণী,
পাঁচটি বছর চলিল ভীষণ সে হানাহানি।

সদা নিরন্ন আতুর দুঃখী দরিদ্রেরে
সেবিত যে, তারে ফেলিলে গো খোদা এ কোন্ ফেরে।
যুদ্ধভূমিতে গিয়ে নবী হায় যুদ্ধ ভুলি'
আহত সেনারে সেবিত আদরে বক্ষে তুলি'।

দেখিতে দেখিতে তরুণ নবীর সাধনা-সেবায়
শত্রু মিত্র সকলে গলিল অজানা মায়ায়।
সন্ধি হইল যুযুৎসু সব গোত্র দলে,
মোহাম্মদের মানিল সালিশ মিলি' সকলে।

বসিল সালিশ "ইবনে জদ্‌আন" গৃহে মক্কায়,
মধ্যে মধ্য-মণি আহমদ শোভে সে সভায়!
"হাশেম", "জোহরা" গোত্রের যত সেরা সর্দ্দার
শরিক হইল শুভক্ষণে সে সালিশী সভার।

মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজী,
সত্যের নামে চলিবে না আর ফেরেব-বাজী!
আল্লার নামে শপথ করিল হাজির সবে—
সন্ধির সব শর্ত্ত এবার কায়েম রবে।
একটি পশম ভেজাবার মত সমুদ্র-জল
রবে যতদিন, ততদিন রবে শর্ত্ত অটল!

www.pathagar.com

ফেলি' হাতিয়ার হাতে হাত রেখে মিলি' ভাই ভাই
এই সে শর্ত্তে হ'ল প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ সবাই ঃ

১. আমরা আরবে অশান্তি দূর করার লাগি'
সকল দুঃখ করিব বরণ বেদনা-ভাগী।

২. বিদেশীর মান সম্ভ্রম ধন প্রাণ যা কিছু
রক্ষিব, শির তাহাদের কভু হবে না নীচু।

৩. অকুণ্ঠ চিতে দরিদ্র আর অসহায়েরে
রক্ষিব মোরা পড়িলে তাহারা বিপদ-ফেরে।

৪. করিব দমন অত্যাচারীর অত্যাচারে,
দুর্ব্বল আর হবে না পীড়িত তাদের দ্বারে।
দুর্ব্বল দেশ, দুর্ব্বল আজ স্বদেশবাসী,
আমরা নাশিব এ-উৎপীড়ন সর্ব্বনাশী!

দু'চারি বছর সন্ধির এই শর্ত্ত-মত
আরবের মরু হ'ল না কলহ-ঝটিকাহত।
রক্তের তৃষা ব্যাঘ্র ক'দিন ভুলিয়া র'বে,
মাতিল আরব বারে বারে তাই ঘোর আহবে।

ভোলেনি আরবে শুধু একজন এ-কথা কভু,
মোহাম্মদ সে সত্যাগ্রহী দীনের প্রভু!

বহুকাল পরে পেয়ে পয়গম্বরী নবুয়ত্
এই প্রতিজ্ঞা ভোলেনি সত্যব্রতী হজরত।
ভীষণ 'বদর' সংগ্রামে হয়ে যুদ্ধ-জয়ী
বজ্র-ঘোষ কণ্ঠে কহেন,"মিথ্যাময়ী
নহে নহে মোর প্রতিজ্ঞা-বাণী, শোন রে সবে,
যুদ্ধে-বন্দী শত্রুরা আজ মুক্ত হবে!
শত্রু-পক্ষ কেহ যদি আজ হাসিয়া বলে,
প্রতিজ্ঞা করি' ভোলাও এমনি মিথ্যা ছলে।

www.pathagar.com

কেহ নাহি দেয়—আমি দিব সাড়া তাহার ডাকে,
সত্যের তরে এই "ইসলাম" কহিব তাকে।
অসহায় আর উৎপীড়িতের বন্ধু হ'য়ে
বাঁচাতে এসেছে "ইসলাম" নিজে পীড়ন সয়ে।

ন্যায়েরে বসাবে সিংহ-আসনে লক্ষ্য তাহার,
মুসলিম সেই এই ন্যায়-নীতি ধেয়ান যাহার।
এমনি করিয়া ভবিষ্যতের সহস্র দল
মেলিতে লাগিল পাপড়ি তাহার আলোর কমল!
অনাগত তার আলোক আভাস গগনে লেগে
উঠিতে লাগিল নতুন দিনের সূর্য্য জেগে।
আকাশের 'পর—কোণা রেঙে ওঠে সেই পুলকে,
দ্যুলোকের রবি আলো দিতে আসে এই ভূলোকে।

স্তব করে আর কাঁদে ধরণীর সন্তানগণ,
ব্যথা-বিমথন এস এস ওগো অনাথ-শরণ!

www.pathagar.com

শাদী মোবারক

[গজল-গান]

মোদের নবী আল-আরবী
সাজ্‌ল নওশার নওল সাজে,
সে রূপ হেরি' নীল নভেরই
কোলে রবি লুকায় লাজে।।

আরাস্তা আজ জমীন্ আসমান
হুরপরী সব গাহে গান,
পূর্ণ চাঁদের চাঁদোয়া দোলে
কা'বাতে নৌবত বাজে।।

কয় "শাদী মোবারকবাদী"
আউলিয়া আর আম্বিয়ার,
ফেরেশতা সব সওদা খুশীর
বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে।।

গ্রহ তারা গতি-হারা
চায় গগনের ঝরোকায়,
খোদার আরশ দেখছে ঝুঁকে
বিশ্ব-বধূর হৃদয়-রাজে।।

আয় রে শাপী দুঃখী তাপী
আয় হবি কে বরাতী,
শাফায়তের শিরীণ শির্‌ণী
পাবি না আর পাবি না যে।।

*　　*　　*

বিপুল বিত্ত-শালিনী "খদিজা" ছিল আরবের চিত্ত-রাণী,
রূপ আর গুণে পূজিত তাহার মুগ্ধ আরব অর্ঘ্য দানি।

www.pathagar.com

বিশ্বস্ত বিত্ত শালিনী "মদিরা" ছিল আরবের চিত্তহারী,
রূপ আর গুণে পূর্ণিমা তাহার সুন্দর আকাশ সর্ব্বদারি;
শুচি পবিত্র তার পবিত্র মহিমার হাট মেলে সে কবির ভাষায়,
শুভ ভাগ্যের সাথের সাথীর সে ছিল সোহাগ ভরে ভাসা।
শুভাচারিণী সতী সাধ্বী সে ছিল আজন্ম, তাই সকলে,
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি-ভরা নামে ডাকিত তাহাকে "তাহিরা" বলে।

হজরতের আর মদিনার ছিল একই গোষ্ঠী রক্ত-সম্পর্ক,
আরব-পূজ্য যশোদীপ্ত জ্ঞান-সুন্দর সাহিত্য-মাখা।

স্তুতি গাহি' তার যশঃ মহিমার হার মেনে যেত কবির ভাষা
শুভ ভাগ্যের সায়র-সলিলে সে ছিল সোনার কমল ভাসা!
শুদ্ধাচারিণী সতী সাধ্বী সে ছিল আজন্ম, তাই সকলে—
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি-ভরা নামে ডাকিত তাহারে "তাহেরা" বলে।
হজরতের আর খদিজার ছিল একই গোষ্ঠী বংশ-শাখা,
আরব-পূজ্য যশোমণ্ডিত ত্যাগ-সুন্দর গরিমা-মাখা।

বীর "আবু হানা" বিবি খদিজার আছিল প্রথম জীবন-সাথী,
মৃত্যু আসিয়া হরিল তাহারে, খদিজার প্রাণে নামিল রাতি।
বিধবার বেশে রহি' কতকাল বরিল খদিজা "আতীক" বীরে,
জীবনের পারে সেও গেল চলি', আসিল শোকের তিমির ঘিরে'।
সে শোকের স্মৃতি শিশুদেরে বুকে চাপি' ভুলে রয় বুকের ব্যথা
দ্বি-বিংশতি গো বৎসর গেল কাটি' জীবনের কেমন কোথা।

এমন সময় এল আহমদ্ তরুণ অরুণ ভাগ্যাকাশে,
পাণ্ডুর নভ ভরিল আবার আলো-ঝলমল ফুল্ল হাসে।
পঁচিশ বছরী যুবক তখন নবী আহমদ রূপের খনি,
নারা আরবের হৃদয়-দুলাল কোরেশ-কুলের নয়ন-মণি।

"সাদিক"—সত্যবাদী ব'লে তারা ডাকিত নবীরে ভক্তিভরে,
যুবক নবীরে "আমীন" বলিয়া ডাকিত তখন আদর ক'রে।
বিশ্বাস আর সাধুতায় তাঁর মক্কাবাসীরা গেল গো ভুলি'
মোহাম্মদের আর সব নাম; কায়েম হইল "আমীন" বুলি।

"আমীন" "তাহেরা" সাধু ও সাধ্বী ইঙ্গিত ওগো খোদারই যেন
আরববাসীরা না জানিয়া এই নাম দিয়েছিল তাদেরে হেন!
মহান খোদারই ইঙ্গিতে যেন "সাধু" ও "সাধ্বী" মিলিল আসি',
শক্তি আসিয়া সিদ্ধির রূপে সাধনার হাত ধরিল হাসি'।
গিরি-ঝর্ণার স্রোত-বেগে আসি' যোগ দিল যেন নহর-পানি,
ঊষর মরুর ধূসর বক্ষে বান ডেকে গেল উদার বাণী!

মরুর আকাশে ঘনাল যে ছায়া, বক্ষ ছাইল যে শীতলতা,
সুজলা সুফলা ধরা যুগে যুগে হেরেছে স্বপ্নে ইহারি কথা।

www.pathagar.com

খদিজা

সদাগর-জাদী বিবি খদিজার সোনার তরী
ফেরে দেশে দেশে মণি-মাণিক্য বোঝাই করি'।
সচ্ছলতার বান ডেকে যায় বাহিরে ঘরে,
তবু কেন সব শূনো-শূনো লাগে কাহার তরে।
কি যেন অভাব রিক্ততা কোন্ চিত্ততলে
মরু-ভিখারিণী কি যেন ভিক্ষা মাগিয়া চলে।

"সাদিক" সত্যব্রতী আহমদ্ জানিত সবে
"আমীন" শুদ্ধাচারী সাধু যে গো হইল কবে।
"তাহেরা" শুদ্ধাচারিণী সাধ্বী আরব দেশে
সে-ই ছিল, এল প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণ বেশে!
কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণ সাধু সে তা'রে
দেখিবে বলিয়া দ্বার খুলি' রয় হৃদয়-দ্বারে।

হেথা ঘর ছাড়ি' গিরি শিরে ফেরে অরুণ যুবা,
সহসা তাহারে নাম ধরে ডাকে কে দিল্‌রুবা ?
খোঁজে গিরি-গুহা মরু-প্রান্তর যে আলো-শিখা,
পাবে না কি তার দিশা, এই ছিল ললাটে লিখা ?
জন্ম-ধেয়ানী বসি' একদিন ধেয়ান মধুর
অসীম আলোক-পারাবারে ফেরে স্বপ্ন আতুর—
আহ্বানে কার ভাঙিল ধেয়ান, স্বপ্ন টুটে,
চিত্ত-কাননে আলোর মুকুল মুদিল ফুটে!
নিশিদিন শোনে যে দিলরুবার মঞ্জু-গীতি
অন্তরতলে, আজ কি গো এল সেই অতিথি ?
মেলিতে নয়ন টুটিল স্বপন! নহে সে নহে,
তাহেরা খদিজা পাঠায়েছে তার বার্ত্তাবহে!

কুর্ণিশ করি' কহিল বান্দা, "মোদের রাণী
দরশ-পিয়াসী তোমার, এনেছি তাহারি বাণী।

www.pathagar.com

বিবি খদিজার প্রাসাদে তোমার চরণ-ধূলি
পড়িবে কখন্ সেই আশে আছে দুয়ার খুলি'।
বিশাল হেজাজ আরব যাহার প্রসাদ যাচে
যাচিতে প্রসাদ সে পাঠাল দূত তোমার কাছে!"
অন্তর-লোক-বিহারী তরুণ বুঝিতে নারে,
তবু আনমনে এল দূত সাথে খদিজা-দ্বারে।

সম্ভ্রম-নতা কহিল খদিজা সালাম করি',
"হে পিতৃব্য-পুত্র! কত সে দিবস ধরি'
তোমার সত্যনিষ্ঠা, তোমার মহিমা বিপুল।
তব চরিত্র কলঙ্কহীন শশী সমতুল,
তোমার শুদ্ধ আচার, চিত্ত মহানুভব—
হেরিয়া তোমারে অর্ঘ্য দিয়াছি নিত্য নব!

এই হেজাজের সকলের সাথে গোপনে আমি,
আমীন, তোমারে শ্রদ্ধা দিয়াছি দিবস-যামী!
বিপুল আমার বিত্ত বিপুল যশ গৌরব,
নিষ্প্রভ আজি করেছে তাহারে তোমার বিভব।
বিশ্বাসী কেহ নাই পাশে, তাই বিত্ত মম
হইয়াছে ভার, দংশন করে কাঁটার সম।
মম বাণিজ্য সম্ভার, মোর বিভব যত—
তুমি লও ভার, আমীন, ইহার! চিত্তগত
সন্দেহ মোর দূর হোক। আমি শান্তমুখ
ভু'লে র'ব মোর গত জীবনের সকল দুখ।
তোমার পরশে তব গুণে মম বিভব-রাজি
সোনা হ'য়ে যাবে, সহস্র দলে ফুটিবে আজি।
তুমি ছাড়া এই সম্পদ মোর হেজাজ দেশে
রবে না দু'দিন, স্রোতে অসময় যাইবে ভেসে!
আরবে তুমিই বিশ্বাসী একা, কাহারে আর
নাহি দিতে পারি নিশ্চিন্তে এ বিপুল ভার।"

তরুণ উদাসী বসিয়া বসিয়া ভাবে কি যেন—
"ওগো খোদা, কেন কর পরীক্ষা আমারে হেন!

www.pathagar.com

আমার চিত্তে সকল বিত্ত তুমি যে প্রভু,
তুমি ছাড়া মোর কোনো সে বাসনা নাহি ত কভু।"

মরীচিকা মাঝে ভ্রান্ত পথ সে মৃগের মত
ভীরু চোখ দু'টি তুলি' কহে যুবা শ্রদ্ধা-নত,—
"পিতৃতুল্য পিতৃব্য এ মাথার 'পরে
রয়েছেন আজো, তাঁরে জিজ্ঞাসি' তোমার ঘরে
আসিব আবার, কহিব তখন যা হয় আসি।"
লইল বিদায়, খদিজা হাসিল মলিন হাসি!

তরুণ তাপস চলিয়া গেল গো যে পথ বাহি'
সকল ভুলিয়া খদিজা রহে গো সে পথ চাহি'।
বেলা-শেষে কেন অস্ত-আকাশ বধূর প্রায়
বিবাহের রঙে রাঙা হ'য়ে ওঠে, কোন্ মায়ায়!
"জুলেখা"র মত অনুরাগ জাগে হৃদয়ে কেন,
মনে মনে ভাবে, এই সে তরুণ "য়ুসোফ" যেন!
দেখেনি য়ুসোফে, তবু মনে হয় ইহার চেয়ে
সুন্দরতর ছিল না সে কভু। বেহেশ্‌ত বেয়ে
সুন্দরতম ফেরেশ্‌তা আজ এসেছে নামি'
এল জীবনের গোধূলি-লগনে জীবন-স্বামী!

ফোটেনি যে আজো সে মুকুলী মনে শতেক আশা,
শোনে কি গো কেহ ঝরার আগের ফুলের ভাষা!
চির-যৌবনা বাসনার কভু মৃত্যু নাহি,
মনের রাজ্যে অক্ষয় তার শাহানশাহী।

উদয়-বেলায় মন ছিল তার জলদে ঢাকা,
হেরেনি প্রেমের রবির কিরণ সোনায় মাখা।
আসিল জীবন-মধ্যাহ্নে যে—সে নহে রবি,
দিন চলি' গেছে—হেরিল না দিনমণির ছবি।
বেলা বয়ে যায়—সেই অবেলায় মেঘ-আবরণ
বিদারিয়া এল সোনার রবি কি ভুবন-মোহন!

www.pathagar.com

আছে আছে বেলা, বেলা শেষের সে অনেক দেরী,
পূরবীতে নয়—শ্রীরাগে এখনো বাজিছে ভেরী!
ওরে আছে বেলা, ভাঙেনি ক মেলা, ইহারি মাঝে
প্রাণের সওদা ক'রে নে, ব'রে নে হৃদয়-রাজে।
ফেরেনি রে নীড়ে এখনো বিদায়-বেলার পাখী,
নাহি ক কাজল, আজো আছে জল-ভরা এ আঁখি।
শুকায়েছে ফল, শুকায়েছে মালা—নয়ন-জলে
রাজাধিরাজের হবে অভিষেক হৃদয়-তলে।
হোক হোক অপরাহ্ন এ বেলা, হৃদ-গগনে
এই তো প্রথম উদিল সূর্য্য শুভ-লগনে।
হোক অবেলায়—তবু এ প্রেমের প্রথম প্রভাত,
পহিল্ প্রেমের উদয়-ঊষার রাঙা সওগাত।
নূতন বসনে নূতন ভূষণে সাজিয়া তা'রে
নব-আনন্দে বরিয়া লইবে হৃদয়-দ্বারে।

আবু তালিবের কাছে আসি' কহে তরুণ নবী
তাহেরা খদিজা কয়েছিল যাহা যাহা—সে সবি।
বৃদ্ধ তালিব শুনিয়া পরম ভাগ্য মানি'
খোদারে স্মরিয়া ভেজিল শোক্‌র জুড়িয়া পাণি।
সুবৃহৎ ছিল পরিবার তাঁর পোষ্য বহু,
চিন্তায় তারি পানি হয়ে যেত দেহের লোহু।
দুর্ভিক্ষের হাহাকার ওঠে আরব জুড়ি',
যাহা কিছু ছিল সঞ্চিত যার গেল গো উড়ি'।
হেন দুর্দ্দিনে আসিল যেন গো গায়েবী ধ্বনি,
না চাহিতে এল শুভ ভাগ্যের আমন্ত্রণী।
সৌভাগ্যের এ দাওত কেহ ফিরায় কি গো,
আপনি আসিয়া ধরা দিল আজ সোনার মৃগ!

আনমনে চলে তরুণ "আমীন" সেই সে পথে,
যে পথে দৃষ্টি পাতিয়া খদিজা কখন্ হ'তে
বসি' আছে একা ; জাফ্‌রীর ফাঁকে নয়ন-পাখী
উড়ে যেতে চায়— কারে যেন হায় আনিবে ডাকি'।

www.pathagar.com

ধন্য যে আজ হেজাজের মাঝে ভাগ্যবতী
ঐ আসে ঐ তরুণ অরুণ মৃদুল-গতি।
"মোতাকারিব" আর "হজজ্" "রমল্" ছন্দ যত
লুটাইয়া পড়ে যেন গো তাহার চরণাহত।

বাতায়নে বসি' খদিজার বুকে বেদনা বাজে,
না জানি কত না কণ্টক আছে ও -পথ মাঝে!
কঙ্করময় অকরুণ পথে চলিতে পায়ে
কত যেন লাগে, সে আঁচে হৃদয় দিলে বিছায়ে!
আসিল তরুণ কহিল সকল স্বপন-সম,
দৃষ্টি নাহি ক কোথা ফোটে ফুল, গোপনতম
কোন্ সে কাননে আলোকে তাহারি। আপন মনে
খোঁজে সে কাহারে আকুল আঁধারে অজানা জনে।

খদিজা তাহার বাণিজ্য-ভার "আমীনে" দিয়া
কহিল, "সকলি দিলাম তোমারে সমর্পিয়া।"
নীরবে লইল সে ভার "আমীন" স্বপ্নচারী,—
পুলকে খদিজা রুধিতে পারে না নয়ন-বারি।

* * *

লীলা-রসিক সে খোদার খেলা গো বুঝিতে পারে না এ চরাচর,
হাবিব খোদার সাজিল আবার তাঁরি ইঙ্গিতে সওদাগর!
"কাফেলা" লইয়া চলে আবার
"শাম" "এয়্মন্" মরুভূ-পার,
"হোবাশা" "জোরশ" কত পরদেশে ঘুরিল তরুণ বণিকবর,
সব পুণ্যের ভাণ্ডারী ফেরে পণ্য লইয়া দর্ বদর্!

রোজ্ কিয়ামতে পাপ-সিন্ধুর নাইয়া হবে যে নবী রসুল,
হ'ল বাণিজ্য-কাণ্ডারী সে গো, লীলা-বাতুলের মধুর ভুল!
বিদেশ ঘুরিয়া ফেরে স্বদেশ,
পুনঃ যায় দূর দেশের শেষ,
সোনার ছোঁওয়ায় পণ্য-তরুর শাখে শাখে ফোটে মণির ফুল!
উপকূলে খোঁজে রতন-যাহারে খুঁজিছে রত্নাকর অকূল।

www.pathagar.com

অনুরাগ-রাঙা খদিজার হিয়া ধৈরয যেন মানে না আর,
ভার হয়ে ওঠে, তরুণ বণিক বয়ে আনে যত রতন-ভার।
প্রতিভা জ্ঞানের নাহি সীমা—
একি চরিত্র-মাধুরিমা,
একি এ উদয়-অরুণিমা ঝলকি' ওঠে গো দিগ্‌বিথার!
পল্লবে ফুলে উঠিল গো দুলে শুষ্ক মাধবী-লতা আবার!

কি হবে এ ছার মণিসম্ভার বিপুল করিয়া নিরবধি,
পরাণের তৃষা অমৃতের ক্ষুধা মিটিল না জীবনে যদি।
উদাসীন যুবা ফিরে না চায়,
কোন্ বিরহিনী খোঁজে গো তায়,
সিন্ধুর তাতে কি বা আসে যায় যদি তারে নাহি চায় নদী,
আপনাতে সে যে পূর্ণ আপনি—বিরাট বিপুল মহোদধি।

মনের দেশের ও যেন নহে গো, বনের দেশের চির-তাপস,
মন নিয়ে খেলা ও যেন বোঝে না, ও চাহে না সম্মান ও যশ।
নয়নে তাহার অতল ধ্যান,
রহস্য-মাখা বিধু বয়ান,
ধরার অতীত ও যেন গো কেহ, ধরা নারে ওরে করিতে বশ।
ও যেন আলোর-মুক্তির দূত, সৃজন-দিনের আদি-হরষ।

যত মনে হয় ধরার নহে ও, মায়াপুরীর ও রূপকুমার,
তত খদিজার মন কেন ধায় উহারি পানে গো দুর্নিবার।
যে কেহ হোক সে, নাহি ক ভয়,
খদিজা তাহারে করিবে জয়,
নহে তপস্যা একা পুরুষের—নব তপস্যা প্রেমের তার।
হয় তারে জয় করিবে, নতুবা লভিবে অমৃত মরণ-পার।

ছিল খদিজার আত্মার আত্মীয় সহচরী "নাফিসা" নাম,
কহিল তাহারে অন্তর-ব্যথা, হরেছে কে তার আরাম!
অনুরাগ ভরে বেপথু মন
হু হু করে কেন সকল খন,

www.pathagar.com

সখি লো, জহর পিইয়া মরিব, না পুরিলে মনস্কাম।
সে বিনে আমার এই দুনিয়ার সব আনন্দ সুখ হারাম।

কে রেখেছে সখি শহদ্- শিরীন হেন মধুনাম—মোহাম্মদ!
হেজাজের নয়—ও শুধু আমার চির-জনমের প্রেমাস্পদ।
সব ব্যবধান যায় ঘু'চে
বয়সের লেখা যায় মু'ছে
যত দেখি তত মনে হয় সখি আমি উপনদী সে যেন নদ,
বন্দী করিতে তাহারে, নিয়ে যা শাদী-মোবারক-বাদী-সনদ।"

দূতী হ'য়ে চলে নাফিসা একেলা প্রবোধ দানিয়া খদিজারে,
বলে, হেজাজের রাণী যারে চায় বুলন্দ্-নসীব বলি তা'রে।
প্রসাদ যাহার যাচে আরব,
করে গুণ গান—রচে স্তব,
যাচিয়া সে যা'রে চাহে বরি' নিতে, হানিতে সে হেলা কভু পারে ?
বিরাট সাগরে পায় কি ঝর্ণা ? মহানদী মেশে পারাবারে।"

যৌবন ? সে ত ক্ষণিক স্বপন, ছুঁইতে স্বপন টুটিয়া যায়,
প্রেম সেথা চির মেঘ-আবৃত, তনু সেথা ভোলে তনু মায়ায়।
নাহি শতদল শুধু মৃণাল
কামনা-সায়র টাল মাটাল,
সেথা উদ্দাম মত্ত বাসনা ফুলবনে ফেরে করীর প্রায়,
সুন্দর চাহে ফুলের সুরভি অরসিকে শুধু সুষমা চায়।

যুবা আহমদ মগ্ন ধেয়ানে, নাফিসা আসিয়া ভাঙিল ধ্যান,
কহিল "আমিন! আজিও কুমার-জীবন যাপিছ হ'য়ে পাষাণ,
কোন দুঃখে বল, তাপস-প্রায়
কোন কিছু যেন চাহ না হায়,
হেজাজ-গগনে তুমি যে হেলাল, তুমি কেন থাক চিন্তাম্লান ?"

রুচির শুভ্র হাসি হেসে বলে তরুণ ধেয়ানী মহিমময়,
"বিবাহের মোর সম্বল নাই, বিবাহ আমার লক্ষ্য নয়।"

www.pathagar.com

কহিল নাফিসা, "হে সুন্দর!
যাচে যদি কেহ তোমারে বর,
গুণে গৌরবে তুলনা যাহার নাই, গাহে যার হেজাজ জয়,
সেই মহীয়সী নারী যদি যাচে, তুমি হবে তার ? দাও অভয়।"

ধ্যানের মানস-নেত্রে হেরিল তরুণ ধেয়ানী ভবিষ্যৎ—
কল্যাণী এক নারী দীপ জ্বালি' গহন তিমিরে দেখায় পথ।
চারি ধারে অরি—বন্ধুহীন
যুঝিছে একাকী যেন আমীন,
সে নারী আসিয়া বর্ম্ম হইয়া দাঁড়াল সুমুখে, ধরিল রথ।
সাধনা ঊর্ধ্বে সে এল সহসা শক্তিরূপিনী—সিদ্ধিবৎ।

এমনি চোখের চেনাচেনি নিতি মানস-চক্ষে দেখেনি তায়,
দেখেনি তাহার অন্তরে কবে ফুটিয়াছে প্রেম শত বিভায়।
প্রেম-লোক সে জ্যোতিমতী
চির-যৌবনা চির-সতী
তবু নাফিসারে কহিল আমীন, "কোন্ ললনা সে, বাস কোথায় ?"
নাফিসা হাসিয়া কহিল, 'খদিজা, হেজাজ লুটায় যাহার পায়!"

হজরত ক'ন, "বামন হইয়া কেমনে বাড়াব চন্দ্রে হাত।"
নাফিসা কহিল, "অসম্ভব যা, সে আসে এমনি অকস্মাৎ।"
খদিজা শুনিল খোশ্‌খবর,
পরাণে খুশীর বহে নহর।
আবু তালিবের কাছে এল নিয়ে খদিজার দূত সে সওগাত!
চাঁদ যেন হাতে পাইল শুনিয়া আখেরে নবীর খুল্লতাত।

তালিবের মনে খুশীর বন্যা টইটম্বুর সর্ব্বদাই,
আরবের রাণী তাহিরা খদিজা বধূমাতা হ'বে, আর কি চাই!
"আমর ইবনে আসাদ" বীর
খদিজার পিতৃব্য ধীর
শুভ বিবাহের পয়গাম তা'রে পাঠাল—দেশের রেওয়াজ তাই।
দিন ও তারিখ হ'ল সব ঠিক, গলাগলি করে দুই বেয়াই।

www.pathagar.com

খদিজার ঘরে জ্বলিল দীপালি, নহবতে বাজে সুর মধুর,
খদিজার মন সদা উচাটন বেপথু সলাজ প্রেম-বিধুর।
প্রণয়-সূর্য্য হ'ল প্রকাশ,
ঝলমল করে হৃদি-আকাশ,
তরুণ ধ্যানীর ধ্যান ভেঙে যায়, ব্যথা-টনটন চিত্তপুর,
মরু-উদ্যান এল কোথা হ'তে বন্ধুর পথে যেতে সুদূর!

তরুণ নবীর রবির আলোক চুরি করে এ'ল এ কোন্ চাঁদ,
স্বর্গের দূত ধরিতে কি সে গো পেতেছে ধরায় নয়ন-ফাঁদ!
মানবীর প্রেম এই যদি
টলমল করে মন-নদী,
না জানি কেমন প্রেম তার করে সৃজন যে-জন নিরবধি!
নদী হেরি' মন এমন, না জানি কি হয় হেরিলে সে জলধি!

www.pathagar.com

আমীর বহিলেন - মাঝে [illegible] বসিয়া নওশের সাথে
নবীরে, আমার কুমুদ [illegible] দিয়ে তারে.
চারিদিকে তারা-দল মাঝে চাঁদ ঝলমল-
[illegible]
[illegible] দূর পল্লী-মুকুর [illegible] তারেই [illegible] দিকে পাঠ।
[illegible]
[illegible]
তখনি উঠিয়া কহে "বস যাও. সাধু নহে,
[illegible] শুভ কার্য হোক সমাপন!"
[illegible]
[illegible] আমাদের সে সময় সকলে দেখিল সায়-
[illegible]
মজলিসে বসিল আসি' কন্যাকর্তাগণ।
হেজাজী আচার মত- রেসম্ রেওয়াজ যত-
হ'লে শেষ — [illegible] মসজিদের পিছে আসাদ
আহমদের কর ধরি' দিল সমাপনি করি'
কন্যারে, — সজল চোখে মোবারক বাদ।
করিল আসাদ বীর [illegible] করে ধুয়ি সপ্ত-নীর.
[illegible]
"হে সাদিক, হে [illegible] আমীর, হেজাজের মসি
[illegible] দিলাম তোমার পাশ;
- তোমার [illegible] শোন [illegible] মসি;

www.pathagar.com

সম্প্রদান

বাজিল বেহেশ্‌তে বীণ আসিল সে শুভ দিন
মুক্তি-নাট-নটবর সাজে বর-বেশে,
সুন্দর সুন্দরতর হ'ল আজ ধরা পর
সন্ধ্যারাণী বধূবেশে নামিল গো হেসে।
হায় কে দেখেছে কবে দুই চাঁদ এক নভে,
সেহেলি সখিরা সবে মূক বাণী-হারা
কাহারে ছাড়িয়া কারে দেখিবে বুঝিতে নারে
স্তব্ধ অচপল-গতি তাই আঁখিতারা।

শাদীর মহফিল-মাঝে বসিয়া নওশার সাজে
নবীবর, আত্মীয় কুটম্ব ঘিরি তারে,
চারিদিকে তারা-দল মাঝে চাঁদ ঝলমল,
হুরপরী লুকায় তা হেরি' দিকপারে।
তালিব উঠিয়া কহে, "লগ্ন যায়, আর নহে,
বন্ধুগণ শুভকার্য্য হোক সমাপন!"
আনন্দের সে সভায় সকলে দানিল সায়—
মজ্‌লিশে বসিল আসি' কন্যাপক্ষগণ।
হেজাজী আচার মত রেস্‌ম্‌ রেওয়াজ যত
হ'লে শেষ—খদিজার পিতৃব্য "আসাদ"
আহমদের কর ধরি' দিল সমর্পণ করি'
কন্যারে—সভায় ওঠে মোবারকবাদ।

কহিল আসাদ বীর করে মুছি' অশ্রু-নীর,
"হে সাদিক, হে আমীন, হেজাজের মণি!
পিতৃহীনা খদিজায় দিলাম তোমার পায়,
তোমারে জামাতা পেয়ে ভাগ্য ব'লে গণি।
হে নয়ন-অভিরাম! সার্থক তোমার নাম
রয় যেন চির দিন পবিত্র হেজাজে,

www.pathagar.com

চির-প্রেমাস্পদ হ'য়ে এ বধূ-রতনে ল'য়ে
আদর্শ দম্পতি হও আরবের মাঝে।"
"তাই হোক, তাই হোক", কহিল সভার লোক,
বর-বেশ-নবী সবে করিল সালাম।
নহবতে বাঁশী বাজে হোথায় অন্দর মাঝে
নৃত্যগীত স্রোত বয়ে চলে অবিরাম।
হুরী পরী নাচে গায় বেহেশ্‌তের জলসায়
আরশ্‌ আরাস্তা হ'ল!—খোদার হবিব
হবিবায় পেল আজি, ভেরী তূরী ওঠে বাজি,'
খুশীর খবর বিশ্বে শোনায় নকীব।

বয়সের বন্ধনে কে বাঁধিবে যৌবনে,
য়ুসোফ বুঝিয়াছিল দেখে জুলেখায়,
চল্লিশ বছর তার বয়স হইল পার
তবু তারে দেখে জোহ্‌রা আকাশে পলায়।
সে কাহিনী নব-রূপে রূপ ধরি' এল চুপে
গোধূলি-বেলার রূপ দেখিবি কে আয়!
উদয়-ঊষাও আজ পলায় পাইয়া লাজ,
উঠিয়া ঈদের চাঁদ আবার লুকায়।

চল্লিশ বসন্ত দিন আছে এ মালায় লীন,
শুকায়নি আজো বঁধূ পরেনি ক ব'লে,
প্রেমের শিশির-জলে ভিজায়ে অন্তর-তলে
রেখেছিল জিয়াইয়ে—দিল আজি গলে।
উদয়-গোধূলি সাথে বিদায়-গোধূলি মাতে
হাতে হাত জড়াইয়া দাঁড়াইল নভে,
রবি শশী মনোদুখে ধরা দিল রাহু-মুখে,
এত রূপ অপরূপ কে দেখেছে কবে।

www.pathagar.com

নও কাবা

হিয়ায় মিলিল হিয়া
নদী স্রোত হ'ল খরতর আরো পেয়ে উপনদী-প্রিয়া।
স্রোতাবেগ আর রুধিতে পারে না ছুটে অসীমের পানে,
ভরে দুই কূল অসীম-পিয়াসী কুলু কুলু কুলু গানে।
কোথা সে সাগর কত দূর পথ কোন দিকে হবে যেতে,
জানে না কিছুই, তবু ছুটে যায় অজানার দিশা পেতে!
কত মরু-পথ গিরি-পর্ব্বত মাঝে কত দরী বন,
বাধা নিষেধের সব ব্যবধান লঙ্ঘিয়া অনুখন
তবু ছুটে চলে, শুনিয়াছে সে যে দূর সিন্ধুর ডাক,
রক্তে তাহারই প্রতিধ্বনি সে আজও শোনে নির্ব্বাক।
সকল ভাবনা হয়ে গেছে দূর, অনন্ত অবকাশ
ধ্যানের অমৃতে উঠিছে ভরিয়া। দিবস বরষ মাস
কোথা দিয়া যায়, উদ্দেশ নাই! শুধু অন্তর-পুর
শুনিতেছে দূর আহ্বান-বাণী অনাগত বন্ধুর।

পথে যেতে যেতে চমকিয়া চায়, কে যেন পথের পাশে
ডাক নাম ধরে ডেকে গেল তারে, হাতছানি দিয়া হাসে।
তারি সন্ধানে ঊষর মরুর ধূসর বুকে সে ফেরে,
সে বুঝি লুকায়ে গিরি-গহ্বরে ঐ দূর এক টেরে!
কোথাও না পেয়ে তরুণ ধেয়ানী হারায় ধেয়ান-লোকে,
এ কি এ বেদনা-আর্ত্ত মূরতি ফোটে গো সহসা চোখে।
যে দোস্ত লাগি' ফেরে সে বিবাগী, খোঁজে সে যে সুন্দরে,
সে কোথাও নাই, বিরাট বেদনা দাঁড়ায়ে বিশ্ব পরে।
অনন্ত দুখ শোক তাপ ব্যথা অসীম অশ্রুজল
অকূল সে জলে একাকী সে দোলে বেদনা-নীলোৎপল!
বিপুল দুখের অক্ষয় বট দাঁড়ায়ে বিশ্ব ছেয়ে,
বেদনা ব্যথার কোটি কোটি ঝুরি নেমেছে অঙ্গ বেয়ে।

www.pathagar.com

শুধু ক্রন্দন, ক্রন্দন শুধু একটানা অবিরাম
রণিয়া উঠিছে ব্যাপিয়া বিশ্ব, নিখিল বেদনা-ধাম।

পড়ে যায় মাঝে কালো যবনিকা, সহসা আঁখির আগে
অসুন্দরের কুৎসিত লীলা ব্যভিচার শত জাগে।
উদ্যত-ফণা কুটিল হিংসা দ্বেষ হানাহানি শত
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষে দংশি' মারিতেছে অবিরত।
পাপে অসূয়ায় পঙ্কিল পাঁকে ডুবে আছে চরাচর,
দিশারী তাদের শয়তান, তার অনুচর নারী নর!
দেখিতে পারে না এ দৃশ্য আর নিমেষে টুটে সে ধ্যান,
দুঃখ পাপের লোকালয় পানে ছুটে আসে ব্যথা-ম্লান।

হেরে প্রান্তরে কুটিরের দ্বারে কাঁদে অনাথিনী একা,
কাল তার স্বামী গিয়াছে চলিয়া, জীবনে হবে না দেখা!
অদূরে পুত্র-শোকাতুরা মাতা পুত্রের নাম ধরি'
ডাকে আর কাঁদে—বঞ্চিত স্নেহ আঁখিজল পড়ে ঝরি'।
পথে যেতে যেতে খঞ্জ অন্ধ ভিখারীরা অসহায়
ক্ষুধার তাড়নে পড়ে মুমূর্ষু ভরে মন করুণায়।
পিতৃমাতৃহীন শিশুদল চায় পথিকের পানে
তাহারা তাদের পিতা ও মাতার সন্ধান বুঝি জানে।

তরুণ তাপস চলিতে পারে না, বেদনার উচ্ছ্বাস
ফু'লে ফু'লে ওঠে অন্তর-কূলে বন্ধ হয় বা শ্বাস!
ঊর্ধ্বে আলোর অনন্ত-লীলা, নিম্নে ধরণী 'পরে
এমন করিয়া দুঃখ গ্লানির কেন গো বরষা ঝরে।
ক্লান্ত চরণে চলিতে চলিতে হেরে পথে ধনী যুবা
নগ্ন মাতাল টলে আর চলে, পাশে তার দিলরুবা।
দিলরুবা নয়—প্রতিবেশিনী ও কুমারী চেনা সে মেয়ে,
অর্থের বিনিময়ে ও মাতাল এনেছে তাহারে চেয়ে'!

সহসা হেরিল—বর্ব্বর এক পিতা তার ক্রোড়ে লয়ে
চলিছে সদ্যোজাত কন্যারে বধিতে সমাজ-ভয়ে।

www.pathagar.com

কন্যা হওয়া যে "লাত মানাতে"র অভিশাপ, তাই তারে
বধিতে চলেছে—অভাগী জননী কাঁদিছে পথের ধারে।

হেরিল অদূরে ভীম হানাহানি পশুতে পশুতে রণ
নারী লয়ে এক—বিজয়ীরে বীর বলিছে সর্ব্বজন।
চলিতে চলিতে হেরে দূরে এক বাজার বসেছে ভারী,
ছাগ উট সাথে বিক্রয় লাগি' ব'সে অপরূপা নারী।
মালিক তাহার হাঁকিতেছে দাম, বলির পশুর সম
শত বন্ধন-জর্জ্জর নারী কাঁপে মূক অক্ষম।
তাহারি পার্শ্বে পশু ধনী এক তাহার গোলামে ধরি'
হানিছে চাবুক—কুক্কুরে বুঝি মারে না তেমন করি'!
সহসা শুনিল অনাহত বাণী ঊর্ধ্বে গগন-পারে—
"হে ত্রাণকর্ত্তা, জাগো জাগো, দূর কর এই বেদনারে!"
চমকিয়া ওঠে নবীর চিত্ত, শিহরণ জাগে প্রাণে,
মনে লাগে যেন ইহাদের সে-ই মুক্তির দিশা জানে।

স্বপ্ন-আতুর যুবক ধেয়ানী আনমনে পথ চলে,
চলিতে চলিতে কখন্ সন্ধ্যা ঘনায় আকাশ-তলে।
ধরার ঊর্ধ্বে অসীম গগন, কোটি কোটি গ্রহ-তারা
সে গগন ভরি' ঢালে আনন্দে নিশিদিন জ্যোতিধারা!
তাহাদের মাঝে নাহি ত বিরোধ, প্রেমের আকর্ষণে
ভালবেসে নিজ নিজ পথে চলে, মাতে না প্রলয়-রণে।
এই আলো—এই আনন্দ—এই সহজ সরল পথ
এই প্রেম, এই কল্যাণ ত্যজি'—রচে এরা পর্ব্বত
শত ব্যবধান-নদী প্রান্তর ঘরে ঘরে মনে মনে,
অকল্যাণের ভূত শয়তান পূজা করে জনে জনে।
তপঃপ্রভাবে সাধনার জোরে অসুন্দর এ ধরা
করিতে হইবে সুন্দরতম, রবে না এ শোক জরা।
রবে না হেথায় পাপের এ ক্লেদ, এ গ্লানি মুছিতে হবে,
পতিতা পৃথ্বী পাবে ঠাঁই পুনঃ আলোর মহোৎসবে।
আঁধার ইহার কক্ষে আবার জ্বলিবে শুভ্র আলো,
হে মানব, জাগো! মেঘময় পথে বজ্র-মশাল জ্বালো।

www.pathagar.com

আছে পথ, আছে দুঃখের শেষ, আমি শুনেছি সে বাণী,
বিশ্ব-সুষমা-সভায় এ ধরা হাসিবে অতীত-গ্লানি।
দেখেছি বেদনা-সুন্দরে আমি তোমাদের ম্লান মুখে,
ঘুচিবে বিষাদ—আসিবে শান্তি প্রেম-প্রশান্ত বুকে।

হেথায় খদিজা একা—
কাঁদে বিরহিণী উদাসীন তার স্বামীর নাহিক দেখা!
পলাতকা ওরে বাঁধিবে কেমনে, কোথায় তেমন ফাঁসি,
কার কথা ভাবি' চমকিয়া ওঠে হেরে ভালোবাসাবাসি!
বক্ষে তাহারে পুরিয়া রাখিলে নিশাসে উড়িয়া যায়,
নয়নে রাখিলে আঁখি-বারি হয়ে গ'লে পড়ে সে যে হায়!
বাহুতে বাঁধিলে ঘুম-ঘোরে সে যে ছিঁড়ে বন্ধন-ডোর,
বক্ষের মণি-হার ক'রে রাখে, চুরি করে নেয় চোর!

কেন এ বিবাগী কার অনুরাগী সকল সুখেরে দ'লে
রৌদ্র-তপ্ত কঙ্কর ভরা মরুপথে যায় চলে।
আপনার মনে সে কাহার সনে নিশিদিন কথা কয়,
বসিলে ধেয়ানে চাহিতে পারে না, রবি সে জ্যোতির্ম্ময়!
আদর করিয়া পাগল বলিলে শিশুর মত সে হাসে,
একি রহস্য, এত অবহেলা, তবু যেন ভালবাসে!

একদা ইহারি মাঝে—
প্রেমিকে তাঁহার লাগালেন খোদা তাঁর প্রিয়তম কাজে।

আদি উপাসনা-মন্দির কা'বা যাহারে ইব্‌রাহিম
নির্ম্মিল কোন্ প্রভাতে পূজিতে খোদারে মহামহিম,—
সেই কাবা ঘরে ছিল না প্রাচীর ভেঙ্গেছিল তারে কাল,
চারিদিক ঘিরি' জমেছিল তার মূর্ত্তি ও জঞ্জাল।
বর্ষার জল ঢুকি' সেই ঘরে করিত পঙ্কময়,
পবিত্র কাবা রক্ষিতে যত কোরেশ সহৃদয়
চারিদিকে তার রচিল প্রাচীর, তাও কিছুকাল পরে
বর্ষার স্রোতে ভেসে গেল! উঠে আল্লার ঘর ভরে

www.pathagar.com

ধূলি-জঞ্জালে, মিলিয়া তখন ভক্ত কোরেশ সবে
ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে এর রক্ষা-সাধন হবে।

পূজা-মন্দিরে র'বে না ক ছাদ এই বিশ্বাসে তা'রা
ছাদহীন ক'রে রেখেছিল কা'বা, ঝরিবে আশিস-ধারা
ঊর্ধ্ব হইতে। ভূত প্রেত যত দেবতারা নামি' রাতে
লইবে সে পূজা, ফিরে যাবে যদি বাধা পায় তারা ছাতে!

লঙ্ঘি' কা'বার ভগ্ন প্রাচীর এরি মাঝে এক চোর
মূর্ত্তি পূজারী ভক্তের মনে হানিল ব্যথা কঠোর।
মূর্ত্তির গায়ে ছিল অমূল্য যা কিছু অলঙ্কার
মণি-মাণিক্য,—হরিল সকল। অভাবিত অনাচার!
কা'বার সুমুখে ছিল এক কূপ, ভক্ত পূজারী দল
পূজা-সামগ্রী দেব-উদ্দেশে সেই কূপে অবিরল
ফেলিতে লাগিল, সেই সব বলি, ফুল পাতা ক্রমে পচে
কা'বা-মন্দিরে বিকট-গন্ধ নরক তুলিল র'চে।
হেরিল একদা ভক্ত সে এক—সে কূপ-গাত্র বেয়ে
উঠিয়া আসিছে অজগর এক সর্পিল বেগে ধেয়ে!
ক্রমে নাগরাজ কূপ-গুহা ছাড়ি কা'বায় পাতিল হানা,
ভক্ত পূজারী ভয়ে সেথা হ'তে উঠাইল আস্তানা।
পূজা দিতে আর কেহ নাহি আসে, ভীষণ সর্প-ভীতি,
কত শত করে মানত তাহারা ভূত উদ্দেশে নিতি!
একদিন এক ঈগল পক্ষী সহসা সে অজগরে
ছোঁ মারিয়া লয়ে গেল তারে দূর পর্ব্বত কন্দরে।
আবার চলিল নব উদ্যমে মূর্ত্তি পূজার ঘটা।
ভক্তদলের মনে এল এই বিশ্বাস আলোক ছটা ;
কা'বা মন্দির সংস্কারের মানত্ ক'রেছে বলে
অজগরে লয়ে গেলেন ঠাকুর ঈগল পাখীর ছলে !

সকল গোত্র-সর্দ্দার আসি মিলিল সে এক ঠাঁই,
যা দিয়া গড়িবে কায়েম করিয়া কা'বারে, হেজাজে নাই

www.pathagar.com

তেমন কিছুই। শুনিল তাহারা একদিন লোকমুখে—
গ্রীক-বাণিজ্য-পোত এক গেছে ভাঙিয়া 'জেদ্দা'-বুকে,
ঝটিকা-তাড়িত ভগ্ন সে তরী আছে বিক্রয় লাগি'।
সর্দ্দার সব এ খবর পেয়ে উঠিল আবার জাগি'।
আনিল অলিদ ভগ্নপোতের তক্তা সকল কিনে',
কা'বা মন্দিরে গড়িয়া তুলিল সবে মিলে কিছু দিনে।

নির্ম্মিত যবে হ'ল মন্দির সকলের সাধনায়,
একতা তাদের টুটাইয়া দিল কোন্ এক অজানায়।
আছিল "হাজ্‌র্ আস্‌ওয়াদ" নামে প্রস্তর কা'বা-দ্বারে,
কা'বার বোধন-দিনে হজরত্ ইব্‌রাহিম সে তা'রে
রাখিয়াছিলেন চিহ্ন-স্বরূপ সেকালের প্রথামত,
সেই হ'তে সেই প্রস্তর সবে চুমিত শ্রদ্ধা-নত।
কেহ কেহ বলে, আদিম মানব "আদম" স্বর্গ হ'তে
আনিয়াছিলেন ঐ প্রস্তর ধূলির ধরণী পথে।
সেই পবিত্র প্রস্তর তুলি' যে-গোত্র কা'বা-দ্বারে
রক্ষিবে—সারা হেজাজ শ্রেষ্ঠ গোত্র বলিবে তারে।
এই ধারণায় সকল গোত্রে বাঁধিল কলহ ঘোর,
প্রতি গোষ্ঠী সে বলে, 'ও পাথরে একা অধিকার মোর।'
সে কলহ ক্রমে হইতে লাগিল ভীম হ'তে ভীমতর,
আবার ভীষণ যুদ্ধ সূচনা, কাঁপে দেশ থরথর!
রক্ত-পূর্ণ পাত্র হস্তে ডুবাইয়া তারা সবে
করিল মরণ-প্রতিজ্ঞা তারা—মাতিবে ভীম আহবে!
দামামা নাকাড়া ডিমি ডিমি বাজে, হাঁকিল নকীব তূরী,
পক্ষ মেলিয়া "মালিকুল মউত" আঁটিল কটিতে ছুরি!

ছিল হেজাজের প্রবীণতম সে জইফ্ "আবু উমাইয়া",
যুযুৎসু সব গোত্রে অনেক কহিলেন সম্‌ঝাইয়া
"যে শুভ ব্রতের করিলে সাধনা, অশুভ কলহ-রণে
নাশিও না তারে, সিদ্ধি লাভের মহান শুভক্ষণে।
শুভ্রশ্মশ্রু এই বৃদ্ধের শোনো উপদেশ বাণী,
সংবর এই আত্মবিনাশী হীন রণ হানাহানি।

www.pathagar.com

কা'বা-মন্দিরে সর্ব্বপ্রথম প্রবেশিবে আজ যেই
এই কলহের শুভ মীমাংসা করুক একাকী সেই।"

শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধের এই কল্যাণ-বাণী শুনি'
বিরত হইল কলহে তাহারা, বলে, "মারহাবা" গুণী!
অপলক চোখে নিরুদ্ধ শ্বাসে চাহিয়া রহিল সবে,
না জানি সে কোন্ অজানিত জন পশিবে কা'বায় কবে—

সহসা আসিল তরুণ মোহাম্মদ কা'বা-মন্দিরে
সর্ব্বপ্রথম পশে উপাসনা লাগি' আনমনে ধীরে।
সকল গোষ্ঠী সর্দ্দার ওঠে আনন্দে চীৎকারি'—
"সম্মত এরে মানিতে সালিশ—আমীন এ ব্রত-চারী!"

হেজাজ-দুলাল সত্য-ব্রতী বিশ্বাসী আহ্‌মদ
ছিল সকলের নয়নের মণি গৌরব সম্পদ।
শুনিয়া সকল, কহিল তরুণ সাধক, "আমার বিধি
মান যদি সব বীর সর্দ্দার—স্ব-গোত্র প্রতিনিধি
করহ নির্ব্বাচন, তারপরে সব প্রতিনিধি মিলে'
পবিত্র এই প্রস্তরে নিয়ে চল কা'বা-মঞ্জিলে।
আমার উত্তরীয় দিয়া এরে বাঁধিয়া তাহার পর
এক সাথে এরে রাখিব কা'বায়।" কহে সবে, "সুন্দর!
সুন্দর এই মীমাংসা তব, আমীন, হেজাজে ধন্য।
তুমি রাখ এই পাথর একাই, ছুঁইবে না কেহ অন্য।"
রাখিলেন হজরত পবিত্র প্রস্তর কা'বা-ঘরে,
থামিল ভীষণ অনাগত রণ খোদার আশিস-বরে।

ধন্য ধন্য পড়ে গেল রব হেজাজের সবখানে,
এসেছে সাদিক আমীন মোহাম্মদ আরবস্তানে।

জব্বুর, তওরাত, ইঞ্জিল যাহার আসার বাণী
ঘোষিল যুগ-যুগান্ত পূর্ব্বে, বেহেশ্‌ত্ হইতে টানি'

www.pathagar.com

আনিল পীড়িতা মূক ধরণীর তপস্যা আজি তারে,
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ, অবতার এল দ্বারে।
সকল কালের সকল গ্রন্থ, কেতাব, যোগী ও ধ্যানী,
মুনি, ঋষি, আউলিয়া, আম্বিয়া, দর্‌বেশ মহাজ্ঞানী
প্রচারিল যার আসার খবর—আজি মন্থন-শেষ
বেদনা-সিন্ধু ভেদিয়া আসিল সেই নবী অমৃতেশ!
হেরিল প্রাচীনা ধরণী আবার উদয় অভ্যুদয়
সব-শেষ ত্রাণকর্ত্তা আসিল, ভয় নাই, গাহ জয়!
যে সিদ্দিক ও আমীনে খুঁজেছে বাইবেল আর ঈশা,
তওরাত্ দিল বারে বারে যেই মোহাম্মদের দিশা,
পাপিয়া-কণ্ঠ দাউদ গাহিল যাঁর অনাগত গীতি
যে "মহামর্দ্দে" অথর্ব্ব-বেদ-গান খুঁজিয়াছে নিতি,
সে অতিথি এল, কতকাল ওরে—আজি কতকাল পরে
ধেয়ানের মণি নয়নে আসিল! বিশ্ব উঠিল ভ'রে ;—
আলোকে, পুলকে, ফুলে ফলে, রূপে রসে, বর্ণ ও গন্ধে,
গ্রহতারা-লোক পতিতা ধরায় আজি পূজা করে, বন্দে!

www.pathagar.com

সাম্যবাদী

আদি উপাসনালয়—
উঠিল আবার নূতন করিয়া—ভূত প্রেত সমুদয়
তিন শত ষাট বিগ্রহ আর মূর্ত্তি নূতন করি'
বসিল সোনার বেদীতে রে হায় আল্লার ঘর ভরি'।

সহিতে না পারি' এ দৃশ্য, এই স্রষ্টার অপমান,
ধেয়ানে মুক্তি, পথ খোঁজে নবী, কাঁদিয়া ওঠে পরাণ।
খদিজারে কন—"আল্লাতা'লার কসম, কা'বার ঐ
লাৎ 'ওজ্জার' করিব না পূজা, জানি না আল্লা বই।
নিজ হাতে যারে করিল সৃষ্টি খড় আর মাটি দিয়া
কোন্ নির্ব্বোধ পূজিবে তাহারে হায় স্রষ্টা বলিয়া।"

সাধ্বী পতিব্রতা খদিজাও কহেন স্বামীর সনে—
"দূর কর ঐ লাত্ মানাতেরে, পূজে যাহা সব-জনে।
তব শুভ বরে একেশ্বর সে জ্যোতির্ম্ময়ের দিশা
পাইয়াছি প্রভু, কাটিয়া গিয়াছে আমার আঁধার নিশা।"

ক্রমে ক্রমে সব কোরেশ জানিল—মোহাম্মদ আমীন
করে না কো পূজা কা'বার ভূতেরে ভাবিয়া তাদেরে হীন।

[অসমাপ্ত]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চিরঞ্জীব

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলামের এ কবিতা-সংগ্রহে রয়েছে মুসলিম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কাব্য-আলেখ্য।

এখানে নজরুলের প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কবিতাসমূহের মধ্যে আছে উমর ফারুক, খালেদ, কামাল পাশা, আনোয়ার, আমানুল্লাহ, চিরঞ্জীব জগলুল ও রীফ সর্দার।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নজরুল তাঁর আদর্শানুগ চরিত্রগুলোকে বেছে নিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে আমরা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মহাজীবনকে পৃথক ক'রে ধরছি। কারণ নজরুল তাঁকে নিয়ে একখানি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন, লিখেছেন কবিতা এবং অনেক না'ত। নজরুলের ভাষায় বলা যায়, তিনি 'বাদশাহ নবী'। সুতরাং শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্বকে তিনি পৃথক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য একক কাব্যগ্রন্থ রচনার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর আদর্শ, চরিত্র, যথাক্রমে উমর ফারুক (রা), খালেদ (রা), কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা, জগলুল পাশা, আমানুল্লাহ, রীফ সর্দার ও অন্যান্য।

এ চরিত্র নির্বাচনের কারণ জানলে নজরুলের এই কবিতা লেখার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপলব্ধি করা যাবে।

ইসলাম সাম্যের ধর্ম, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মানবতাবাদী জীবন-ধর্ম। জালিমের হাত থেকে লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানব গোষ্ঠীর উদ্ধার ও মানব-সমাজে প্রগতিশীল জীবন-চর্চার মাধ্যমে উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ সৃষ্টি ইসলামের লক্ষ্য।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে খলীফা উমর ছিলেন খাঁটি মুসলমান। তিনি যতদিন খলীফা ছিলেন, ততদিন ন্যায়ের মানদণ্ডকে কখনও অন্যায়ের দিকে ঝুঁকতে দেন নি। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা, সুবিচার ও ত্যাগের কাহিনী বিশ্বপ্রশংসিত। নজরুল সবার উপরে মানুষের স্থান দিয়েছেন। তাঁর মনোভাব স্পষ্ট ঃ মানুষকে অপমান করো না, সে 'আশরাফুল

www.pathagar.com

মখলুকাত'। হযরত উমরকে তিনি এই মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

একই ভাবে তিনি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন মহাবীর খালেদের প্রতি। নজরুল স্বাধীনতা ও শান্তি স্থাপনে শক্তির মাহাত্ম্য-ঘোষক। তিনি জালিমের উৎখাতের জন্য যুদ্ধকারী। নজরুলের দার্শনিক উপলব্ধি অনুযায়ী অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত শান্তি সম্ভব নয়। সে দর্শন ইসলামী আদর্শেরও দর্শন। খালেদের মধ্যে তিনি এই দর্শনের সঠিক প্রতিফলন দেখেছিলেন। সেনাপতি থাকাকালীন খালেদের হাতে অনেকগুলো রাজ্যের পতন হয়। দেখা যায়, এই সমস্ত রাজ্যের রাজারা প্রধানতঃ জালিম ছিল। খালেদ এদের পরাজিত করে বহু যুগের শোষিত ও মজলুম মানুষকে উদ্ধার করে মানবতা প্রতিষ্ঠার পথ করেছেন। নতুন সমৃদ্ধি ও শান্তি-যুগের সূচনা করেছেন তিনি।

নজরুলের স্বপ্নের বাস্তবায়ন খালেদের মত মহাবীরের দ্বারা সাধিত হওয়ায় নজরুল তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

নজরুলের গভীর বিশ্বাস ঃ ইসলাম প্রেমের ধর্ম, শান্তির ধর্ম। এই শান্তির ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ও ইসলামকে আত্মরক্ষার্থে কখনো কখনো তলোয়ার হাতে নিতে হয়েছে। বস্তুত ইসলামী আদর্শে সত্য প্রতিষ্ঠায় জিহাদকে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ব'লে গণ্য করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে এই ন্যায়ের যুদ্ধের রক্তপাতকে ইসলাম অন্যায় বলে ভাবেনি, বরং জিহাদে নিহত ব্যক্তিদের দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে মর্যাদাজনক শাহাদতের আসন। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিশীল বলে এ আদর্শ বাস্তবও। নজরুল এই আদর্শকে তাঁর বিশ্বাসের অংগ হিসেবে বেছে নেন।

ইসলামের নির্দেশ, যে পর্যন্ত পৃথিবীতে অশান্তি থাকবে, সে পর্যন্ত মানুষ জালিমের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবে। কেবলমাত্র সালাত সিয়ামে ইসলাম সীমিত নয়। সার্বিক রূপে ইসলাম অর্থনৈতিক সুষম সমাজ-ব্যবস্থা, ন্যায় ও শান্তি তথা মানবতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী আদর্শ। প্রচলিত 'ধর্ম'-অর্থের উর্ধ্বে ইসলাম জীবন-ধর্ম—পূর্ণাঙ্গ জীবন-পদ্ধতি। নজরুল এর বিভিন্ন দিককে যাঁদের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে দেখেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য করেই নাম-কবিতা লিখেছেন।

এ সব কবিতার কোন কোনটা নাট্যগীতি-কবিতা আবার কোনটা কাহিনী-কাব্য। আনোয়ার ও কামাল পাশা কবিতা দু'টি নাট্যধর্মী গীতি-কাব্য। অন্য দিকে

www.pathagar.com

উমর ফারুক, খালেদ কাহিনী-কাব্য। এগুলোকে এক ধরনের প্রবন্ধ-কাব্য বলা চলে।

এ সব কবিতা লেখায় নজরুল বিশ্লেষণধর্মিতার চেয়ে বর্ণনাধর্মিতার দিকে বেশী লক্ষ্য রেখেছেন এবং ব্যক্তিত্বসমূহের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি নবযুগের মুসলমানদের পৃথিবীর অগ্রগামী চিন্তার সাথে পরিচিত হ'তে ডাক দিয়েছেন এবং কূপমন্ডুক চিন্তার আশ্রয় থেকে বলিষ্ঠ জীবনধর্মী চেতনার দিকে আকর্ষণ করেছেন।

নতুন যুগের এই রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক চেতনা যে সকল মুসলিম মনীষীর মধ্যে রূপ পেয়েছিল, তাঁদের কীর্তিগাথা রচনা ক'রে বাঙালী মুসলমানের জীবনে তিনি নব জাগরণের যুগ সৃষ্টি করেছিলেন।

ইসলামী কবিতার আওতায় সত্যসন্ধানী এবং মানবতানিষ্ঠ সকল কবিতা গ্রহণযোগ্য। তবে, সরাসরি ইসলাম বা মুসলিম চেতনার উত্থান সম্পর্কিত জীবনালেখ্যমূলক কবিতাগুলো আমাদের এ সঞ্চয়ন-কর্মের অন্তর্ভুক্ত হলো। এ ধরনের সংকলনেরও একটি জাতীয় প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে বাংলার মুসলিম নারী-জাগরণ কেন্দ্রিক কবিতাগুলোও উদ্দীপনা সঞ্চারী ভূমিকায় গ্রহণীয় বলে বিবেচিত। 'চিরঞ্জীব' নামটি এ সংকলনভুক্ত কবির একটি লেখার শিরোনাম থেকে নেয়া হলো।

আশা করি সংকলনের এই ভাগে পাঠক-পাঠিকা তাঁদের চিন্তাধর্মী কাব্য পাঠে আনন্দ লাভ করবেন এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা, শৌর্য-বীর্য ও মানবিক মূল্যবোধের চেতনায় উজ্জীবিত হবেন।

—সম্পাদক

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
উমর ফারুক	২৯৫
খালেদ	৩০৪
কামাল পাশা	৩১২
আনোয়ার	৩২৪
চিরঞ্জীব জগলুল	৩৩০
আমানুল্লাহ	৩৩৫
রীফ সর্দ্দার	৩৩৮
মহাত্মা মোহসিন	৩৪৫
জামালউদ্দীন	৩৪৭
মোহাম্মদ আলি	৩৪৮
নবযুগ	৩৫০
জমীরউদ্দীন খান	৩৫৪
নিশীথ-অন্ধকারে	৩৫৫
বাংলার "আজীজ"	৩৫৬
মিসেস এম. রহমান	৩৫৮
আশীর্ব্বাদ	৩৬২
কল্যাণী	৩৬৩
চিরঞ্জীব পরিচিতি	৩৬৪ – ৩৭০

www.pathagar.com

উমর ফারুক

তিমির রাত্রি--"এশা"র আজান শুনি দূর মসজিদে,
প্রিয়-হারা কার কান্নার মত এ-বুকে আসিয়া বিঁধে!
আমির-উল্-মুমেনিন,
তোমার স্মৃতি যে আজানের ধ্বনি—জানে না মুয়াজ্জিন!
তক্‌বীর শুনি' শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই—উঠিয়াছে কি রে গগনে মরুর শশী!
ও-আজান ও কি পাপিয়ার ডাক,ও কি চকোরীর গান ?
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ও কি ও তোমারি সে আহ্বান ?
আবার লুটায়ে পড়ি !
"সে দিন গিয়াছে"- শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি !

উমর ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ—বাহু!
আহ্বান নয়—রূপ ধরে এস!—গ্রাসে অন্ধতা-রাহু
ইসলাম রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ!
শুধু অঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিতে এ জগতের
দিয়াছিলে ফেলি' মোহাম্মদের চরণে যে শমশের,
ফির্‌দৌস্ ছাড়ি' নেমে এস তুমি সেই শম্‌শের ধরি',
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি!
নওশার বেশে সাজাও বন্ধু মোদেরে পুনর্ব্বার,
খুনের সেহেরা পরাইয়া দাও হাতে বাঁধি' হাতিয়ার!
দেখাইয়া দাও—মৃত্যু যথায় রাঙা দুলহিন্-সাজে!
করে প্রতীক্ষা আমাদের তরে রাঙা রণ-ভূমি মাঝে।
মোদের ললাট-রক্তে রাঙ্গিবে রিক্ত সিঁথি তাহার,
দুলাবে তাহার গলায় মোদের লোহু-রাঙা তরবার!
সেনানী! চাই হুকুম!
সাত সমুদ্র তের নদী পারে মৃত্যু-বধূর ঘুম
টুটিয়াছে ঐ যক্ষ-কারায়, সহে না ক' আর দেরী,
নকীব-কণ্ঠে শুনিব কখন নব অভিযান-ভেরী!..

www.pathagar.com

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যাই জামানার অভিশাপ,
তোমার তখ্‌তে বসিয়া করিছে শয়তান ইন্‌সাফ!
মোরা "আস্‌হাব-কাহাফে"র মতো দিবানিশা দিই ঘুম,
"এশা"র আজান কেঁদে যায় শুধু-নিঃঝুম নিঃঝুম!

কত কথা মনে জাগে,
চড়ি' কল্পনা-বোর্‌রাকে যাই তের শ' বছর আগে
যেদিন তোমার প্রথম উদয় রাঙ্গা মরু-ভাস্কর,
আরব যে দিন হ'ল আরাস্তা, মরীচিকা সুন্দর।
গোষ্ঠে বসিয়া বালক রাখাল মোহাম্মদ সেদিন
বারে বারে কেন হয়েছে উতলা! কোথা বেহেশ্‌তী বীণ
বাজিতেছে যেন! কে যেন আসিয়া দাঁড়ায়েছে তাঁর পিছে,
বন্ধু বলিয়া গলা জড়াইয়া কে যেন সম্ভাষিছে!

মানসে ভাসিছে ছবি—
হয়ত সেদিন বাজাইয়া বেণু মোদের বালক নবী
অকারণ সুখে নাচিয়া ফিরেছে মেষ-চারণের মাঠে!
খেলায়েছে খেলা বাজাইয়া বাঁশী মক্কার মরু-বাটে!
খাইয়াছে চুমা দুম্বা-শিশুরে জড়াইয়া ধরি' বুকে,
উড়ায়ে দিয়েছে কবুতরগুলি আকাশে অজানা সুখে!
সূর্য্য যেন গো দেখিয়াছে—তার পিছনের অমারাতি
রৌশন-রাঙ্গা করিছে কে যেন জ্বালায়ে চাঁদের বাতি।

উঠেছিল রবি আমাদের নবী, সে মহা-সৌরলোকে,
উমর, একাকী তুমি পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে!
কে ভুঝিবে লীলা-রসিকের খেলা! বুঝি ইঙ্গিতে তার
বেহেশ্‌ত-সাথী খেলিতে আসিলে ধরায় পুনর্ব্বার।
তোমার রাখাল-দোস্তের মেষ চরিত সুদূর গোঠে,
হেথা "আজ্‌নান"- ময়দানে তব পরাণ ব্যথিয়া ওঠে!
কেন কার তরে এ প্রাণ-পোড়ানি নিজেই জান না বুঝি,
তোমার মাঠের উটেরা হারায়, তুমি তা দেখ না খুঁজি!

www.pathagar.com

ইহারই মাঝে বা হয়ত কখন দুঁহুঁ দোঁহা দেখেছিলে,
খেজুর-মেতির গল-হার যেন বদল করিয়া নিলে,
হইলে বন্ধু মেষ-চারণের ময়দানে নিরালায়,
চকিত দেখায় চিনিল হৃদয় চির-চেনা আপনায়!

খেলার প্রভাত কাটিল কখন, ক্রমে বেলা বেড়ে চলে,
প্রভাতের মালা শুকায়ে ঝরিল খর মরু-বালুতলে।
দীপ্ত জীবন-মধ্যাহ্নের রৌদ্র-তপ্ত পথে
প্রভাতের সখা শত্রুর বেশে আসিলে রক্ত-রথে।

আরবে সেদিন ডাকিয়াছে বান, সেদিন ভুবন জুড়ি'
"হেরা"-গুহা হতে ঠিকরিয়া ছুটে মহাজ্যোতি বিচ্ছুরি'!
প্রতীক্ষমাণ তাপসী ধরণী সেদিন শুদ্ধস্নাতা
উদাত্ত স্বরে গাহিতেছিল গো কোরানের সাম-গাথা!
পাষাণের তলে ছিল এত জল, মরুভূমে এত ঢল ?
সপ্ত সাগর সাত শত হয়ে করে যেন টল্‌মল!
খোদার হাবিব এসেছে আজিকে হইয়া মানব-মিতা,
পুণ্য-প্রভায় ঝলমল করে ধরা পাপ-শঙ্কিতা।
সেদিন পাথারে উঠিল যে মৌজ্ তাহারে শাসন-হেতু
নির্ভীক যুবা দাঁড়াইলে আসি' ধরি' বিদ্রোহ-কেতু!
উদ্ধত রোষে তরবারি তব ঊর্ধ্বে আন্দোলিয়া
বলিলে,"রাঙ্গাব এ তেগ মুসলমানের রক্ত দিয়া!"
উন্মাদ বেগে চলিলে ছুটিয়া! এ কি এ কি ওঠে গান ?
এ কোন্ লোকের অমৃত মন্ত্র ? কার মহা আহ্বান ?
ফাতেমা-তোমার সহোদরা—গাহে কোরাণ-অমিয়-গাথা,
এ কোন্ মন্ত্রে চোখে আসে জল, হায় তুমি জান না তা!'
উন্মাদ-সম কেঁদে কও, "ওরে, শোনা পুনঃ সেই বাণী!
কে শিখাল তোরে এ গান সে কোন্ বেহেশ্‌ত্ হ'তে আনি'!
এ কি হ'ল মোর ? অভিনব এই গীতি শুনি' হায় কেন
সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিছে আবেশে যেন!
কি যেন পুলক কি যেন আবেগে কেঁপে উঠি বারে বারে,
মানুষের দুখে এমন করিয়া কে কাঁদিছে কোন্ পারে ?"

www.pathagar.com

"আশ্‌হাদু আল্‌-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলি'
কহিল ফাতেমা–"এই সে কোরাণ, খোদার কালাম গলি'
নেমেছে ভুবনে মোহাম্মদের অমর কণ্ঠে, ভাই!
এই ইস্‌লাম, আমরা ইহারি বন্যায় ভেসে যাই!" ...
উমর আনিল ঈমান। —গরজি' গরজি' উঠিল স্বর
গগন পবন মন্থন করি'–"আল্লাহু আক্‌বর!"
সম্ভ্রমে নত বিশ্ব সেদিন গাহিল তোমার স্তব—
"এসেছেন নবী, এতদিনে এল ধরায় মহামানব!"

পয়গাম্বর নবী ও রসূল–এঁরা ত খোদার দান!
তুমি রাখিয়াছ, হে অতি-মানুষ, মানুষের সম্মান!
কোরাণ এনেছে সত্যের বাণী, সত্যে দিয়াছে প্রাণ,
তুমি রূপ—তব মাঝে সে সত্য হয়েছে অধিষ্ঠান।
ইস্‌লাম দিল কি দান বেদনা-পীড়িত এ ধরণীরে,
কোন্‌ নব বাণী শুনাইতে খোদা পাঠাল শেষ নবীরে—
তোমারে হেরিয়া পেয়েছি জওয়াব সে সব জিজ্ঞাসার!
কী যে ইসলাম, হয়ত বুঝিনি এইটুকু বুঝি তার
উমর সৃজিতে পারে যে ধর্ম্ম, আছে তার প্রয়োজন!
ওগো, মানুষের কল্যাণ লাগি' তারি শুভ আগমন
প্রতীক্ষায় এ দুঃখিনী ধরা জাগিয়াছে নিশিদিন
জরা-জর্জ্জর সন্তানে ধরি' বক্ষে শান্তিহীন!
তপস্বিনীর মত
তাহারি আশায় সেধেছে ধরণী অশেষ দুখের ব্রত।

ইসলাম—সে ত পরশ-মাণিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি'!
পরশে তাহার সোনা হ'ল যারা তাদেরেই মোরা বুঝি ।
আজ বুঝি— কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গাম্বর—
"মোর পরে যদি নবী হ'ত কেউ, হ'ত সে এক উমর!"

পাওনি ক "ওহী", হওনি ক' নবী, তাই ত পরাণ ভরি'
বন্ধু ডাকিয়া আপনার বলি' বক্ষে জড়ায়ে ধরি!

www.pathagar.com

খোদারে আমরা করি গো সেজ্‌দা, রসূলে করি সালাম,
ওঁরা উর্ধ্বের, পবিত্র হয়ে নিই তাঁহাদের নাম,
তোমারে স্মরিতে ঠেকাই না কর ললাটে ও চোখে-মুখে,
প্রিয় হয়ে তুমি আছ হতমান মানুষ জাতির বুকে।
করেছ শাসন অপরাধীদের তুমি করনি ক' ক্ষমা,
করেছ বিনাশ অসুন্দরের। বলনি ক' মনোরমা
মিথ্যাময়ীরে। বাঁধনি ক' বাসা মাটির উর্ধ্বে উঠি'।
তুমি খাইয়াছ দুঃখীর সাথে ভিক্ষার ক্ষুদ খুঁটি'!

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধূলার তখ্‌তে বসি'
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি'
সাইমুম-ঝড়ে। পড়েছে কুটীর, তুমি পড়নি ক' নুয়ে,
উর্ধ্বের যারা—পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভূঁয়ে!
শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্য্যের মদ
করেছে সালাম দূর হ'তে সব, ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নীচে,
বুকে ক'রে সবে বেড়া করি' পার, আপনি রহিলে পিছে!

হেরি পশ্চাতে চাহি-
তুমি চলিয়াছ রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ বাহি'
জেরুজালেমের কিল্লা যথায় আছে অবরোধ করি'
বীর মুসলিম সেনাদল তব বহু দিন মাস ধরি'।
দুর্গের দ্বার খুলিবে তাহারা, বলেছে শত্রু শেষে—
উমর যদি গো সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে।
হায় রে আধেক ধরার মালিক আমিরুল- মুমেনিন
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন
সাহারা পারা'য়ে! ঝুলিতে দু'খানা শুকনো 'খবুজ'-রুটি,
একটি মশকে একটুকু পানি, খোর্ম্মা দু'তিন মুঠি!
প্রহরীবিহীন সম্রাট চলে একা পথে উটে চড়ি'
চলেছে একটি মাত্র ভৃত্য উষ্ট্রের রশি ধরি'!
মরুর সূর্য্য উর্ধ্ব আকাশে আগুন বৃষ্টি করে,
সে আগুন-তাতে খই সম ফোটে বালুকা মরুর 'পরে।

www.pathagar.com

কিছু দূর যেতে উট হতে নামি' কহিলে ভৃত্যে, "ভাই,
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া! এইবার আমি যাই
উষ্ট্রের রশি ধরিয়া অগ্রে! তুমি উঠে বস উটে;
তপ্ত বালুতে চলি' যে চরণে রক্ত উঠেছে ফুটে।"
.. ভৃত্য দস্ত চুমি
কাঁদিয়া কহিল, "উমর! কেমনে এ আদেশ কর তুমি ?
উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি'
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি' সে উটের রশি ?"
খলিফা হাসিয়া বলে,
"তুমি জিতে গিয়ে বড় হ'তে চাও, ভাই রে, এমনি ছলে!
রোজ-কিয়ামতে আল্লা যেদিন কহিবে, উমর! ওরে,
করেনি খলিফা মুসলিম-জাহাঁ তোর সুখতরে তোরে!'
কি দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই ?
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু! মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের,—মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা!
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা!"
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে উমর ধরিল রশি,
মানুষে স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া ধূলায় নামিল শশী!
জানি না, সেদিন আকাশে পুষ্প-বৃষ্টি হইল কি না,
কি গান গাহিল মানুষে সে দিন বন্দি' বিশ্ববীণা!
জানি না, সেদিন ফেরেশ্‌তা তব করেছে কি না স্তব,--
অনাগত কাল গেয়েছিল শুধু, "জয় জয় হে মানব!"...

আসিলে প্যালেষ্টাইন, পারায়ে দুস্তর মরুভূমি,
ভৃত্য তখন উটের উপরে, রশি ধরে চল তুমি!
জর্ডন নদী হও যবে পার, শত্রুরা কহে হাঁকি'-
"যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথিবী, এই সে উমর নাকি ?"
খুলিল রুদ্ধ দুর্গ-দুয়ার! শত্রুরা সম্ভ্রমে
কহিল—"খলিফা আসেনি, এসেছে মানুষ জেরুজালেমে!"
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করি' শত্রু-গির্জ্জা-ঘরে
বলিলে, "বাহিরে যাইতে হইবে এবার নামাজ তরে!"

www.pathagar.com

কহে পুরোহিত,"আমাদের এই আঙ্গিনায় গির্জ্জায়,
পড়িলে নামাজ হবে না কবুল আল্লার দরগায় ?"
হাসিয়া বলিলে, "তার তরে নয়, আমি যদি হেথা আজ
নামাজ আদায় করি, তবে কাল অন্ধ লোক-সমাজ
ভাবিবে–খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি'
আজ হতে যেন এই গির্জ্জারে মোরা মস্‌জিদ করি।
ইসলামের এ নহে ক' ধর্ম, নহে খোদার বিধান,
কারো মন্দির গির্জ্জারে করে ম'জিদ মুসলমান!"
কেঁদে' কহে যত ঈসাই ইহুদী অশ্রু-সিক্ত আঁখি—
"এই যদি হয় ইসলাম—তবে কেহ রহিবে না বাকী,
সকলে আসিবে ফিরে
গণতন্ত্রের ন্যায় সাম্যের শুভ্র এ মন্দিরে!"

তুমি নির্ভীক, এক খোদা ছাড়া করনি ক' কারে ভয়,
সত্যব্রত তোমায় তাইতো সবে উদ্ধত কয়।
মানুষ হইয়া মানুষের পূজা মানুষেরি অপমান,
তাই মহাবীর খালেদেরে তুমি পাঠাইলে ফরমান,
সিপাহ্‌-সালারে ইঙ্গিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না!

ধরাধাম ছাড়ি' শেষ নবী যবে করিল মহাপ্রয়াণ,
কে হবে খলিফা—হয়নি তখনো কলহের অবসান,
নবী-নন্দিনী বিবি ফাতেমার মহলে আসিয়া সবে
করিতে লাগিল জটলা—ইহার পরে কে খলিফা হবে!
বজ্রকণ্ঠে তুমিই সেদিন বলিতে পারিয়াছিলে—
"নবীসুতা! তব মহল জ্বালাব, এ সভা ভেঙ্গে না দিলে!"

মানব-প্রেমিক! আজিকে তোমারে স্মরি,
মনে পড়ে যত মহত্ত্ব-কথা—সেদিন সে বিভাবরী
নগর-ভ্রমণে বাহিরিয়া তুমি দেখিতে পাইলে দূরে
মায়েরে ঘিরিয়া ক্ষুধাতুর দুটি শিশু সকরুণ সুরে

www.pathagar.com

কাঁদিতেছে আর দুঃখিনী মাতা ছেলেরে ভুলাতে, হায়,
উনানে শূন্য হাঁড়ি চড়াইয়া কাঁদিয়া অকূলে চায়!
শুনিয়া সকল—কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে গেলে মদিনাতে
বায়তুল-মাল হইতে লইয়া ঘৃত আটা নিজ হাতে,
বলিলে,"এ সব চাপাইয়া দাও আমার পিঠের 'পরে,
আমি লয়ে যাব বহিয়া এ-সব দুখিনী মায়ের ঘরে!"
কত লোক আসি' আপনি চাহিল বহিতে তোমার বোঝা,
বলিলে,"বন্ধু, আমার এ ভার আমিই বহিব সোজা!
রোজ-কিয়ামতে কে বহিবে বল আমার পাপের ভার ?
মম অপরাধে ক্ষুধায় শিশুরা কাঁদিয়াছে, আজি তার
প্রায়শ্চিত্ত করিব আপনি" —চলিলে নিশীথ রাতে
পৃষ্ঠে বহিয়া খাদ্যের বোঝা দুখিনীর আঙ্গিনাতে!

এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি ক' অপমান!
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রেরে নিজ করে
মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের 'পরে।
ক্ষমা চাহিয়াছে পুত্র, বলেছ পাষাণে বক্ষ বাঁধি'—
"অপরাধ ক'রে তোরি মত স্বরে কাদিয়াছে অপরাধী!"

আবু শাহমার গোরে
কাঁদিতে যাইয়া ফিরিয়া আসি গো তোমারে সালাম ক'রে।

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
"কোথায় খলিফা" কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,
একটি মাত্র পিরান কাচিয়া শুকায়নি তাহা বলে'
রৌদ্রে ধরিয়া বসিয়া আছে গো খলিফা আঙ্গিনা-তলে!
... হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ,
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্ব্বদাই!

www.pathagar.com

বন্ধু গো, প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া
উঠে না ঊর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া!...

মাহিনা মোহর্রম--

হাসেন হোসেন হয়েছে শহীদ, জানে শুধু হায় কৌম্,
শহীদী বাদশা'! মোহর্রমে যে তুমিও গিয়াছ চলি'
খুনের দরিয়া সাঁতারি' -এ জাতি গিয়াছে গো তাহা ভুলি'!
মোরা ভুলিয়াছি, তুমি তো ভোলনি! আজো আজানের মাঝে
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বন্ধু, তোমারি কাঁদন বাজে!

বন্ধু গো জানি, আমাদের প্রেমে আজো ও গোরের বুকে
তেমনি করিয়া কাঁদিছ হয়ত কত না গভীর দুখে!
ফিরদৌস্ হ'তে ডাকিছে বৃথাই নবী পয়গাম্বর,
মাটির দুলাল মানুষের সাথে ঘুমাও মাটির 'পর!
হে শহীদ! বীর! এই দোয়া করো আরশের পায়া ধরি'—
তোমারি মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহেরা পরি'!

মৃত্যুর হাতে মরিতে চাহি না, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে!

উমর ফারুক—দ্বিতীয় খলিফা। এঁরি নির্দেশক্রমে আজানের প্রচলন হয়। এশা—রাত্রির নামাজ।
আমিরুল-মুমেনিন— বিশ্বাসীদের শ্রেষ্ঠ।

কলকাতা
১৬ পোষ ১৩৩৪

www.pathagar.com

খালেদ

খালেদ! খালেদ! শুনিতেছ না কি সাহারার আহা-জারি ?
কত "ওয়েসিস্" রচিল তাহার মরু-নয়নের বারি।
মরীচিকা তা'র সন্ধানী-আলো দিকে দিকে ফেরে খুঁজি'—
কোন্ নিরালায় ক্লান্ত সেনানী ডেরা গাড়িয়াছ বুঝি!
বালু-বোর্‌রাকে সওয়ার হইয়া ডাক দিয়া ফেরে 'লু',
তব তরে হায়! পথে রেখে যায় মৃগীরা মেশ্‌ক-বু!
খর্জ্জুর-বীথি আজিও ওড়ায় তোমার জয়ধ্বজা,
তোমার আশায় বেদুইন-বালা আজিও রাখিছে রোজা।
"মোতাকারিব্"-এর ছন্দে উটের সারি দুলে' দুলে' চলে,
দু' চোখ তাদের দিশাহারা পথে আলেয়ার মত জ্বলে।
"খালেদ! খালেদ!" পথ-মঞ্জিলে ক্লান্ত উটেরা কহে,
"বণিকের বোঝা বহা ত মোদের চিরকেলে পেশা নহে!"—
"সুতুর-বানে"র বাঁশী শুনে' উট উল্লাস-ভরে নাচে,
ভাবে, নকীবের বাঁশরীর পিছে রণ-দামামাও আছে!
ন্যুব্জ এ পিঠ খাড়া হত তার সওয়ারের নাড়া পেয়ে,
তল্‌ওয়ার তীর গোর্জ্জ নেজায় পিঠ যেত তার ছেয়ে।
খুন দেখিয়াছে, তুন বহিয়াছে, নুন বহেনি ক কভু।
খালেদ! তোমার সুতুর-বাহিনী—সদাগর তার প্রভু!

* * *

বালু ফেড়ে ওঠে রক্ত-সূর্য্য ফজরের শেষে দেখি,
দুশমন্-খুনে লাল হয়ে ওঠে খালেদী আমামা একি!
খালেদ! খালেদ! ভাঙ্গিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম ?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম!—
শহীদ হয়েছ ? ওফাত হয়েছে ? ঝুট্‌বাত! আল্‌বৎ!
খালেদের জান্ কব্‌জ্ করিবে ঐ মালেকুল-মৌৎ?
বছর গিয়াছে গেছে শতাব্দী যুগযুগান্ত কত,
জালিম পারসী রোমক রাজার জুলুমে সে শত শত

www.pathagar.com

রাজ্য ও দেশ গেছে ছারেখারে! দুর্ব্বল নরনারী
কোটী কোটী প্রাণ দিয়াছে নিত্য কত্‌ল-গাহেতে তারি!
উৎপীড়িতের লোনা আঁসু-জলে গলে গেল কত কাবা,
কত উজ তাতে ডুবে ম'ল হায়, কত নূহ্ হ'ল তাবা!
সেদিন তোমার মালেকুল-মৌত্ কোথায় আছিল বসি' ?
কেন সে তখন জালিম রাজার প্রাসাদে প্রাসাদে পশি'
বেছে বেছে ঐ "সংগ্-দিল"দের কব্‌জ্ করেনি জান্ ?
মালেকুল্-মৌত্ সেদিনো মেনেছে বাদশাহী ফরমান!—

মক্কার হাতে চাঁদ এলো যবে তক্‌দিরে আফ্‌তাব
কুল-মখ্‌লুক দেখিতে লাগিল শুধু ইসলামী খাব্,
শুকনো খবুজ খোর্ম্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল্
ভাবিছে কেমনে খুলিবে আরব দীন দুনিয়ার খিল,—
এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতে হাতিয়ার,
খর্জ্জুর-শিষে ঠেকিয়াছে গিয়া উঁচা উষ্ণীষ তার!
কব্‌জা তাহার সব্‌জা হয়েছে তল্‌ওয়ার-মুঠ ড'লে,
দু'চোখ ঝলিয়া আশার দজ্‌লা ফোরাত পড়িছে গ'লে!
বাজুতে তাহার বাঁধা কোরআন, বুকে দুর্ম্মদ বেগ,
আল্‌বোরজের চূড়া গুঁড়া-করা দস্তে দারুণ তেগ!
নেজার ফলক উল্কার সম উগ্রগতিতে ছোটে,
তীর খেয়ে তার আসমান-মুখে তারা-রূপে ফেনা ওঠে!
দারাজ দস্ত যেদিকে বাড়ায় সেইদিক পড়ে ভেঙ্গে,
ভাস্কর-সম যেদিকে তাকায় সেইদিক ওঠে রেঙ্গে!
ওলিদের বেটা খালেদ সে বীর যাহার নামের ত্রাসে
পারস্য-রাজ নীল হয়ে ওঠে ঢলে পড়ে সাকী-পাশে!
রোম-সম্রাট্ শরাবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে,
ইস্তাম্বুলী বাদশার যত নজ্‌জুম আয়ু মাপে!

মজলুম যত মোনাজাত করে কেঁদে কয়,"এয়্ খোদা,
খালেদের বাজু শম্‌শের রেখো সহি-সালামতে সদা!"

www.pathagar.com

আজরাইলও সে পারেনি এগোতে যে আজাজিলের আগে,
ঝুঁটি ধরে তার এনেছে খালেদ, ভেড়ী ধরে যেন বাঘে!
মালেকুল্-মৌত করিবে কব্জ্ রূহ্ সেই খালেদের ?—
হাজার রাজার চামড়া বিছায়ে মাজারে ঘুমায় শের!

* * *

খালেদ! খালেদ! ফজর হ'ল যে, আজান দিতেছে কৌম্,
ঐ শোন শোন—"আস্‌সালাতু খায়্‌র্ মিনান্নৌম্!"
যত সে জালিম রাজা-বাদশারে মাটিতে করেছ গুম্
তাহাদেরি সেই খাকেতে খালেদ করিয়া তয়ম্মুম্
বাহিরিয়া এস, হে রণ-ইমাম, জমায়েত আজ ভারি!
আরব, ইরান, তুর্ক, কাবুল দাঁড়ায়েছে সারি সারি!
আব-জম্‌জম্ উথলি' উঠিছে তোমার ওজুর তরে,
সারা ইসলাম বিনা ইমামেতে আজিকে নামাজ পড়ে!
খালেদ ! খালেদ! ফজরে এলে না, জোহর কাটানু কেঁদে,
আসরে ক্লান্ত ঢুলিয়াছি শুধু বৃথা তহ্‌রিমা বেঁধে'!
এবে কাফনের খেল্‌কা পরিয়া চলিয়াছি বেলাশেষে,
মগরেবের আজ নামাজ পড়িব আসিয়া তোমার দেশে!
খালেদ! খালেদ! সত্য বলিব, ঢাকিব না আজ কিছু,
সফেদ দেও আজ বিশ্ববিজয়ী, আমরা হটেছি পিছু!
তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা,
মোরা আজ দেখি জগৎ জুড়িয়া তাহাদেরি বিভীষিকা!
হটিতে হটিতে আসিয়া পড়েছি আখেরি গোরস্তানে,
মগ্‌রেব বাদে এশার নামাজ পাব কি না কে সে জানে!
খালেদ! খালেদ! বিবস্ত্র মোরা পরেছি কাফন শেষে,
হাতিয়ার-হারা দাঁড়ায়েছি তাই তহ্‌রিমা বেঁধে এসে!

ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজী মহাবীর,
দীন-দুনিয়ার শহীদ নোয়ায় তোমার কদমে শির!
চারিটি জিনিষ চিনেছিলে তুমি, জানিতে না হের-ফের,
আল্লা, রসুল, ইসলাম আর শের-মারা শম্‌শের।
খিলাফত তুমি চাওনি ক কভু, চাহিলে— আমরা জানি,—
তোমার হাতের বে-দেরেগ তেগ অবহেলে দিত আনি'!

www.pathagar.com

উমর যেদিন বিনা অজুহাতে পাঠাইল ফরমান,—
"সিপাহ্-সালার খালেদ পাবে না পূর্ব্বের সম্মান,
আমার আদেশ—খালেদ ওলিদ সেনাপতি থাকিবে না,
সা'দের অধীনে করিবে যুদ্ধ হয়ে সাধারণ সেনা!"
ঝরা জলপাই পাতার মতন কাঁপিতে কাঁপিতে সা'দ,
দিল ফরমান, নফ্‌সি নফ্‌সি জপে, গণে পরমাদ!
খালেদ! খালেদ! তাজিমের সাথে ফরমান প'ড়ে চুমি'
সিপা'-সালারের সকল জেওর খুলিয়া ফেলিলে তুমি!
শিশুর মতন সরল হাসিতে বদন উজালা করি'
একে একে সব রেখে দিলে তুমি সা'দের চরণ 'পরি!
বলিলে,"আমি ত সেনাপতি হ'তে আসিনি, ইব্‌নে সা'দ,
সত্যের তরে হইব শহীদ, এই জীবনের সাধ!
উমরের নয়, এ যে খলিফার ফরমান, ছি ছি আমি
লজ্জিয়া তাহা রোজ-কিয়ামতে হ'ব যশ-বদ্‌নামী?"
মারমুখো যত সেনাদলে ডেকে ইঙ্গিতে বুঝাইলে,
কুর্নিশ করি' সা'দেরে, মামুলি সেনাবাসে ডেরা নিলে!
সেনাদের চোখে আঁসু ধরে না ক, হেসে কেঁদে তারা বলে—
"খালেদ আছিল মাথায় মোদের, এবার আসিল কোলে।"

মক্কায় যবে আসিলে ফিরিয়া, উমর কাঁদিয়া ছুটে,
একি রে, খলিফা কাহার বক্ষে কাঁদিয়া পড়িল লুটে!
"খালেদ! খালেদ!" ডাকে আর কাঁদে উমর পাগল-প্রায়,
বলে,"সত্যই মহাবীর তুই, বুসা দিই তোকে, আয়!
তখ্‌তের পর তখ্‌ত যখন তোমার তেগের আগে
ভাঙ্গিতে লাগিলে, হাতুড়ি যেমন বাদামের খোসা ভাঙ্গে
ভাবিলাম, বুঝি তোমারে এবার মুগ্ধ আরব-বাসী
সিজ্‌দা করিবে, বীরপূজা বুঝি আসিল সর্ব্বনাশী!
পরীক্ষা আমি করেছি খালেদ, ক্ষমা চাই ভাই ফের,
আজ হতে তুমি সিপাহ্‌সালার ইসলাম জগতের!"

* * *

www.pathagar.com

খালেদ! খালেদ! কীর্ত্তি তোমার ভুলি নাই মোরা কিছু
তুমি নাই তাই ইসলাম আজি হটিতেছে শুধু পিছু!
পুরানো দামামা পিটিয়া পিটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে আজ,
আমামা অস্ত্র ছিল না ক' তবু দামামা ঢাকিত লাজ!
দামামা ত আজ ফাঁসিয়া গিয়াছে, লজ্জা কোথায় রাখি,
নামাজ রোজার আড়ালেতে তাই ভীরুতা মোদের ঢাকি!
খালেদ! খালেদ! লুকাব না কিছু, সত্য বলিব আজি,
ত্যাগী ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হতে রাজি!
রীশ্-ই-বুলন্দ্, শেরওয়ানী, চোগা, তস্‌বী ও টুপী ছাড়া
পড়ে না ক' কিছু, মুসলিম-গাছ ধরে যত দাও নাড়া!

* * *

খালেদ! খালেদ! সবার অধম মোরা হিন্দুস্থানী,
হিন্দু না মোরা মুসলিম তাহা নিজেরাই নাহি জানি!
সকলের শেষে হামাগুড়ি দিই,—না, না, ব'সে ব'সে শুধু
মুনাজাত করি, চোখের সুমুখে নিরাশা-সাহারা ধু ধু!
দাঁড়ায়ে নামাজ পড়িতে পারি না, কোমর গিয়াছে টুটি'
সিজ্‌দা করিতে "বাবা গো"! বলিয়া ধুলিতলে পড়ি লুটি'!
পিছন ফিরিয়া দেখি লাল-মুখ আজরাইলের ভাই,
আল্লা ভুলিয়া বলি, "প্রভু মোর তুমি ছাড়া কেহ নাই!"
টক্কর খেতে খেতে শেষে এই আসিয়া পড়েছি হেথা,
খালেদ! খালেদ! রি রি করে বুকে পরাধীনতার ব্যথা!

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চ'ষে!
হান্‌ফী ওহাবী লা-মজ্‌হাবীর তখনো মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল,"তলপি তোল্!"
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুণ্‌তিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু ছাগলের মত!
খালেদ! খালেদ! এই পশুদের চামড়া দিয়ে কি তবে
তোমার পায়ের দুশ্‌মন-মারা দুটো পয়জারও হবে ?

www.pathagar.com

হায় হায় হায়, কাঁদে সাহারায় আজিও তেমনি ও কে ?
দজ্‌লা-ফোরাত নূতন করিয়া মাতম করিছে শোকে!
খর্জ্জুর পেকে খোর্ম্মা হইয়া শুকায়ে পড়েছে ঝুরে
আঙুর-বেদানা নতুন করিয়া বেদনার রসে পুরে।
একরাশ শুখো আখ্‌রোট আর বাদাম ছাড়াতে লয়ে
আঙ্গুল ছেঁচিয়া মুখ দিয়া চুষে মৌনা আরবী-বৌএ!
জগতের সেরা আরবের তেজী যুদ্ধ-তাজির চালে
বেদুইন-কবি সঙ্গীত রচি' নাচিতেছে তালে তালে!
তেমনি করিয়া কাবার মিনারে চড়িয়া মুয়াজ্জিন
আজানের সুরে বলে, কোনোমতে আজও বেঁচে আছে দ্বীন!
খালেদ! খালেদ! দেখ দেখ ঐ জামাতের পিছে কা'রা
দাঁড়ায়ে রয়েছে, নড়িতে পারে না, আহা রে সর্ব্বহারা!
সকলের পিছে নহে বটে তবু জামাত-শামিল নয়,
উহাদের চোখে হিন্দের মত নাই বটে নিঁদ্‌-ভয়!
পিরানের সব দামন ছিন্ন, কিন্তু সে সম্মুখে
পেরেশান ওরা তবু দেখিতেছি ভাঙ্গিয়া পড়েনি দুখে!
তক্‌দীর বেয়ে খুন্‌ ঝরে ওই উহারা মেসেরী বুঝি'!
টলে তবু চলে বারে বারে হারে বারে বারে ওরা যুঝি'!
এক হাতে বাঁধা হেম-জিঞ্জীর আর এক হাত খোলা!
কী যেন হারামী নেশার আবেশে চক্ষু ওদের ঘোলা!
ও বুঝি ইরাকী ? খালেদ! খালেদ! আরে মজা দেখ ওঠো,
শ্বেত-শয়তান ধরিয়াছে আজ তোমার তেগের মুঠো!
দু'হাতে দু'পায়ে আড়-বেড়ী দেওয়া ও কারা চলিতে নারে,
চলিতে চাহিলে আপনার ভায়ে পিছন হইতে মারে।
মর্দ্দের মত চেহারা ওদের স্বাধীনের মত বুলি,
অলস দু'বাজু দু'চোখে সিয়াহ্‌ অবিশ্বাসের ঠুলি!
শামবাসী ওরা সহিতে শেখেনি পরাধীনতার চাপ,
তলওয়ার নাই, বহিছে কটীতে কেবল শূন্য খাপ!

খালেদ! খালেদ! মিসমার হল তোমার ইরাক শাম,
জর্ডন নদে ডুবিয়াছে পাক জেরুজালেমের নাম!

www.pathagar.com

খালেদ! খালেদ! দু'ধারী তোমার কোথা সেই তলোয়ার ?
তুমি ঘুমায়েছ, তলোয়ার তব সে ত নহে ঘুমাবার!
জং ধরেনি ক' কখনো তাহাতে জঙ্গের খুনে নেয়ে,
হাথেলিতে তব নাচিয়া ফিরেছে যেন বেদুইন মেয়ে!
খাপে বিরামের অবসর তার মেলেনি জীবনে কভু,
জুল্‌ফিকার সে দু'খান হয়েছে, ও তেগ টুটেনি তবু!
তুমি নাই তাই মরিয়া গিয়াছে তরবারিও কি তব?
হাত গেছে বলে' হাত-যশও গেল ? গল্প এ অভিনব!
খালেদ! খালেদ! জিন্দা হয়েছে আবার হিন্দা বুড়ি,
কত হামজারে মারে যাদুকরী, দেশে দেশে ফেরে উড়ি'!
ও কারা সহসা পর্ব্বত ভেঙ্গে তুহিন স্রোতের মত,
শত্রুর শিরে উন্মাদ বেগে পড়িতেছে অবিরত!
আগুনের দাহে গলিছে তুহিন আবার জমিয়া উঠে,
শির উহাদের ছুটে গেল হায়! তবু নাহি পড়ে টুটে!

ওরা মরক্কো মর্দ্দের জাত মৃত্যু মুঠার পরে,
শত্রুর হাতে শির দিয়া ওরা শুধু হাতে পায়ে লড়ে!
খালেদ! খালেদ! সর্দ্দার আর শির পায় যদি মূর
খাসা জুতা তারা করিবে তৈরী খাল দিয়া শত্রুর!
খালেদ! খালেদ! জাজিরাতুল সে আরবের পাক মাটি
পলিদ্ হইল, খুলেছে এখানে য়ুরোপ পাপের ভাঁটী!
মওতের দারু পিইলে ভাঙ্গে না হাজার বছরী ঘুম!
খালেদ! খালেদ! মাজার আঁকড়ি' কাঁদিতেছে মজলুম!

খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈসা ফের,
চাই না, মেহ্‌দী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের!

ওয়েসিস—মরূদ্যান! মেশ্‌ক-বু—মৃগনাভি-গন্ধ। সুতুরবান-উষ্ট্রচালক। গোর্জ্জ—গদা। নেজা-ভল্ল। মোতাকারিব—আরবী ছন্দের নাম। আমামা- শিরস্ত্রাণ। মাজার-কবর। মজলুম-অত্যাচারিত। ওফাৎ-মৃত্যু। মালেকুল-মৌৎ—যমরাজ, আজরাইল! জালিম-উৎপীড়ক। আঁসু-অশ্রু। সংগ্‌-দিল্‌- পাষাণ-প্রাণ। তাবা- বিধ্বস্ত। কতলগাহ্‌- বধ্যভূমি। কুল-মুখলুক- সারা সৃষ্টি। খাব- স্বপ্ন। খবুজ - রুটি। দারাজদিল্‌— উন্নতমনা!

www.pathagar.com

আল্‌বোরজ—পারস্যের একটি পর্ব্বত। সহি-সালামত—নিরাপদ। শারাবের জাম—মদের পিয়ালা। নজুম—জ্যোতিষী। আজাজিল—শয়তান। রূহ— জান। কৌম—জাতি। আস্‌সালাতু খায়রুম মিনান্নৌম—নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনা উত্তম। তহরিমা—নামাজে দাঁড়াইয়া নাভির উপর হাত রাখা। কাফন—শবাচ্ছাদন-বস্ত্র। তয়ম্মুম—পানির অভাবে মাটি দ্বারা ওজু করা। কদম— পা। তেগ—তরবারি। বে-দেরেগ—নির্ম্মম। ফরমান—আদেশ। নফসি নফসি—ত্রাহি ত্রাহি। তাজিম—সম্মান। জেওর—অলঙ্কার। ডেরা—বাসস্থান। বুসা—চুম্বন। সিজদা— প্রণতি। মুনাজাত—দোয়া। হানফী-ওহাবী-লা-মজহাবী—মুসলমানদের বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়। পয়জার—জুতা। মাতম—শোক-ক্রন্দন। তাজি—ঘোড়া। মুয়াজ্জিন—নামাজের জন্য আহ্বানকারী। পেরেশান—ক্লান্ত। সিয়াহ্—কালো। মিসমার—ধ্বংস। জিন্দা—জীবিত। জংগ—লড়াই। পলিদ—অপবিত্র।

কৃষ্ণনগর
২১ অগ্রহায়ণ '৩৩

www.pathagar.com

কামাল পাশা

তখন শরৎ-সন্ধ্যা। আসমানের আঙ্গিনা তখন কারবালা ময়দানের মত খুনখারাবীর রঙ্গে রঙ্গীন। সেদিনকার মহা-আহবে গ্রীক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ সৈন্যই রণস্থলে হত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বাকী সব প্রাণপণে . পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছে। তুরস্কের জাতীয় সৈন্যদলের কাণ্ডারী বিশ্বত্রাস মহাবাহু কামাল পাশা মহা হর্ষে রণস্থল হইতে তাম্বুতে ফিরিতেছেন। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদল মহা কল্লোলে অম্বর-ধরণী কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের বুকে পিঠে দুইজন করিয়া নিহত বা আহত সৈন্য বাঁধা। যাহারা ফিরিতেছে, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, গোলাগুলির আঘাতে বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত, পোষাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন-ভিন্ন, পা হইতে মাথা পর্যন্ত রক্ত-রঞ্জিত—তাহাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। উদ্দাম বিজয়োন্মাদনার নেশায় মৃত্যু-কাতর রণক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া তাহারা যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ভাঙ্গা সঙ্গীনের আগায় রক্ত-ফেজ উড়াইয়া ভাঙ্গা খাটিয়া-আদি দ্বারা নির্ম্মিত এক অভিনব চৌদোলে কামালকে বসাইয়া বিষম হল্লা করিতে করিতে তাহারা মার্চ করিতেছে। ভূমিকম্পের সময় সাগর-কল্লোলের মত তাহাদের বিপুল বিজয়ধ্বনি আকাশে-বাতাসে যেন কেমন একটা ভীতি-কম্পনের সৃজন করিতেছে। বহু দূর হইতে সে রণ-তাণ্ডব-নৃত্যের ও প্রবল ভেরী-তুরীর ঘন রোল শোনা যাইতেছে। অত্যধিক আনন্দে অনেকেরই ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছিল। অনেকেরই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

[সৈন্য-বাহিনী দাঁড়াইয়া। হাবিলদার-মেজর তাহাদের মার্চ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যগণ গাহিতেছিল–]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর-সে সামাল সামাল তাই।

www.pathagar.com

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই।
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই।

[হাবিলদার-মেজর মার্চের হুকুম করিল ঃ কুইক্ মার্চ]

লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট্!!
লেফট্! রাইট! লেফ্‌ট্!!

[সৈন্যগণ গাহিতে গাহিতে মার্চ করিতে লাগিল]

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর-সে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর ঃ লেফ্‌ট্! রাইট্!]

সাব্বাস্ ভাই সাব্বাস দিই, সাব্বাস্ তোর শম্‌শেরে!
পাঠিয়ে দিলি দুশমনে সব যম-ঘর একদম্-সে রে
বল্ দেখি ভাই, বল্ হাঁ রে,
দুনিয়ায় কে ডর্ করে না তুর্কীর তেজ তল্‌ওয়ারে?

[লেফ্‌ট্! রাইট! লেফ্‌ট্!]

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!
বুজদিল্ ঐ দুশমন সব বিলকুল্ সাফ হো গিয়া!
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া,
হুর্‌রো হো!
হুররো হো!
দস্যুগুলোয় সাম্‌লাতে যে এমনি দামাল কামাল চাই,
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর ঃ সাবাস সিপাই! লেফট্! রাইট্! লেফট!]

www.pathagar.com

শির হ'তে এই পাঁও-তক ভাই লাল-লালে-লাল খুন মেখে
রণ-ভীতুদের শান্তি-বাণী শুন্‌বে কে?
পিণ্ডারীদের খুন-রঙ্গীন
নোখ-ভাঙা এই নীল সঙ্গীন
তৈয়ার হেয়্ হর্দ্দম ভাই ফাড়ুতে যিগর্ শত্রুদের।
হিংসুক-দল! জোর তুলেছি শোধ্ তোদের!
সাবাস্ জোয়ান! সাবাস্!
ক্ষীণ-জীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্—
এমনি করে রে—
এম্‌নি জোরে রে—
ক্ষীণ-জীবী ঐ জীবগুলোকে পায়ের তলেই দাবাস্!
ঐ চেয়ে দ্যাখ্ আসমানে আজ রক্ত-রবির আভাস!
সাবাস জোয়ান! সাবাস!

[লেফ্‌ট! রাইট্! লেফ্‌ট্!]

হিংসুটে ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হইনি জের,
পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত!
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত!
কি বল ভাই শ্যাঙাত্?
হুররো হো!
হুর্‌রো হো!
দনুজ-দলে দ'লতে দাদা এমনি দামাল কামাল চাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার-মেজর ঃ রাইট্ হুইল্! লেফ্‌ট্! রাইট! লেফ্‌ট!
সৈন্যগণ ডানদিকে মোড় ফিরিল।]
আজাদ মানুষ বন্দী ক'রে অধীন ক'রে স্বাধীন দেশ,
কুল মুলুকের কুষ্টি ক'রে জোর দেখালে ক'দিন বেশ,

www.pathagar.com

মোদের হাতে তুর্কী নাচন নাচ্‌লে তাধিন তাধিন্‌ শেষ!
হুররো হো!
হুর্‌রো হো!
বদ্‌-নসিবের বরাত খারাব বরাদ্দ তাই ক'রলে কি না আল্লায়,
পিশাচগুলো প'ড়ল এসে পেল্লায় এই পাগলাদেরই পাল্লায়!
এই পাগলাদেরই পাল্লায়!
হুররো হো!
হুর্‌রো হো—
ওদের কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধু হল্লা,
ওদের হল্লা শুধু হল্লা,
এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধর্‌তে আসেন তুর্কী তাজী,
মর্দ গাজী মোল্লা! -
হাঃ! হাঃ ! হাঃ!
হেসে নাড়ীই ছেঁড়ে বা
হা! হা! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

[হাবিলদার-মেজর ঃ সাবাস সিপাই! লেফ্‌ট! রাইট্‌! লেফ্‌ট!
সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌-সে সামাল সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[হাবিলদার- মেজর ঃ-লেফ্‌ট হুইল্‌! য়্যাজ য়ূ ওয়্যার!
রাইট হুইল্‌! লেফ্‌ট্‌ ! রাইট্‌! লেফ্‌ট্‌!]

দেখছ কি দোস্ত্‌ অমন ক'রে? হৌ হৌ হৌ!
সত্যি তো ভাই! সন্ধ্যেটা আজ দেখতে যেন সৈনিকেরই বৌ!
শহীদ সেনার টুকটুকে বৌ লাল-পিরহান-পরা,
স্বামীর খুনের ছাপ-দেওয়া তায় ডগ্‌ডগে আন্‌কোরা—
না না না,-- কল্‌জে যেন টুকরো-ক'রে কাটা
হাজার তরুণ শহীদ বীরের,— শিউরে ওঠে গা'টা!

www.pathagar.com

আস্‌মানের ঐ সিং-দরজায় টাঙিয়েছে কোন্ কসাই!
দেখতে পেলে এক্ষুণি গ্যে এই ছোরাটা কলজেতে তার বসাই!
মুণ্ডুটা তার খসাই!
গোস্বাতে আর পাই নে ভেবে কি যে করি দশাই!

[হাবিলদার-মেজর ঃ– সাবাস সিপাই! লেফট্! রাইট্! লেফ্‌ট্!]

[ঢালু পার্ব্বত্য পথ, সৈন্যগণ বুকের পিঠের নিহত ও আহত সৈন্যদের ধরিয়া সন্তর্পণে নামিল।]

আহা কচি ভাইরা আমরা রে!!
এমন কাঁচা জানগুলো খান্ খান্ ক'রেছে কোন্ সে চামার রে?
আহা কচি ভাইরা আমার রে!!

[সামনে উপত্যকা। হাবিলদার-মেজর ঃ—লেফট্ ফর্ম!
সৈন্য-বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল। হাবিলদার মেজর ঃ—ফরওয়ার্ড। লেফট! রাইট্! লেফট্!]

আস্‌মানের ঐ আঙ্‌রাখা!
খুন-খারাবীর রঙ্–মাখা,
কি খুবসুরৎ বাঃ রে বা!
জোর বাজা ভাই কাহার্‌বা!
হোক্ না ভাই এ কারবালা ময়দান—
আমরা যে গাই সাচ্চারই জয়-গান!
হোক্ না এ তোর কার্‌বালা ময়দান!'

হুররো হো
হুর্‌রো–

[সামনে পার্ব্বত্য পথ—হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিতে লাগিল। হুকুম দিয়া গেল ঃ "মার্ক টাইম্!" সৈন্যগণ এক স্থানেই দাঁড়াইয়া পা আছড়াইতে লাগিল।]

www.pathagar.com

দ্রাম্! দ্রাম্! দ্রাম্!
লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট!
দ্রাম্! দ্রাম্! দ্রাম্!
আসমানে ঐ ভাসমান যে মস্ত দুটো রং-এর তাল,
একটা নিবিড় নীল-সিয়া আর একটা খুবই গভীর লাল,–
বুঝলে ভাই ঐ নীল-সিয়াটা শত্রুদের
দেখতে নারে কারুর ভালো,
তাইতে কালো রক্তধারার বইছে শিরায় স্রোত ওদের!
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!
গৃধ্নু ওরা লুব্ধ ওদের লক্ষ্য অসুর বল—
হিংস্র ওরা হিংস্র পশুর দল!
জালিম ওরা অত্যাচারী!
সার জেনেছে সত্য যাহা হত্যা তারই
জালিম ওরা অত্যাচারী
সৈনিকের এই গৈরিকে ভাই—
জোর অপমান করলে ওরাই,
তাই তো ওদের মুখ কালো আজ, খুন যেন নীল জল!–

ওরা হিংস্র পশুর দল!
ওরা হিংস্র পশুর দল!

[হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিয়া ফিরিয়া অর্ডার দিল ঃ ফরওয়ার্ড! লেফ্‌ট্ হুইল! সৈন্যগণ আবার চলিতে লাগিল—লেফ্‌ট্! রাইট্! লেফ্‌ট!]

সাচ্চা ছিল সৈন্য যারা শহীদ হ'ল ম'রে।
তোদের মতন পিঠ ফেরেনি প্রাণটা হাতে ক'রে—
ওরা শহীদ হ'ল ম'রে।
পিটনী খেয়ে পিঠ যে তোদের টিট হ'য়েছে! কেমন!
পৃষ্ঠে তোদের বর্শা বেঁধা, বীর সে তোরা এমন!
মুর্দ্দারা সব যুদ্ধে আসিস্! যা যা!
খুন দেখেছিস্ বীরের? হাঁ দেখ্ টক্‌টকে লাল কেমন গরম তাজা!

www.pathagar.com

[বলিয়াই কটিদেশ হইতে ছোরা খুলিয়া হাতের রক্ত লইয়া দেখাইল।]

মুর্দ্দারা সব যা যা!!
এরাই বলেন হবেন রাজা
আরে যা যা। উচিত সাজা
তাই দিয়েছে শক্ত ছেলে কামাল ভাই!

[হাবিলদার-মেজর ঃ সাবাস সিপাই!]

এই তো চাই! এই তো চাই!
থাকলে স্বাধীন সবাই আছি নেই তো নাই, নেই তো নাই!
এই তো চাই!

[কতকগুলি লোক অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহাদের দেখিয়া সৈন্যগণ আর উত্তেজিত হইয়া উঠিল!]

মার্ দিয়া ভাই মার্ দিয়া!
দুশমন সব হার গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!
পরওয়া নেহি, যানে দো ভাই যো গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!
হুররো হো!
হুর্‌রো হো!

[হাবিলদার-মেজর ঃ—সাবাস জোয়ান! লেফ্‌ট! রাইট!

জোর-সে চলো পা মিলিয়ে!
গা হেলিয়ে,
এম্‌নি ক'রে হাত দুলিয়ে!
দাদরা তালে 'এক দুই তিন' পা মিলিয়ে
ঢেউ-এর মতন যাই!
আজ স্বাধীন এ দেশ! আজাদ মোরা বেহেশ্‌তও না চাই!
আর বেহেশ্‌তও না চাই!

www.pathagar.com

[হাবিলদার-মেজরঃ—সাবাস সিপাই! ফের বল ভাই!]

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্-সে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

[সৈন্যদল এক নগরের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। নগর-বাসিনীরা ঝরকা হইতে মুখ বাড়াইয়া এই মহান দৃশ্য দেখিতেছিল, তাহাদের চোখ-মুখ আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত। আজ বধূদের মুখের বোরখা খসিয়া পড়িয়াছে। ফুল ছড়াইয়া হাত দুলাইয়া তাহারা বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল!]

ঐ শুনেছিস? ঝরকাতে সব বল্‌ছে ডেকে বৌ-দলে—
" কে বীর তুমি! কে চলেছে চৌদোলে?"
চিনিস্ নে কি? এমন বোকা বোনগুলি সব? কামাল এ যে কামাল!
পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে! ভাই যে তোদের!
তা না হলে কার হবে আর রৌশন এমন জামাল?
কামাল এ যে কামাল!!
উড়িয়ে দেবো পুড়িয়ে দেবো ঘর-বাড়ী সব সামাল!
ঘর-বাড়ী সব সামাল!!
আজ আমাদের খুন ছুটেছে ; হোশ টুটেছে,
ডগ্‌মগিয়ে জোশ উঠেছে!
সাম্‌নে থেকে পালাও!
শোহ্‌রত দাও, নওরাতি আজ হর ঘরে দীপ জ্বালাও।
সামনে থেকে পালাও
যাও ঘরে দীপ জ্বালাও।!

[হাবিলদার-মেজর ঃ--লেফ্‌ট্ ফর্ম! লেফ্‌ট্! রাইট! লেফ্‌ট্! লেফ্‌ট্! ফরোয়ার্ড!]

[বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল। পাশেই পরিখার সারি। পরিখাভর্ত্তি নিহত সৈন্যের দল পচিতেছে এবং কতকগুলি অ-সামরিক নগরবাসী তাহা ডিঙ্গাইয়া চলিতেছে।]

www.pathagar.com

ইস্! দেখেছিস্! ঐ কা'রা ভাই সামনে চলেন পা,
ফ'স্‌কে মরা আধ-মরাদের মাড়িয়ে ফেলেন বা!
ও তাই শিউরে ওঠে গা!
হাঃ হাঃ হাঃ !
ম'রলো যে সে ম'রেই গেছে,
বাঁচলো যারা রইল বেঁচে।
এই তো জানি সোজা হিসাব! দুঃখ কি আর আঃ !
মরায় দেখে ডরায় এরা! ভয় কি মরায়? বাঃ !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

[সম্মুখে সঙ্কীর্ণ ভগ্ন সেতু। হাবিলদার-মেজর অর্ডার দিল, "ফর্ম ইনটু সিঙ্গল লাইন।" এক একজন করিয়া বুকের পিঠের নিহত ও আহত ভাইদের চাপিয়া ধরিয়া অতি সন্তর্পণে "স্লো মার্চ' করিয়া পার হইতে লাগিল।]

সত্যি কিন্তু ভাই!
যখন মোদের বুকে বাঁধা ভাইগুলির এই মুখের পানে চাই—
কেমন সে এক ব্যথায় তখন প্রাণটা কাঁদে যে সে!
কে যেন দুই বজ্র-হাতে চেপে ধ'রে কল্‌জেখানা পেষে!
নিজের হাজার ঘায়েল জখম ভুলে তখন ডুকরে কেন কেঁদেও ফেলি শেষে!
কে যেন ভাই কলজেখানা পেষে!!

ঘুমোও পিঠে, ঘুমোও বুকে, ভাইটি আমার, আহা!!
বুক যে ভরে হাহাকারে যতই তোরে সাব্বাস দিই,
যতই বলি বাহা!
লক্ষ্মীমণি ভাইটি আমার, আহা!

ঘুমোও ঘুমোও মরণ-পারের ভাইটি আমার, আহা!
অস্ত-পারের দেশ পারায়ে বহুৎ সে দূর তোদের ঘরের রাহা,
ঘুমোও এখন ঘুমোও ঘুমোও ভাইটি ছোট আহা!
মরণ-বধূর লাল রাঙা বর! ঘুমো!

www.pathagar.com

আহা, এমন চাঁদমুখে তোর কেউ দিল না চুমো!
হতভাগা রে!
ম'রেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে
না জানি কোন্ ফুটতে-চাওয়া মানুষ-কুঁড়ির হিয়ায়!
তরুণ জীবন এমনি গেল, একটি রাতও পেলিনে রে বুকে কোন প্রিয়ায়!
তরুণ খুনের তরুণ শহীদ! হতভাগা রে !
ম'রেও যে তুই দিয়ে গেলি বহুৎ দাগা রে!
তাই যত আজ লিখনেওয়ালা তোদের মরণ স্ফূর্তি-সে জোর লেখে
এক লাইনে দশ হাজারের মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে!
ম'রলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে
আর একটি কথায় দুঃখ জানান "জোর ম'রেছে দশটি হাজার সৈনিকে!"
আঁখির পাতা ভিজলো কি না কোনো কালো চোখের
জানলে না হায় এই জীবনে ঐ সে তরুণ দশটি হাজার লোকের!
প'চে মরিস পরিখাতে, মা-বোনেরা শুনে বলে, 'বাহা'।
সৈনিকেরই সত্যিকারের ব্যথার ব্যথী কেউ কি রে নেই? আহা!—
আয় ভাই তোর বৌ এলো ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত-চেলী প'রে,
আঁধার শাড়ী প'রবে এখন প'শবে যে তোর গোরের বাসর-ঘরে!—
ভাব্‌তে নারি, গোরের মাটি করবে মাটি এ মুখ কেমন করে—
সোনা মানিক ভাইটি আমার ওরে!
বিদায়-বেলায় আরেকটি বার দিয়ে যা ভাই চুমো!
অনাদরের ভাইটি আমার! মাটি মায়ের কোলে এবার ঘুমো!!

[নিহত সৈন্যদের নামাইয়া রাখিয়া দিয়া সেতু পার হইয়া আবার জোরে মার্চ করিতে করিতে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল।]

ঠিক ব'লেছ দোস্ত তুমি
চোস্ত কথা! আয় দেখি তোর হস্ত চুমি!
মৃত্যু এরা জয় ক'রেছে, কান্না কিসের?
আব্-জম্-জম্ আনলে এরা, আপনি পিয়ে কল্‌সী বিষের।
কে মরেছে? কান্না কিসের?
বেশ করেছে!

www.pathagar.com

দেশ বাঁচাতে আপনারি জান্ শেষ করেছে!
বেশ করেছে!!
শহীদ ওরাই শহীদ!
বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে, খুন ওদেরি লোহিত
শহীদ ওরাই শহীদ!!

[এইবার তাহাদের তাম্বু দেখা গেল। মহাবীর আনোয়ার পাশা বহু সৈন্য-সামন্ত ও সৈনিকের আত্মীয়-স্বজন লইয়া বিজয়ী বীরদের অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন দেখিয়া সৈন্যগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া "ডবল মার্চ" করিতে লাগিল।]

হুররো হো!
হুররো হো!
ভাই-বেরাদর পালাও এখন! দূর রহো! দূর রহো!!
হুররো হো! হুররো হো!

[কামাল পাশাকে কোলে লইয়া নাচিতে লাগিল।]

হৌ হৌ হৌ! কামাল জিতা রও!
কামাল জিতা রও!
ও কে আসে! আনোয়ার ভাই?—
আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ্!
জোর নাচো ভাই! হর্দ্দম দাও লাফ্
আজ জানোয়ার সব সাফ!
হুররো হো! হুর্‌রো হো!!
সব-কুচ্ আব্ দূর-রহো— হুররো হো! হুররো হো!!
রণ জিতে জোর মন মেতেছে!— সালাম সবায় সালাম!—
নাচ্‌না থামা রে!
জখমী-ঘায়েল ভাইকে আগে আস্তে নামা রে!
নাচনা থামা রে!

[আহতদের নামাইতে নামাইতে]

www.pathagar.com

কে ভাই? হাঁ, হাঁ, সালাম!
—ঐ শোন্ শোন্ সিপাহ্-সালার কামাল ভাই-এর কালাম!

[সেনাপতির অর্ডার আসিল]

"সাবাস্ থামো হো হো
সাবাস্ হল্ট! এক! দো"!!

[এক নিমেষে সমস্ত কলরোল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখনো কিন্তু তারায় তারায় যেন ঐ বিজয়-গীতির হারা-সুর বাজিয়া বাজিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলিয়া গেল।]

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর-সে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!

তু নে—তুমি। কামাল কিয়া—অভাবনীয় কাণ্ড করলে,অসম্ভব সম্ভব করলে (কামাল মানে কিন্তু পূর্ণ) শমশেরে—তরবারিকে। খুব কিয়া—আচ্ছা করেছ। বুজদিল—ভীরু, কাপুরুষ। পাঁওতক—পা পর্যন্ত। বিল্‌কুল সাফ হো গিয়া—একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। নেস্ত-নাবুদ—ধ্বংস-বিধ্বংস। কুল-মুলুক—সমস্ত দেশটা। আজাদ—মুক্ত। জের—পরাভূত। বদ-নসিব—দুর্ভাগ্য। তাজী—যুদ্ধাশ্ব। পিরাহান—পিরান। গোস্বা—ক্রোধ। খুবসুরৎ—সুন্দর। সিয়া—কৃষ্ণ বর্ণ। জালিম—উৎপীড়ক। মুর্দ্দা—মৃত। জামাল—রূপ। জোশ—উত্তেজনা। শোহরত—ঘোষণা। নওরাতি—উৎসব-রাতি। গোর—কবর, সমাধি। আব্ জম্-জম—মন্দাকিনী সুধা। ভাই-বেরাদর—আত্মীয়-স্বজন। আব্—এখন। সিপাহ্‌সালার—প্রধান সেনাপতি। কালাম—হুকুম! জখ্‌মী—ঘায়েল, আহত।

www.pathagar.com

আনোয়ার

[স্থান—প্রহরী-বেষ্টিত অন্ধকার কারাগৃহ, কনষ্ট্যান্টিনোপল্। কাল—অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি।]

চারিদিক্ নিস্তব্ধ নির্ব্বাক। সেই মৌনা নিশিথিনীকে ব্যথা দিতেছিল শুধু কাফ্রি-সান্ত্রীর পায়চারীর বিশ্রী খট্ খট্ শব্দ। ঐ জিন্দানখানায় মহাবাহু আনোয়ারের জাতীয় সৈন্যদলের সহকারী এক তরুণ সেনানী বন্দী। তাহার কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ, ডাগর চোখ, সুন্দর গঠন—সমস্ত কিছুতে যেন একটা ব্যথিত বিদ্রোহের তিক্ত ক্রন্দন ছল-ছল করিতেছিল। তরুণ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখাপাতে তাহাকে তাহার বয়স অপেক্ষা অনেকটা বেশী বয়স্ক বোধ হইতেছিল।

সেই দিনই ধামা-ধরা সরকারের কোর্ট-মার্শালের বিচারে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে যে, পরদিন নিশিভোরে তরুণ সেনানীকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

আজ হতভাগ্যের সেই মুক্তি-নিশীথ, জীবনের সেই শেষরাত্রি। তাহার হাতে, পায়ে, কটিদেশে, গর্দানে উৎপীড়নের লৌহ-শৃঙ্খল। শৃঙ্খল-ভারাতুর তরুণ সেনানী স্বপ্নে তাহার মা'কে দেখিতেছিল। সহসা চীৎকার করিয়া সে জাগিয়া উঠিল। তাহার পর চারিদিকে কাতর নয়নে একবার চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। শুধু হিমানী-সিক্ত বায়ু হা হা স্বরে কাঁদিয়া গেল, "হায় মাতৃহারা!"

স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তরুণ সেনানী ব্যর্থ রোষে নিজের বামবাহু নিজে দংশন করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। কারাগৃহের লৌহ-শলাকায় তাহার শৃঙ্খলিত দেহভার বারে বারে নিপতিত হইয়া কারাগৃহ কাঁপাইয়া তুলিতেছিল!

এখন তাহার অস্ত্র-গুরু আনোয়ারকে মনে পড়িল। তরুণ বন্দী চীৎকার করিয়া উঠিল—"আনোয়ার।"

আনোয়ার! আনোয়ার!
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত-ও-নাবুদ কর, মারো যত জানোয়ার।

www.pathagar.com

আনোয়ার! আফসোস!
বখ্‌তেরই সাফ দোষ,
রক্তেরও নাই ভাই আর সে যে তাপ জোশ,
ভেঙ্গে গেছে শমশের–পড়ে আছে খাপ কোষ!
আনোয়ার! আফসোস্‌!

আনোয়ার! আনোয়ার!
সব যদি সুম্‌সাম, তুমি কেন কাঁদ আর?
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার!
আনোয়ার! আর না!
দিল্‌ কাঁপে কার না?
তলোয়ারে তেজ নাই! তুচ্ছ স্মার্ণা,
ঐ কাঁপে থরথর মদিনার দ্বার না?
আনোয়ার! আর না!

আনোয়ার! আনোয়ার!
বুক ফেড়ে আমাদের কলিজাটা টানো, আর
খুন কর—খুন কর ভীরু যত জানোয়ার
আনোয়ার! জিঞ্জীর—
পরা মোরা খিঞ্জীর?
শৃঙ্খলে বাজে শোনো রোণা রিণ্‌-ঝিন্‌কির,—
নিবু-নিবু ফোয়ারা বহ্নির ফিন্‌কির!
গর্দ্দানে জিঞ্জীর!

আনোয়ার! আনোয়ার!
দুর্ব্বল এ গিদ্‌ধড়ে কেন তড়পানো আর?
জোরওয়ার শের কই?— জোরবার জানোয়ার।
আনোয়ার! মুশ্‌কিল
জাগা কঞ্জুশ্‌-দিল,
ঘিরে আসে দাবানল তবু নাই হুঁশ তিল!
ভাই আজ শয়তান, ভাই-এ মারে ঘুষ কিল!
আনোয়ার! মুশ্‌কিল!

www.pathagar.com

আনোয়ার! আনোয়ার!
বেইমান মোরা, নাই জান আধ-খানও আর!
কোথা খোঁজো মুসলিম?—শুধু বুনো জানোয়ার।
আনোয়ার! সব শেষ!—
দেহে খুন অবশেষ—
ঝুটা তেরি তল্‌ওয়ার ছিন্‌লিয়া যব্ দেশ
আওরত সম ছি ছি ক্রন্দন-রব পেশ!!
আনোয়ার! সব শেষ!

আনোয়ার! আনোয়ার!
জনহীন এ বিয়াবানে মিছে পস্তানো আর!
আজো যারা বেঁচে আছে তারা ক্ষ্যাপা জানোয়ার!
আনোয়ার!—কেউ নাই।
হাতিয়ার?– সেও নাই।
দরিয়াও থম্‌থম্ নাই তাতে ঢেউ ছাই!
জিঞ্জীর গলে আর বেদুঈন-দে'ও ভাই!
আনোয়ার! কেউ নাই!

আনোয়ার! আনোয়ার!
যে বলে সে মুস্‌লিম জিভ ধরে টানো তার!
বেইমান জানে শুধু জান্‌টা বাঁচানো সার !
আনোয়ার! ধিক্কার!
কাঁধে ঝুলি ভিক্ষার--
তল্‌ওয়ারে শুরু যার স্বাধীনতা শিক্ষার!
যারা ছিল দুর্দ্দম আজ তারা দিক্‌দার!
আনোয়ার! ধিক্কার!

আনোয়ার! আনোয়ার!
দুনিয়াটা খুনিয়ার, তবে কেন মানো আর
রুধিরের লোহু আঁখি—শয়তানী জানো সার !
আনোয়ার! পঞ্জায়
বৃথা লোকে সমঝায়,

www.pathagar.com

ব্যথাহত বিদ্রোহী দিল্ নাচে ঝঞ্ঝায়,
খুন-খেকো তল্‌ওয়ার আজ শুধু রণ্ চায়,
আনোয়ার! পঞ্জায়!

আনোয়ার! আনোয়ার!
পাশা তুমি নাশা হও মুসলিম জানোয়ার,
ঘরে যত দুশমন, পরে কেন হানো মার ?
আনোয়ার! এসো ভাই!
আজ সব শেষ-ও যাই!—
ইসলামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই!—
তেগ ত্যজি' বরিয়াছি ভিখারীর বেশও তাই!
আনোয়ার! এসো ভাই!

[সহসা কাফ্রী সান্ত্রীর ভীম চ্যালেঞ্জ প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনির মত হুঙ্কার দিয়া উঠিল — "এয়্ নৌ-জওয়ান, হুঁশিয়ার!" অধীর ক্ষোভে তিক্ত রোষে তরুণের দেহের রক্ত টগবগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তাহার কটিদেশের, গর্দ্দানের, পায়ের শৃঙ্খল খান খান হইয়া টুটিয়া গেল, শুধু হাতের শৃঙ্খল টুটিল না। সে সিংহ-শাবকের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল—]

এয়্ খোদা! এয়্ আলী! লাও মেরী তলোয়ার!

[সহসা তাহার ক্লান্ত আঁখির চাওয়ায় তুরস্কের বন্দিনী মাতৃমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। ঐ মাতৃমূর্ত্তির পার্শ্বেই তাহার মায়েরও শৃঙ্খলিতা ভিখারিণী বেশ। তাঁহাদের দুজনেরই চোখের কোণে দুই বিন্দু করিয়া করুণ অশ্রু। অভিমানী পুত্র অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিয়া উঠিল—]

ও কে ? ও কে ছল আর ?
না—মা, মরা জান্‌কে এ মিছে তর্‌সানো আর।
আনোয়ার! আনোয়ার!!
"আ ঃ—আঃ—আঃ—"

[কাপুরুষ প্রহরীর ভীম প্রহরণ বিনিদ্র বন্দী তরুণ সেনানীর পৃষ্ঠের উপর পড়িল। অন্ধ কারাগারের বন্ধ রন্ধ্রে তাহারই আর্ত্ত প্রতিধ্বনি গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল—

www.pathagar.com

আজ নিখিল বন্দীগৃহে ঐ মাতৃ মুক্তি-কামী তরুণেরই অতৃপ্ত কাঁদন ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছে। যে দিন এ ক্রন্দন থামিবে, সে দিন সে কোন্ অচিন্ দেশে থাকিয়া গভীর তৃপ্তির হাসি হাসিবে জানি না। তখন হয় তো হারা-মা-আমার আমায় "তারার পানে চেয়ে চেয়ে" ডাকিবেন। আমিও হয় তো আবার আসিব। মা কি আমায় তখন নূতন নামে ডাকিবেন ? আমার প্রিয়জন কি আমায় নূতন বাহুর ডোরে বাঁধিবে ? আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছে, আর কেন যেন মনে হইতেছে.--"আসিবে, সেদিন আসিবে।"

দিলওয়ার—সাহসী। বখ্‌ত্—অদৃষ্ট । জোশ— উত্তেজনা। সুম্‌সাম—নিঝ্‌ঝুম। জিঞ্জীর—শৃঙ্খল। খিঞ্জীর—শূকর। রোণা—ক্রন্দন। জোর্‌ওয়ার—বলবান্। শের—বাঘ। গিদ্‌ধড়—শৃগাল। জের্‌বার—ক্ষতবিক্ষত। কঞ্জুশ-দিল—কৃপণ-মন। হাতিয়ার—অস্ত্র। বিয়াবান—মরুভূমি। দিকদার—তিক্ত-বিরক্ত। তেগ—তলোয়ার। তরসানো—দুঃখ দেওয়া। ফরিয়াদ—অভিযোগ।

www.pathagar.com

ক্রিস্টোফার রোডে নজরুল ঃ ১৯৬৬
সৌজন্যে ঃ কাফেলা, কলকাতা

www.pathagar.com

চিরঞ্জীব জগলুল

প্রাচী'র দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির-রাতে,
মেসেরের শের, শির, শম্‌শের—সব গেল এক সাথে।
সিন্ধুর গলা জড়ায়ে কাঁদিতে—দু'তীরে ললাট হানি',
ছুটিয়া চলেছে মরু-বকৌলি 'নীল' দরিয়ার পানি!
আঁচলের তার ঝিনুক মাণিক কাদায় ছিটায়ে পড়ে,
সোঁতের শ্যাওলা এলো কুন্তল লুটাইছে বালুচরে।...
মরু-'সাইমুম'-তাঞ্জামে চড়ি' কোন্ পরীবানু আসে ?
'লু' হাওয়া ধরেছে বালুর পর্দ্দা সম্ভ্রমে দুই পাশে।
সূর্য্য নিজেরে লুকায় টানিয়া বালুর আস্তরণ,
ব্যজনী দুলায় ছিন্ন পাইন-শাখায় প্রভঞ্জন।
ঘূর্ণি-বাঁদীরা 'নীল' দরিয়ায় আঁচল ভিজায়ে আনি'
ছিটাইছে বারি, মেঘ হ'তে মাগি' আনিতে বরফ-পানি।
ও বুঝি মিসর-বিজয়লক্ষ্মী মূরছিতা তাঞ্জামে,
ওঠে হাহাকার ভগ্ন-মিনার আঁধার দীওয়ান-ই আমে!
কৃষাণের গরু মাঠে মাঠে ফেরে, ধরে না ক' আজ হাল,
গম-ক্ষেত ভেঙ্গে পানি ব'য়ে যায়, তবু নাহি বাঁধে আল।
মনের বাঁধেরে ভেঙ্গেছে যাহার চোখের সাঁতার পানি
মাঠের পানি ও আ'লেরে কেমনে বাঁধিবে সে, নাহি জানি।
হৃদয়ে যখন ঘনায় শাঙন, চোখে নামে বরষাত,
তখন সহসা হয় গো মাথায় এমনি বজ্রপাত।
মাটিরে জড়ায়ে উপুড় হইয়া কাঁদিছে শ্রমিক কুলি,
বলে,—"মা গো, তোর উদরে মাটির মানুষই হয়েছে ধূলি
রতন মাণিক হয় না ত মাটি, হীরা সে হীরাই থাকে
মোদের মাথার কোহিনূর মণি— কি করিব বল্ তাকে ?
দুর্দ্দিনে মা গো যদি ও মাটির দুয়ার খুলিয়া খুঁজি,
চুরি করিবি না তুই এ মাণিক ? ফিরে পাব হারা পুঁজি ?
লৌহ পরশি' করিনু শপথ, ফিরে নাহি পাই যদি
নূতন করিয়া তোর বুকে মোরা বহাব রক্ত-নদী।"

www.pathagar.com

আভীর-বালারা দুধাল গাভীরে দোহায় না, কাঁদে শুয়ে,
দুম্বা-শিশুরা দূরে চেয়ে আছে দুধ ঘাস নাহি ছুঁয়ে।
মিষ্টি ধারাল মিছ্‌রির ছুরি মিস্‌রী মেয়ের হাসি,
হাঁসা পাথরের কুচি-সম দাঁত,- সব যেন আজ বাসি।
আঙ্গুর-লতার অলকগুচ্ছ—ডাঁশা আঙ্গুরের থোপা,
যেন তরুণীর আঙ্গুলের ডগা—হুরী বালিকার খোঁপা,
ঝুরে' ঝুরে' পড়ে হতাদরে আজ অশ্রুর বুঁদ সম।
কাঁদিতেছে পরী, চারিদিকে অরি, কোথায় অরিন্দম!
মরু-নটী তার সোনার ঘুমুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে কাঁদি',
হলুদ খেজুর-কাঁধিতে বুঝি বা রয়েছে তাহারা বাঁধি'।
নূতন করিয়া মরিল গো বুঝি আজি মিসরের মমি,
শ্রদ্ধায় আজি পিরামিড যায় মাটির কবরে নমি'।

মিসরে খেদিব ছিল বা ছিল না, ভুলেছিল সব লোক,
জগলুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান-হারার শোক।
জানি না কখন ঘনাবে ধরার ললাটে মহাপ্রলয়,
মিসরের তরে 'রোজ-কিয়ামত' ইহার অধিক নয়।
রহিল মিসর, চলে গেল তার দুর্ম্মদ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিষ্প্রভ কায়খসরু সিংহাসন।
কি শাপে মিসর লভিল অকালে জরা যযাতির প্রায়,
জানি না তাহার কোন্ সুত দেবে যৌবন ফিরে তায়।
মিসরের চোখে বহিল নূতন সুয়েজ খালের বান,
সুদান গিয়াছে— গেল আজ তার বিধাতার মহাদান।
'ফেরাউন' ডুবে না মরিতে হায় বিদায় লইল মুসা,
প্রাচী'র রাত্রি কাটিবে না কি গো, উদিবে না রাঙা ঊষা ?

* * *

শুনিয়াছি ছিল মমির মিসরে সম্রাট ফের্‌উন,
জননীর কোলে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নিত খুন।
শুনেছিল বাণী, তাহারি রাজ্যে তারি রাজপথ দিয়া
অনাগত শিশু আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।

www.pathagar.com

জীবন ভরিয়া করিল যে শিশু-জীবনের অপমান
পরের মৃত্যু-আড়ালে দাঁড়ায়ে সে-ই ভাবে, পেল প্রাণ।
জনমিল মুসা, রাজভয়ে মাতা শিশুরে ভাসায় জলে,
ভাসিয়া ভাসিয়া সোনার শিশু গো রাজারই ঘাটেতে চলে।
ভেসে এল শিশু রাণীরই কোলে গো, বাড়ে শিশু দিনে দিনে,
শত্রু তাহারি বুকে চড়ে' নাচে, ফেরাউন নাহি চিনে।
এল অনাগত তারি প্রাসাদের সদর দরজা দিয়া,
তখনো প্রহরী জাগে বিনিদ্র দশ দিক আগুলিয়া।
—রসিক খোদার খেলা,
তারি বেদনায় প্রকাশে রুদ্র যারে করে অবহেলা। ---

মুসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখেছি মিসর-মুনি,
ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনী।
ছোটে অনন্ত সেনা-সামন্ত অনাগত কার ভয়ে,
দিকে দিকে খাড়া কারা-শৃঙ্খল, জল্লাদ ফাঁসী ল'য়ে।
আইন-খাতায় পাতায় পাতায় মৃত্যুদণ্ড লেখা,
নিজের মৃত্যু এড়াতে কেবলি নিজেরে করিছে একা।
সদ্যপ্রসূত প্রতি শিশুটিরে পিয়ায় অহর্নিশ
শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা বলি' তিলে-তিলে-মারা বিষ।
ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেল্কি খেলায় হাড়ে,
মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে।

মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে কবে
হে অতিমানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।
চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী,
এরই মাঝে এলে দিনের আলোকে নির্ভীক পথচারী।
রাজার প্রাচীর ছিল দাঁড়াইয়া তোমারে আড়াল করি',
আপনি আসিয়া দাঁড়াইলে তার সকল শূন্য ভরি'।
পয়গম্বর মুসার তবু ত ছিল 'আষা' অদ্ভুত,
খোদ সে খোদার প্রেরিত—ডাকিলে আসিত স্বর্গ-দূত।

www.pathagar.com

চিরঞ্জীব

পয়গম্বর ছিলে না ক' তুমি— পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিলে না দোসর ছিলে না শস্ত্র-পাণি,
আদেশে তোমার নীল দরিয়ার বক্ষে জাগেনি পথ,
তোমারে দেখিয়া করেনি সালাম কোনো গিরি-পর্ব্বত।
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা-গান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্ব্বশক্তিমান।
দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের-রণে বিজয়ী হইবে তা'রা;
অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন দিয়া রণ জয়,
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে— দেশ জয় নাহি হয়।
ভয়ের সাগর পাড়ি দিল যেই শির করিল না নীচু,
পশুর নখর দন্ত দেখিয়া হটিল না কভু পিছু,
মিথ্যাচারীর ভ্রূকুটি-শাসন নিষেধ রক্ত আঁখি
না মানি'— জাতির দক্ষিণ করে বাঁধিল অভয় রাখী,
বন্ধন যারে বন্দিল হ'য়ে নন্দন-ফুলহার,
নাই হ'ল সে গো পয়গম্বর নবী, দেব, অবতার,
সর্ব্ব কালের সর্ব্ব দেশের সকল নর ও নারী
করে প্রতীক্ষা, গাহে বন্দনা, মাগিছে আশিস তারি।

* * *

"এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" হে ঋষি
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি।
গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্মকলহ অজাযুদ্ধের মেলা,
এদের রুধিবে নিত্য রাঙিছে ভারত-সাগর-বেলা।
পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙ্গে খায় একটারে ধরে আসি'
আরটা তখনো দিব্যি মোটায়ে হতেছে খোদার খাসি।
শুনে হাসি পায়, ইহাদেরও নাকি আছে গো ধর্ম্ম জাতি
রাম-ছাগল আর ব্রহ্ম-ছাগল আরেক ছাগল পাতি।
মৃত্যু যখন ঘনায় এদের কশা'য়ের কল্যাণে,
তখনো ইহারা লাঙ্গুল উঁচায়ে এ উহারে গালি হানে!

www.pathagar.com

ইহাদের শিশু শৃগালে মারিলে এরা সভা ক'রে কাঁদে,
অমৃতের বাণী শুনাতে এদের লজ্জায় নাহি বাধে।
নিজেদের নাই মনুষ্যত্ব, জানি না কেমনে তা'রা
নারীদের কাছে চাহে সতীত্ব, হায় রে শরম-হারা!
কবে আমাদের কোন্ সে-পুরুষে ঘৃত খেয়েছিল কেহ,
আমাদের হাতে তারি বাস পাই, আজো করি অবলেহ।
আশা ছিল, তবু তোমাদেরি মত অতি-মানুষেরে দেখি,
আমরা ভুলিব মোদের এ গ্লানি, খাঁটি হবে যত মেকি।
তাই মিসরের নহে এই শোক এই দুর্দ্দিন আজি,
এশিয়া আফ্রিকা দুই মহাভূমে বেদনা উঠেছে বাজি'।
অধীন ভারত তোমারে স্মরণ করিয়াছে শত বার,
তব হাতে ছিল জলদস্যুর ভারত-প্রবেশ-দ্বার।
হে বনি ইসরাইলে'র দেশের অগ্রনায়ক বীর,
'অঞ্জলি দিনু' নীলে'র সলিলে অশ্রু ভাগীরথীর।
সালাম করারও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি'
তব 'ফাতেহা'য় কি দিবে এ জাতি বিনা দু'টো বাঁধা বুলি ?
মলয়-শীতলা সুজলা এ দেশে আশিস করিও খালি—
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু'মুঠো বালি।

* * *

তোমার বিদায়ে দূর অতীতের কথা সেই মনে পড়ে,
মিসর হইতে বিদায় লইল মুসা যবে চিরতরে,
সম্ভ্রমে স'রে পথ ক'রে দিল 'নীল' দরিয়ার বারি,
পিছু পিছু চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিসরের নরনারী।
শ্যেন-সম ছোটে ফেরাউন-সেনা ঝাঁপ দিয়া পড়ে স্রোতে,
মুসা হ'ল পার, ফেরাউন ফিরিল না 'নীল' নদী হ'তে।
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয় তো দেখিব কা'ল
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দজ্জাল।

কৃষ্ণনগর
১৬ ভাদ্র ১৩৩৪

www.pathagar.com

আমানুল্লাহ্

খোশ্ আম্‌দেদ আফ্‌গান-শের! অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে আজ—
সালাম জানায় মুসলিম-হিন্দ্ শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ।
বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা, শাহান্‌শাহ্!
নাই সে ভারত মানুষের দেশ। এ শুধু পশুর কতল্-গাহ্!
দস্তে তোমার দস্ত্ রাখিয়া নাই অধিকার মিলাতে হাত,
রূপার বদলে দু'পায়ে প্রভুর হাত বাঁধা রেখে খায় এ জাত।
পরের পায়ের পয়্‌জার বয়ে হেঁট হ'ল যার উচ্চ শির,
কি হবে তাদের দু'টো টুটো বাণী দু'ফোঁটা অশ্রু নিয়ে, আমির!
ভুলিয়া য়ুরোপ- 'জোহরা'র রূপে আজিকে 'হারুত-মারুত' প্রায়
কাঁদিছে হিন্দু মুসলিম হেথা বন্দী হইয়া চির-কারায়।
মোদের পুণ্যে ' জোহরা'র মত সুরূপা য়ুরূপা দীপ্যমান
ঊর্ধ্ব গগনে। আমরা মর্ত্তে আপনার পাপে আপনি ম্লান।
পশু-পাখী আর তরুলতা যত প্রাণহীন সব হেথা সবাই,
মানুষে পশুতে কশাইখানাতে এক সাথে হেথা হয় জবাই।
দেখে খুশী হবে— এখানে ঋক্ষ শার্দ্দুলও ভুলি' হিংসা-দ্বেষ
বনে গিয়া সব হইয়াছে ঋষি! সিংহ-শাবক হয়েছে মেষ!

কাবুল-লক্ষ্মী দেহে মনে এই পরাধীনদের দেখিয়া কি
রহিল লজ্জা-বেদনায় হায়, বোর্‌কায় তার মুখ ঢাকি' ?

তুমি এলে আজ অভিনব বেশে সেই পথ দিয়া, পার্শ্বে যার
স্তূপ হয়ে আছে অখ্যাতি-সহ লাশ আমাদের লাখ হাজার।
মামুদ, নাদির, শাহ্ আব্‌দালী, তৈমুর এই পথ বাহি'
আসিয়াছে। কেহ চাহিয়াছে খুন, কেহ চাহিয়াছে বাদ্‌শাহী।
কেহ চাহিয়াছে তখ্‌ত্-ই-তাউস, কোহিনূর কেহ,—এসেছে কেউ
খেলিতে সেরেফ খুশ্‌রোজ হেথা, বন্যার সম এনেছে ঢেউ।
'খঞ্জর' এরা এনেছে সবাই, তুমি আনিয়াছ ' হেলাল' আজ'
তোমারে আড়াল করেনি তোমার তরবারি আর তখত্ তাজ।

www.pathagar.com

তুমি আসনি ক' দেখাতে তোমায়, দেখিতে এসেছ সকলেরে।
চলেছ, পূর্ণ সঞ্চয় লাগি' বিপুল বিশ্ব কাবা, হেরে'।
হে মহাতীর্থ-যাত্রা-পথিক! চির-রহস্য-ধেয়ানী গো!
ওগো কবি! তুমি দেখেছ সে কোন্ অজানা লোকের মায়া-মৃগ ?
কখন কাহার সোনার নূপুর শুনিলে স্বপনে, জাগিয়া তায়
ধরিতে চলেছ সপ্ত সাগর তের নদী আজ পারায়ে, হায়!
তখ্‌ত তোমার রহিল পড়িয়া, বাসি লাগে নও-বাদ্‌শাহী,
মুসাফির সেজে চলেছে শা'জাদা না-জানা অকূলে তরী বাহি'!

সুলেমান-গিরি হিন্দুকুশের প্রাচীর লঙ্ঘি' ভাঙ্গি কারা,
আদি সন্ধানী যুবা আফ্‌গান, চলেছে ছুটিয়া দিশাহারা।
সুলেমান সম উড়ন্-তখ্‌তে চলিলে করিতে দিগ্বিজয়,
কাবুলের রাজা, ছড়ায়ে পড়িলে সারা বিশ্বের হৃদয়-ময়।
শম্‌শের হ'তে কম্‌জোর নয় শিরীন্ জবান, জান তুমি,
হাসি দিয়ে তাই করিতেছ জয় অসির অজেয় রণ-ভূমি।

শুধু বাদ্‌শাহী দম্ভ লইয়া আসিতে যদি, এ বন্দী দেশ
ফুলমালা দিয়া না করি' বরণ করিত মামুলি আর্জ্জি পেশ।
খোশামোদ শুধু করিত হয়ত, বলিত না তা'রা "খোশ্-আম্‌দেদ্"
ভাবিত ভারত কাবুলী'তে আর কাবুল-রাজায় নাহি ক' ভেদ।

'আমানুল্লা'রে করি বন্দনা, কাবুল-রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানব জাতির অসম্মান।
ঐ বাদশাহী তখ্‌তের নীচে দীন-ই-ইসলাম শরমে, হায়,
এজিদ হইতে শুরু ক'রে আজো কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়।
বুকের খুশীর বাদশাহ তুমি,—শ্রদ্ধা তোমার সিংহাসন,
রাজাসন ছাড়ি' মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই— তাই করি বরণ।
তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদর-ই-হিন্দ, নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙ্গোনি, ভাঙ্গোনি একখানি ইট মন্দিরের।
কাবুলী'রে মোরা দেখিয়াছি শুধু, দেখিনি কাবুল পামীর-চূড়,
দেখেছি কঠিন গিরি মরুভূমি— পিই নাই পানি সে মরুভূর।

www.pathagar.com

চিরঞ্জীব

আজ দেখি সেথা শত গুলিস্তাঁ চমন কান্দাহার
গজনী হিরাট পাঘ্‌মান কত জালালাবাদের ফুল-বাহার।
ঐ খায়বার-পাস দিয়া শুধু আসেনি নাদির আব্‌দালী,
আসে ঐ পথে নারঙ্গী সেব্‌ আপেল আনার ডালি ডালি।
আসে আঙ্গুর পেশতা বাদাম খোর্ম্মা খেজুর মিঠি মেওয়া,
অঢেল শিরনী দিয়াছে কাবুল, জানে না ক' শুধু সুদ নেওয়া।
কাবুল-নদীর তীরে তীরে ফেরে জাফরান-ক্ষেতে পিয়ে মধু।
আমাদেরি মতো মৌ-বিলাসী গো কত প্রজাপতি কত বঁধু।
সেথায় উছলে তরুণীর শ্বাসে মেশ্‌ক্‌-সুবাস, অধরে মদ,
গাহে বুলবুলি নার্গিস লা'লা আনার-কলির পিয়ে শহদ্‌। .....

দেখিয়াছি শুধু কাবুলীর দেনা, কাবুলী দাওয়াই, কাবুলী হিং,-
তুমি দিয়ে গেলে কাবুল-বাগের দিল-মহলের চাবির রিং।

www.pathagar.com

রীফ-সর্দ্দার

তোমারে আমরা ভুলেছি আজ,
হে নবযুগের নেপোলিয়ন্
কোন্ সাগরের কোন্ সে পার
নিবু-নিবু আজ তব জীবন।

তোমার পরশে হ'ল মলিন
কোন্ সে দ্বীপের দীপালি-রাত,
বন্দিছে পদসিন্ধুজল,
ঊর্দ্ধে শ্বসিছে ঝঞ্ঝাবাত।

তব অপমানে, বন্দী-রাজ,
লজ্জিত সারা নর-সমাজ,
কৃতঘ্নতা ও অবিশ্বাস
আজি বীরত্বে হানিছে লাজ।

মোরা জানি আর জানে জগৎ
শত্রু তোমারে করেনি জয়,
পাপ অন্যায় কপট ছল
হইয়াছে জয়ী, শত্রু নয়।

সম্মুখে রাখি' মায়া-মৃগ
পশ্চাৎ হ'তে হানে শায়ক—
বীর নহে তা'রা ঘৃণ্য ব্যাধ
বর্ব্বর তা'রা নর-ঘাতক।

হে মরু-কেশরী আফ্রিকার!
কেশরীর সাথে হয়নি রণ,
তোমারে বন্দী করেছে আজ
সভ্য ব্যাধের ফাঁদ গোপন।

www.pathagar.com

চিরঞ্জীব

কামানের চাকা যথা অচল
রৌপ্যের চাকি ঢালে সেথায়,
এরাই য়ুরোপী বীরের জাত
শুনে' লজ্জাও লজ্জা পায়!

তুমি দেখাইলে, আজও ধরায়
শুধু খ্রীষ্টের রাসভ নাই,
আজও আসে হেথা বীর মানব,
ইব্‌নে-করিম কামাল-ভাই।

আজও আসে হেথা ইবনে-সৌদ্‌,
আমানুল্লাহ্‌, পহ্‌লবী,
আজও আসে হেথা আল্‌তরাশ,
আসে সনৌসী—লাখ রবি।

*　　*　　*

তুমি দেখাইলে, পাহাড়ী গাঁয়
থাকে না ক' শুধু পাহাড়ী মেষ,
পাহাড়েও হাসে তরুলতা
পাহাড়ের মত অটল দেশ।

থাকে না ক' সেথা শুধু পাথর,
সেথা থাকে বীর শ্রেষ্ঠ নর,
সেথা বন্দরে বানিয়া নাই
সেথা বন্দরে নাই বাঁদর।

শির-দার তুমি ছিলে রীফের,
পরনি ক' শিরে শরীফী তাজ,
মামুলি সেনার সাথে সমান
করেছ সেনানী, কুচকাওয়াজ!

www.pathagar.com

শুধু বীর নহ্, তুমি মানুষ,
শাহী তখ্‌ত্ ছিল গিরি-পাষাণ,
রণভূমে ছিলে রণোন্মাদ,
দেশে ছিলে দোস্ত্ মেহেরবান।

রীফেতে যেদিন সভ্য ভূত
নাচিতে লাগিল তাথৈ থৈ,
আসমান হ'তে রীফ-বাসীর
শিরে ছড়াইল আগুন-খৈ,

কচি বাচ্চারে নারীদেরে
মারিল বক্ষে বিঁধে সঙ্গীন,
যুদ্ধে আহত বন্দীরে
খুন ক'রে যার হাত রঙ্গীন,

হয়েছে বন্দী তা'রা যখন—
(ওদের ভাষায়— হে "বর্ব্বর"।)
করিয়াছ ক্ষমা তাহাদেরে,
তাহাদের করে রেখেছ কর।

ওগো বীর! বীর বন্দীদের
করনি ক' তুমি অসম্মান,
তাদের নারী ও শিশুদেরে
দিয়েছ ফিরায়ে—হরনি প্রাণ।

তুমি সভ্যতা-গর্ব্বীদের
মিটাওনি শুধু যুদ্ধ-সাধ,
তাদের শিখালে মানবতা,
বীরও সে মানুষ, নহে নিষাদ।

* * *

বীরেরে আমরা করি সালাম,
শ্রদ্ধায় চুমি দস্ত্ দারাজ,
তোমারে স্মরিয়া কেন যেন
কেবলি অশ্রু ঝরিছে আজ।

www.pathagar.com

তব পতনের কথা করুণ
পড়িতেছে মনে একে একে,
তব মহত্ত্ব তুমি নিজে
মানুষের বুকে গেলে লিখে'।

মাস্‌তুত ভাই চোরে চোরে—
ফ্রান্‌স্‌ স্পেন করি' আঁতাত্‌
হ'য়ে লাঞ্ছিত বারম্বার
হায়ওয়ান্‌ সাথে মিলাল হাত।

শয়তানী ছল ফেরেব-বাজ
ভুলাল দেশদ্রোহীর মন,
অর্থ তাদের করিল জয়
অস্ত্রে যাহারা জিনিল রণ।

স্বদেশবাসীরে কহ ডাকি'
অশ্রু-সিক্ত নয়নে, হায়—
"ভাঙ্গে নাই বাহু, ভেঙ্গেছে মন,
বিদায় বন্ধু, চির-বিদায়!"

বলিলে, "স্বদেশ! রীফ-শরীফ!
পরাণের চেয়ে প্রিয় আমার।
তুমি চেয়েছিলে মা গো আমায়
সন্তান তব চাহে না আর।

"মা গো তোরে আমি ভালবাসি,
ভালবাসি মা তারও চেয়ে—
মোর চেয়ে প্রিয় রীফ-বাসী
তোর এ পাহাড়ী ছেলেমেয়ে!

"মা গো আজ তা'রা বোঝে যদি,
করিতেছি ক্ষতি আমি তাদের,
আমি চলিলাম, দেখিস্‌ তুই,
তা'রা যেন হয় আজাদ ফের।"

www.pathagar.com

দেশবাসী-তরে, মহাপ্রেমিক,
আপনারে বলি দিলে তুমি,
ধন্য হইল বেড়ী-শিকল
তোমার দস্ত-পদ চুমি।'

আজিকে তোমায় বুকে ধরি'
ধন্য হইল সাগর-দ্বীপ,
ধন্য হইল কারা-প্রাচীর,
ধন্য হইনু বদ্-নসীব।

কাঠ-মোল্লার মৌলবীর
যুজ্‌দানে ইসলাম কয়েদ,
আজও ইসলাম আছে বেঁচে
তোমাদেরি বরে, মোজাদ্দেদ!

বদ্-কিস্‌মত্ শুধু রীফের
নহে বীর, ইসলাম-জাহান
তোমারে স্মরিয়া কাঁদিছে আজ,
নিখিল গাহিছে তোমার গান।

হে শাহান্‌শাহ্ বন্দীদের!
লাঞ্ছিত যুগে যুগাবতার।
তোমার পুণ্যে তীর্থ আজ
হ'ল গো কারার অন্ধকার।

তোমার পুণ্যে ধন্য আজ
মরু-আফ্রিকা মূর-আরব,
ধন্য হইল মুসলমান,
অধীন বিশ্ব করে স্তব।

জানি না আজিকে কোথা' তুমি,
নয়ি দুনিয়ার মুসা তারিক।
আছে "দীন" নাই সিপা'-সালার,
আছে শাহী তখ্‌ত্, নাই মালিক।

www.pathagar.com

মোরা যে ভুলেছি, ভুলিও বীর,
নাই স্মরণের সে অধিকার,
কাঁদিছে কাফেলা কারবালায়,
কে গাহিবে গান বন্দনার ?

আজিকে জীবন-"ফোরাত"-তীর
এজিদের সেনা ঘিরিয়া ঐ,
শিরে দুর্দ্দিন-রবি প্রখর,
পদতলে বালু ফোটায় খই।

জয়নাল সম মোরা সবাই
শুইয়া বিমারী খিমার মাঝ,
আফসোস্ করি কাঁদি শুধু,.
দুশ্‌মন্ করে লুট্‌তরাজ।
আব্বাস সম; তুমি হে বীর,
গেন্ডুয়া খেলি' অরি-শিরে
পহুঁছিলে একা ফোরাত-তীর,
ভরিলে মশক্ প্রাণ-নীরে।

তুমি এলে, সাথে এল না দস্ত্,
করিল শত্রু বাজু শহীদ,
তব হাত হ'তে আব-হায়াত
লুটে নিল ইউরোপ-এজিদ।

কাঁদিতেছি মোরা তাই শুধুই
দুর্ভাগ্যের তীরে বসি',
আকাশে মোদের ওঠে কেবল
মোহর্‌রমের লাল শশী!

এরি মাঝে কভু হেরি স্বপন—
ঐ বুঝি আসে খুশীর ঈদ,
শহীদ হ'তে তো পারি না কেউ—
দেখি কে কোথায় হ'ল শহীদ।

www.pathagar.com

ক্ষমিও বন্ধু, তব জাতের
অক্ষমতার এ অপরাধ,
তোমারে দেখিয়া হাঁকি সালাত,
ওগো মগ্‌রেবী ঈদের চাঁদ।

এ গ্লানি লজ্জা পরাজয়ের
নহে বীর, নহে তব তরে।
তিলে তিলে মরে ভীরু য়ুরোপ
তব সাথে তব কারা-ঘরে।

বন্দী আজিকে নহ তুমি,
বন্দী—দেশের অবিশ্বাস।
আসিছে ভাঙ্গিয়া কারা-দুয়ার
সর্ব্বগ্রাসীর সর্ব্বনাশ।

www.pathagar.com

মহাত্মা মোহসিন

সালাম লহ, হে মহাত্মা মোহসিন।
ইতিহাসে নয়, মানব-হৃদয়ে তব নাম চিরদিন
প্রেমাশ্রুজলে লেখা রবে প্রিয় আত্মীয় স্মৃতি-সম,
মানবাত্মার নিত্য বন্ধু, মহাত্মা নিরুপম।

সারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ধরায় মানব-জন্ম ল'য়ে
মানুষ যাহারা হলো না, বেড়ায় ভোগৈশ্বর্য্য বয়ে,
যাহারা রক্ত-মাংস মেদ ও মজ্জা বৃদ্ধি ক'রে
পেল না শান্তি রস আনন্দ, পশু-সম গেল ম'রে,
সুন্দর সেই স্রষ্টার যারা ইঙ্গিত বুঝিল না,
বণিক-বুদ্ধি আত্মার বিনিময়ে নিল রূপা সোনা,
রূপ-ভোগী নর প্রেম চাহিল না, যে প্রেম রূপের প্রাণ,
আত্মা মলিন হয়ে গেল শোকে না পেয়ে আত্মদান।
মেঘবারি, নদীজল থাকিতেও কাদা-জল যারা খায়,
মদপায়ী হয়, মৌচাকে এত মধু থাকিতেও, হায়।
পথভ্রষ্ট সেই মানুষেরে তুমি পথ দেখাইলে,
রাজৈশ্বর্য্য বিলায়ে, ভিক্ষু, ভিক্ষাপাত্র নিলে।
ভিক্ষা-পাত্র প্রেম-অমৃত পূর্ণ করিয়া তুমি
সিক্ত করিলে আত্মার কা'বা, দারিদ্র্য-মরুভূমি।

কোন্ আনন্দ-প্রেয়সীরে পেয়ে, হে চির-ব্রহ্মচারী,
মিটিল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন্ রস-বারি ?
মোহাম্মদের তত্ত্ব তুমিই শিখালে ভারতে আসি'
ষড়ৈশ্বর্য্য পেয়ে মুসলিম বৈরাগী সন্ন্যাসী।

অর্থ যখনি বাধা হয় শুভ পরমার্থের পথে,
সে অর্থ যদি বঞ্চিত হয় পরার্থে ব্যয় হ'তে।
তখনি অর্থ আনে অনর্থ সুন্দর পৃথিবীতে,
যখনি অসুর দানব-জন্ম লভে মানবের চিতে।
স্বর্ণ হীরক মাণিক মুক্তা তখনি মুক্তি পায়
মানুষের লোভ-বাসনা যখন তাদের নাহি জড়ায়!

www.pathagar.com

অলংকারের রূপে যবে মণি-মুক্তা বন্দী হয়,
অহঙ্কারীর প্রাসাদে তখনি প্রবেশ করে প্রলয়।
রৌপ্য স্বর্ণ কণ্ঠ বাহু ও চরণ জড়ায়ে কহে—
"কাঁদিতে আসি গো, বাঁধিতে আসা তো মোদের ধর্ম্ম নহে,
মোরা পৃথিবীর জমাট রক্ত, মোরা বিধাতার দান,
মোদেরে গলায়ে বিলাইয়া দাও, মুমূর্ষু পাবে প্রাণ।"
হে দ্রষ্টা, তুমি অচেতন জড় ঐশ্বর্য্যের বুকে
দেখেছিলে কোন্ চৈতন্যের জ্যোতিঃ যেন মহাদুখে
লোভীর পরশে গভীর বিষাদে পাষাণ হইয়া আছে,
মুক্তি তাদেরে দিলে দান করি' ক্ষুধিত জনের কাছে!

দশ লাখ টাকা থেকে দশ টাকা দিয়ে দাতা হয় যারা,
কারে বলে দান, তব দান দেখি' শিখে যায় যেন তা'রা।
যারা দান করে, আপনারে তা'রা নিঃশেষে দিয়ে যায়,
মেঘ ঝরে যায়, ভাবে না তাহার বিনিময়ে সে কি পায়।
প্রদীপ নিজেরে তিলে তিলে দাহ করে দেয় নিজ প্রাণ,
প্রদীপই জানে, কি আনন্দ দেয় তারে এই মহাদান।
যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়,
বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয়।
তুমি আল্লার সৃষ্টিরে দিয়ে আল্লার নিয়ামত,
তাহার দানের সম্মান রাখিয়াছ, ওগো হজরত!

পরমার্থের মধু-মাখা তব অর্থ যাহারা পায়,
জিজ্ঞাসা করি, তা'রা কি তোমার মত প্রেমে গ'লে যায় ?
ব্যর্থ হয়নি তব দান জানি, তোমার প্রেমের ঢেউ
এনেছে শক্তি-বন্যা বঙ্গে হয় তো, জানে না কেউ।
যারা জাগ্রত-আত্মা, তারাই করে যে আত্মদান,
তাহাতেই এই পৃথিবী পেয়েছে স্বর্গের সম্মান।
সৃষ্টির যারা সখা তাহারাই রাখে স্রষ্টার নাম,
সেই মহাত্মা তুমি মোহ্‌সিন, লহ আমার সালাম।

নবযুগ
১৯৪১

www.pathagar.com

জামালউদ্দীন

সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন আফগানী তস্‌লীম,
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য্য, পুরুষ মহামহিম।।

সাম্য উমর ফারুকের তুমি, আলীর জুল্‌ফিকার,
অসম সাহস খালেদের, মুসা তারেকের তলোয়ার,
নিরাশার কারবালা-প্রান্তরে দুল্‌দুল্‌ আস্‌ওয়ার,
জড় ও ক্লীবের মাঝে এসেছিলে আদর্শ মুসলিম।

কারাগারে তুমি দেখিলে স্বপন কোন্‌ মহামুক্তির,
ভাঙ্গিয়া বুলন্দ-দরওয়াজা হ'লে মুক্ত-লোকে বাহির,
খান্‌ খান্‌ হয়ে টুটিল অমনি চরণের জিঞ্জীর,
রাঙ্গিল আকাশ, বন্দীর বুকে জাগিল আশা অসীম।।

শত লাঞ্ছনা জুলুম সহিয়া ভাঙ্গিলে সবার নিঁদ,
বুকের রক্তে সুব্‌হ-সাদেক আনিয়া হ'লে শহীদ,
জাগিল কাবুল, মেসের, ইরান, তুর্ক, আরব, হিন্দ্‌,
তুষার-সাগরে হে চাঁদ আসিয়া জাগালে জোয়ার ভীম।।

সউদ, কামাল, জগলুল্‌-পাশা, ইব্‌নে-করিম বীর
তোমার মানস-পুত্রের রূপে এল উন্নত শির,
দ্বীনের জামাল, তরুণ শাহানশাহীর আলমগীর,
'প্রাচী'র গর্ব্ব, সাম্য মৈত্রী মানবতার খাদিম।।

বুলবুল
চৈত্র ১৩৪৪

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আলি

আধেক হিলাল ছিল আসমানে আধেক হিলাল দুনিয়ায়,
দুনিয়ার চাঁদ গেল আসমানে, দুনিয়া অন্ধকারে ছায়।
ছিল না আরবে, ইরানে, তুরানে, ইরাকে, মেসেরে, সিরিয়ায়—
হিন্দুস্থানে ছিল যে রতন হারাইয়া গেল সেও হায়!
উহাদের ছিল ইবনে করিম, সউদ, কামাল, জগ্‌লুল,
আমাদের ছিল মোহাম্মদ আলি—একাই সবার সমতুল।
উহাদের দেশ-নেতার আছিল লোক-লস্কর বৈভব,
মোদের নেতার ছিল না সে সব, তবু গো তাঁহার ছিল সব।
ছিল না কো তেগ্‌-হাতিয়ার তাঁর, আছিল লেখনী আর দিল্‌।
অভয় বাণীর ভরসা লইয়া তাড়ায়েছে তবু আজাজিল্‌!
সে ছিল ফকীর মুসাফির শুধু, ভিক্ষার ঝুলি ছিল সার,
তবু তারি পায়ে করেছে সালাম কামান গুলি ও তরবার।
দুশমন-বুকে বসি' নির্ভীক করিয়াছে তার সাথে রণ ;
করেনি গণনা সে ছিল একাকী, দুশমন ছিল অগণন।
দু'নয়নে তার নয়নের মণি ছিল গো ধর্ম্ম আর দেশ।
তাহারি লাগিয়া সে হল ভিখারী, ধূলায় ফেলিয়া রাজবেশ।
রাজার রাজারে মেনেছে সে শুধু, মানেনি সে মেকি রাজারে।
সেই শক্তিতে হেনেছে সে লাজ রাজার হাজার সাজারে।
ছিল আওরঙ্গজেবী দীনী জোশ, আক্‌বরী দিল্‌ মিলনের,
ছিল "কমরেড্‌" ছিল "হাম্‌দার্দ্দ" দীন দরিদ্র সকলের।
"মোহাম্মদে"র ইসলাম প্রীতি, "আলির" শৌর্য্য বাহুবল,
ছিল গো যাহাতে আজি অসময়ে সে-ই ছেড়ে গেল ধরাতল।
নাই গো মক্কা, মদীনায়ও আজ এমন নিশান-বর্দ্দার।
নাই ইস্‌লাম জাহানে গো আজ এমন দ্বীনী সর্দ্দার!
গেছে বাদশাহী শাহ্‌-ই-তখ্‌ত, সে দুঃখ ছিনু ভুলিয়া,
যার ভরসায়, তাহারেও হায়, বেহেশ্‌ত লইল তুলিয়া।
মোদের জীবনে দেখিনু আমরা দুঃসহ শোক-কিয়ামত,
ধূলি আর মাটি রহিল পড়িয়া, আগুনে পুড়িল নিয়ামত।

www.pathagar.com

মোদের হৃদয়-শাহানশাহ্ আজ চলে গেল, অরাজক দেশ,
যৌব-রাজ্যে অভিষেক করি কারে কই সেই দরবেশ!
নাই নাই কেহ নাই রে তেমন, ক্রন্দন ওঠে চারিধার!
মোদের ভাগ্য-গগনে বুঝি গো থাকিবে না মেঘ বারিধার!
এ পতাকা বয়ে চলিবে কে আর ভারতে তেমন নাই বীর।
হিন্দু কাঁদিছে গুরু গেল বলি, মুসলিম কাঁদে গেল পীর।

* * *

আজও পরাধীন সোনার ভারত, হেথায় তাহারে আনিস নে,
চির-স্বাধীনতা পথের পথিকে যেতে দে, হেথায় টানিস নে।
বদ্ধ খাঁচায় আঘাত হানিয়া আজিকে ক্লান্ত পাখা যে ওর,
জাগাস্‌নে আর ঘুমায়েছে ও যে, কেটেছে খাঁচার বাঁধন-ডোর।
বন্ধন-হীন নিঃসীম নভ ডাকিয়াছে ওরে ছাড়িয়া দে,
তোরা পিঞ্জরে বন্দী বলিয়া মুক্ত পাখীরে ডাকিস্ নে।
যুঝিয়া যুঝিয়া শ্রান্ত সে বড় ; ডাক ছেড়ে তোরা কাঁদিস্ নে।
জাগিয়া উঠিয়া যুঝিবে আবার ওরে কেঁদে ঘুম ভাঙ্গিস্ নে!
যে দেশের পথ ভুলে এসেছিল, যেতে দে রে সেই জেরুজালেম।
সে দেশে নাই রে বন্ধন, নাই পিঞ্জর কারো, নাই জালেম।
তারপর মোরা উহারি মতন পাখা ঝাপটিয়া পিঞ্জরে,
ঐ এক পথে যাব মুসাফির চির-মুক্তির বন্দরে।

সওগাত
১৩৩৮

www.pathagar.com

নবযুগ

বিশ বৎসর আগে—
তোমার স্বপ্ন অনাগত "নবযুগ"-এর রক্তরাগে
রেঙ্গে উঠেছিল। স্বপ্ন সেদিন অকালে ভাঙ্গিয়া গেল,
দৈবের দোষে সাধের স্বপ্ন পূর্ণতা নাহি পেল।
যে দেখায়েছিল সে মহৎ স্বপ্ন, তারি ইঙ্গিতে বুঝি
পথ হ'তে হাত ধরে এনেছিলে এই সৈনিকে খুঁজি ?
কোথা হ'তে এল লেখার জোয়ার তরবারি ধরা হাতে
কারার দুয়ার ভাঙ্গিতে চাহিনু নিদারুণ সংঘাতে।—
হাতের লেখনী, কাগজের পাতা নহে ঢাল তলোয়ার,
তবুও প্রবল কেড়ে নিল দুর্ব্বলের সে অধিকার।
মোর লেখনীর বহ্নিস্রোত বাধা পেয়ে পথে তার
প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতু হয়ে ফিরিয়া এল আবার!
ধূমকেতু-সম্মার্জনী মোর করে, নাই মার্জ্জনা
কারও অপরাধ, অসুরে নিত্য হানিয়াছে লাঞ্ছনা!
হারাইয়া গেনু ধূমকেতু আমি দুদিনের বিস্ময়,
মরা তারা সম ঘুরিয়া ফিরিনু শূন্য আকাশময়।

সে যুগের ওগো জগলুল! আমি ভুলিনি তোমার স্নেহ,
স্মরণে আসিত তোমার বিরাট হৃদয়, বিশাল দেহ,
কত সে ভুলের কাঁটা দলি' কত ফুল ছড়াইয়া তুমি,
ঘুরিয়া ফিরেছ আকুল তৃষায় জীবনের মরুভূমি।
আমি দেখিতাম, আমার নিরালা নীল আসমান থেকে
চাঁদের মতন উঠিতেছে, কভু যাইতেছে মেঘে ঢেকে'।
সুদূরে থাকিয়া হেরিতাম তব ভুলের ফুলের খেলা,
কে যেন বলিত, এ চাঁদ একদা হইবে পারের ভেলা।

www.pathagar.com

সহসা দেখিনু, এই ভেলা যাহাদের পার ক'রে দিল,
যে ভেলার দৌলত ও সওদা দশ হাতে লুটে নিল,
বিশ্বাসঘাতকতা ও আঘাত-জীর্ণ সেই ভেলায়
উপহাস করে তাহারাই আজ কঠোর অবহেলায়।
মানুষের এই অকৃতজ্ঞতা দেখি' উঠি শিহরিয়া,
দানীরে কি ঋণী স্বীকার করিল এই সম্মান দিয়া ?
যত ভুল তুমি করিয়াছ, তার অনেক অধিক ফুল
দিয়াছ রিক্ত দেশের ডালায়, দেখিল না বুল্‌বুল্‌।
যে সূর্য্য আলো দেয়, যদি তার আঁচ একটুকু লাগে,
তাহারি আলোকে দাঁড়ায়ে অম্‌নি গা'ল দেবে তারে রাগে ?
নিত্য চন্দ্র সূর্য্য, তারাও গ্রহণে মলিন হয়,
তাই বলে তারে নিন্দা করা কি বুদ্ধির পরিচয় ?
এই কি বিচার লোভী মানুষের ? বক্ষে বেদনা বাজে,
অর্থের তরে অপমান করে আপনার শির-তাজে।
দুঃখ ক'রো না, ক্ষমা করো, ওগো প্রবীণ বনস্পতি!
যার ছায়া পায় তারি ডাল কাটে অভাগা মন্দমতি।

আমি দেখিয়াছি দুঃখীর তরে তোমার চোখের পানি,
এক আল্লাহ্‌ জানেন তোমারে, দিয়াছ কি কোরবানী।
এরা অজ্ঞান, এরা লোভী, তবু ইহাদের কর ক্ষমা,
আবার এদেরে ডেকে আল্লার ঈদগাহে কর জমা।

শপথ করিয়া কহে এ বান্দা তার আল্লার নামে,
কোনো লোভ কোনো স্বার্থ লইয়া দাঁড়াইনি আমি বামে।
যে আল্লা মোরে রেখেছেন দূরে সব চাওয়া পাওয়া হ'তে,
চলিতে দেননি যিনি বিদ্বেষ গ্লানিময় রাজপথে,
যে পরম প্রভু মোর হাতে দিয়া তাঁহার নামের ঝুলি,
মস্‌নদ্‌ হ'তে নামায়ে দিলেন আমারে পথের ধূলি,
সেই আল্লার ইচ্ছায় তুমি ডেকেছ আমারে পাশে।—
অগ্নিগিরির আগুন আবার প্রলয়ের উল্লাসে
জাগিয়া উঠেছে, তাই অনন্ত লেলিহান শিখা মেলি',
আসিতে চাহিছে কে যেন বিরাট পাতাল-দুয়ার ঠেলি'!

www.pathagar.com

অনাগত ভূমিকম্পের ভয়ে দুনিয়ায় দোলা লাগে,
দেখো দেখো শহীদান ছু'টে আসে মৃত্যুর গুলবাগে।
কে যেন কহিছে, "বান্দা আর এক বান্দার হাত ধরো,
মোর ইচ্ছায় ওর ইচ্ছারে তুমি সাহায্য করো।"
তাই নবযুগ আসিল আবার। রুদ্ধ প্রাণের ধারা
নাচিছে মুক্ত গগনের তলে দুর্ম্মদ মাতোয়ারা।

এই নবযুগ ভুলাইবে ভেদ, ভায়ে ভায়ে হানাহানি,
এই নবযুগ ফেলিবে ক্লৈব্য ভীরুতারে দূরে টানি'।
এই নবযুগ আনিবে জরার বুকে নবযৌবন,
প্রাণের প্রবাহ ছুটিবে টুটিবে জড়তার বন্ধন!
এই নবযুগ সকলের, ইহা শুধু আমাদের নহে,
সাথে এস নৌজোয়ান ভুলিয়া থেকো না মিথ্যা মোহে।
ইহা নহে কারও ব্যবসায়, স্বদেশের স্বজাতির এ যে,
শোনো আসমানে এক আল্লার ডঙ্কা উঠিছে বেজে'।

মোরা জনগণ, শতকরা মোরা নিরানব্বই জন,
মোরাই বৃহৎ, সেই বৃহতের আজ নব-জাগরণ।
ক্ষুদ্রের দলে কে যাবে তোমরা ভোগবিলাসের লোভে ?
আর দেরী নাই, ওদের কুঞ্জ ধূলিলুণ্ঠিত হবে।
আছে যাহাদের বৃহতের তৃষা, নির্ভয় যার প্রাণ,
সেই বীরসেনা লয়ে জয়ী হবে নবযুগ-অভিযান।
আল্লার রাহে ভিক্ষা চাহিতে নবযুগ আসিয়াছে,
মহাভিক্ষুরে ফিরায়ো না, দাও যার যাহা কিছু আছে।
জাগিছে বিরাট দেহ লয়ে পুনঃ সুপ্ত অগ্নিগিরি,
তারি ধোঁওয়া আজ ধোঁয়ায়ে উঠেছে আকাশ ভুবন ঘিরি'।
একি এ নিবিড় বেদনা
একি এ বিরাট চেতনা
জাগে পাষাণের শিরায় শিরায়, সাথে জনগণ জাগে,
হুঙ্কারে আজ বিরাট ঃ "বক্ষে কার গা'র ছোঁওয়া লাগে।

www.pathagar.com

কোন্ মায়াঘুমে ঘুমায়ে ছিলাম, বুঝি সেই অবসরে
ক্ষুদ্রের দল বৃহতের বুকে ব'সে উৎপাত করে।
মোর অণুপরমাণু জনগণ জাগো, ভাঙ্গো ভাঙ্গো দ্বার,
রুদ্র এসেছে বিনাশিতে আজ ক্ষুদ্র অহঙ্কার।"

নবযুগ
১৯৪১

[শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক 'নবযুগে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কবিতাটি তাঁকেই উদ্দেশ্য করে লেখা। —সম্পাদক]

www.pathagar.com

জমীরউদ্দীন খান

তুমি বাদ্‌শাহ্ গানের তখ্‌তে তখ্‌ত্ নশীন,
সুর-লায়লীর দীওয়ানা মজ্‌নু প্রেম-রঙীন।
কণ্ঠে তোমার স্রোতস্বতীর উছল গীতি,
বিহগ-কাকলি, গন্ধর্ব্ব-লোকের স্মৃতি।
সাগরে জোয়ার সম তব তান শান্ত উদার,
হৃদয়ের বেলাভূমে নিশিদিন ধ্বনি শুনি তার।
খেলায় তোমার সুরগুলি পোষা পাখীর মত,
মুক্ত-পক্ষ চঞ্চল-গতি লীলা-রত।
বীণার বেদনা বেণুর আকুতি তোমার সুরে,
ব্যথা-হত ভোলে ব্যথা তার, সুখী ব্যথায় ঝুরে।
সুর-শা'জাদার প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি,
মোর "বন-গীতি" নজ্‌রানা দিয়া দস্ত্ চুমি।

কলকাতা

১লা আশ্বিন ১৩৩৯

[উস্তাদ জমীরউদ্দীন খান ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম সংগীত শিক্ষক। তাঁকে কবি 'বন-গীতি' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন উপর্যুক্ত কাব্য-ভাষায়।—সম্পাদক]

www.pathagar.com

নিশীথ-অন্ধকারে

[গান]

একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর পারে
নিশীথ-অন্ধকারে।
পূরবের রবি ডুবিল গভীর বাদল-অশ্রু-ধারে
নিশীথ-অন্ধকারে।।

ঘিরিয়াছে দিক ঘন ঘোর মেঘে,
পুবালী বাতাস বহিতেছে বেগে,
বন্দিনী মাতা একাকিনী জেগে' কাঁদিতেছে কারাগারে,
শিয়রের দীপ যত সে জ্বালায় নিভে যায় বারে বারে।
নিশীথ-অন্ধকারে।।

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নীরব আজিকে মিনার-চূড়ে,
বহে না শিরাজ-বাগের নহর, বুলবুল গেছে উড়ে'।
ছিল শুধু চাঁদ, গেছে তরবার,
সে চাঁদও আঁধারে ডুবিল এবার,
শিরতাজ-হারা কাঁদে মুসলিম অস্ত-তোরণ-দ্বারে।
উঠিতেছে সুর বিদায়-বিধুর পারাবার পরপারে।
নিশীথ-অন্ধকারে।।

ছিল না সে রাজা—কেঁপেছে বিশ্ব তবু গো প্রতাপে তার,
শত্রুদুর্গে বন্দী থাকিয়া খোলেনি সে তরবার।
ছিল এ ভারত তারি পথ চাহি',
বুকে বুকে ছিল তারি বাদশাহী,
ছিল তার তরে ধূলার তখ্‌ত মানুষের দরবারে।
আজি বরষায় তারি তরবার ঝলসিছে বারে বার।
নিশীথ-অন্ধকারে।।*

---

* এ গীতি-কবিতাটি সৈয়দ আমীর আলীর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত।-সম্পাদক।

www.pathagar.com

বাংলার "আজীজ"

পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন্,
মুসলমানের রাত্রি তখন, আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় তখন বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগ্‌লে তুমি, গাইলে জাগার গান।
ফজর-বেলায় নজর ওগো উঠ্‌লে মিনার-প'র
ঘুম-টুটানো আজান দিলে—"আল্লাহু আকবর।"

কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝ্‌লে তুমি একা,
লেখার যত ইস্‌লামী-জোশ্ তোমায় দিল দেখা!
খাপে রেখে অসি, যখন খাচ্ছিল সব মার,
আলোয় তোমার উঠ্‌ল নেচে দু'ধারী তলোয়ার!
চমকে সবাই উঠ্‌ল জেগে, ঝল্‌সে গেল চোখ,
নৌ-জোয়ানীর খুন্-জোশীতে মস্ত্ হ'ল সব লোক!
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠ্‌ল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখ্‌ল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হ'তে সিংহ-শাবক দল
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাংলা টলটল!
এলে নিশান্-বরদার্ বীর, দুশ্‌মন্ পর্দ্দার,
লায়লা চিরে আন্‌লে নাহার—রাতের তারা-হার!
সাম্যবাদী! নর-নারীতে করতে অভেদ জ্ঞান,
বন্দিনীদের গোরস্তানে রচলে গুলিস্তান।

শীতের জরা দূর হয়েছে ফুটছে 'বাহার'-গুল,
গুল্‌শনে গুল্ ফুট্‌ল যখন, নাই তুমি বুল্‌বুল্!
মশালবাহী বিশাল পুরুষ, কোথায় তুমি আজ ?
অন্ধকারে হাত্‌ড়ে মরে অন্ধ এ-সমাজ।
নাইক সতুন, পড়ছে খ'সে ইসলামের আজ ছাদ,
অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে আর ঘোষ্‌বে কে জেহাদ ?

www.pathagar.com

যেমনি তুমি হাল্‌কা হ'লে আপ্‌না করি' দান্‌,
শুন্‌লে হঠাৎ আলোর পাখী কাজ হারানো গান।
ফুরিয়েছে কাজ, ডাক্‌ছে তবু হিন্দু মুসলমান,
সবার "আজীজ", সবার প্রিয়, আবার গাহ্‌ গান।
আবার এস সবার মাঝে শক্তি রূপে বীর,
হিন্দু সবার গুরু, ওগো মুসলমানের পীর।

['অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজীজ বি. এ. সাহেবের স্মরণে'।]

www.pathagar.com

মিসেস্ এম্ রহমান

মোহ্‌ররমের চাঁদ ওঠার ত আজিও অনেক দেরী,
কেন কার্‌বালা-মাতম উঠিল এখনি আমায় ঘেরি' ?
ফোরাতের মৌজ্ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে?
নিখিল-এতিম ভিড় ক'রে কাঁদে আমার মানস-লোকে।
মর্সিয়া-খান! গা'সনে অকালে মর্সিয়া শোকগীতি,
সর্ব্বহারার অশ্রু-প্লাবনে সয়লাব হবে ক্ষিতি।....

আজ যবে হায় আমি
কুফার পথে গো চলিতে চলিতে কার্‌বালা-মাঝে থামি,
হেরি চারিধারে ঘিরিয়াছে মোরে মৃত্যু এজিদ-সেনা,
ভায়েরা আমার দুশ্‌মন-খুনে মাখিতেছে হাতে হেনা,
আমি শুধু হায় রোগ-শয্যায় বাজু কামড়ায়ে মরি।
দানা-পানি নাই পাতার খিমায় নির্জ্জীব আছি পড়ি'।

এমন সময় এল 'দুলদুল' পৃষ্ঠে শূন্য জিন,
শূন্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল—"জয়নাল আবেদীন।"
শীর্ণ-পাঞ্জা দীর্ণ-পাঁজর পর্ণকুটির ছাড়ি'
উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিনু, রুধিল দুয়ার দ্বারী।
বন্দিনী মা'র ডাক শুনি শুধু জীবন-ফোরাত-পারে,
"এজিদের বেড়া পারায়ে এসেছি, যাদু তুই ফিরে যা'রে।"
কাফেলা যখন কাঁদিয়া উঠিল তখন দুপুর নিশা।—
এজিদে পাইব, কোথা পাই হায় আজরাইলের দিশা ?
জীবন ঘিরিয়া ধুধু করে আজ শুধু সাহারার বালি,
অগ্নি-সিন্ধু করিতেছি পান দোজখ করিয়া খালি।
আমি পুড়ি, সাথে বেদনাও পুড়ে, নয়নে শুকায় পানি,
কলিজা চাপিয়া তড়পায় শুধু বুক-ভাঙ্গা কাৎরানি।
মাতা ফাতিমার লাশের উপর পড়িয়া কাতর স্বরে
হাসান হোসেন কেমন করিয়া কেঁদেছিল, মনে পড়ে।

* * *

www.pathagar.com

অশ্রু-প্লাবনে হাবুডুবু খাই বেদনার উপকূলে,
নিজের ক্ষতিই বড় করি তাই সকলের ক্ষতি ভুলে।
ভুলে যাই—কত বিহগ-শিশুরা এই স্নেহ-বট ছায়ে
আমারই মতন আশ্রয় লভি' ভুলেছে আপন মায়ে।
কত সে ক্লান্ত বেদনা-দগ্ধ মুসাফির এরই মূলে
বসিয়া পেয়েছে মা'র তসল্লি, সব গ্লানি গেছে ভুলে।
আজ তা'রা সবে করিছে মাতম আমার বাণীর মাঝে,
একের বেদনা নিখিলের হ'য়ে বুকে এত ভারী বাজে।
আমারে ঘিরিয়া জমিছে অথই শত নয়নের জল,
মধ্যে বেদনা-শতদল আমি করিতেছি টলমল।
নিখিল-দরদী-দিলের আম্মা! নাহি মোর অধিকার
সকলের মাঝে সকলে ত্যজিয়া শুধু একা কাঁদিবার।
আসিয়াছি মাগো জ়িয়ারত লাগি' আজি অগ্রজ হ'য়ে
মা-হারা আমার ব্যথাতুর ছোট ভাইবোনগুলি ল'য়ে।
অশ্রুতে মোর অন্ধ দু'চোখ, তবু ওরা ভাবিয়াছে—
হয়ত তোমার পথের দিশা মা জানা আছে মোর কাছে।
জীবন-প্রভাতে দেউলিয়া হ'য়ে যারা ভাষাহীন গানে
ভীড় ক'রে মাগো চলেছিল সব গোরস্তানের পানে,
পক্ষ মেলিয়া আবরিলে তুমি সকলে আকুল স্নেহে,
যত ঘর-ছাড়া কোলাকুলি করে তব কোলে তব গেহে।

"কত বড় তুমি" বলিলে, বলিতে, "আকাশ শূন্য ব'লে
এত কোটী তারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহে ধরিয়াছে কোলে!
শূন্য সে বুক তবু ভরেনি রে, আজো সেথা আছে ঠাঁই,
শূন্য ভরিতে শূন্যতা ছাড়া দ্বিতীয় সে কিছু নাই।"

গোর-পলাতক মোরা বুঝি নাই মাগো তুমি আগে থেকে
গোরস্তানের দেনা শুধিয়াছ আপনারে বাঁধা রেখে!
ভুলাইয়া রাখি' গৃহহারাদেরে দিয়া স্ব-গৃহের চাবি
গোপনে মিটালে আমাদের ঋণ—মৃত্যুর মহাদাবী!
সকলেরে তুমি সেবা ক'রে গেলে, নিলে না কারুর সেবা,
আলোক সবারে আলো দেয়, দেয় আলোকেরে আলো কেবা ?

www.pathagar.com

আমাদেরও চেয়ে গোপন গভীর কাঁদে বাণী ব্যথাতুর,
থেমে গেছে তার দুলালী মেয়ের জ্বালা-ক্রন্দন-সুর।
কমল-কাননে থেমে গেছে ঝড় ঘূর্ণির ডামাডোল,
কারার বক্ষে বাজে না ক' আর ভাঙ্গন-ডঙ্কা-রোল।—
বসিবে কখন জ্ঞানের তখ্‌তে বাঙ্‌লার মুসলিম!
বারে বারে টুটে কলম তোমার না লিখিতে শুধু "মিম্‌"।

* * *

সে ছিল আরব-বেদুইনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে,
কাঁদিয়া উঠিত হেরেমের উঁচা প্রাচীরের পানে চেয়ে।
সকলের সাথে সকলের মত চাহিত সে আলো বায়ু,
বন্ধন-বাঁধ ডিঙ্গাতে না পেরে ডিঙ্গাইয়া গেল আয়ু।
সে বলিত, "ঐ হেরেম-মহল নারীদের তরে নহে,
নারী নহে যারা ভুলে বাঁদি-খানা ঐ হেরেমের মোহে।
নারীদের এই বাঁদি ক'রে রাখা অবিশ্বাসের মাঝে
লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি হীন অপমান রাজে।
আপনা ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য-কালের নারী
করিছে পুরুষ-জেলদারোগার কামনার তাঁবেদারী।
বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী নর-দাসী, বন্দিনী র'বে হেরেমেতে বারোমাস।
হাদিস কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে না ক' তা'রা কোরানের বাণী—সমান নর ও নারী।
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই ক'রে
নারীদের বেলা গুম্‌ হয়ে রয় গুম্‌রাহ্‌ যত চোরে।"
দিনের আলোকে ধরেছিল এই মুনাফেক্‌দের চুরি,
মসজিদে ব'সে স্বার্থের তরে ইসলামে হানা ছুরি।
আমি জানি মা গো আলোকের লাগি' তব এই অভিযান
হেরেম-রক্ষী যত গোলামের কাঁপায়ে তুলিত প্রাণ।
গোলাগুলি নাই, গালাগালি আছে, তাই দিয়ে তারা লড়ে,
বোঝে না ক' থুথু উপরে ছুঁড়িলে আপনারি মুখে পড়ে।
আমরা দেখেছি, যত গালি ওরা ছুঁড়িয়া মেরেছে গায়ে,
ফুল হ'য়ে সব ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়াছে তব পায়ে।

* * *

www.pathagar.com

কাঁটার কুঞ্জে ছিলে নাগমাতা সদা উদ্যত-ফণা
আঘাত করিতে আসিয়া 'আঘাত' করিয়াছে বন্দনা।
তোমার বিষের নীহারিকা-লোকে নিতি নব নব গ্রহ
জন্ম লভিয়া নিষেধ-জগতে জাগায়েছে বিদ্রোহ।
জহরের তেজ পান করে মা গো তব নাগ-শিশু যত
নিয়ন্ত্রিতের শিরে গাড়িয়াছে ধ্বজা বিজয়োদ্ধত।
মানেনি ক' তা'রা শাসন-ত্রাসন বাধা-নিষেধের বেড়া—
মানুষ থাকে না খোঁয়াড়ে বন্ধ, থাকে বটে গরু-ভেড়া।

এস্‌ম্‌-আজম তাবিজের মত আজো তব রূহ পাক
তাদেরে ঘেরিয়া আছে কি তেমনি বেদনায় নির্ব্বাক?
অথবা 'খাতুনে-জান্নাৎ' মাতা ফাতিমার গুল্‌বাগে
গোলাব কাঁটায় রাঙা গুল্‌ হয়ে ফুটেছে রক্তরাগে ?

* * *

তোমার বেদনা-সাগরে জোয়ার জাগিল যাদের টানে,
তা'রা কোথা' আজ? সাগর শুকালে চাঁদ মরে কোন্‌খানে ?
যাহাদের তরে অকালে, আম্মা, জান্‌ দিলে কোরবান,
তাদের জাগায় সার্থক হোক তোমার আত্মদান!
মধ্যপথে মা তোমার প্রাণের নিভিল যে দীপ-শিখা,
জ্বলুক নিখিল-নারী-সীমন্তে হয়ে তাই জয়টিকা।

বন্দিনীদের বেদনার মাঝে বাঁচিয়া আছ মা তুমি,
চিরজীবী মেয়ে, তবু যাই ঐ কবরের ধূলি চুমি'।
মৃত্যুর পানে চলিতে আছিলে জীবনের পথ দিয়া,
জীবনের পানে চলিছ কি আজ মৃত্যুরে পারাইয়া ?

কৃষ্ণনগর
১৫ পৌষ '৩৩

www.pathagar.com

আশীর্ব্বাদ

['কল্যাণীয়া শাম্‌সুন্‌ নাহার খাতুন জয়যুক্তাসু']

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারই বুকে নারী ব'সে আছে জ্বালি' বিপদ-বাতির সিন্ধু-দীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হতে আঁখিদীপ ভরি
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা আলো প্রভাতী তারার টিপ পরি'।
আপনার তুমি জান পরিচয়, তুমি কল্যাণী, তুমি নারী,
আনিয়াছ তাই ভরি' হেম-ঝারি মরু-বুকে জম্‌জম্‌-বারি।
অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য রূপ—
তুমি আছ, আছে তোমারো দেবার, তব গেহ নহে অন্ধকূপ।
তুমি আলোকের—তুমি সত্যের—ধরার ধূলার তাজমহল,
রৌদ্রতপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল।
আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম ;
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল কুসুম।
বদ্ধকারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান—
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান!
লহ স্নেহাশিস—তোমার 'পুণ্যময়ী'র, 'শাম্‌স্‌'* পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক, সুন্দর হোক, প্রতি ঘরে চির দীপ্ত রোক!

শাম্‌স্‌-সূর্য

হুগলী
১৯ মাঘ ১৩৩১

www.pathagar.com

কল্যাণী

['পরম কল্যাণীয়া বধূমাতা রাবেয়া হায়দার চিরায়ুষ্মতীষু']

যেমনি মনের ঝরোকা হইতে বোরকা ফেলিলে টানি,'
ফিরদৌসের লালা-গুলরুখ হলে তুমি, কল্যাণী।
তব মুক্ত মনের উদার আকাশে
কত তারা ফোটে, কত চাঁদ হাসে,
তোমার কথার পারাবতগুলি চঞ্চল পাখা হানি'
দিগ্‌দিগন্তে উড়ে চলে আজ শুনায়ে আশার বাণী।

হেরেমের নহ, তুমি এরেমের বাগিচার অঞ্জলি,
পল্লব-গুণ্ঠনে ঢাকা ছিলে শুভ্রা শাপলা কলি।
উতারি' সহসা মুখের নেকাবে
হেরিলে ঈদের চাঁদের রেকাবে
ঊর্ধ্ব হইতে আনন্দ-ঘন অমৃত পড়ে গলি'
ফোরাতের ধারা নেমে এল মরু কারবালা আন্দোলি'।

জুলফেকারের পাশে তব কালো জুল্‌ফের ছায়া দোলে,
কওসর-সাকী হায়দরের কি পিয়ালা তোমার কোলে ?
জৈতুন-রাঙ্গা রওগন নিয়ে
হেরেমে হেরেমে প্রদীপ জ্বালিয়ে
এস তাপসিনী রাবেয়া। ওঠ শুকতারা সম জ্বলে,
কোহ্‌-ই-তূর হতে নূর আনো, এই আঁধার দিগঞ্চলে।

কলকাতা

১লা জানুয়ারী ১৯৪১

www.pathagar.com

চিরঞ্জীব পরিচিতি

হযরত উমর ফারুক (রা)

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ঘনিষ্ঠতম সাথীদের অন্যতম। শ্রেষ্ঠ শাসকদের ইতিহাসে তাঁর নাম শীর্ষস্থানীয়। ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার মহত্তম যোগ্যতার জন্য বিশ্বনবী তাঁকে 'ফারুক' খেতাবে আখ্যায়িত করেন। কুরআন ও সুন্নাহ্‌ভিত্তিক শাসনের মাধ্যমে পৃথিবীর বহুবিস্তৃত এলাকায় শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ সৃষ্টির অগ্রনায়করূপে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়।

হযরত উমর (রা)-এর মূল নাম উমর ইবনুল খাত্তাব। প্রথম জীবনে ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন তিনি। রসূলুল্লাহ্‌র জীবন নাশের পরিকল্পনা নিয়ে বেরিয়ে আশ্চর্যভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াতের অলৌকিক মহিমায় এবং হযরতের সান্নিধ্য-প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি। অতঃপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা, প্রচারে এবং ইসলামী শাসনের উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টিতে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ঘাতকের হাতে শাহাদত লাভ করেন। মদীনায় মহানবীর রওযার পাশেই তাঁরও মাযার শরীফ বিদ্যমান।

হযরত খালেদ (রা)

শ্রেষ্ঠ বীরদের ইতিহাসে হযরত খালেদ (রা) অবিস্মরণীয় নাম। রসূলুল্লাহ্‌র একজন বিশিষ্ট সাহাবী, শ্রেষ্ঠ সমর-নীতিকুশলী, অপরাজেয় সিপাহ্‌-সালার হযরত খালেদ প্রথম জীবনে ইসলামের শত্রু ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছিলো বিশেষভাবে তাঁরই তৎপরতার জন্য। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর শক্তি ও প্রতিভাকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত করেন। শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসেবে মুসলিম বাহিনীর বিশ্বব্যাপী অভিযানে তাঁর নেতৃত্ব ও অবদান বিপুল। তাঁর চির-অপরাজেয় ভূমিকার জন্য 'সাইফুল্লাহ্‌' বা 'আল্লাহ্‌র তলোয়ার' খেতাবে তিনি সম্মানিত।

হযরত খালেদ-এর জীবনে শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠার সাথে সমন্বিত হয়েছে বিনয় ও খিলাফত তথা সত্যের শাসনের প্রতি অম্লান আনুগত্য। এর খাতিরে ব্যক্তিগত যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তিনি প্রস্তুত ছিলেন এবং তা করেছেনও। একই চরিত্রে এ দু'টি দিক শ্রেষ্ঠতম বীরদের ইতিহাসে অনুপম।

কামাল পাশা

নব-তুরস্কের জন্মদাতা কামাল পাশা ওরফে মোস্তফা কামাল। তুরস্কের নবজীবন লাভে তাঁর নেতৃত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁর বিপুল অবদানের জন্য তাঁকে 'আতা তুরুক'— 'আতাতুর্ক'— 'তুরস্কের পিতা' আখ্যায়িত করা হয়।

www.pathagar.com

১৮৮১ সালে তুরস্কের সালোনিকায় কামালের জন্ম। ১৯১৬ সালে রাশিয়ার যুদ্ধে সাফল্যের জন্য জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৯১৮ সালে দেশত্যাগ করেন তিনি। তুর্কী বাহিনী ভেঙে দেয়ার পরিবর্তে তিনি গড়ার কাজে মন দেন। গ্যালিপলির যুদ্ধে ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৯১৯ সালে অটোমান পার্লামেন্টের নির্বাচনে কামালপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯২১ সালে গ্রীক বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলে 'গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী' বিজয়ী কামালকে 'গাজী' উপাধি দেন। ১৯২২ সালে গ্রীকরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও আনাতোলিয়া সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। মুক্ত তুরস্কে জাতি গঠনে অতঃপর তাঁর ভূমিকা ছিলো বিপুল।

আনোয়ার পাশা

মহাবীর আনোয়ার পাশা মোস্তফা কামাল পাশার 'ইয়ং তুর্কী'র নেতৃস্থানীয় সাথী। ১৯১৮ সালে অক্টোবরে মিত্রপক্ষের সাথে তুরস্কের সন্ধি-শর্ত স্বাক্ষরিত হলে তুরস্কের সমর-নায়কদের অন্যতম আনোয়ার পাশা একটি জার্মান যুদ্ধ জাহাজে দেশত্যাগ করেন। কিন্তু পরে পরাজিত জার্মানীর সহায়তা লাভের আশা ছেড়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় যান ও মস্কোয় আশ্রয় পান। বৃটিশ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণের ইচ্ছা ছিলো তাঁর।

প্যান-তুর্কী প্যান ইসলামী আন্দোলনের তিনি ছিলেন এক বলিষ্ঠ প্রবক্তা ও নেতা। মস্কো থেকে মধ্য এশিয়ায় তাসখন্দ যান তিনি। একটি স্বাধীন তুর্কী রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে শাহাদত লাভ করেন।

জগলুল পাশা

নব্য-মিশরের মহান নেতা। ১৮৮২ সালে মিশরের শাসন-কর্তৃত্ব বৃটিশের হাতে চলে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়ে তারা এ দেশকে 'প্রোটেক্টরেট' বানায়। যুদ্ধের পর ১৯২২ সালে জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্থানের প্রেক্ষিতে নামমাত্র সার্বভৌম দেশ হিসেবে মিশর স্বীকৃতি পায়। সাদ জগলুল পাশার নেতৃত্বে 'ওয়াফ্‌দ পার্টি' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঝিমিয়ে পড়া মিশরের বুকে জগলুল পাশার নেতৃত্ব মুসলিম বিশ্বে একটি জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটায়। ইসলামী জীবনবোধের মৌলিকতার সাথে নবযুগের গতিশীলতার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় তিনি মুসলিম জগতে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র নাহাস পাশা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

আমানুল্লাহ্

আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ্। সৈন্যবাহিনীর সমর্থনে শাসন ক্ষমতায় আসেন। ভারতের বৃটিশ সরকারের সাথে শুরু থেকেই তাঁর সংঘাত সৃষ্টি হয়। রাওয়ালপিণ্ডির চুক্তিতে আফগান স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়। সোভিয়েট রাশিয়া ও বৃটিশ সরকারের সাথে নতুন চুক্তি হয়। তা সত্ত্বেও উত্তর সীমান্তে ১৯২২ সাল পর্যন্ত এবং দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত উত্তেজনা ও অস্থিরতা চালু থাকে। ১৯২৬ সালে আমানুল্লাহ্ 'বাদশাহ্' উপাধি নেন।

www.pathagar.com

কিছু শাসন সংস্কার করেন তিনি। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে বেশ কিছু আইনগত সংস্কার করা হয়। রক্ষণশীল সমাজের তরফ থেকে বিদ্রোহ ঘটে। তা দমন করা হয়। ভারত, ইউরোপ, রাশিয়া ও তুরস্ক সফর করে নতুন সংবিধান জারী ও সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। কয়েকটি উপজাতীয় বিদ্রোহ ঘটে। বাচ্চা-ই-সকাও (পরবর্তীতে হাবীবউল্লাহ্ খান বলে খ্যাত) কাবুল দখল করেন। আমানুল্লাহ্ কান্দাহারে পালিয়ে যান। কাবুল পুনরায় জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

রীফ-সর্দার আবদুল করীম

আবদুল করীম আল খাত্তাবী, ১৮৮২ সালে মরক্কোর রীফ রাজ্যের রাজধানী আগাদীরে বনি উরাইগেল গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন খাত্তাবা গোত্রপ্রধান। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করে মেলিলিয়ায় স্পেনীয় সরকারের পররাষ্ট্র দফতরে চাকুরী নেন তিনি। তারপর পিতা-পুত্র স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। তাঁর পিতা নিহত হন এবং তিনি ১৯২০ সালে বন্দী হয়ে ১১ মাস বন্দীজীবন কাটান। পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে আনুয়ালে স্পেনীয় বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। সুদীর্ঘ যুদ্ধে স্পেনীয়রা হটে যায়। অতঃপর তিনি 'মরক্কো'র সুলতান হন এবং 'রীফ প্রজাতন্ত্র' সংগঠনে নিয়োজিত হন। ফরাসী-স্পেন সমবায়ে আক্রমণে আত্মসমর্পণ করে রি-ইউনিয়ন দ্বীপে ১৯২৬-এ নির্বাসিত হন তিনি। ১৯৪৭ সালে পালিয়ে মিশর প্রবেশ করেন। ১৯৪৮-এ 'উ' আফ্রিকা মুক্তি সংঘ' গঠন করেন ও ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান। ক্রমাগত সংগ্রামে ১৯৫৬ সালে মরক্কো স্বাধীন হয়। কিন্তু, তিনি আমরণ মিশরেই থেকে যান। মরক্কোর বাদশাহ ৫ম মুহাম্মদ ১৯৫৮ সালে তাঁকে 'জাতীয় বীরে'র খেতাব দেন। ১৯৬৩ সালে দেশে ফেরার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। স্বদেশে রাজকীয় সম্মান সহকারে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

মহাত্মা হাজী মুহাম্মদ মোহসিন

মহাত্মা হাজী মুহাম্মদ মোহসিন-এর নাম বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ঘরে ঘরে সুপরিচিত। দানশীল ও মহাত্মা হিসাবে তিনি সর্বজন-শ্রদ্ধেয়।

বোন মন্নুজানের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে চিরকুমার মোহসিন বিভিন্ন সমাজসেবা ও শিক্ষা সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং সম্পত্তির এক বিরাট অংশ মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তির জন্য উইল করে দান করে যান। হুগলীর ইমামবাড়া, হাজী মুহাম্মদ মোহসিন কলেজ ইত্যাদি তাঁর অমর কীর্তি।

জামালউদ্দীন আফগানী

১৮৩৯ সালে আফগানিস্তানের কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। একজন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক নেতা এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি বিশ্বে পরিচিত হন। মুসলিম পুনরুত্থানবাদী চিন্তাধারার প্রবক্তা হিসাবে তিনি 'প্যান ইসলামিক আন্দোলনে'র জন্ম দেন। অনৈসলামী জালিম বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি বিপ্লব ঘোষণা

www.pathagar.com

করেন। তাঁর পেছনে সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচররা সক্রিয় হয় এবং ১৮৯৭ সালে ৯ই মার্চ তুরস্কে এক গুপ্তঘাতকের হাতে তিনি শাহাদত লাভ করেন।

মওলানা মুহাম্মদ আলী

ভারতের জৌনপুরে ১৮৭৮ সালে মওলানা মুহাম্মদ আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মহীয়সী মা 'বি-আম্মা' বলে ভারতবর্ষে সর্বজন-শ্রদ্ধেয়া ছিলেন। তাঁর বড় ভাই শওকত আলী ছিলেন তাঁর কর্ম-জীবনের প্রেরণার উৎস। দু' ভাই খিলাফত প্রতিষ্ঠাকালে সর্বভারতীয় খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন ও নেতৃত্ব দেন। ভারতের আযাদী আন্দোলনে তাঁর দান বিপুল। ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে তিনি লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওসীয়ত অনুসারে পরাধীন ভারতে তাঁর দাফন না করে জেরুজালেমে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান সন্তান শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক। 'হক সাহেব' নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সেবক, বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রনায়করূপে তিনি চির শ্রদ্ধেয়। ১৮৭৩ সালে ২৬শে অক্টোবর বরিশাল জেলার চাখারের সাতুরিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা মুহাম্মদ ওয়াজেদ সরকারী উকিল ছিলেন। তাঁর ছাত্রজীবন গৌরবোজ্জ্বল। কর্মজীবনে কলেজের অধ্যাপক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কলকাতা হাই কোর্টের উকিল ; অতঃপর তিনি তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দেশ ও জনগণের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। পরে মন্ত্রী ও অন্যান্য পদে ছিলেন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে 'পাকিস্তান প্রস্তাবে' তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। মন্ত্রীসভার আমলে প্রজাস্বত্ব আইন ও ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে কৃষক প্রজাদের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তির দিগন্ত উন্মোচন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ, লেডী ব্র্যাবোর্ন কলেজ, চাখার কলেজ, আদিনা ফজলুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ ছাড়াও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ১৯৬২ সালে ২৭শে এপ্রিল ৮৯ বছর বয়সে এই মহান নেতা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

উস্তাদ জমীরউদ্দীন খান

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম সঙ্গীত সাধকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তরসূরী হিসেবে উস্তাদ জমীরউদ্দীন খান চিরস্মরণীয়। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের উস্তাদ ছিলেন। তাঁকে কবি 'বনগীতি' গীতি-গ্রন্থটি উৎসর্গ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

উস্তাদ জমীরউদ্দীন খান ছিলেন পাঞ্জাবী। নজরুল তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'জমীরউদ্দীন পাঞ্জাবী ছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ছোটবেলায় তিনি এসেছিলেন, বাংলাকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। ..... জমীরউদ্দীন খান সাহেব ছিলেন খান্দানী গাইয়ে। তিনি ঠুমরী সম্রাট ..... ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, গজল, দাদরা—সব সুরেই তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে তিনি হাজার হাজার সুর রেখে গিয়েছেন। যে কোন সুর তিনি adopt করতে পারতেন। বহু নতুনতর সুর তিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন।'

সৈয়দ আমীর আলী

সৈয়দ আমীর আলী উপমহাদেশের মুসলমানদের নবজাগরণের অন্যতম অগ্রনায়ক। পাণ্ডিত্য ও মনীষায় তিনি ছিলেন অনন্য। মুসলিম পুনরুত্থানবাদী, ঐতিহাসিক, গবেষক ও লেখক, মুসলিম আইনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষক ও ইসলামী আইন গ্রন্থ প্রণেতা, দেশ সেবক, নেতা, বাগ্মী ও মুক্তিবুদ্ধির প্রবক্তা ছিলেন তিনি। মুসলিম আইন-সাহিত্য তৈরীতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

১৮৪৯ সালের ৬ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের চুঁচুঁড়ায় সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, প্রেসিডেন্সী কলেজে আইনের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ঠাকুর আইনের অধ্যাপক, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য এবং সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠার প্রেরণাদাতা ছিলেন তিনি। বিভিন্ন গুরুদায়িত্বে থেকে তিনি দেশসেবা করে গেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থাবলী ঃ Spirit of Islam, History of the Arabs, History of the Saracenes, Ethics of Islam, Modern Series of Islam, সম্পাদিত আইন গ্রন্থাবলী ঃ Students' Hand Book of Mohammedan Law, The Personal Law of the Mohammedans, Civil Procedure in British India, A Commentary on the Bengal Tenancy Act, The law of Evidence applicable to the British India.

১৯২৯ সালের ৩রা আগস্ট তিনি লন্ডনে ইন্তেকাল করেন।

খান বাহাদুর আবদুল আজীজ

চট্টগ্রামের পরলোকগত স্কুল ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর আবদুল আজীজ বি. এ.। চট্টগ্রাম-নোয়াখালীর প্রথম উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে তিনি অন্যতম। জন্ম নোয়াখালীর গুতুমা গ্রামে ১৮৬৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। ছাত্রাবস্থায় ১৮৮২ সালে ঢাকায় অন্যদের সহযোগিতায় 'সুহৃদ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রী-শিক্ষায় এ প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার প্রসারে জীবন উৎসর্গ করেন তিনি। এজন্য তাঁর দু'লাখ টাকার সম্পত্তি উইল করে যান।

চট্টগ্রামে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি, ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল, কবিরুদ্দীন মেমোরিয়েল হল, লী ইসলামিয়া রিডিং রুম ইত্যাদি তাঁর অমর কীর্তির ঘোষক।

www.pathagar.com

'ওবেদী বিয়োগ' ও 'কবিতা কলিকা' তাঁর দু'টি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৬ সালের ৮ই মে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মিসেস এম. রহমান

মিসেস এম. রহমানের পূর্ণ নাম মোসাম্মাৎ মাসুদা খাতুন। পিতা খান বাহাদুর মৌলভী আজহারুল আনোয়ার চৌধুরী এবং স্বামী শ্রীরামপুরের তদানীন্তন সাব-রেজিস্ট্রার কাজী মাহমুদুর রহমান।

মিসেস এম. রহমান একজন ঔপন্যাসিকা ও সুলেখিকা। তাঁর কাছ থেকে নজরুল মাতৃস্নেহ লাভ করেন। নজরুলের সাহিত্য-কর্মে এই মহীয়সী নারী বিশেষ উৎসাহ-প্রেরণা দান করেন। ব্যক্তিগত জীবনেও নজরল এই মহিলার দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

'মা ও মেয়ে' তার অসম্পূর্ণ উপন্যাস। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন 'চানাচুর' প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

কবি তাঁকে 'বিষের বাঁশী' কাব্য-গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।

শামসুন্ নাহার মাহমুদ

খান বাহাদুর আবদুল আজীজের দৌহিত্রী শামসুন্ নাহার মাহমুদ ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের স্নেহধন্যা। তাঁর ভাই মরহুম মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার ও তিনি নজরুলের কাছ থেকে সাহিত্যকর্মে বিপুল প্রেরণা লাভ করেন। বাংলার মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদের নাম অগ্রগণ্য। মুসলিম নারী-জাগরণের তিনি ছিলেন এক পথিকৃৎ।

'রোকেয়া জীবনী', 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' তাঁর লেখা গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মুদ্রিত 'আশীর্ব্বাদ' কবিতাটি তাঁর 'পুণ্যময়ী' পুস্তকের শুভেচ্ছাবাণী। নজরুল তাঁর 'সিন্ধু'-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন 'বাহার ও নাহার'কে।

রাবেয়া হায়দার

নজরুল-এর স্নেহধন্য এবং "নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়" -এর লেখক কবি সূফী জুলফিকার হায়দার-এর স্ত্রী। বাংলার মুসলিম নারী-জাগরণমূলক কর্মতৎপরতায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সমাজ-সেবিকা। নিঃসন্তান কবি সূফী জুলফিকার হায়দার ও রাবেয়া হায়দার ইন্তেকাল করেছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশে নজরুল ঃ বিদায়ী সালাম

www.pathagar.com

'কবি ভবনে' পারিবারিক পরিবেশে নজরুল।

পাশে কবি খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন। ১৯৭৪

সৌজন্য ঃ আবদুল মুকীত চৌধুরী

www.pathagar.com

সূচী

এক

প্রাসঙ্গিক/৩৭৪

আগমন/৩৭৫

পত্র-পত্রিকায় কবি-সত্তার মূল্যায়ন/৩৭৬

ডক্টরেট/৩৮১

মানপত্র/৩৮১

নাগরিকত্ব, একুশে পদক ও আর্মি-ক্রেস্ট/৩৮৩

দুই

ইন্তেকাল/৩৮৪

স্মৃতিচারণ/৩৮৬

অনন্ত-যাত্রায়/৩৮৮

তিন

শোকবাণী/৩৯০

চার

ইন্তেকালের পর ঃ পত্র-পত্রিকায় মূল্যায়ন/৩৯৩

শেষ কথা/৩৯৬

www.pathagar.com

এক

প্রাসঙ্গিক

কবি নজরুল ইসলামের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের সময় থেকে লক্ষ্য করা যায়, একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রে তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছিল। 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত তাঁর 'শাত-ইল-আরব', 'কোরবানী', 'মোহর্‌রম', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম্', 'খেয়াপারের তরণী', 'রণভেরী' প্রভৃতি কবিতায় যে সাধারণ অনুভূতি প্রকাশ পায়, তা ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্তি-কামনার ও জাগরণের আকাঙ্ক্ষা। পরবর্তীকালে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গী বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রসারিত হ'লেও শিক্ষাদীক্ষায় হীনবল, পশ্চাৎপদ ও পরাধীনতার ফলে বঞ্চিত সর্বহারা মুসলমানদের উন্নতির জন্য ঐকান্তিক প্রেরণা-প্রচেষ্টা তাঁর রচনায় বর্তমান ছিল। তাঁর কবিতায়, তাঁর গদ্যে, তাঁর অভিভাষণে ও গানে নিরন্তর সে পরিচয় ফুটে উঠেছে। মুসলমানের, বিশেষ ক'রে বাঙালী মুসলমানের, আশা ও ভাষা তাঁর সাহিত্যে সার্থক রূপায়ণ এবং পাশাপাশি হিন্দু সমাজ সহ সবার স্বপ্ন আশা-ভাষার উপস্থাপনায় সফল কবিশিল্পী হিসেবে তিনি আমাদের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি— জাতীয় কবি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পরও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নজরুল ইসলামের অবদান বিস্মৃত হন নি এবং তিনি পশ্চিমবংগে থাকলেও [জীবিত থাকলেও ১৯৪২ সাল থেকে তিনি সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন] এ দেশের জনগণ তাঁকে নিজেদের জাতীয় কবি ভাবতো। সেভাবেই প্রতি বছর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কবির মূল্যায়ন ও সম্মানার্থে 'নজরুল-জয়ন্তী' উদ্‌যাপন ক'রে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতো তাঁর প্রতি। কবির জীবন ও অমর সাহিত্য-কর্মের মূল্যায়নে গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়। জাতীয় কবির স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার পরবর্তীকালে মাসিক ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে কবিকে নিয়ে আসার জন্য কয়েকবার প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা সফল হয়নি।

www.pathagar.com

আগমন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের নাগরিকদের কবিকে কাছে পাওয়ার সুযোগ ঘটে। ১৯৭২ সালের মে মাসে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধক্রমে ভারত সরকার কবিকে বাংলাদেশে পাঠাতে সম্মত হন। ১০ই জ্যৈষ্ঠ/২৪শে মে একটি বিশেষ ফোকার ফ্রেণ্ডশীপ বিমান কবিকে নিয়ে সকাল ১১-৪০ মিনিটে ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে।

সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সকাল থেকেই বিমান বন্দরে ভীড় জমতে শুরু হয়। বিমান-বন্দর ভবনের ছাদ এবং রানওয়ের একাংশ সকাল ১০টার মধ্যে সকল বয়সের নারী-পুরুষে ভরে যায়। সকলের হাতে ছিল ফুলের মালা ও স্তবক। কবির আগমন উপলক্ষে সে সময় পত্রিকাসমূহে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তার কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

দৈনিক বাংলা/১১ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৯ সাল। প্রধান সংবাদ শিরোনাম ঃ 'নজরুল বাঙালীর স্বাধীন সত্তার রূপকার' ঃ

"অবিরাম ফুলবর্ষণের মাঝে কবি বাংলাদেশে পদার্পণ করলেন। বাঙলার নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর 'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম গতকাল বুধবার সকালে ঢাকায় এসেছেন। সকাল ১১-৪০ মিনিটে বিদ্রোহী কবিকে নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফোকার ফ্রেণ্ডশীপ ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। কবিকে বহনকারী বিমান বন্দরে অবতরণ করার সাথে সাথে অপেক্ষমাণ বিশাল জনতা গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। জনতা আবেগে নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে বিমানের চারপাশ ঘিরে ধরে। ফলে কবিকে বিমানের ভেতর থেকে বাইরে আনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। নিরাপত্তা পুলিশ বিশ মিনিট চেষ্টা করেও জনতাকে দূরে সরাতে পারেনি। কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী মাইক্রোফোনে বলেন, 'কবি অত্যন্ত অসুস্থ। আপনাদের খুশী করার জন্য তবুও আমরা তাঁকে বাংলাদেশে এনেছি।' ছাত্রনেতারাও অনুরোধ জানান। এরপর বিমানের সামনের দরজা দিয়ে কবিকে কোন মতে একটি এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। জনতা এ্যাম্বুলেন্সের উপর অবিরাম পুষ্পবর্ষণ করে।

এ্যাম্বুলেন্সটি কবিকে নিয়ে সরাসরি ধানমণ্ডিতে কবির জন্য নির্দিষ্ট বাড়ীতে চলে আসে। রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে ওখানে দেখতে যান। বুধবার কবির ধানমণ্ডি বাসভবন

www.pathagar.com

কবির সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়। কবি এর আগে ১৯৩৯ সালে শেষবার ঢাকায় এসেছিলেন। সেবার তিনি বনগ্রামে সুনীল ব্যানার্জীর বাসভবনে উঠেছিলেন।

বিমানবন্দরে দর্শনার্থীদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতিক, সাহিত্যিক, কণ্ঠশিল্পী, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, ছাত্র-নেতৃবৃন্দ আর এসেছিলেন নজরুল একাডেমীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তরুণ শিল্পীরা।

কবিকে তাঁর বাসভবনে মাল্যভূষিত করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, 'আমি এসেছি সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আর বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে মহান কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে। কবি নজরুলের বাংলাদেশে আগমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।' তিনি আরো বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামকালে আমরা নজরুলের কাছ থেকে অশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। তাঁর 'দুর্গম গিরি' গান চিরদিন মানুষকে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা দেবে। 'বাংলাদেশ সরকার কবিকে মাসে এক হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুর করেছেন। এ ঘোষণার পর থেকে তা কার্যকরী করা হবে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে ধানমণ্ডি বাসভবনে দেখে আসার পর এই সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।"

'দৈনিক বাংলা'য় (১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ সাল) এ সংবাদ পরিবেশিত হয় ঃ

'রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী বিদ্রোহী কবি নজরুলের সমগ্র রচনাবলীর প্রকাশ এবং দেশের আগামী নাগরিকদের জন্য তা সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কবি নজরুলই বাঙ্গালী জাতিকে সত্য, ন্যায় ও মানবতা প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছেন। নজরুলের কাব্যসম্ভার, গীতিমালা, স্বরলিপি ও অন্যান্য রচনা সংরক্ষণের দায়িত্ব দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে বলে রাষ্ট্রপ্রধান উল্লেখ করেন।'

পত্র-পত্রিকায় কবি-সত্তার মূল্যায়ন

কবিকে সামনে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম যে 'নজরুল-জয়ন্তী' উদ্‌যাপিত হয়, সে সময়কার অনুভূতি ধরা পড়েছে ঢাকার দৈনিক পত্রিকাসমূহে। এখানে সেসব পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সম্পাদকীয়ের আংশিক উদ্ধৃতি দেয়া হ'ল।

www.pathagar.com

১৯৭২-এর ১১ই জ্যৈষ্ঠের 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকীয় 'নজরুলের প্রেরণার সাথে'। এতে বলা হয় ঃ

'বাংলার মাটির পলির রসে, বাংলার আত্মায় রক্তের হরফে উৎকীর্ণ তাঁর নাম। তিলে তিলে নিজেকে উজাড় করে তিনি ভালবেসেছেন এ দেশের মাটিকে। মানুষের দুঃখের, যন্ত্রণার, সংগ্রামের, এত বড় শরীক হতে পেরেছেন খুব কম কবি এবং শিল্পী। বাংলাদেশের মানুষ এবং প্রকৃতির সংগে জড়িয়ে আছে তাঁর কৈশোর আর যৌবনের স্মৃতি। তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম এখানে। এ মাটির সংগে সংযোগ তাঁর নাড়ীর। আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা তাঁর কবিতায়, অগ্নিবীণায়, গানের স্নিগ্ধ সরোবরে বেঁচে আছেন তিনি। তাঁর এ আলোর পথ ধরেই যাত্রা করছি আমরা। তিনি আছেন আমাদের সংগে। চিরকাল থাকবেন।....'

'দৈনিক ইত্তেফাক' -এর সম্পাদকীয়ে বলা হয় ঃ

'বলা বাহুল্য, কবি নজরুলের নামের পুরোভাগে সংযোজিত 'বিদ্রোহী' বিশেষণ যেমন তাঁহার সামগ্রিক কীর্তির পরিচয় বহন করে না, একটা বিশেষ সৃষ্টি বা রূপকেই ভাস্বর করিয়া তুলে, তেমনি তাঁহার বিদ্রোহ কোন ব্যক্তি বিশেষ, শ্রেণী বিশেষ বা সরকার বিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না। তাঁহার বিদ্রোহ ছিল অসত্য, অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে। যে কবির জীবন ও যৌবনের জয়ধ্বনি দুঃসহ প্রহর অতিক্রমের অন্যতম প্রধান প্রেরণা ছিল এবং যাহা আগামী দিনের চলার পথেও সাহস যোগাইবে, সেই কবি আজ আমাদের মধ্যে থাকিয়াও নাই।'

'দৈনিক সংবাদে'র 'সুস্বাগত হে বিদ্রোহী কবি' শীর্ষক সম্পাদকীয়ে বলা হয় ঃ

'পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় জাগা জোয়ারের মতো আমরা আনন্দিত। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পেয়েছি আমাদের মধ্যে। —আজ আমরা ধন্য। আজ আমরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে মনের সমস্ত জমিয়ে রাখা কথা কবিকে শোনাতে ব্যগ্র।—সাম্যের নামে, সত্যিকার স্বাধীনতার নামে আমরা সত্যিকার সোনার বাংলা গড়ার শপথ নিচ্ছি। যাঁর কবিতা গত পঁচিশ বছরে বার বার আমাদের শপথকে লালিত করেছে, তাঁকে একেবারে সামনে পেয়েছি। কবির কবিতা আর গানের অগ্নিবীণাতেই তাঁকে আমরা বরণ করে নিয়েছি।'

www.pathagar.com

'দৈনিক গণকণ্ঠে'র সম্পাদকীয় 'সুপ্ত বিসুভিয়াসের সান্নিধ্য' ঃ

'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা যে আমরা বুঝি না, স্তব্ধ নজরুল তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ হিসাবেই আমাদের মাঝে উপস্থিত। অভাব, অনটন, লাঞ্ছনা, উপেক্ষার মাঝেও যখন তিনি বাঁশের বাঁশরী ও রণতূর্য বাজিয়েছেন, তখনও তাঁকে শোষণ করা হয়েছে অতি নির্মমভাবেই। চৈতন্য সেদিন আমাদের আসেনি বলেই আমরা বুঝতে পারিনি, কি অমূল্য রত্ন আমরা হারাতে চলেছি!.... তবুও তিনি আছেন শুধু দেহে নয়, আপন সৃষ্টির মধ্যে এবং সৃষ্টির মাধ্যমেই চিরদিন বেঁচে থাকবেন। কারণ, মহাকাল সব বাহ্যিক সৃষ্টিকে গ্রাস করলেও অন্তরের সৃষ্টির কাছে সে পরাভূত। সমগ্র মানব জাতির লয় না হওয়া পর্যন্ত এই সৃষ্টি অবিনশ্বর থাকবেই। তাই তেমনি অবিনশ্বর এক সৃষ্টির অধীশ্বরকে আজ আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই—জয়তু নজরুল বলে।'

'Morning News'-এর সম্পাদকীয় ঃ

'A prodigal son of nature-he gave with both hands..... It is natural that the rebel poet should be close to the hearts of the people of Bangladesh... ... Some of our dreams have yet to be realised. Nazrul Islam, who stood for the down-trodden and oppressed has a message for us as we move forward.'

'দৈনিক পূর্বদেশ'-এর 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?' শীর্ষক সম্পাদকীয় ঃ

'নজরুল সম্পর্কে বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বহু রকমের মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সব কিছু বাদ দিয়ে নজরুল সম্পর্কে যে সত্য সবার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তা হলো নজরুল মানবতার কবি। লাঞ্ছিত মানবতার ত্রাণের জন্য তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।.... প্রকৃতপক্ষে কবি বিদ্রোহ করেছিলেন অন্যায়, অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে। তাঁর লেখনীর কশাঘাতের দ্বারা তিনি শুধু শাসক-শোষক গোষ্ঠীকেই জাগাতে চান নি, সাথে সাথে জনগণকেও জাগাতে চেয়েছেন।..... রূপোর চামচ মুখে দিয়ে তিনি পৃথিবীতে আসেননি। জীবনে বহু দুঃখকষ্ট তিনি পেয়েছেন। তাই সর্বহারার ব্যথা তাঁর কবিতার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।'

'The people' -এর 'Homage to Nazrul' শীর্ষক সম্পাদকীয় ঃ

'Nazrul sang of man. of man groaning in tyranny and oppression. The profound vigour and vitality of his forceful

www.pathagar.com

poetry and charming songs inspired the enchained people to rise against the Britishers and the historic liberation movement which led to the emergence of Bangladesh owed much to the spirit of freedom pervading his poetic creations. Endowed as he was with creative vision, he dreamt of a society based on equality and free from exploitation, tyranny and oppression. Nazrul can inspire us now as much in building an Ideal Society as he did during the Liberation movement.

..... The message of Truth and Beauty Nazrul's poetry and songs convey will continue to captivate and vitalise the present as well the future generations.'

'বাংলার বাণী'র 'নজরুল' শীর্ষক সম্পাদকীয় ঃ

"মানুষের কবি নজরুল, বিশ্বমানবতার কবি নজরুল তাই দেশের হয়েও বিশ্বজনীন আবেদনে ধরা দিয়েছেন। 'আর্ট ফর আর্টস সেক্'-এর মহান পূজারীর চেয়ে তিনিই একমাত্র প্রতিভা যিনি ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায়, 'আর্ট ফর মেনস্ সেক্'-এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।.... বাংলা ও বাঙালীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ নজরুল তাই আবহমান রূপসী বাংলার প্রাণের প্রিয়তম কবি, অবহেলিত মানবাত্মার দুর্জয় নিনাদ। সাহিত্যের সাধনা করে কারাগার বরণের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যে তিনি অনন্য।..... সত্যভাষণে এমন নির্ভীকতার আর তুলনা হয় না।—আমরা বলব, বাংলার প্রত্যেকটি মানুষের প্রাণের মন্দিরে যে নজরুল আসন পেয়েছেন, তার কোন ক্ষয় নেই—বাংলার আবহমান সংস্কৃতি আর নজরুলের সত্তা অবিচ্ছিন্ন। নজরুল চিরকালের। জয়তু নজরুল।"

১১ই জ্যৈষ্ঠ মহাসমারোহে ঢাকায় বিদ্রোহী কবির জন্মদিবস পালিত হয়। পরের দিন পত্রিকাসমূহে সেই উদ্দীপনাময় জন্মজয়ন্তীর সংবাদ যেভাবে প্রকাশিত হয় তার কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

'বিদ্রোহী কবি নজরুল সকল শোষণ নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ' শিরোনামে 'ইত্তেফাক' লেখেন ঃ

"সজীব করিব মহাশ্মশান'–এই দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকাসহ বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বত্র 'অগ্নিবীণা'র চিরবিদ্রোহী কবি কাজী

www.pathagar.com

নজরুল ইসলামের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। বিদ্রোহী কবির স্বপ্ন শোষণ-মুক্ত পরিবেশে তাহার ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সকল কর্মসূচীতে রাষ্ট্রের কর্ণধারসহ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ছাড়াও মুক্ত চিত্তে সর্বশ্রেণীর নাগরিক এইবারই প্রথম বাংলাদেশে কবির জন্মোৎসবে জাতীয় মর্যাদার সহিত অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যৌবনের কবি, জীবনের কবি এবং সর্বোপরি মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য-কর্মের নূতন মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে কবির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।"

'কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্ত' শিরোনামে 'সংবাদ' বলেন ঃ

"গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে কবির বর্তমান বাসভবন ধানমণ্ডির আটাশ নম্বর রোডের বাড়ীটি বাংলার চারণ-কবি নজরুলের জন্মতিথি উপলক্ষে একটি পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। সমবেত দর্শনার্থীরা নির্বাক কবির কতকগুলো দুর্লভ মুহূর্তের সান্নিধ্য লাভ করেন। বাকহারা কবি সমাগত শিল্পীদের গান শুনে এক সময় হেসে ওঠেন, আবার কাঁদেন, আদর করে শিল্পীদের পিঠে হাত বুলিয়ে দেন।...

দুপুরের দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে যখন নজরুল-গীতির অনুষ্ঠান চলছিল তখন 'ফুলের জলসায় নীরব' ক্লান্ত কবির মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল এবং স্মিতমুখে তিনি মালাগুলো নিচ্ছিলেন এবং যেন খুশী হয়ে সমবেত গায়ক-গায়িকাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। ...কবি তবলা বড় ভালবাসেন। তাই তবলচী যখন তবলা বাজানো বন্ধ করেন, তখন তিনি ইশারা করে তাঁকে বাজাতে বলেন। মাঝে মাঝে তিনি শিল্পীদের দিকে ফুলের পাপড়ি ছুঁড়ে দেন।"

বাসসের উদ্ধৃতি দিয়ে 'Morning News'/'Over 50,000 Visit Nazrul' শিরোনামে লেখেন ঃ

'Over fifty thousand visitors, men, women and children of all ages defied inclement weather yesterday, greeted the Rebel Poet Kazi Nazrul Islam at his Dhanmondi residence on the occasion of the poet's 74th (?) birthday'.

www.pathagar.com

ডক্টরেট

সাহিত্যে কবির অমর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষে এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করেন। কবিকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে ১৯৭৪ সালের ১৩ই এপ্রিল সিণ্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ গ্রহণ করেন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে ঃ

Extract of the Minutes of the Syndicate held on the 13th April. 1974. Conferment of degree of Honoris Causa on some distinguished persons : With reference to the recommendation of the Academic Council (23.3.74) RESOLVED :

That the Degree of Honoris Causa be conferred on the following persons as noted against each :

i. Professor Satyendranath Bose (D. Sc)
ii. Dr. Muhammad Shahidullah (D. Litt)
iii. Kazi Nazrul Islam (D. Litt)*
iv. Ustad Ali Akbar Khan (D. Litt)
v. Hirendra Lal Dey (D. Sc)
vi. Muhammad Qudrat-i-Khuda (D. Sc)
vii. Dr. Kazi Motahar Hussain (D. Sc)
viii. Prof. Abul Fazal (D. Litt)

মানপত্র

এক সম্মানপত্রে নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁরা কবির সৃষ্টির মূল্যায়ন করেন ঃ

"দেশকালের জরা-শোক-অবক্ষয়-অন্ধকারকে নীলকণ্ঠের মত ধারণ করে প্রজ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার, আনন্দের, সংগ্রামের আলোকিত চেতনাকে যাঁরা বিশ্বলোকে পৌঁছে দিতে সক্ষম, তাঁরাই মহৎ। তেমনি প্রতিভা আপনি, কাজী নজরুল ইসলাম।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ নিয়ন্ত্রিত বাংলার অসম্পূর্ণ পুনর্জাগরণে আহূত সকল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন নষ্ট স্বপ্নে মজ্জমান, তাদের চেতনাস্রোত

www.pathagar.com

যখন অন্ধকার বৃত্তে আবর্তিত, বাংলা সাহিত্যে তখন আপনার আবির্ভাব প্রমিথিউসের মত।

আপনার অত্যুজ্জ্বল আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের প্রাণে ও শরীরে সঞ্চার করেছিল বিপুল তারুণ্যের ঐশ্বর্য, বেগের আবেগ, গতির উচ্ছ্বাস, স্বাস্থ্যবান কল্পনার উদ্দামতা।

আপনি কবি, এবং আপনার কবিপ্রতিভার প্রাণশক্তি বাঙালী জীবনের বৃহত্তম ঐতিহ্যিক ঐক্যে ছিল প্রতিষ্ঠিত। সে কারণেই আপনার সৃষ্টি নিপীড়িত জন-মানুষের আকাঙ্ক্ষার, সম্ভাবনার, প্রতিবাদের, বিদ্রোহের ব্যতিক্রমী উচ্চারণ। আপনার সাহিত্যকর্ম সত্যসুন্দর আর মানবতার উচ্চকণ্ঠ শিল্পরূপ। আপনি ছিলেন আপোসহীন সত্যসন্ধ কবি। ব্রিটিশের রাজরোষ, কারাগার আপনাকে বন্দী করেছে, কিন্তু অকুতোভয় আপনি দ্বিগুণ আনন্দে প্রজ্বলিত হয়েছেন সত্যের স্বপক্ষে। আপনি সর্বহারার সাম্যবাদী কবি, কল্যাণ আর প্রেম-সাধনার কবি। তাই আজ পর্যন্ত আপনিই জনগণপ্রিয় কবি, এবং আপনিই সমকাল ও শিল্পরীতির সাথে ঘটিয়েছেন বিস্ময়কর একান্ত সমন্বয়। কেবলমাত্র জীবনের বহিরংগ সংলাপে নয়, অন্তরংগ অস্তিত্বে আপনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। মানুষের ধর্মে, আত্মশক্তির আন্তর্জাতিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতায়, প্রবন্ধে, সংগীতে আপনি তরুণ সমাজকে মানবতার উদার আদর্শে প্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বাঙালী জাতির সাম্প্রদায়িক সংকটে আপনার লেখনী ছিল সদাসতর্ক, সৃষ্টিশীল, ঐক্যবদ্ধ আত্মশক্তির উদ্বোধনে নিরলস।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনিই একমাত্র কবি-প্রতিভা যিনি ঐতিহ্য সন্ধানে এবং নির্মাণে ছিলেন স্বচ্ছন্দ, নির্দ্বন্দ্ব। হিন্দু ও মুসলমান, জাতিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ঐতিহ্যকেই আপনি আপনার স্বায়ত্তশাসিত চেতনার শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। আপনার জীবন-সম্পৃক্ত ঐতিহ্যবোধ, ধর্মকথার সীমাবদ্ধতা থেকে ঐতিহ্যকে মুক্তি দিয়েছে। আপনি বাঙালী ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাতা, নব ভাষ্যকার।

আপনি ছিলেন শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারের বিস্ময়কর কারুশিল্পী। গ্রন্থবদ্ধ এবং অভিজাত শব্দ-শৃংখলিত সীমাকে আপনি প্রসারিত করেছেন মৌখিক শব্দ-সম্ভারের এলাকায়, কখনো বা বিদেশী ভাষার সীমানায়। আপনার কবিত্ব-প্রতিভার প্রবল আবেগে বিচিত্র-উৎসের শব্দাবলী ব্যঞ্জনায় হয়েছে পুষ্পিত।

www.pathagar.com

সংগীত জগতে আপনার অবদান অতুলনীয়, বিচিত্রধর্মী ও স্বতন্ত্র। আপনার দেশাত্মবোধক সংগীত সর্বকালের বাঙালীকে করবে উদ্দীপিত, উদ্বোধিত। আপনি কেবল বিপুল সংখ্যক গানের রচয়িতাই নন, সুরের সৃজনী শক্তিতে আপনি সংগীত জগতের নতুন পথ-নির্দেশক। আজও আপনি বাংলাদেশের বিচিত্রমুখী সংগীতের অনতিক্রমনীয় নিরীক্ষাধর্মী সার্থক সুরকার।

আমাদের দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ বত্রিশ বছর আপনি স্তব্ধ। আপনার সাহসী অভিযাত্রী-মানসের সৃষ্টি-ঐশ্বর্য থেকে আমরা বঞ্চিত। আপনার দু'দশকের সৃষ্টিসম্ভারের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্বের উত্তরাধিকারের সৌভাগ্যে চিরকৃতজ্ঞ বাঙালী জাতি নিয়ত প্রার্থনা করে যে, আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠুন। আজ আপনাকে সম্মান জানাবার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।"

নাগরিকত্ব, 'একুশে' পদক ও আর্মি-ক্রেস্ট্

নজরুল প্রথমত অতিথি হিসেবে এলেও বাংলাদেশের জনগণ তাঁকে আপনজনের মত নিজেদের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন। ভারত সরকার এ দেশের জনগণের মনোভাব বুঝে তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার তেমন কোন চেষ্টা করেন নি। বাংলাদেশে থাকাকালীন কবির স্বাস্থ্যও প্রথম দিকে উন্নতি লাভ করে। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং চিকিৎসক কমিটির তত্ত্বাবধানে তাঁকে রাখা হয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ আশা করে যে কবি তাদের দেশের নাগরিকত্ব পাবেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশে থাকবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দান করেন।

১৯৭৬ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস উপলক্ষে সরকার জাতীয় পুরস্কার 'একুশে পদক' -এ ভূষিত করেন মহান এই কবিকে।

সে বছরই ২৪শে মে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কবিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'আর্মি-ক্রেস্ট' উপহার দেন। ১৪ই জ্যৈষ্ঠের 'বাসস'-এর বরাত দিয়ে 'Bangladesh Times' -এ খবরটি এভাবে প্রকাশিত হয় ঃ

'Major General Ziaur Rahman Chief of Army Staff and Deputy Chief Martial Law Administrator visited the Rebel Poet Kazi Nazrul Islam at the P. G. Hospital on Tuesday and presented him the Crest of Bangladesh Army.'

www.pathagar.com

দুই

ইন্তেকাল

চিকিৎসকদের বিশেষ তত্ত্বাবধানের জন্য কবিকে ইতিমধ্যে তাঁর ধানমণ্ডির ভবন থেকে ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে কবি পি. জি. হাসপাতালে অবস্থান করছিলেন। হাসপাতালে আসার পর থেকে কবির স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। কবির অসুস্থতা বাড়ছিল। তাঁর পায়ে কিছু কিছু পানি জমছিল।

১৯৭৬-এর আগস্টে এসে কবির স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটে এবং আগস্টের ২৯ তারিখ বেলা ১০টা ১০ মিনিটে কবি ইন্তেকাল করেন। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী কবির স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই যাচ্ছিল। শুক্রবার (২৭শে আগস্ট ১৯৭৬) বিকেল চারটার দিকে তাঁর গায়ে সামান্য জ্বর আসে। শনিবার (২৮শে আগস্ট) সকাল ১১টার পর জ্বর বাড়তে শুরু করে। জ্বর ১০৩° ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। ডাক্তার তাঁকে দেখে বলেন, কবি ব্রঙ্কো নিউম্যুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। ঔষধ দেয়া হয়। রাতে তাঁকে দুধ ও পাউরুটি খেতে দেয়া হয়। রোববার (২৯শে আগস্ট) সকালে জ্বর আরো বাড়ে। এক শ' পাঁচ ডিগ্রীরও বেশী হয় জ্বর। কবি অস্থিরভাবে করুণ চোখে কাকে যেনো খোঁজেন! কবিকে তখন অক্সিজেন দেয়া হয়। কবির ফুসফুস থেকে কফ বের করার জন্য সাকশান দেয়া শুরু হয়। বিগত বছরের ২২শে জুলাই গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড ও কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী আসেন ৮-৩০ মিনিটে। সকাল পৌনে নয়টায় সিস্টার শামসুন্নাহার কবির মুখে চার চামচ পানি তুলে দেন। এরপর কবি আর খান নি। সোয়া নটায় বোর্ড কবির স্বাস্থ্য আবার পরীক্ষা করেন। জ্বর কমাবার শেষ চেষ্টা হিসেবে তাঁর শরীর একবার স্পঞ্জ করা হয়। এর আগে কবিকে জীবনরক্ষাকারী ঔষধও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কবির অবস্থা দ্রুতগতিতে আরো খারাপ হতে থাকে। সবার সময় কাটে অস্বাভাবিক উত্তেজনায়। চিকিৎসকরা কবির আশা ছেড়ে দেন-অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা। দশটার দিকে কবি আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েন। এক সময় ব্রাদার ওয়াহিদউল্লাহ্ ভুঁইয়া চেঁচিয়ে বলেন, 'কবির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।' ডাক্তাররা শেষবারের মত পরীক্ষা করে ঘোষণা করেন ঃ কবি আর জীবিত নেই। তখন দশটা দশ মিনিট। শোকার্ত কণ্ঠে সবাই উচ্চারণ করেন ঃ 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন !'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রেডিও, টেলিভিশনের নিয়মিত প্রচার বন্ধ রেখে কবির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা হতে থাকে। অপ্রত্যাশিত এ সংবাদে সারা নগরী তথা গোটা দেশের মানুষ শোকাভিভূত হয়ে পড়লো। আবালবৃদ্ধবনিতা অশ্রুভেজা চোখে ভীড় জমাতে শুরু করলো পি. জি. হাসপাতালের আঙিনায় ও কবির অন্তিম দিনগুলোর আশ্রয় ১১৭ নং কেবিনের সামনে। পনের মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে ছুটে আসেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম, এলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়াল এডমির‍্যাল এম. এইচ. খান, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, সাংবাদিক, দিনমজুর, রিকসাওয়ালা তথা সর্বস্তরের মানুষ। বর্ণনাতীত সেই উদ্বেল জনসমুদ্রের উচ্ছ্বাস প্রমাণ করলো, এ দেশের মানুষের হৃদয়ে কবির জন্য কী বিপুল আসন পাতা রয়েছে! জনতার হাতে ফুল, লোবান; আগর-বাতি আর চোখভরা অশ্রু—আপনজন হারানোর বেদনার নির্যাস।

স্মৃতিচারণ

পি. জি. হাসপাতালে কবির সাথে এক বছরের মধুর সাহচর্যের স্মৃতিচারণে অনেক চিকিৎসক ও কর্মচারীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কবির আবাস সেই কেবিনটি, যেখানে কবি এক বছর এক মাস এক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন ছিলেন, সে কক্ষটি বন্ধ করে দেয়া হলেও কবির ব্যবহৃত জিনিসপত্র ইত্যাদি দেখার জন্য বিরাট ভীড় জমে ওঠে। বাসস প্রতিনিধি দেখেন, শত শত মানুষ কেবিনটিকে ঘিরে রয়েছে। পরম আগ্রহ নিয়ে তারা দেখছে, কবি কী ব্যবহার করতেন, কী পছন্দ করতেন ও কী তাঁর পরিবেশ! কবির দীর্ঘ ত্রিশ বছরের ভৃত্য ও সাথী কিশোর সাহু, প্রবীণ স্টুয়ার্ট সৈয়দ নাসির আলী, স্টাফ নার্স বিলকিস বেগম এবং কবিভবনের চৌকিদার মুজিবুর রহমান উৎসুক দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন বিষণ্নমুখে, অশ্রুসিক্ত চোখে।

পি. জি. হাসপাতালের স্টুয়ার্ট সৈয়দ নাসির আলী বলেন, 'আমি কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে কবি কাঁদতেন। আমি ভয় পেতাম। কবি কেন কাঁদতেন আমি তা বুঝতাম না। আমি কোন কারণ খুঁজে পেতাম না। আমরা তাঁকে কখনো রোগী হিসেবে দেখিনি, দেখেছি 'নায়েবে রসূল' হিসেবে। তাঁর কবিতা, গান, গজল আমাদের মনে এই ভাবমূর্তি এঁকে দিয়েছে।' উল্লেখ্য, মাননীয় উপদেষ্টা কর্নেল এম. এম. হকের তত্ত্বাবধানে সৈয়দ নাসির আলী কবিকে শেষ গোসল দেন জানাযা ও দাফনের পূর্বে।

www.pathagar.com

কবির সাথী ও ভৃত্য কিশোর সাহু বলেন, 'বারো বছর বয়সে কবি-পরিবারে কবির আকর্ষণেই আমি এতো দীর্ঘদিন এ পরিবারে থেকে যাই। পক্ষাঘাতে গ্রস্ত হয়ে কবি-পত্নী মারা গেলে কবি দারুণ আঘাত পান। কবির স্বাস্থ্যের দীর্ঘকাল আমি আমার মা-বাবাকে দেখতে যাইনি। আজ সকালবেলা দু'বার শ্বাস ছেড়ে কবি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আমি এখানে ছিলাম না। তাঁর খাবার আনতে নীচে গিয়েছিলাম। সকালে কে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয়, কবির শেষ ডাক আসন্ন।'

কবির কেবিনের দায়িত্বে নিযুক্ত স্টাফ নার্স বিলকিস বেগম বলেন, 'আমি, র সহকর্মী ও জুনিয়ররা কবিকে দাদু বলে ডাকতাম। দাদু আমাদের চিনতে তেন। আমরা তাঁকে খাওয়াতাম। তাঁর শয়নের কাপড় বদলিয়ে দিতাম। না পরিপাটি করতাম। দাদু আমাদের আপনজনের মতো ভালবাসতেন। রা আমাদের ছুটির দিনেও তাঁর পরিচর্যা করতাম। কবিও আমাদের সংগ করতেন।

কবি অত্যন্ত সতীর্থকাতর ছিলেন। আমাদের সংগ যখন তাঁর পছন্দ না হতো তিনি বিব্রত বোধ করতেন। একদিন আমি এক মজার কথা বলায় কবি হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন।'

কবিভবনের চৌকিদার মুজিবুর রহমান বলেন, 'কবিকে তাঁর পত্নীর কিংবা তরুণ বয়সের ছবি দেখালে তিনি হাসতেন। তাঁর গানের টেপ বাজালে বা কোন শিল্পী তাঁর সামনে তাঁর বিশেষ কতকগুলো গান করলে তিনি তেন। আবার কতকগুলো গান বাজানো বা গাওয়া হলে তিনি হাসতেন। কবি এবং গান ভালবাসতেন। খাবার দিতে দেরী হলে কবি বিরক্ত হতেন। কবি ভালবাসতেন। ফুল দেয়া হলে তিনি খুশি হতেন।'

পূর্ববর্তী বছরের পাঁচই আগস্ট থেকে কবির জন্য নিযুক্ত এ্যাটেণ্ড্যান্ট ব্রাদার হিদউল্লাহ ভুঁইয়ার সাথে দৈনিক বাংলার প্রতিবেদকের আলাপ হয় পি. জি. পাতালে। তিনি বলেন, 'সারা বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন কবির স্বজন। র জীবন ধন্য, আমি কবিকে সেবা করতে পেরেছি।' তিনি দুঃখ করে বলেন, এতদিন হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু তাঁর কোন আত্মীয় তাঁকে দেখতে ন নি। পিতাকে সেবা করে যেমন আনন্দ পায় সন্তান, তেমনি প্রিয় কবিকে নের মতো সেবা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি সবাই।'

www.pathagar.com

অনন্ত যাত্রায়

সবাই যাতে কবিকে শেষবারের মতো দেখতে পায় তার জন্য সোয়া এগারোটায় তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে বের করে এনে রাখা হয় আউটডোরের দোতলার হলঘরের উঁচু মঞ্চে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে এখানেও ভীড়ের চাপ মুকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। লোবান আর আগরবাতির খুশবুর পবিত্র পরিবেশে তাঁর নশ্বর দেহের পাশে চলছিল পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত। পুলিশ জনতাকে লাইন করাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল। অবশেষে অন্তহীন লোকের মিছিল ক্রমেই দুর্বার হয়ে ওঠে—দুঃসাধ্য হয় শৃংখলার ব্যবস্থাপনা। কবির শবদেহ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের গোল চত্বরে নিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতিমধ্যে অধ্যাপক আবুল ফজলকে সাথে নিয়ে প্রেসিডেন্ট সায়েম নিজে বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ এলাকায় গিয়ে কবির কবরের স্থান নির্বাচন করেন।

বেলা আড়াইটার দিকে কবির লাশবাহী ট্রাক টি. এস. সি-র পথে রওয়ানা হয়। জনসমুদ্রের মিছিল ঠেলে এই সামান্য পথ অতিক্রম করতে সময় লাগে পুরো আধঘন্টা। পথের দু'পাশে অশ্রুসিক্ত চোখে উদ্বেলিত জনতার মুখে ছিল কলেমা শাহাদত।

কবির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দলে দলে জনপ্রবাহ ভেঙে পড়তে থাকে ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে। কবির মরদেহ নিয়ে সেখানে পৌঁছানোর আগেই সেখানে সৃষ্টি হয় বিরাট ভীড়। ফুলের তোড়া, মালা বা ফুল নিবেদন করে তারা শ্রদ্ধা জানায় কবির প্রতি। ক্রমশঃ সেখানেও ভীড় দুর্নিবার হয়ে ওঠে। বিকেল সাড়ে চারটায় বিরাট শোক-মিছিল লাশ নিয়ে রওয়ানা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে। লাখো মানুষের ঢল নামে সারা উদ্যান জুড়ে। বিকেল পাঁচটায় সর্বস্তরের মানুষের সেই মহাসমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় কবির নামায-ই-জানাযা। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে এ জানাজা সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম নামাজ-ই-জানাযা।

প্রেসিডেন্ট সায়েম, সেনাবাহিনীর প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনীর প্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনীর সহকারী স্টাফ প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, উপদেষ্টা পরিষদের

www.pathagar.com

সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক শিল্পী জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব মুহাম্মদ খুরশীদও জানাযায় অংশ নেন। বহু মুসলিম দেশের কূটনীতিকবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন এ জানাযায়।

জানাযা শেষে লাশ দাফনের জন্য আনা হয় বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাংগনের নির্ধারিত স্থানে। কবির শবাধার যাঁরা বহন করেন মসজিদ প্রাঙ্গন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঃ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, রিয়াল এডমিরাল মুশাররফ হুসেইন খান ও রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বি. ডি. আর-প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর।

আসরের নামাযের পর কবির মরদেহ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। লাশ কবরে নামাবার আগে বিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হয় কবিপুত্র কাজী সব্যসাচীর আগমন প্রত্যাশায়। কিন্তু তাঁর আসতে বিলম্ব ঘটে। জুনিয়র টাইগার নামে পরিচিত সেকেন্ড বেংগল রেজিমেন্ট বিউগলে শেষ বিদায়ের করুণ মূর্ছনা তোলে। একুশ বার তোপধ্বনির সাথে সাথে বাংলার এই মহান কবির নশ্বর দেহ কবরে নামানো হয়। কবিকে সমাহিত করার সময় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতদ্বয় উপস্থিত ছিলেন।

ইষ্টবেংগল রেজিমেন্টের এক প্লাটুন সৈনিক দাঁড়িয়েছিলেন কমান্ডের অপেক্ষায়। কমান্ড আসে—'লাস্ট প্রেজেন্ট আর্মস।' একের পর এক বিশটি রাইফেল গর্জে ওঠে। সমাপ্ত হয় ভলী ফায়ার। শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ অবনমিত হয় রেজিমেন্টাল কালার—বীরত্বের প্রতীক রেজিমেন্টের নিজস্ব পতাকা। বিউগলে বেজে ওঠে লাস্ট পোস্টের করুণ সুর। বিকেল সাড়ে পাঁচটা তখন—প্রলম্বিত লয়ে লাস্ট পোস্ট বেজে চলছিল। কাফনের উপর থেকে ফুলের স্তূপ সরিয়ে কবির নশ্বর দেহ নামানো হয় কবরে। কেঁপে কেঁপে তিন মিনিট ধরে বেজে যায় বিউগলের লাস্ট-পোস্ট। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কবির বিখ্যাত গান 'চল্ চল্ চল্'-কে ইস্টবেংগল রেজিমেন্টের রণসংগীত হিসেবে ঘোষণা করেন (গানটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় রণসংগীত হিসেবে গৃহীত হয়)। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও রণসংগীত হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এ গানটি গ্রহণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

কবির কবরে সবাই ছড়িয়ে দেন মাটি। পড়েন, 'মিন্‌হা খালাক্‌নাকুম্ ..... উখ্‌রা।' উচ্চারিত হয় হাজারো মুখে কলেমা শাহাদত ..... 'আশহাদু আল্‌-লা-ইলাহা.....।' দাফন শেষ হয়। রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পাঠ করা হয়। অতঃপর কবির কবরে মাল্যদান করেন প্রেসিডেন্ট সায়েম, বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফ থেকে মাল্যদান করেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহ্‌মান, রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ ও মেজর জেনারেল দস্তগীর। মাল্যদানের পর এঁরা সবাই কবরের সামনে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

তিন

শোকবাণী

কাজী নজরুল ইসলামের ইন্তেকালে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েম বলেন, 'কবির মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হারিয়ে গেলো। কবি তাঁর অসাধারণ ও বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে শুধু যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন তা-ই নয়, জাতিকে একটি স্বাধীন সত্তা অর্জনের সংগ্রামে প্রেরণাও যুগিয়েছেন।'

সেনাবাহিনীর স্টাফপ্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ছিলেন মানবতা ও সাম্যের কবি।' 'বিদ্রোহী কবি তাঁর কবিতা গান গজল ও অন্যান্য সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকবেন।'

দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সাবেক রাজনৈতিক দল এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক প্রকাশ করে কবির রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়নে সোচ্চার হন। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলেন, 'নজরুল ইসলাম ছিলেন নিপীড়িত জনতার কবি।' দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দিনের পর দিন শোকসভার খবর আসতে থাকে।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রদূতরা তাঁর ইন্তেকালে শোকবাণী পাঠান ঃ

ভারতের রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দীন আলী আহমদ শোকবাণীতে বলেন, 'কবির দেশপ্রেম এবং বিপ্লবী চেতনা ভারত এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'তাঁর সক্রিয় জীবনে কবি যা লিখেছেন তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছে। তাঁর মৃত্যু ভারত এবং বাংলাদেশকে রিক্ত করে দিয়েছে।'

মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার জনাব ইসমাইল আম্বিয়া ও মালয়েশিয়ার নাগরিকরা কবি নজরুলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূত ডঃ ডিজেন কস্‌টিক এবং বাংলাদেশে বসবাসরত যুগোশ্লাভ নাগরিকরা বিদ্রোহী কবি নজরুলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

ঢাকাস্থ সোভিয়েট ইউনিয়নের দূতাবাস বাংলাদেশে বসবাসরত সোভিয়েট নাগরিকদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহী কবি নজরুলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। দূতাবাসের এক শোকবাণীতে বলা হয়, 'নজরুল সোভিয়েট ইউনিয়নে সুপরিচিত কবি। তিনি ছিলেন আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।'

বাংলাদেশে নিযুক্ত লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত জনাব আলী হোসেন আল্‌-গাদামসী 'মহান মুসলিম কবি' কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে বাঙালী জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি কবির রূহের মাগফিরাত কামনা করে কবির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানান।

ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চ ও নিম্ন পরিষদ বিদ্রোহী কবি নজরুলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। কবির রূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পার্লামেন্ট সদস্যরা এক মিনিট মৌনতা পালন করেন। শোকসভায় স্পীকার শ্রী বি. আর. ভগত বলেন, 'নজরুলের জীবন ও রচনাবলী যুগ যুগ ধরে জনসাধারণকে প্রেরণা দেবে।'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সি. পি. আই. গভীর শোক প্রকাশ করেন। সাধারণ সম্পাদক রাজ্যেশ্বর রাও বলেন, 'কবি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রবক্তা।'

শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায় বলেন, 'কবির মৃত্যুতে একটা স্মরণীয় যুগের অবসান ঘটলো। ..... শুধুমাত্র বাংলার জনগণই কবিকে স্মরণ করবে না, আমাদের সমগ্র দেশবাসীই তাঁকে স্মরণ করবে।'

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তিত্ব এবং বাইরের আন্তর্জাতিক মহলের শোকবাণী আসতে থাকে।

www.pathagar.com

কবির মৃত্যুর পরের দিন ১৩ই ভাদ্র, ১৩৮৩ সাল (৩০ শে আগস্ট, ১৯৭৬ ইং) দৈনিক বাংলার খবর ছিল ঃ '২ দিন জাতীয় শোক', 'পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত', 'জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত' ঃ 'আজ সরকারী ছুটি ঘোষণা ঃ সারা দেশে শোকের ছায়া।' 'আজ জাতীয় ছুটি' শিরোনামের সংবাদে তাঁরা বলেনঃ জাতীয় বীর কবি নজরুল ইসলামের ইন্তেকালে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে সরকার আজ সোমবার জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেছেন। গতকাল রোববার জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে। আজ সোমবারও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।' উল্লেখ্য হাইকোর্টসহ সমস্ত নিম্ন আদালত, বাংলাদেশ ব্যাংক, রেডক্রস সমিতির সকল অফিস, সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী অফিস, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কল-কারখানা ইত্যাদি একদিন বন্ধ থাকে।

চার

ইন্তেকালের পর ঃ পত্র-পত্রিকায় মূল্যায়ন

মহান কবির চির বিদায়ে বাংলাদেশের জনগণ শোকে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল কবিকে চিরবিদায় জানাতে গিয়ে অশান্ত হ'য়ে ওঠে। কবির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ভালবাসা ছিল সীমাহীন। সেই সীমাহীন শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্থানীয় দৈনিকসমূহে। সেদিনের সংবাদ শিরোনামগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

দৈনিক বাংলার প্রধান খবর ঃ 'চির নিদ্রায় বিদ্রোহী কবি নজরুল।' তাঁদের সম্পাদকীয় শিরোনাম 'চির-বিদ্রোহী বীর।' এতে তাঁরা বলেন—

'বাংলা সাহিত্যের সেই বিরল পুরুষদের তিনি সম্ভবতঃ শেষ প্রতিনিধি যিনি সাহিত্যের সংগে জীবন, স্বাদেশিকতা আর সংগ্রামকে সিদ্ধহস্তে সংযুক্ত করেছিলেন।...

বাংলা সাহিত্যের অংগনে কোমলে-কঠোরে মিশ্রিত এমন ব্যক্তিত্ব আর চোখে পড়ে না...

নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার অনন্য প্রতীক—বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারাকে তিনি যেমন পরিপুষ্ট করেছেন, তেমনি পশ্চাৎপদ বাঙালী মুসলমান সমাজকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন উজ্জ্বল আলোকবৃত্তে। ... সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁর মহত্ত্ব, ঔদার্য আর মানবপ্রেম .....

www.pathagar.com

আমাদের সান্ত্বনা, কবি নজরুল অনন্ত, কবি নজরুল অনিঃশেষ, অমর তাঁর স্বাধীনতা আর বিদ্রোহের বাণী। '....স্বাধীন বাংলাদেশ তার সম্মুখযাত্রায় নজরুলের কাছ থেকে খুঁজে নেবে শক্তি, সাহস আর অনুপ্রেরণা। ... জাতি হিসাবে আমরা তাঁর কাছে ঋণী।'

সেদিনের 'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয় ছিল 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে।' তাঁরা তাঁর মর্যাদার দিকে আলোকপাত করে বলেন ঃ 'ভাষাহীন বোধশক্তিহীন কবি ও সুরকার জীবিত থেকেও অনুভব করে যেতে পারেন নি যে, বাংলাভাষী সকল মানুষেরই শ্রদ্ধার মালা তিনি জয় করে নিয়েছেন। দুঃখ শুধু এটুকু যে, স্রষ্টা তাঁর সার্থক সৃষ্টির প্রভাব অনুভব করতে পারলেন না, অতৃপ্ত অন্তরেই তাঁর মহাপ্রয়াণ আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হলো। ...

নজরুল-বিয়োগে বাঙালী আজ হতবাক। বিদ্রোহী কবিকে তাঁর অনন্তলোকে যাত্রায় শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরাও বলি—'কে বলে মরেছ তুমি, হে অমর আছো চিরদিন।'

কবির ইন্তেকালে আজাদ -এর সম্পাদকীয় ঃ 'আমাদের কবি আর নাই।' তাঁরা বলেন ঃ 'সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুলের অবদান শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়—বিশ্ব সাহিত্যেও বিস্ময় সৃষ্টির দাবী রাখে।'

তাঁরা তাকে 'মুসলিম সমাজের জাগরণের চারণ কবি' বলে মূল্যায়ন করেন ঃ 'নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই জাতীয় সম্পদের উপযুক্ত সংরক্ষণ জাতির জন্য একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। অনুবাদের মাধ্যমে নজরুল সাহিত্যকে বিশ্বের সাহিত্যামোদীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করাও আমাদের একটি প্রধান দায়িত্ব।'

'Bangladesh Times' -এর 'Undying Flame' সম্পাদকীয় ঃ

"The Rebel Poet is dead. But the flame will burn undyingly. "Blood, imagination and intellect ran together in him to produce one of the finest artisans of words. The brevity of his stay did not stand in the way of making him an immortal figure of Bengali literature. As long as Bengali is spoken, Kazi Nazrul Islam will be remembered with appropriate reverence. His melodies will ring in our minds eternally. A brilliant era in Bengali literature has come to an end the sparks from which will inspire posterity for earning new laurels in literature.'

www.pathagar.com

তাঁর বিদায়ে 'সম্পাদকের দফতর থেকে' সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'র মূল্যায়ন ঃ

'বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসে ও জীবন-চর্চায় যে মানুষটি ছিলেন উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মতো দেদীপ্যমান, সূর্যের মত তেজস্বী সেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আর নেই। ...

বাংলাদেশের ইতিহাসে নজরুল যুগস্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে জন্ম নিয়ে রবীন্দ্র-প্রভাবের কালে পদচারণা করেও নজরুল রবিবলয়ের বাইরে নতুন চিহ্ন স্থাপন করে অনন্যতায় ভাস্বর, বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

যাঁরা নজরুলকে যুগের নয় হুজুগের কবি বলে আখ্যায়িত করতে চান, তাঁরা ভ্রান্ত। নজরুল কোন অর্থেই হুজুগের কবি নন, সর্ব অর্থে তিনি যুগস্রষ্টা এবং সর্বযুগের। যুগে যুগে যদি আমরা বিপন্ন হই, যদি আমাদের অধিকার নিয়ে কোন শক্তি ছিনিমিনি খেলতে চায়, তখন আমরা জানি, নতুন সংগ্রামের প্রেরণা হিসাবে তখনও নজরুল ইসলাম আমাদের অবলম্বন।'

কবির শেষ বিদায়ের প্রেক্ষিতে 'চিরঞ্জীব চিরবিদ্রোহী' সম্পাদকীয় শিরোনামে 'পূর্বাণী'র বক্তব্য ঃ

'আমাদের সাহিত্য জগতের কীর্তিমান মহাপুরুষ, আমাদের ঐতিহ্যের পরম নিষ্ঠাবান মহৎ ব্যক্তিত্ব, আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার মৌল ধারার প্রগাঢ় সঞ্জীবনী শক্তি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শ্যামলী বাংলাদেশের কোমল মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। কবি নজরুল, সাহিত্যিক নজরুল, সাংবাদিক নজরুল, মানবপ্রেমিক নজরুল, তাঁর চিন্তা, তাঁর চেতনায় ছিলেন নির্ভীক ও আপোসহীন। নীলকণ্ঠের ন্যায় সমস্ত হলাহল পান করে কবি আজীবন অমৃতের সন্ধানে ছুটেছেন। কবির কবিতা, কবির মানবতাবাদী আদর্শ আমাদের জন্য পথের দিশা হয়ে থাকবে।'

ইত্তেফাক, তাঁদের সম্পাদকীয় 'বিদ্রোহী কবির মহাপ্রয়াণ'-এ বলেন ঃ

"ভোরের কান্নার মত আজ প্রতি জনের হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিতেছে একটি করুণ বেহাগ। তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না'—কবির এই ব্যথিত উচ্চারণ আজ শাব্দিক অর্থে সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম যেখানে সত্য, সেখানে মৃত্যুর চিহ্ন নাই। পাবক শিখার মত তিনি জ্বলন্ত ও দেদীপ্যমান। ... হিমালয়ের মত উঁচু ও অটল শির ছিল তাঁর এবং গোটা জাতিকে তিনি চারণমন্ত্র গাহিয়া উন্নীত করিয়া গিয়াছেন সেই আত্মবোধের পর্যায়ে।

www.pathagar.com

তোলপাড় করা এক কীর্তির তিনি সম্রাট, বলিষ্ঠ জীবনবোধের নায়ক। শতাব্দীর অন্ধকার তাঁর হাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। আলোর দীপ্ত মশাল উচ্চে তুলিয়া ধরার অন্যতম প্রধান ভূমিকা তাঁরই ।... সাহিত্যের যেখানেই হাত দিয়াছেন, ফলাইয়াছেন সোনার ফসল।....বাংলা সাহিত্যে এমন বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের এমন উচ্চকিত প্রাণস্ফূর্তির নজীর আর দ্বিতীয়টি নাই। —নজরুল বলিতেই বুঝায় বেদনা-বিহ্বল ঘা খাওয়া একটি চিরন্তনী প্রেমিককে, বুঝায় সংসার বিরাগী এক পুরুষকে। শিশুর মতো সরল-সুন্দর চোখ, সিংহের কেশরের মত বাবরি, বজ্রের মত কণ্ঠ—এই ইমেজও নজরুলের। বাংলা সাহিত্যে তিনি শুধু নূতন বাণীই সংযোজন করেন নাই, নূতন সাহিত্য-ব্যক্তিত্বেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপমহাদেশে মুসলমান জাতির আত্মবোধের বিকাশে কবি জাতীয় কবির ভূমিকা পালন করিয়াছেন। নজরুল কখনো আপোস করেন নাই। কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়া অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নিপীড়নের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন । এখানেই নজরুল সত্য ও অমর।

কবির মৃত্যু আছে। কবিব্যক্তিত্ব ও তাঁর সৃষ্টির মৃত্যু নাই। যতদিন সুধা ও সৌন্দর্যের জগত আছে, ততদিন থাকিবেন নজরুল। নয়নসমুখে না থাকিলেও তিনি থাকিবেন আমাদের নয়নের মাঝখানে।"

শেষ কথা

১৯৭২-এর ২৪শে মে থেকে ১৯৭৬-এর ২৯শে আগস্ট। ১৩৮৩ বাংলার ১২ই ভাদ্র পর্যন্ত বাংলাদেশে কবির আগমন, অবস্থান, নাগরিকত্ব লাভ, ইন্তেকাল এবং শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ ও 'শেষ সালামে'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই। এ ইতিহাস আমাদের এ কথাটি বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চির-উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—জনপ্রিয়তায়, শ্রেষ্ঠতম কবির মর্যাদায় এবং ব্যক্তিত্বের সমুন্নত মহিমায় তিনি চিরকালের চির-উন্নত শির মহাকবি কাজী নজরুল ইসলাম।*

আবদুল মুকীত চৌধুরী

[*এই নিবন্ধ রচনায় প্রয়োজনীয় পত্র-পত্রিকা ও দলিল দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অফিস। উল্লেখ্য, 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'র 'নজরুল স্মারক সংখ্যা'য় (৬ষ্ঠ বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা ঃ গ্রীষ্ম-বর্ষা ঃ ১৩৮৪) এটি ছাপা হয়েছিল।]

www.pathagar.com

নজরুল-জীবনপঞ্জী

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ; ২৪শে মে, ১৮৯৯ খৃস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম রাখা হয় 'দুখু মিয়া'।

তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ও মাতা জাহেদা খাতুন। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে কবি পিতৃহারা হন। গ্রামের মক্তবে বাল্য শিক্ষা লাভ করেন তিনি।

১৯১০-এ তিনি গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন-প্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করেন। সে সময়ে মাযার শরীফের খাদেম ও মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯১১-এ কিছুদিনের জন্য বর্ধমানের মাথরুন হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। সে স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। এ সময়ে জীবিকার অন্বেষায় তিনি রাণীগঞ্জে বাবুর্চিগিরি ও আসানসোলে রুটির দোকানে চাকুরী করেন।

১৯১৪-এর শুরুতে ময়মনসিংহের জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহ সাহেবের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। প্রতিভামুগ্ধ দারোগা সাহেব তাঁকে রুটির দোকান থেকে স্বগ্রাম কাজীর সিমলায় নিয়ে আশ্রয় দেন। সেখানে তিনি বছরখানেক দরিরামপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে অবৈতনিক ছাত্র হিসেবে অধ্যয়ন করেন।

১৯১৫-এর জানুয়ারীতে সেখান থেকে গিয়ে রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ছাত্রবেতন ও ছাত্রাবাসের খরচ মাফ হয় তাঁর।

১৯১৭-এ দশম শ্রেণীতে পাঠকালে ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনে নাম লেখান। নৌশেরার ট্রেনিং শেষে স্থায়ীভাবে করাচীতে থাকেন এবং 'ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার' পদে উন্নীত হন।

১৯২০-এর মার্চ মাসে বাঙালী পল্টন ভেঙে দেয়া হয়। জানুয়ারী মাসে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় প্রথমে বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দের মেসে, পরে কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে অবস্থান করেন।

www.pathagar.com

১৯২০-এর মে মাসে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অর্থানুকূল্যে নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদের যুগ্ম সম্পাদনায় সান্ধ্য 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের শেষ দিকে নজরুল 'নবযুগ'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

১৯২০-এর 'মোসলেম ভারত'-এ নজরুলের 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', মোহররম', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' (আবির্ভাব), 'কোরবানী' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয় ও তাঁকে বাংলার শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯২১-এ কুমিল্লার দৌলতপুরের সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে নজরুলের আক্দ সম্পন্ন হয়। কিন্তু অচিরেই কবির জীবনে বিরহ নেমে আসে।

১৯২১-এ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ৩/৪ সি, তালতলা লেনে মুজফ্ফর আহমদের নেতৃত্বে নজরুল ও অন্যদের উপস্থিতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯২১-এর শরৎকালে কবি 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেন।

১৯২২-এর 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় কার্তিক (১৩২৮ বাংলা) সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল পাশা' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই নজরুলের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সাপ্তাহিক 'বিজলী' তে ১৯২২-এর জানুয়ারীতে (২২শে পৌষ, ১৩২৮ বাংলা) 'বিদ্রোহী' কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়। ঐ বছরই (কার্তিক, ১৩২৯ বাংলা) নজরুলের প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'যুগবাণী' প্রকাশিত হলে রাজদ্রোহের অপরাধে 'যুগবাণী' বে-আইনী ঘোষিত হয়।

একই বছরে (৩রা কার্তিক, ১৩২৯ বাংলা) নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' এবং গল্প 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয়।

১৯২২-এর ১২ই আগস্ট (শ্রাবণ, ১৩২৯ বাংলা) নজরুলের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। ২২ শে সেপ্টেম্বর 'ধূমকেতু'র শারদীয় সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' ও অন্য একটি রচনার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। কুমিল্লায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯২৩-এর ৮ই জানুয়ারী বিচারক সুইনহোর আদালতে নজরুলের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে হুগলী জেলে নজরুলের ৩৯ দিন অনশনে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে ওঠে। কবি

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠান। জেল থেকে তিনি মুক্তি পান ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে। কারা-মুক্তির পর মেদিনীপুরে কবিকে সম্বর্ধনা দান করা হয়।

ঐ বছর (আশ্বিন, ১৩৩০) 'দোলন চাঁপা' ও 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়।

১৯২৪-এর ২৪শে এপ্রিল কলকাতায় কবির সাথে আশালতা সেনগুপ্তার (প্রমীলা) বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। হুগলিতে দু'বছর কাটান কবি।

১৯২৪-এ 'বিষের বাঁশী' প্রকাশিত ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াফ্‌ত হয়। 'ভাঙার গান' ও 'ছায়ানট' প্রকাশিত হয়।

১৯২৫-এর নজরুল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন।

ঐ বছরই শেষের দিকে 'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির' অন্তর্ভুক্ত 'মজুর স্বরাজ পার্টি' গঠনে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

১৯২৫-এর ১৬ জুন চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু উপলক্ষে 'চিত্তনামা' রচনা ও প্রকাশ করেন। ২৫ শে ডিসেম্বর নজরুলের পরিচালনায় স্বরাজ পার্টির মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর কাব্য 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়। সে বছরই 'পুবের হাওয়া' কাব্য ও 'রিক্তের বেদন' গল্প প্রকাশিত হয়।

১৯২৬-এর ১২ই আগস্ট 'লাঙল' 'গণবাণী'তে রূপান্তরিত হয়। কবির 'সর্ব্বহারা' কাব্যগ্রন্থ ও 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯২৬ থেকে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কবি কৃষ্ণনগরে অবস্থান করেন।

১৯২৬-এ কবির প্রথম পুত্র বুলবুলের জন্ম হয়। ঐ বৎসর তাঁর 'ঝিঙেফুল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯২৬-এ কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে নজরুল সদস্য পদপ্রার্থী হন। নির্বাচনে তিনি সফল হতে পারেন নি। কৃষ্ণনগর অবস্থান সময়ে কবির 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচিত হয়। কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁর বিখ্যাত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি গান তিনি।

১৯২৭-এ নজরুল ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

ঐ বছরই কবির 'ফণি মনসা' ও 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্য ও 'বাঁধনহারা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

১৯২৮-এ 'জিঞ্জীর', কাব্য সঙ্কলন 'সঞ্চিতা' ও গীতি-কাব্য 'বুলবুল' (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়।

১৯২৯-এর ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতায় এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। সে অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এস. ওয়াজেদ আলী এবং প্রধান বক্তা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু।

১৯২৯-এর প্রথম দিকে চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটির পক্ষ থেকে কবিকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। ঐ বছরই চট্টগ্রাম মুসলিম একুডেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি। কবির 'চক্রবাক', 'সন্ধ্যা', 'চোখের চাতক' ও 'চন্দ্রবিন্দু' প্রকাশিত হয়।

১৯৩০-এ কবির 'প্রলয় শিখা' গ্রন্থ রাজদ্রোহ অপরাধে বাজেয়াফ্‌ত হয়। ছ'মাস কারাদণ্ড হয় তাঁর। গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তানুসারে কারাদণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করেন তিনি। সে বছরই কবির শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয়। পুত্রের রোগশয্যার পাশে বসে হাফিজের কাব্যের অনুবাদ করেন কবি। উল্লেখ্য, বুলবুলের পরবর্তী, কবির অপর দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম। জ্যেষ্ঠ ১৯৭৮-এ এবং কনিষ্ঠজন ১৯৭৪- এ ইন্তেকাল করেছেন । তাঁরা যথাক্রমে আবৃত্তি ও যন্ত্রসংগীতে তাঁদের অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১৯৩১-এ কবির 'সুর-সাকী' গীতি-পুস্তক, 'শিউলিমালা' গল্প, 'কুহেলিকা' উপন্যাস ও 'আলেয়া' গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। ঐ বছর তিনি সিনেমা ও থিয়েটারে যোগ দেন। 'ধূপছায়া' চিত্র পরিচালনা করেন এবং স্বয়ং অভিনয়ও করেন।

১৯৩২-এর নভেম্বর (৫,৬) সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বংগীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

কবির 'জুল্‌ফিকার' 'বনগীতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৩৩-এ 'কাব্য আমপারা' ও 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪-এ কবির 'গীতি শতদল' ও 'গানের মালা' প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬-এ তিনি ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র-সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন।

www.pathagar.com

১৯৩৮-এ লেখেন দুটি চলচ্চিত্র-কাহিনী ঃ বিদ্যাপতি (পরিচালক ঃ দেবকী কুমার বসু) ও সাপুড়ে (পরিচালক ঃ দেবকী কুমার বসু)।

জন-সাহিত্য সংসদের উদ্বোধন উপলক্ষে সভাপতির ভাষণ দান করেন।

সে বছর কবির 'নির্ঝর' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়; কিন্তু প্রচার পায়নি। 'সাত ভাই চম্পা' ও 'পুতুলের বিয়ে' নাটক প্রকাশিত হয়।

১৯৩৯-এর ১০ই ডিসেম্বর উস্তাদ জমিরুদ্দীন খানের মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন তিনি। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন নজরুলের ঠুংরীর উস্তাদ। ঐ বছরই কবি-পত্নী পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হন।

১৯৪০-এ তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র ঈদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ঐ বছরই কলকাতায় 'শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে সভাপতির ভাষণ দান করেন। ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে ভাষণ দেন।

১৯৪০-এর ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলকাতায় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলী উৎসবে সভাপতিরূপে অভিভাষণ দান করেন।

১৯৪১-এ কবি পুনঃপ্রকাশিত দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় সম্পাদক হন। ১৬ই মার্চ বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৪১-এর ২৫শে মে যতীন্দ্র মোহন বাগচীর সভাপতিত্বে কলকাতার ডেন্টাল হল প্রাঙ্গণে নজরুলের ৪৩ তম জন্মোৎসব পালিত হয়।

১৯৪২-এর ১০ই জুলাই কবি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান করা হয়।

কবির 'নতুন চাঁদ' প্রকাশিত হয়।

১৯৫২-এ কবির সুচিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন করা হয়।

১৯৫৩-এর ১০ই মে নজরুল নিরাময় সমিতি কর্তৃক চিকিৎসার জন্য কবিকে সস্ত্রীক লন্ডন পাঠানো হয়। ঐ বছর ৭ই ডিসেম্বর ভিয়েনায় আরোগ্যের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ১৫ই ডিসেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৫৫-এ কাব্য সংকলন 'সঞ্চয়ন' প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৫৭-এ মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর অসমাপ্ত জীবনী-কাব্য 'মরুভাস্কর' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৫৮-এ 'শেষ সাওগাত' প্রকাশিত হয়।

১৯৫৯- 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' প্রকাশিত হয়।

১৯৬০-এ ভারত সরকার কর্তৃক কবিকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান করা হয়।

সে বছরই কবির 'ঝড়' প্রকাশিত হয়।

১৯৬২-এর ৩০শে জুন কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুলের মৃত্যু হলে তাঁকে নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়ায় সমাধিস্থ করা হয়।

১৯৭২-এর ২৪শে মে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে কবিকে তাঁর পরিবারসহ ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মানিত অতিথি হিসেবে ধানমন্ডীর ২৮ নং রোডে একটি বাড়ীতে রাখা হয়। তাঁর চিকিৎসা ও সেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৭৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে অনন্য সাহিত্য-কীর্তির জন্য ডক্টরেট উপাধি দান করা হয়।

১৯৭৫-এ কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯৭৬-এর জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দান করা হয় তাঁকে। অতঃপর ২১ শে ফেব্রুয়ারী কবিকে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়।

১৯৭৬-এর ২৪শে মে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কবিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'আর্মি ক্রেস্ট' উপহার দেন।

১৯৭৬ -এর ২৯ শে আগস্ট রবিবার সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে (২রা রমযান ; ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ বাংলা) ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে কবি ইন্তেকাল করেন। সেদিনই বিকেলে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে দিনমজুর পর্যন্ত শোক-সন্তপ্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে মহান জানাযা শেষে ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে জাতীয় কবির রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ-প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়।

www.pathagar.com

গ্রন্থিত কবিতার প্রথম চরণ

অ.	অকাজের সে কাজের মাঝে ডুবে যখন থাকি	৪৭
	অধিক লোভের বাসনা রেখেছে তোমাদের মোহ-ঘোরে	১৫৪
	অনন্ত কল্যাণ তোমা' দিয়াছি নিশ্চয়	১৫১
	অনন্ত কালের শপথ, সংশয় নাই	১৫৪
	অন্তরে আর বাহিরে সমান নিত্য প্রবল হও!	৩৪
আ.	আসমান সবে বিদীর্ণ হবে	১৭৭
	আগুনের ফুল্‌কী ছুটে ফুলকী ছুটে!	১১৭
	"আহলে কিতাব" আর অংশীবাদিগণ	১৫৭
	আমার দিলের নিঁদ-মহলায় আর কতদিন, সাকী	৪৪
	আধেক হিলাল ছিল আসমানে আধেক হিলাল দুনিয়ায়	৩৪৮
	আঁধার ধরণী চকিতে দেখিল স্বপ্নে রবি	২৬২
	আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-ঊষার আগে	২১৯
	আদি উপাসনালয়	২৮৯
	আমি পেয়ে আল্লার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভয়	৯
	আসিয়াছে আল্লার শুভ সাহায্য বিজয়	১৫০
	আসিয়াছে নিকটে তোমার	১৬৮
	আল্লা পরম প্রিয়তম মোর	৬
	আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর!	২৪
	আনোয়ার! আনোয়ার!	৩২৪
উ.	উহারা প্রচার করুক হিংসা, বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ	৪
ঊ.	ঊষার শপথ! দশ সে রাতের শপথ করি	১৬৬
এ.	এমনি করিয়া চরাইয়া মেষ বংশী বাজায়ে গাহিয়া গান	২৪০
	এই ভারতের অবনত শিরে তোমার পরালে তাজ	৯৫
	এ কি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর পারে	৩৫৫
	এ কি আল্লার কৃপা নয় ?	২২
	এ কি বিস্ময় আজরাইলেরও জলে ভর-ভর চোখ !	৬২
ঐ.	ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই	৩১২

www.pathagar.com

	র্গ	১১৬
		৯০
	য় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন	৮১
	াংলার মুসলিম, তোরা কাঁদ!	৫৫
ক.	করিয়াছি অবতীর্ণ কোনান পুণ্য "শবে কদরে"	১৫৮
	কি অদ্ভুত আচরণ কোরায়শগণের	১৫২
	কেন ডাক দিলি আমারে অকালে কেন জাগাইলি তোরা ?	৬৭
	কোথা সে আজাদ ? কোথা সে পূর্ণ-মুক্ত মুসলমান ?	৩০
খ.	খালেদ ! খালেদ! শুনিতেছ না কি সাহারার আহাজারি ?	৩০৪
	খেলে গো ফুল্লশিশু ফুল-কাননের বন্ধু প্রিয়	২৩৫
	খোশ আমদেদ আফগান-শের! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আজ—	৩৩৪
গ.	গ্রহ- উপগ্রহভরা শপথ আকাশের	১৭১
ঘ.	ঘোর কম্পনে ভূমণ্ডল প্রকম্পিত সে হবে যে দিন	১৫৬
জ.	জয় হোক, জয় হোক, আল্লাহ্‌র জয় হোক!	১৬
	জাকাত লইতে আসমানে এল আবার ডাকাত চাঁদ	৭৪
	জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা	১০৮
	জেগে ওঠ্ তুই রে ভোরের পাখী নিশি-প্রভাতের কবি!	২০৯
ত.	তখ্‌তে তখ্‌তে দুনিয়ায় আজি কমবখ্‌তের মেলা	৪০
	তব অধরের বক্র হাসির বাঁকা ইঙ্গিতে বুঝি	৭৮
	তাদের শপথ! পূর্ণ বেগে টানে যারা (ধনুর্গুণ)	১৮১
	তিমির রাত্রি— "এশা'র আজান শুনি দূর মসজিদে	২৯৫
	তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম্ম মিথ্যা যেই?	১৫২
	তুমি বাদশাহ্ গানের তখ্‌তে তখ্‌তনশীন	৩৫৪
	তুমি ভাসাইলে আশা তরী, প্রভু দুর্দ্দিনে ঘন ঝড়ে	৪২
	তোমারে আমরা ভুলেছি আজ	৩৩৮
	তোমার কারণ	১৬১
	তৌহীদ আর বহুত্ববাদে বেঁধেছে আজিকে মহাসমর	১২

www.pathagar.com

দ. দুঃখ কি ভাই, হারানো য়ুসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে ১২৩
দেখ নাই, তব প্রভু কেমন (দুর্গতি) ১৫৩
দেখেছি তৃতীয় আসমানে চিদাকাশে ২৫
দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের, রাজা আংরেজ হারাম-খোর ১২১

ধ. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের বাহুদ্বয় ১৫০

ন. নব-জীবনের নব-উত্থান আজান ফুকারি' এস নকীব ৯৮
নাই তা-জ ৫৮
নিন্দা ও ইঙ্গিতে নিন্দা করে যে—তাহার ১৫৩
নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া— ৫২

গ. পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা কোন্ বিষয় ? ১৮৩
পাঠ কর নিজ প্রভুর নামে, স্রষ্টা যে জন ১৫৯
পালিত বলিয়া অপর পাখীর নীড়ে ২৩১
পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন ৩৫৬
প্রভু, আর কত দিন ? ৫০
প্রলয়ান্তক সেই বিপদ ১৫৫
প্রভাত-রবির স্বপ্ন হেরে গো যেমন নিশীথ একা ২২২
প্রাচী'র দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির-রাতে ৩৩০

ব. বল, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ ১৪৮
বল, আমি শরণ যাচি ঊষা-পতির ১৪৯
বল, আল্লাহ এক ! প্রভু ইচ্ছাময় ১৪৯
বল, হে বিধর্ম্মীগণ, তোমরা যাহার ১৫১
বহু যুগ ধরে বেঁচেছিস্ তোরা ১২০
বন্ধু গো সাকী আনিয়াছ নাকি বরষের সওগাত ৯৯
বাদলের নিশি অবসানে মেঘ-আবরণ অপসারি' ২২৫
বাজিল বেহেশ্‌তে বীণ আসিল সে শুভদিন ২৭৯
বিদ্যুৎ-গতি দীর্ঘশ্বসা ১৫৫
বিশ বৎসর আগে— ৩৫০
বিশ্ব তখনো ছিল গো স্বপ্নে, বিশ্বের বনমালী ২১৪
বিশ্ব-মনের সোনার স্বপন কিশোর তনু বেড়ায় ঐ ২৫৪
বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে ৩৮
বেলাল! বেলাল! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে ৬৯

ম. মহত্তম যা নাম প্রভুর ১৬৯

www.pathagar.com

	মোর পরম ভিক্ষু আল্লার নামে চাই	১৮
	মোহর্‌রমের চাঁদ ওঠার ত আজিও অনেক দেরী	৩৫৮
	মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এস গুল্ মজলিসে	৯৬
	(মোহাম্মদ) ভ্রু-ভঙ্গী করি' ফিরাইল মুখ	১৭৯
	মোদের নবী আল-আরবী	২৬৬
য.	যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার	১০০
	যেমনি মনের ঝরোকা হইতে বোরকা ফেলিলে টানি'	৩৬৩
র.	(রোজ কিয়ামতে) যবে ফাটিবে আকাশ	১৭৩
শ.	শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ	৩৬২
	শত যোজনের শত মরুভূমি পারায়ে গো	৭১
	শপথ 'তীন' 'জায়তুন' 'সিনাই' পাহাড়	১৬০
	শপথ প্রথম দিবস-বেলার	১৬১
	শপথ রাতের আবৃত যখন করে সে অন্ধকারে	১৬২
	শপথ রবি ও রবি কিরণের	১৬৩
	শপথ করি এই নগরের	১৬৪
	শপথ "তারেক" ও আকাশের	১৭০
	"শহীদান"দের ঈদ এল বকরীদ!	৭৯
	শহীদের ঈদ এসেছে আজ	৮৪
	শাতিল আরব! শাতিল আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর	৮৮
	শুধু গুণ্ডামী, ভণ্ডামী আর গোঁড়ামী ধর্ম্ম নয়	১০৬
স.	সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা	১৪৮
	সঙ্কুচিত হয়ে যবে সূর্য্য যাবে জড়ায়ে	১৭৮
	সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সে প্রিয় আবদুল্লার শোকে	২২৮
	সর্ব্বনাশ তাহাদের, ত্রাস-কারী যারা	১৭৪
	সর্ব্বনাশের পরে পৌষ মাস	১০২
	সালাম লহ, হে মহাত্মা মোহসিন	৩৪৫
	সালাম সালাম, জামালউদ্দিন	৩৪৭
	সকলের তরে এসেছে যে জন, তার তরে	২৪৫
	সদাগর-জাদী বিবি খদিজার সোনার তরী	২৬৯
	সিঁড়িওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ	৭৬
	সেবার দূষিত ছিল বড় বায়ু মক্কাপুরীর	২৩৭
হ.	হিয়ায় মিলিল হিয়া	২৮১

www.pathagar.com

অভিমত

দৈনিক বাংলা, ২০শে জুন, ১৯৮২

হিজরী পনেরো শতক উদযাপন উপলক্ষে সম্প্রতি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে নজরুলের ইসলামী কবিতার এক সুবৃহৎ সংকলন। ইতিপূর্বেই এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েছে নজরুলের ইসলামী গানের অনুরূপ এক সুবৃহৎ সংকলন। আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত আলোচ্য 'নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা' শীর্ষক সংকলনে কবির সুবিখ্যাত খেয়াপারের তরণী, মোহররম, ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম, শাত-ইল-আরব ইত্যাদি কবিতাসহ ৪৫ টি কবিতা স্থান পেয়েছে । এ ছাড়া আছে কাব্য-আমপারা, মরু-ভাস্কর প্রভৃতি অনূদিত ও মৌলিক কাব্যগ্রন্থ এবং 'চিরঞ্জীব' শিরোনামে নজরুলের জাগরণমূলক, উদ্দীপনাশ্রয়ী ও মুসলিম জননেতা এবং মনীষীদের জীবনাদর্শের ভিত্তিতে রচিত কবিতাবলী।

*　　*　　*

নজরুলের অন্যান্য রচনার মতোই শুধু বাণীর মহিমাই নয়, কাব্যগুণে এবং শিল্পরূপের মহিমায়ও তাঁর ইসলামী কবিতা গান অনন্য হয়ে আছে। স্মরণযোগ্য যে, বিদ্রোহী কবিতা রচনারও অনেক আগে নজরুল তাঁর সুবিখ্যাত 'খেয়াপারের তরণী' ও অন্যান্য ইসলামী ঐতিহ্য ভিত্তিক কবিতা লিখে বাণী ও শিল্পরূপের অনন্যতার কারণে মোহিতলাল মজুমদার ও আরও অনেক কবি-সমালোচক অভিনন্দন লাভ করেছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠতম রূপকার নজরুলের এ সংক্রান্ত অনবদ্য কবিতাবলী ছাড়াও আলোচ্য সংকলনে রয়েছে প্রতিটি কবিতা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি, সুদীর্ঘ ও তথ্যপূর্ণ ভূমিকা এবং পরিশেষে 'বাংলাদেশে নজরুল ঃ বিদায়ী সালাম' শীর্ষক একটি অধ্যায়। কবির জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের কয়েকটি দুর্লভ ও স্মরণীয় ছবিতে সমৃদ্ধ এবং সুমুদ্রিত ও আকর্ষণীয় এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে জানাই অভিনন্দন।

শফিক আহমদ

দৈনিক সংগ্রাম, ২৯শে আগস্ট, ১৯৮২

* * * * * * * *

নজরুলের ইসলামী ভাবধারার কবিতামালার একটি স্বতন্ত্র সংকলনের অভাব এতোকাল অনুভূত হচ্ছিলো। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সে অভাব পূরণ করে জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। ... বিশ্বমানবের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যেই সত্যভিত্তিক নজরুল-চর্চা প্রয়োজন। আলোচ্য সংকলনটি সেদিক থেকে একটি মূল্যবান পদক্ষেপ বলেই নজরুল-প্রেমীদের কাছে বিবেচিত হবে।

জনাব আবদুল মুকীত চৌধুরী নজরুলের ইসলামী ভাবধারার আলোচ্য সংকলনটি সম্পাদনে গভীর নিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, বিশেষতঃ কবিতাগুলোকে কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্তিকরণ সম্পাদকের ব্যাপক নজরুলচারিতারই ফলশ্রুতি। "বাংলাদেশে নজরুল ঃ বিদায়ী সালাম' ও 'নজরুল জীবনপঞ্জী' সংযোজন সংকলনটির অন্যতম আকর্ষণ। আলোচ্য সংকলনের সবচেয়ে আকর্ষণ, যা সকলের ভালো লাগবে বলে মনে হয়, তা' হলো জনাব আবুল বারক আলভীর প্রচ্ছদ। সত্যি কথা বলতে কি, প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় একজন নিবেদিত শিল্পীসত্তার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি ঘটেছে।

* * *

'নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা' প্রকাশের জন্যে প্রকাশক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক মোবারকবাদ। এই সংকলনটি সকলের কাজে আসবে বলে আমরা মনে করি।

বুলবুল ইসলাম

www.pathagar.com

দৈনিক আজাদ

নজরুলের এ-সব ইসলামী কবিতাগুলোকে এক সাথে পাবার দুর্নিবার আকাঙক্ষা সমাজ মনের নিভৃত কোণে লালিত হচ্ছিল সুদীর্ঘকাল থেকে। কিন্তু সে আকাঙক্ষা অপূর্ণই থেকে যায় এ যাবৎকাল। সুখের বিষয়, শুধু সুখের নয়, অপরিসীম সুখের বিষয় যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সে সাধ, সে আকাঙক্ষা এতোদিনে পূর্ণ হলো। ... গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন জনাব আবদুল মুকীত চৌধুরী।

এ গ্রন্থে কবির এক শ' আটটি ছোট-বড়ো কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এখানে সম্পাদক সাহেব আশ্চর্য ধৈর্য, পরিশ্রম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতার জ্বলন্ত স্বাক্ষরের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন।

* * *

সাত রাজার ধন মানিক-এর ন্যায় এসব অমূল্য ইসলামী কবিতাকে সংকলন করিয়ে অতি সুন্দর, সুদৃশ্য ও শোভনরূপে চমৎকার অংগ-সজ্জায় প্রকাশ করার জন্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমাদের সর্বোচ্চ প্রশংসা মার্কের দাবীদার।

* * *

... ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে অবস্থান থেকে আমাদেরকে আবার আদি, সঠিক, সরল, পুণ্যপথে ফিরিয়ে আনার শুভ মহান ও অবিচল লক্ষ্যে 'নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী কবিতা', নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী গান'-এর মতো শত শত মহান আদর্শ পুস্তক অতি সুন্দর ও শোভনরূপে বাংলাদেশের পাঠক সমাজে উপস্থাপিত করে সমাজের অশেষ উপকার, অনন্ত কল্যাণ ও অতুলনীয় সেবা করে সংশ্লিষ্ট সকলের অপরিসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এজন্যে প্রশংসোক্তির সর্বোচ্চ মাত্রাও সংস্থাটির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আবুল কালাম মুস্তাফা

Bangladesh Observer, 13th June, 1982

Nazrul Islam has already become an Institution and there is a possibility of his becoming a classic in future. Nazrul has dealt with all the aspects of human life with particular emphasis on human values..... To him Islam means the best form of humanism which should be cultivated by all the people of the world.

The Islamic Foundation of Dhaka has rendered a valuable service by compiling his poems on Islamic topics. Mr. Abdul Muqit Chowdhury has the credit to place the themes in

www.pathagar.com

chronological order. The book must necessarily be appreciated by the reading public of the Bangalee throughout the world

Muhammad Azraf

Bangladesh Times, 11th July, 1982

Kazi Nazrul Islam was a versatile genius. He adorned our literature with various elements suiting the tone and temparament of the time."The real vitality of Islam lies in its recognition of the worth of the the people, its democratic ideal and its faith on universal brotherhood and equality of man. The uniqueness and greatness of Islam are recognised not only by me, but also by those who are not Muslims. This great truth of Islam can be the theme of not only a poem but an epic. An insignificant poet as I am in many of my writings I have tried to sing the glory of Islam, ... I know the greatest good of the country lies in the uplift of the Bengali Muslims."

* * *

These are the salient features of his Islamic poems. Collection of his works has been published. But hardly any attempt so far been made like the present one under review.

M. Abdul Mazid

Saturday Post, 29th May, 1982
Morning Post, 30th May, 1982

Kazi Nazrul Islam is a pride of our nation. But We are yet to discover the whole treasure of his vast creation.

* * *

Mr. Abdul Muqit Chowdhury of Islamic Foundation has fulfilled the long felt demand of the readers of Nazrul Islam by compiling his poems written on Islamic subject.

www.pathagar.com

He has rendered a good service to place the Islamic Poems of Kazi Nazrul Islam in chronological order.

* * *

Except one or two unavoidable printing mistake the thing is done with special care.

The book deserves readers' appreciation.

Shahabuddin Khan

বই, আগস্ট, ১৯৮২

ইতিপূর্বে মুকীত সাহেব আমাদের নজরুল ইসলামের ইসলামী গানের সংকলন উপহার দিয়েছেন। বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থে আমাদের ইসলামী কবিতা উপহার দিয়ে তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। কারণ আছে। ডক্টর রফিকুল ইসলাম এক জায়গায় অনুযোগ করে বলেছেন, নজরুল-কাব্য কবিতা-গানের কোন শ্রেণীবিন্যাস হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত দুটি গ্রন্থে ইসলামী গান ও কবিতার এক সার্থক শ্রেণী-বিন্যাস হয়েছে। ..... সত্যকার রূপে নজরুল যে মনেপ্রাণে ইসলামী ভাবাপন্ন ছিলেন, তার পরিচয় এই দুটি গ্রন্থে পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি।

ইসলামী কবিতায় ইসলামী আদর্শ ও দর্শন, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-প্রীতির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান। এই কবিতাগুলি থেকে আমরা প্রমাণ পাই, নজরুল স্বজাতি মুসলমানদের জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভেবেছেন। বিশেষ করে বাঙালী মুসলিম সমাজের জন্য তাঁর অনুভূতি অপরিমেয়।

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, ১ম সংকলন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২

বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ও অনন্য ধারার প্রবর্তক কাজী নজরুল ইসলামকে জানতে হলে তাঁর ইসলামী কবিতাগুলির সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হবে হবে। নজরুল ইসলাম তাঁর বহু কবিতা গানে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের চমৎকার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এ সত্য ও তথ্য জানা সত্ত্বেও এতদিন সংগ্রহ-গ্রন্থের অভাবে পাঠক-সমাজ নজরুলের ইসলামী কবিতাগুলোর সাথে

www.pathagar.com

ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকসমাজকে সেই সুযোগটা করে দিয়ে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

* * *

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এই সুবৃহৎ মূল্যবান সংকলন গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেছেন আবদুল মুকীত চৌধুরী। সম্পাদক অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে এই দুরূহ ও মহতী কাজটি সম্পাদন করতে পেরেছেন।...এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করার জন্য সম্পাদককে মুবারকবাদ জানাই। গ্রন্থটির মুদ্রণ, অংগসজ্জা, প্রচ্ছদ, বাঁধাই ইত্যাদি সব কিছুই খুব সুন্দর।

আলোচ্য সংকলন -গ্রন্থটির বিশেষ আকর্ষণীয় দিক এই যে, এতে নজরুলের প্রায় ২০ টি আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে।....

... এ ছাড়াও রয়েছে প্রচুর টীকা-টিপ্পনী ও গ্রন্থিত কবিতার প্রথম চরণ-সূচী এবং নজরুলের হস্তলিপির বেশ কয়েকটি নমুনা।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আবুল বারক আলভী। শিল্পী তাঁর হৃদয়ের উষ্ণতা, শৈল্পিক দৃষ্টি এবং নিষ্ঠা ও দক্ষতায় প্রচ্ছদটি সাজিয়েছেন। অংকন-কৌশলে এতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ইসলামী শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ এবং বৈশিষ্ট্য। ....

সর্বমহলে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

হাসান আবদুল কাইয়ূম

কাফেলা, শহীদুল্লাহ্ সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৯১

হিজরী সন ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সময়সূচক। সেই হিজরী সনের পঞ্চদশ শতাব্দীর যাত্রারম্ভ উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ গ্রন্থের পরিচালনা ও প্রকাশ করেছেন। এজন্য তাঁরা বাংলা ভাষাভাষী বিশ্ব মুসলিম তথা বিশ্ব মানবের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

* * *

তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সম্ভারের মর্মলোকে ইসলামী চেতনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। সেই অবদানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নজরুলের এ বহু প্রত্যাশিত ইসলামী কবিতার সংকলন প্রকাশ করে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গৌরবময় দায়িত্ব পালন করেছেন।

www.pathagar.com

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণের উন্নত মান গ্রন্থের প্রকাশকে মর্যাদামণ্ডিত করেছে। মূল্যবান ভূমিকাটি গ্রন্থের প্রবেশ পথেই কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাকে সবিশেষ সহায়তা করেছে। সর্বোপরি নজরুল প্রতিভার চিরকালীন একটি দিক-চিহ্নকে সামনে রেখে এই অমর প্রতিভার মূল্যায়নের নবতর দিগন্ত উন্মোচন করেছে। 'নজরুল ইসলাম'; ইসলামী কবিতা' বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক সংযোজন।

রফিক উল্লাহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

হিজরী পনেরো শতক উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ঘোষিত আদর্শের সংগে সংগতি রেখে নজরুল ইসলামের ইসলামী কবিতার অতি চমৎকার প্রচ্ছদযুক্ত সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত বর্তমান সংকলনটি প্রকাশ করে ফাউন্ডেশন সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষ মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, একথা নির্দ্বিধায় বলতে পেরে আমি আনন্দিত ! এই চমৎকার সংকলনটি সম্পাদক আবদুল মুকীত চৌধুরীকে তাঁর সম্পাদনা কাজে নৈপুণ্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

* * *

আমার বিশ্বাস, ফাউন্ডেশন এ জন্য দেশবাসী সংস্কৃতি প্রেমিক সকল মানুষের কাছ থেকেই সাধুবাদ পাবেন।

* * *

অতঃপর সম্পাদক সবিস্তারে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই নজরুল কাব্যের ঐশ্বর্য ও এর সার্বজনীন চরিত্রের কথা আলোচনা করে 'খাদেমুল ইসলাম' নজরুল ইসলামের কবি-কর্মের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

সম্পাদক... এ বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে এ জাতীয় কবিতার প্রাণরস যেহেতু মানবিকতা, সেইহেতু এই কবিতাগুলি শুধু মুসলমান নয়, সকল মানুষের চিরদিনের সঞ্চয়—চির পথের পাথেয় বলে গণ্য হবে। সম্পাদকের এ দৃষ্টিভংগী অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও প্রশংসনীয়। অতঃপর একটি সুসমৃদ্ধ ভূমিকাসহ নজরুলকৃত 'আমপারার কাব্যানুবাদ' প্রকাশনার বিচিত্র উদ্যোগের একটি বিস্মৃত ইতিহাসও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। অনুবাদ হিসাবে 'কাব্য-আমপারা' যে

www.pathagar.com

বিশেষ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সৃষ্টি, ঐ সম্পাদকীয় ও প্রাসংগিক আলোচনা পড়ার পর সে সম্পর্কে আর কোন সংশয় থাকে না।

* * *

সম্পাদক সংকলিত কবিতাগুলির শেষে 'চিরঞ্জীব পরিচিতি' নামক অংশে কবিতার উপজীব্য নরনারীদের জীবন-তথ্য আমাদের সংক্ষেপে উপহার দিয়ে কাজটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন।

এরপর পরিশিষ্টরূপে 'বাংলাদেশে নজরুল ঃ বিদায়ী সালাম' নামক একটি তথ্যনির্ভর নিবন্ধে তিনি কবির জীবন-সায়াহ্নে বাংলাদেশে আগমন ও মৃত্যু পর্যন্ত কবি-জীবনের এক চলচ্চিত্রই যেন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। .... নজরুল-কাব্যের যে কোন পাঠকের কাছে বইটি এ সব কারণেই সমাদৃত হওয়ার দাবী রাখে।

উত্তম কাগজে ছাপা এই সুসম্পাদিত কাব্যগ্রন্থটির অতিরিক্ত আকর্ষণ এতে সন্নিবেশিত নজরুলের আপন হস্তাক্ষরে লিখিত একাধিক কবিতার প্রতিলিপি এবং নজরুলের নিজের বিভিন্ন বয়সের ও তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালের শোকদৃশ্যের মূল্যবান কতকগুলি আলোকচিত্র। প্রায় সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার এই কাব্য সংকলনটি নজরুল-কাব্যের আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের কাছে এক অতি মূল্যবান কাজ বলে গণ্য হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আবুল বারক্ আলভীর আঁকা সুদৃশ্য প্রচ্ছদ সম্বলিত এই বিরাট গ্রন্থের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা। কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ-ব্যয় বৃদ্ধির কথা মনে রাখলে এ দাম বর্তমানে বাজারে যথেষ্ট কম বলেই বিবেচিত হবে। অবশ্য, ছিটেফোঁটা বানান-বিভ্রাট রয়েছে বইটিতে।

আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।।

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়

ইফাবা-২০০৪—২০০৫-প্র/৫২৫২ (উ)—৩,২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com